৺কাশীধাম শ্রীভারতধর্ম্ম প্রেস,
হইতে
এইচ, এন্, বাগচী দ্বারা মুদ্রিত।

যোগদর্শন।

সূত্র, সূত্রের বঙ্গানুবাদ এবং
বাঙ্গলা ভাষ্যসহিত।

শ্রীভারতধর্ম্ম সিণ্ডিকেট লিমিটেডের দ্বারা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের
শাস্ত্রপ্রকাশক বিভাগের জন্য
প্রকাশিত।

কাশীধাম।

বসন্ত পঞ্চমী।
সন ১৩৩০ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা

শ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ

প্রস্তাবনা

শাস্ত্রপ্রকাশের বিরাট আয়োজন।

পদার্থ বিজ্ঞান এবং শিল্পোন্নতির দ্বারা যেরূপ মনুষ্যসমাজের বহির্জগতের উন্নতি অবগত হওয়া যায়, তদ্রূপ দর্শনশাস্ত্রের উন্নতির দ্বারা অন্তর্জগতের উন্নতি উপলব্ধ হইয়া থাকে। যে মনুষ্যসমাজ যে সময়ে যেরূপ শিল্পের উন্নতি-সাধন করিয়াছিল, সেই সমাজ সেই সময়ে সেই পরিমাণে বহির্জগৎসম্বন্ধীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। শিল্পোন্নতির (Art) সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যসমাজে পদার্থ বিজ্ঞানেরও (Science) উন্নতি হইয়া থাকে। পদার্থ-বিজ্ঞান যদিও কখন সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেনা তথাপি উহার উন্নতির পরিমাণানুসারে মনুষ্যসমাজে বহির্জগতের উন্নতির পরিমাণ অনুমিত হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অন্তররাজ্যের জন্য দর্শনশাস্ত্রই একমাত্র অবলম্বনীয়। স্থূল রাজ্যের অতীত অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ সূক্ষ্মরাজ্যরূপ অনন্তপারাবারের পক্ষে দর্শনশাস্ত্রই ধ্রুবতারাস্বরূপ। সূক্ষ্মরাজ্যে প্রবেশেচ্ছু সাধক কেবলমাত্র দর্শন-শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া অন্তররাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হ'ন। স্থূল নেত্র-বিহীন ব্যক্তি যেরূপ স্থূল জগতের কিছুই দেখিতে পায়না, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞান-হীন ব্যক্তিও তদ্রূপ সূক্ষ্মজগতের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারেনা। অতএব যে শাস্ত্র সূক্ষ্মজগতের বিষয় বুঝাইয়া দেয় তাহাকেই দর্শনশাস্ত্র বলে। পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যখন যে মনুষ্যজাতি আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই সময়েই উহাদের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা প্রারম্ভ হইয়াছিল। বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যসমাজে দর্শনশাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল; পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে সেরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়না। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মুনিগণ যোগ সাধনের দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া তৎপরে অন্তর্জগতে প্রবেশ করিবার প্রযত্ন করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ প্রথমে তপ এবং যোগের সাহায্যে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া

তৎপরে জগতের কল্যাণের জন্য সূত্র রচনা করতঃ পৃথক্ পৃথক্ দর্শনশাস্ত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে অন্তররাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিয়া পরে জিজ্ঞাসুগণের হিতসাধনের জন্য তাহাদের হৃদয় দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার অভিপ্রায়ে বৈদিক দর্শনশাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য শিক্ষিত জাতিগণের মধ্যে তাহার সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহারা দূর হইতে অন্তররাজ্যের কিঞ্চিন্মাত্র আভাস প্রাপ্ত হইয়া সে বিষয়ের যথার্থ সত্য অন্বেষণ করিবার জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকেন। পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষিত জাতি যেরূপ বহির্জগতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মজগতে প্রবেশ করিয়া থাকেন, পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ সেরূপ না করিয়া প্রথমে অন্তর্জগতের বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করিয়া তৎপরে সর্ব্বসাধারণের কল্যাণের জন্য তাহা বহির্জগতে প্রকাশ করিবার জন্য প্রযত্ন করিয়াছেন। এই জন্যই বৈদিক দর্শনশাস্ত্রসমূহ সপ্ত অঙ্গে বিভাজিত হইয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য শিক্ষিত জাতি-সমূহের মধ্যে এরূপ না হওয়ায় দর্শনশাস্ত্রসমূহ নানা বৈচিত্র্যময় ও অসম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির রাজ্যে সর্ব্বত্রই তিন তিনটী বিভাগ বিদ্যমান রহিয়াছে, যথা—বাত, পিত্ত ও কফরূপ শরীর রক্ষার ত্রিবিধ শক্তি, মনুষ্যের ত্রিবিধ-প্রকৃতি, ত্রিবিধ কর্ম্ম ইত্যাদি। এইরূপ প্রকৃতির সপ্ত বিভাগের ভাবাবলম্বনে ও সৃষ্টিরাজ্যের সপ্ত ধাতু, সপ্ত বর্গ, সপ্ত দিবস, সপ্ত উর্দ্ধলোক, সপ্ত অধোলোক, সপ্ত বস্ত্র, সপ্ত অজ্ঞান ভূমি, সপ্ত জ্ঞানভূমি ইত্যাদি সপ্তবিধ বিভাগ সকল স্থানেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উক্ত নিয়মানুসারে সপ্ত জ্ঞানভূমি অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ পরম পদলাভ করিবার জন্য যে সমস্ত বৈদিক দর্শন-বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে সমস্তই এই সপ্ত জ্ঞানভূমির অনুসারে সপ্তভাগে বিভক্ত। এই সপ্তদর্শনের মধ্যে দুই পদার্থবাদ দর্শন, দুই সাংখ্য প্রবচন দর্শন, এবং তিন মীমাংসাদর্শন। আধুনিক পুস্তকসমূহের মধ্যে যে ষড়দর্শনের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, উহা কেবল, জৈন ও বৌদ্ধগণের অনুকরণে প্রচারিত হইয়াছে। কেননা, তাঁহাদের দর্শনশাস্ত্র ষড়দর্শন নামে অভিহিত হইত, সেইজন্য নাস্তিক দর্শনসমূহের অনু-করণে বৈদিক ষড়দর্শন নাম প্রচারিত হইয়াছিল। কোন আর্ষ গ্রন্থেই ষড়দর্শন শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়না। বিশেষতঃ বহুশতাব্দী হইতে মীমাংসাদর্শনের

সমস্ত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় মধ্যমীমাংসা দর্শনের কোন সিদ্ধান্ত-গ্রন্থই পাওয়া যায়না। এই সমস্ত কারণে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ষড়দর্শন শব্দ আমাদের সাহিত্যের মধ্যে ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ স্থায় এবং বৈশেষিক এই দুই পদার্থবাদদর্শন, যোগ এবং সাংখ্য এই দুই সাংখ্য প্রবচন দর্শন এবং বেদোক্ত কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান এই কাণ্ডত্রয়ানুসারে কর্ম্ম-মীমাংসা, দৈবী মীমাংসা (ভক্তি মীমাংসা) ও ব্রহ্ম মীমাংসা এই ত্রিবিধ মীমাংসাদর্শন, এইরূপে সপ্তদর্শন স্বতঃসিদ্ধ।

দার্শনিক গ্রন্থসমূহের অভাব, এবং দার্শনিক শিক্ষার বিলোপ হওয়ায় বর্ত্তমান সময়ে সনাতন ধর্ম্মের এইরূপ দুর্গতি হইয়াছে। আজকাল স্বধর্ম্মে অবিশ্বাস, পরধর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছা, সদাচার বর্জ্জন, পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের আদেশের প্রতি উপহাস, পুরাণাদি শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা, সাম্প্রদায়িক বিরোধ, অলৌকিক অন্তর রাজ্যের উপরে অবিশ্বাস, পরলোকের প্রতি ভয়হীনতা, দেব, দেবী, এবং ঋষি, পিতৃগণের অস্তিত্বে সন্দেহ, কর্ম্মকাণ্ডে অনাস্থা, সাধু ব্রাহ্মণগণের প্রতি অশ্রদ্ধা, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে উপেক্ষা, জগৎপবিত্রকর-আর্য্যনারীধর্ম্মের মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্তি, জপ, ধ্যানাদি সাধনমার্গের প্রতি অরুচি ইত্যাদি আর্য্যত্ব নাশকারী যে সমস্ত প্রবল দোষ উৎপন্ন হইয়াছে, বেদোক্ত দার্শনিক শিক্ষার অভাবই যে ইহার একমাত্র কারণ এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এ সময়ে স্থায়দর্শনের শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে হয়না, পূর্ব্বের স্থায় প্রাচীন স্থায়ের বাস্তবিক শিক্ষাপদ্ধতি এখন দেখিতে পাওয়া যায়না, নব্য স্থায় এখন প্রাচীন স্থায়ের স্থূলাভিত্তিক।

বৈশেষিক দর্শনের উপযোগী ঋষিপ্রণীত ভাষ্যের অভাব হওয়ায় উহার চর্চ্চা একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে বলা যাইতে পারে।

যোগদর্শন প্রথমতঃ দুরূহ শাস্ত্র, এবং উহার সহিত অন্তর্জগতের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেই জন্য যথার্থরূপে উহার অধ্যয়ন, অধ্যাপনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। যোগদর্শনের যিনি আচার্য্য হইবেন, তাঁহার স্বয়ং যোগী হওয়া আবশ্যক। বস্তুতঃ সেরূপ যোগির অভাবেই এই দর্শনের শিক্ষা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

সাংখ্যদর্শনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বর্ত্তমান সময়ে কেহ উহাকে আধুনিক দর্শন বলেন, কেহ প্রক্ষিপ্ত বিষয়ে পূর্ণ বলিয়া ঘৃণাপ্রদর্শন করেন,

এবং কেহ কেহ বা নাস্তিক দর্শন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কয়েক সহস্র বর্ষ হইতে উহার আর্ষ ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না, বর্ত্তমান সময়ে যে ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, উঁহা জৈনধর্ম্মাবলম্বী আচার্য্যের প্রণীত হওয়াতেই এরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু যে জৈনাচার্য্য অথবা বৌদ্ধাচার্য্য ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যে ভাবে স্বীয় ভাষ্যের দ্বারা সাংখ্যদর্শনের অর্থ প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তিনি সনাতনধর্ম্মী ছিলেন না। তিনি অপ্রাসঙ্গিক-রূপে বেদোক্তবৈধী হিংসার নিন্দা, লৌকিক এবং অলৌকিক প্রত্যক্ষবিজ্ঞানকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে অনুমিতি সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন, শাস্ত্রোক্ত দেবতাদির খণ্ডনাদি যাহা করিয়াছেন, উহা নষ্ট করিলে নিরপেক্ষ দার্শনিক ব্যক্তি মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে তিনি নিশ্চয়ই সনাতনধর্ম্মের বিরোধী অন্য কোন সম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন। আজপর্য্যন্ত সাংখ্যদর্শনের সম্বন্ধে যে সমস্ত টীকা প্রকাশিত হইয়াছে প্রায় সমস্ত রচয়িতাই জৈনাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুর মতানুসরণ করিয়াই রচনা করিয়াছেন।

দর্শনশাস্ত্রের যদি বাস্তবিক প্রচার করিতে হয় তাহা হইলে প্রাচীন ন্যায় দর্শনের অধিক প্রচার এবং আর্যভাষ্যের সহিত বৈশেষিক দর্শনের প্রচার বিশেষ আবশ্যক। শ্রীভগবান ব্যাসদেবকৃত ভাষ্যকে অবলম্বন করিয়া যোগী মহাপুরুষ-গণের দ্বারা প্রণীত সুবিস্তৃত ভাষ্যের সহিত যোগদর্শনেরও প্রচার হওয়া আবশ্যক। সাংখ্যদর্শনের ভাষ্য সূত্রকারের অভিপ্রায়ানুসারে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিগণের সাহায্য নূতন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করা পরম আবশ্যক।

ত্রিবিধ মীমাংসা দর্শনেই ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ মহর্ষি জৈমিনীকৃত কর্ম্মমীমাংসা দর্শন অত্যন্ত বৃহৎ হইলেও উহা অসম্পূর্ণ এবং একদেশী। জৈমিনী দর্শনে কেবল বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিজ্ঞান সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বৈদিক যাগ যজ্ঞের প্রচার প্রায় লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় এই দর্শন শাস্ত্রের দ্বারা এই সময়ে আমাদের কোনরূপে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে? সাধারণ ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্মের প্রভেদ কি? বর্ণধর্ম্ম কাহাকে বলে? আশ্রমধর্ম্ম কাহাকে বলে? পুরুষধর্ম্ম কি? নারীধর্ম্ম কাহাকে বলে? জন্মান্তর বাদের বিজ্ঞান কি? পরলোক গমন কিরূপে

হইয়া থাকে? সংসারের রহস্য কি? ষোড়শ সংস্কারের বিজ্ঞান কি? সংস্কার শুদ্ধির দ্বারা কিরূপ ক্রিয়াশুদ্ধি হইয়া থাকে? উদ্ভিজ্জাদি যোনি হইতে মনুষ্য যোনিতে কিরূপে জীব ধীরে ধীরে প্রবেশ করে? মনুষ্য পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা কিরূপ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ করে? কর্ম্মের ভেদ কত প্রকার? ক্রিয়াশুদ্ধির দ্বারা মানবগণ কিরূপে মুক্ত হইতে পারে? এই সমস্তই কর্ম্মমীমাংসার প্রতিপাদ্য বিষয়। কর্ম্মমীমাংসা দর্শনের এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রন্থ বহুকাল হইতেই লুপ্তাবস্থায় ছিল। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের নেতৃগণের উদ্‌যোগে একটী সুবিস্তৃত সূত্রগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে এবং সংস্কৃত ভাষাতে উহার ভাষ্যও প্রস্তুত করা হইতেছে।

কর্ম্মমীমাংসা যদিও লুপ্ত হইয়াছিল তথাপি উহার একটী সুবৃহৎ গ্রন্থ পাওয়া যাইত কিন্তু দৈবীমীমাংসার (মধ্যমীমাংসা বা ভক্তিমীমাংসা) কোন গ্রন্থই পাওয়া যাইত না। সম্প্রতি তাহারও একটি সিদ্ধান্তপূর্ণ মূলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, ও সংস্কৃত ভাষ্যের সহিত উহা প্রকাশিত ও হইবে। ভক্তি কাহাকে বলে? ভক্তির ভেদ কত প্রকার? উপাসনার দ্বারা মুক্তি কিরূপে সম্ভব হয়? ভগবানের আনন্দময় স্বরূপ কি? ভগবানের ব্রহ্ম, ঈশ এবং বিরাট এই ত্রিবিধরূপের পার্থক্যই বা কি? ভক্তির প্রধান প্রধান আচার্য্য ঋষিগণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত কি? সৃষ্টির বিস্তৃত রহস্য কি? অধ্যাত্ম সৃষ্টি, কি? অধিদৈব সৃষ্টি কি? অধিভূত সৃষ্টি কি? ঋষি কাহাকে বলে? দেব দেবী কাহাকে বলে? পিতৃগণের স্বরূপ কি? তাঁহাদের সহিত জগতের সম্বন্ধই বা কি? কিরূপে অবতার হয়! অবতার কত প্রকারের হয়? ভক্তির দ্বারা মুক্তি কিরূপে হইতে পারে? চতুর্ব্বিধ যোগের লক্ষণ কি? উপাসনার ভেদ কত প্রকার? উপাসনা এবং ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সাধক কিরূপে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হ'ন? কর্ম্মমীমাংসার অন্তিম লক্ষ্য কি? এবং ব্রহ্মমীমাংসার অন্তিম লক্ষ্য কি? ইত্যাদি বিষয় এই দর্শনশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই দর্শনশাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় যোগ এবং উপাসনা এই উভয়ের একতা সিদ্ধ করিতে গিয়া অনেক সময় উন্নত জ্ঞানিগণ ও মুহ্যমান হইয়া পড়েন।

সপ্তম জ্ঞানভূমির অন্তিম দর্শন ব্রহ্মমীমাংসা, উহাকে বেদান্ত বলা হয়। শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রণীত তাহার অতি উত্তম ভাষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদিন পর্য্যন্ত দৈবীমীমাংসাদর্শন বিলুপ্ত থাকায় এবং উপাসক সম্প্রদায়

সমূহ অদ্বৈতবাদকে দ্বৈতবাদে পরিণত করিতে চেষ্টা করায় বেদান্ত বিচার করিবার পক্ষে নানাবিধ অসুবিধা হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যস্থলে যদি মধ্য-মীমাংসা বিলুপ্ত না হইত তাহা হইলে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের বিরোধ কদাপি সংঘটিত হইত না।

ন্যায় দর্শনের যে আর্যভাষ্য পাওয়া যায় তাহা অতীব বিস্তৃত। বৈশেষিক দর্শনের বিস্তৃত সংস্কৃতভাষ্য প্রণীত হইতেছে। যোগদর্শনের বিস্তৃত ভাষ্য পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে রচিত হইয়া গিয়াছে এবং বিদ্যারত্নাকর নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রে উহার কিয়দংশ প্রকাশিত ও হইয়াছিল।

পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের মতানুসারে সাংখ্যদর্শনের সংস্কৃত ভাষ্য ও প্রণীত হইয়া গিয়াছে এবং উক্ত পত্রে উহারও কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, এই ভাষ্য পাঠ করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন, এবং সাংখ্যদর্শন যে আস্তিক দর্শন ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন. সভাষ্য কর্ম্ম-মীমাংসা দর্শন সংস্কৃত ভাষাতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। দৈবীমীমাংসা দর্শন অর্থাৎ মধ্যমীমাংসা দর্শনের ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, উক্ত পত্রিকায় সভাষ্য তাহার তিনপাদ প্রকাশিত ও হইয়াছিল। বেদান্তদর্শনের সমন্বয় ভাষ্য ও সংস্কৃত ভাষাতে প্রকাশিত হইবে। প্রাচীন আর্যগণের মত ঠিক ঠিক ভাবে উদ্ধৃত করিয়া এবং নিম্নজ্ঞান ভূমির অধিকার সমূহ উক্ত সমস্ত দর্শনোক্ত জ্ঞান-ভূমির বিজ্ঞানানুসারে প্রতিপাদন করিয়া বেদান্ত ভাষ্যকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার চেষ্টা করা হইবে। এই সপ্তবিধ দর্শন শাস্ত্রের ঠিক ঠিক প্রচার এবং যথা বিধি শিক্ষা প্রদানের জন্য এই সপ্তদর্শনের সংস্কৃত ভাষ্য প্রণয়নের কার্য্য অনেক-দূর অগ্রসর হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষা-ভাষী পাঠকগণের জন্য এই সমস্ত দর্শন গ্রন্থ সরল বঙ্গ ভাষাতে বিস্তৃত ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত করিবার

আমাদের হিতৈষীগণের মধ্যে অনেকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, জ্ঞানভূমির ক্রমানুসারে প্রথমে ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, যখন ইহার পূর্ব্ব হইতেই এই দর্শন বঙ্গভাষাতে সামান্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তখন যদিও বিস্তৃত ভাষ্যের সহিত প্রকাশ করা আবশ্যক তথাপি প্রথমেই ইহা প্রকাশিত হইলে পাঠকগণের সেরূপ চিত্তবিনোদ হইবেনা, বিশেষতঃ যোগদর্শন সকল প্রকার অধিকারিগণের

মিত্র, ও কোন দর্শনের সহিত বিরুদ্ধভাব না থাকায় উক্ত দর্শনের শ্রীমহামণ্ডল দ্বারা প্রণীত সংস্কৃত ভাষ্যের বিশুদ্ধ বঙ্গভাষাতে অনূদিত এই গ্রন্থ প্রকাশিত করা হইল। ইহার হিন্দী সংস্করণও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি যে অন্যান্য দর্শন ভাষ্যের এইরূপ প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ আমরা ক্রমশঃ বঙ্গীয় পাঠকগণকে প্রদান করিব।

উপর্য্যুক্ত সপ্ত বৈদিকদর্শন গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যোগের ক্রিয়াসিদ্ধাংশ সম্বন্ধীয় পাঁচটী গ্রন্থ হিন্দী অনুবাদের সহিত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তন্মধ্যে মন্ত্রযোগ এবং হঠযোগ সংহিতার বাঙ্গলা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। উপাসনার মূল ভিত্তিরূপ যোগের ক্রিয়াসিদ্ধাংশ চারিভাগে বিভক্ত, যথা,—মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ, এবং রাজযোগ, এই চারি প্রকার উপায়েরই পৃথক পৃথক অঙ্গ, পৃথক পৃথক ধ্যান এবং পৃথক পৃথক অধিকার নির্ণীত হইয়াছে। নাম এবং রূপকে অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত সাধনপ্রণালী কথিত হইয়াছে তাহাকে মন্ত্রযোগ বলে। মন্ত্রযোগ ষোড়শ অঙ্গে বিভক্ত এবং উহার ধ্যানকে স্থূল ধ্যান বলে।

স্থূল শরীরের সাহায্যে চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিবার যে উপায় তাহাকে হঠযোগ বলা হয়। হঠযোগ সপ্ত অঙ্গে বিভক্ত, এবং হঠযোগোক্ত ধ্যানকে জ্যোতি ধ্যান বলা হয়।

লয় যোগ এতদপেক্ষা উন্নত অবস্থার সাধনা। সমস্ত শরীরের যে জগৎ-প্রসবিনী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, গুরুদেবের উপদেশানুসারে উক্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া সহস্রারে লয় করত চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার যে প্রণালী তাহাকেই লয় যোগ বলে। লয় যোগ নয় অঙ্গে বিভক্ত, এবং তদুক্ত ধ্যানের নাম বিন্দুধ্যান।

যোগ প্রণালীসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়ের নাম রাজযোগ। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ সাধকগণকেই উন্নত অবস্থাতে রাজযোগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় কেবল মন্ত্র বিচারশক্তির দ্বারা চিত্তবৃত্তিনিরোধ করিবার যে উপায় তাহাকে রাজযোগ বলে। রাজযোগ ষোড়শ অঙ্গে বিভক্ত, এবং তদুক্ত ধ্যান ব্রহ্মধ্যান নামে অভিহিত। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ যোগপ্রণালীকে অবলম্বন করিয়া যে সমাধি হয় তাহাকে সবিকল্প সমাধি বলে। এবং এই রাজযোগোক্ত সমাধি নির্ব্বিকল্প সমাধি।

উপরি কথিত চতুর্ব্বিধ যোগপ্রণালীর অঙ্গ এবং উপাঙ্গসমূহ আর্ষসংহিতা পুরাণ তন্ত্রাদির অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকারানুসারে ইহাদের প্রত্যেকেরই ক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্, ও ক্রমানুসারে কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায়না। প্রাচীন সময়ে গুরু এবং শিষ্য সম্প্রদায়ের অধিকার উন্নত ছিল, সেই জন্য সে সময়ে সাধনবিভাগের কোন প্রয়োজন ছিলনা, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উক্ত চারি প্রকার সাধনপ্রণালীর পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধান্ত গ্রন্থ না পাওয়ায় যোগী এবং উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে।

আমরা মন্ত্রযোগ সংহিতা, হঠযোগ সংহিতা, লয়যোগ সংহিতা এবং রাজযোগ সংহিতা এই চারিটী সিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাদের প্রত্যেকটীতে সাধনপ্রণালী সুন্দর এবং বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই চারিটী গ্রন্থের অতিরিক্ত গুরুগণ এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া শিষ্যগণকে কিরূপে শিক্ষা প্রদান করিবেন তদ্বিষয়ক একটী গ্রন্থ আছে। উক্ত চারিটী গ্রন্থই বিদ্যারত্নাকর নামক মাসিক পত্রিকাতে প্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং মন্ত্রযোগসংহিতা বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে—অন্যান্যগুলিও ক্রমশঃ বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত হইবে।

উপর্য্যুক্ত সপ্ত দর্শন গ্রন্থ এবং পঞ্চ যোগগ্রন্থ বঙ্গভাষাতে প্রকাশিত হইলে বঙ্গীয় দার্শনিক জগতের উন্নতি বিষয়ে যে অসাধারণ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

হিন্দুজাতির ভারতবর্ষব্যাপী অদ্বিতীয় বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের শাস্ত্র প্রকাশ বিভাগ দ্বারা এইরূপে বহু লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া সংস্কৃত, হিন্দী, বাঙ্গলা ইংরেজী আদি ভাষাতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। বঙ্গভাষায় শক্তিগীতা, শম্ভুগীতা, গুরুগীতাদি কয়েকটী গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গ ভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছে। শ্রীমহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণের একান্ত ইচ্ছা যে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ কাশীস্থ বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সাহায্যে ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। যে সকল বেদাদি শাস্ত্র ইউরোপাদি পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ বহুমূল্যে ঐ সমস্ত পাওয়া যায়, সেই সমস্ত গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্কার ক্রমশঃ শ্রীমহামণ্ডলের ঐ বিভাগের দ্বারা এবং প্রকাশিত করা, বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের নানা ভাষায় অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত করা হয়, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে যে সমস্ত লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে ঐ গুলিও

হিন্দী, বাঙ্গলা, এবং ইংরেজী প্রভৃতি ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়, সেইজন্য এই শুভ অভিপ্রায়ে শ্রীমহামণ্ডল নিজের সংরক্ষকতায় ভারতধর্ম্ম সিণ্ডিকেট্ নামে একটী যৌথ কারবার দশলক্ষ টাকা মূলধনে কাশীধামে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ কারবারের দ্বারায় হিন্দুজাতির এই শুভকার্য্য সংসাধিত হইবে। হিন্দুমাত্রেরই এই মহৎকার্য্যে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যোগদান করা কর্ত্তব্য। এবং এই সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করা উচিত।

শ্রীমহামণ্ডলের ব্যবস্থাপক সাধুগণের দ্বারায় যে সকল গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া প্রণীত হইয়া থাকে ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া উহার দ্বারায় এই সিণ্ডিকেটের যাহা লাভ হইবে তাহার কিয়দংশ উক্ত মহাত্মাগণের ইচ্ছানুসারে কাশীস্থ দীন দরিদ্রগণের দুঃখ নিবারণ ও সাত্ত্বিক দানের অভিপ্রায়ে উক্ত সিণ্ডিকেট শ্রীঅন্নপূর্ণা বিশ্বনাথ দান ভাণ্ডারের কোষে অর্পণ করিয়া থাকেন। এই নিয়মে এই গ্রন্থ-বিক্রয়ের লাভাংশ উক্ত দান ভাণ্ডারে অর্পিত হইবে।

মাঘী পূর্ণিমা।
সম্বৎ ১৯৮০।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে।

যোগদর্শন।

ভূমিকা।

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম নিত্য একরূপে স্থিত পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ ক্রিয়ারহিত এবং সৃষ্টি হইতে অতীত। কোনরূপ ক্রিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এবং তাঁহার কোনরূপ ক্লেশের সম্ভাবনা নাই। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান কালে তিনি সর্ব্বদা একরূপেই বর্ত্তমান থাকেন। ইচ্ছানিচ্ছারূপ ইচ্ছা হইতে তাঁহারই ইচ্ছাময়ী শক্তি দ্বারা এই সংসার উৎপন্ন হইয়াছে, বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে। সৃষ্টির উৎপত্তি এবং স্থিতির অবস্থাতে উক্ত সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মা আপনার যে অংশ অথবা যেভাবে সৃষ্টি ধারণ করিয়া থাকেন, সৃষ্টির ঐশ্বর্য্যবশতঃ তাঁহার উক্ত অবস্থার নাম ঈশ্বর, এবং যখন সৃষ্টি থাকেনা অথবা যে অবস্থাতে সৃষ্টির কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, তাঁহার উক্ত নিষ্ক্রিয় ও প্রশান্ত অবস্থার নাম ব্রহ্ম। 'অহং মমেতিবৎ' অর্থাৎ আমি এবং আমার শক্তি এইরূপ বলিলে যেমন শক্তিমান এবং শক্তিতে কোন ভেদ থাকেনা, ঠিক তদ্রূপ ব্রহ্ম এবং ত্রিগুণময়ী শক্তিতে কোনরূপ ভেদ নাই, পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ তাহাই প্রমাণিত করিয়াছেন। সংক্ষেপে ইহাই ধারণা করা কর্ত্তব্য যে, ব্রহ্মশক্তি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মভাবে অপ্রকাশিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ সাম্যাবস্থাতে বর্ত্তমান থাকেন, এবং ঈশ্বর ভাব অর্থাৎ সগুণভাবে উক্ত ব্রহ্মশক্তি স্বীয় ত্রিগুণরূপ ধারণ করিয়া প্রকটিত হইয়া থাকেন। লীলাময় ভগবানের যে শক্তির দ্বারা এই সংসার উৎপন্ন হইয়াছে, সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিময়ী ইচ্ছারূপিনী উক্ত মহাশক্তির নামই মহাবিদ্যা প্রকৃতি এবং শক্তি। সৃষ্টিক্রিয়া যখন আরম্ভ হইল, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়রূপ শান্ত অবস্থাতে যখন ক্রিয়ারূপ সৃষ্টির উৎপত্তি হইল, তখন ইহাই বিচার্য্য যে যে স্থলে ক্রিয়ারূপ কম্পন হইল, ও যে কারণরূপিণী শক্তির দ্বারা কম্পন হইল, ইহার দুইটী স্বতন্ত্র সত্তা রহিয়াছে সৃষ্টিকর্ত্তা, যাঁহার ইচ্ছা হইতে সৃষ্টিরূপ ক্রিয়া উৎপন্ন হইল তাঁহার নাম ঈশ্বর এবং তাঁহার ইচ্ছারূপিণী

শক্তির নাম প্রকৃতি। * সমুদ্রে তরঙ্গ উত্থিত হইলে সমুদ্রের তরঙ্গসমূহের যেমন পৃথক পৃথক সত্তা' পরিলক্ষিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বররূপ সমুদ্রে জীবরূপ তরঙ্গের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্তা অনুভূত হইয়া থাকে। গম্ভীর প্রশান্ত সমুদ্ররূপ ঈশ্বরসত্তাতে কোনরূপ ভেদ না থাকিলেও অবিদ্যাবশতঃ প্রত্যেক তরঙ্গ নিজ নিজ স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অবিদ্যা প্রযুক্ত জীব চৈতন্য স্বীয় স্বতন্ত্র সত্তা অনুভব করিয়া অহঙ্কারের বশীভূত হ'ওত যে স্বতন্ত্র কেন্দ্র স্থাপন করিয়া লয় উক্ত অল্পজ্ঞরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কেন্দ্রই জীবের জীবত্ব। বিদ্যারূপিণী মহাশক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অধীন থাকিয়া সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। জৈবাবস্থাতে ইহার বিপরীত ভাব জীবের উপরে জীবমোহকারিণী অবিদ্যার প্রভাব পতিত হয়, এবং জীবরূপ চৈতন্য অবিদ্যার অধীন হইয়া সৃষ্টি ক্রিয়াতে আবদ্ধ হইয়া যায়। সেই কারণ জীবরূপ চৈতন্য স্বভাবতঃই নিজকে প্রকৃতির ন্যায় স্বীকার করিয়া থাকে। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। সত্ব, রজঃ, এবং তম এই তিনটী গুণ। জীব আবদ্ধ হইয়া নিজকে ত্রিগুণময় বিবেচনা করিতে থাকে। অনাদি অবিদ্যাই জীবকে এইরূপ আবদ্ধ করিবার কারণ; এবং অবিদ্যাবশতঃই জীব অল্পজ্ঞতা লাভ করিয়া অহঙ্কারের বশীভূত হওতঃ নিজ স্বতন্ত্র সত্তা স্থাপন করিয়া লইয়াছে, এই অবস্থার নামই জীব। জীব এবং ঈশ্বরের পার্থক্য এই যে, জীব অবিদ্যার অধীন, এবং ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাকে স্বীয় অধীনে রাখিতে সমর্থ হ'ন। তাৎপর্য্যার্থ এই যে যিনি প্রকৃতির অধীনে বর্ত্তমান থাকেন তিনি জীবপদবাচ্য আর প্রকৃতি যাঁহার অধীনে থাকিয়া দাসীভাবে সেবা করিয়া থাকেন তিনিই ঈশ্বর।

সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মা যখন স্বীয় ইচ্ছানিচ্ছারূপ ইচ্ছা হইতে বিদ্যারূপিণী স্বীয় মহাশক্তির দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিলেন, তখন প্রথমে

* প্রণব এই অবস্থার কার্য্যের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। যেখানে কোন কার্য্য হয় সে স্থানে কম্পন অবশ্য হইবে, এবং যে স্থলে কোন কম্পন হয়, সে স্থলে অবশ্যই কোন শব্দ হইবে, সৃষ্টির আদিকারণরূপ কার্য্যের ধ্বনিই ওঁকার, যোগী যখন এই সাম্যাবস্থা প্রকৃতিতে মন যুক্ত করেন তখনই তিনি প্রণব ধ্বনি শ্রবণ করিবার অধিকারী হইতে পারেন।

আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইল, ইহাই পঞ্চতত্ব, এবং তত্বসমূহ হইতেই নিখিল সংসারের উৎপত্তি হইল। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী এবং আদিকারণ রূপিণী অনাদি প্রকৃতি হইতেই এই পঞ্চতত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, এই সমস্তও ত্রিগুণাত্মক। এই পঞ্চভূত সমূহের মিলিত সত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ এবং রজঃ অংশ হইতে পঞ্চ-প্রাণের উৎপত্তি হইল। চিত্ত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার অন্তঃকরণে বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে চিত্ত ও অহঙ্কারকে মন এবং বুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। চিত্ত মনের, এবং অহঙ্কার বুদ্ধির অন্তর্বিভাগ। চিত্ত, মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কারের একত্বই অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ ও ত্রিগুণাত্মক, সেইজন্য সূক্ষ্মদর্শী যোগিগণ নিম্নলিখিতরূপ অন্তঃকরণের চারি বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন। যথা—সত্বগুণ হইতে বুদ্ধি, রজোগুণ হইতে মন, ও তমোগুণ হইতে চিত্ত ও অহঙ্কার প্রকটিত হইয়া থাকে। এই কারণ যোগদর্শন ত্রিরূপ অন্তঃকরণের ত্রিবিধ অঙ্গ স্বীকার করেন। যথা—মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। এই পঞ্চভূত সমূহের প্রত্যেকের যে গুণ তাহাদিগকে তন্মাত্রা বলে। অর্থাৎ আকাশের শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, অগ্নির রূপ, জলের রস, এবং পৃথিবীর গন্ধ, পঞ্চতত্বের এই পঞ্চগুণকে পঞ্চতন্মাত্রা বলা হয়। এই পঞ্চতন্মাত্রা হইতে সৃষ্টির সাহায্যের জন্য বিস্তৃতি লাভ করিয়া পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শব্দ হইতে শ্রোত্র, স্পর্শ হইতে ত্বক্, রূপ হইতে চক্ষু, রস হইতে জিহ্বা, এবং গন্ধ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই পাঁচটীকেই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। প্রত্যেক তত্বের পৃথক পৃথক সত্বগুণ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার এই পঞ্চতত্বের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রজোগুণ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ—আকাশের রজঃ অংশ হইতে বাক্, বায়ুর রজঃ অংশ হইতে হস্ত, তেজের রজ অংশ হইতে পাদ, জলের রজ অংশ হইতে উপস্থ এবং পৃথিবীর রজ অংশ হইতে পায়ু উৎপন্ন হইয়াছে এই পাঁচটীকে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা হয়। এইরূপে উক্ত পঞ্চভূতের বিস্তার হইতেই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এই ভূতগণ যখন পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্মাবস্থাতে বর্ত্তমান থাকে, তখন তাহারা অগোচরীভূত থাকিয়া অপঞ্চীকৃত মহাভূতরূপে কথিত হইয়া থাকে; এবং উক্ত পঞ্চভূত পরস্পর মিলিত হইয়া নিম্নলিখিতরূপে সূক্ষ্মভাব ধারণ করে তখন তাহাদিগকে পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত

বলা হয় পঞ্চীকরণের নিয়ম যথা—

আকাশের অর্দ্ধেক ও অন্যান্য ভূত চতুষ্টয়ের সমপরিমাণে একত্রে অর্দ্ধেক অর্থাৎ প্রত্যেকের দুইআনা অংশ। ঐরূপ বায়ুর অর্দ্ধেক অন্যান্য ভূতসমূহের অর্দ্ধেকাংশ, তেজের অর্দ্ধেক ও অন্যান্য ভূত সমূহের অর্দ্ধেকাংশ, জলের অর্দ্ধেক ও অন্যান্য ভূতসমূহের অর্দ্ধেকাংশ, এবং পৃথিবীর অর্দ্ধেক ও অন্যান্য ভূতসমূহের অর্দ্ধেকাংশ এইরূপে পঞ্চীকৃত পঞ্চস্থূল মহাভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বেদ এবং বেদসম্মত শাস্ত্রসমূহ একবাক্য হইয়া ইহাই বর্ণন করিতেছেন যে পরমাত্মা ব্রহ্ম অর্থাৎ পুরুষ এবং ত্রিগুণময়ী মায়া অর্থাৎ প্রকৃতি এই উভয়ের ইচ্ছা এবং পরস্পর মিলন হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি হয়। যে কোন শাস্ত্র যে কোন রূপই বর্ণন করুক না কেন, অভিপ্রায় সকলেরই একরূপ, সকলেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ পূর্ণব্রহ্ম পুরুষকে নিষ্ক্রিয় এবং স্বতন্ত্ররূপে স্বীকার করিয়াছেন; এবং ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে সৃষ্টির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন সৃষ্টির কারণরূপা প্রকৃতিকে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন, বেদান্ত দর্শন উক্ত প্রকৃতির বিস্তারকে পঞ্চকোষরূপে মানিয়া লইয়াছেন, সাংখ্য শাস্ত্র যেরূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে উপরত হওয়াকে মুক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন বেদান্ত শাস্ত্র ও তদ্রূপ পঞ্চকোষ হইতে পৃথক হওয়াকে ব্রহ্মসদ্ভাব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, সকল শাস্ত্রেরই কথন একরূপ এবং লক্ষ্যও সকলের একরূপ, কেবল সাধন বিভাগ অর্থাৎ মুক্তিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় সমস্ত শাস্ত্রেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। জীবরূপ চৈতন্য প্রথমে যখন অবিদ্যা দ্বারা আবদ্ধ হইয়া নিজেকে প্রকৃতি রূপে মানিতে থাকে, সেই অবস্থাতেই উক্ত অন্তঃ-করণ কারণ-শরীর বিশিষ্ট হয়। অন্তঃকরণ পঞ্চপ্রাণ সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মিলিত হইয়া সূক্ষ্মশরীররূপে অভিহিত হইয়া থাকে, তদনন্তর পঞ্চীকরণ বিধানুসারে সূক্ষ্ম পঞ্চতত্ত্ব সমূহ হইতে উৎপন্ন পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, এবং আকাশ এই স্থূল পঞ্চভূতের দ্বারা স্থূলশরীরের উৎপত্তি হয়। এই স্থূল শরীর জীবের দেহপাতের পরে এস্থলেই পতিত হইয়া থাকে এই সূক্ষ্মশরীর বিশিষ্ট জীব জন্মান্তর পরিগ্রহ করে। স্থূলশরীর কেবল সূক্ষ্মশরীরেরই বিস্তার মাত্র। জীব যাহা কিছু কর্ম্ম করে, যাহা কিছু ভোগ করে এবং যাহা কিছু ভবিষ্যতে ভোগ্যকর্ম্মের সংস্কার সংগ্রহ করে, উক্ত সমস্তই অন্তঃকরণে সূক্ষ্মশরীরের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত অবিদ্যার স্থিতি, ততদিন পর্য্যন্ত জীবরূপ

চৈতন্য নিজেই নিজেকে অন্তঃকরণ রূপে স্বীকার করে, যতদিন পর্য্যন্ত এরূপ ভাব বিদ্যমান থাকে ততদিন পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের কার্য্যে তাঁহাকে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়, এবং যতদিন পর্য্যন্ত এই ভ্রমমূলক সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে ততদিন পর্য্যন্ত নানাবিধ সুখ দুঃখরূপ কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া জীব আবাগমনরূপ সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে থাকে।

যোগ শব্দের অর্থ মিলন। জীবরূপ চৈতন্য অবিদ্যা গ্রস্ত হইয়া পরমাত্মা—পরব্রহ্ম হইতে পৃথক ভাবে অবস্থান করিতেছে, উহার উক্ত পার্থক্য বিদূরিত করিয়া পূর্ব্বরূপে স্থিত করতঃ যেখান হইতে বহির্গত হইয়াছিল সেইস্থানে পঁহুছাইয়া দেওয়ার নাম যোগ। অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে মিলন তাহাকে যোগ বলে। এইরূপে জীবগণকে মুক্তিপদে পঁহুছাইয়া দিবার জন্য বেদ ও শাস্ত্রাদিতে যত প্রকার সাধন বর্ণিত হইয়াছে, উক্ত সাধনসমূহ চারিভাগে* বিভক্ত। যথা—মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ এবং রাজযোগ, শাস্ত্রোক্ত কোনরূপ মন্ত্র জপ বা কোনরূপ রূপের-ধ্যান করিতে করিতে চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়াকে মন্ত্রযোগ বলে। শারীরিক ক্রিয়ার দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়ার নাম হঠযোগ। ষটচক্র ভেদের দ্বারা বহির্ম্মুখিণী শক্তিসমূহকে ব্রহ্মাণ্ডে বিলীন করিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়াকে লয়যোগ, এবং কেবলমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে ব্রহ্মবিদ্যা বিচারের দ্বারা চিত্তবৃত্তিসমূহ হইতে উপরত হইয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়াকে রাজযোগ বলে। যে মূলভিত্তির উপরে এই চতুর্ব্বিধ সাধনমার্গ অবস্থিত রহিয়াছে, সপ্তদর্শনে তাহার বিবরণ পরিস্ফুট রহিয়াছে। উক্ত দর্শনসমূহের মধ্যে যোগিরাজ মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শনে পূর্ণরূপে সার্ব্বভৌম লক্ষ্যে সাধনমার্গের ক্রিয়া সিদ্ধাংশ বর্ণিত হইয়াছে। সূত্রকার মহর্ষি নিজ দর্শন-গ্রন্থকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; প্রথম ভাগে যোগ অর্থাৎ সমাধির বর্ণন, দ্বিতীয় ভাগে যোগের অনুকূল এবং প্রতিকূল গুণ ও ক্রিয়াসমূহেরে বর্ণন, তৃতীয় ভাগে যোগের বিভূতিসমূহের বর্ণন এবং চতুর্থ ভাগে কৈবল্য অর্থাৎ যোগসাধনের লক্ষ্য বর্ণিত হইয়াছে।

লয় ক্রিয়া সৃষ্টি ক্রিয়ার বিপরীত ভাবে হইয়া থাকে। সৃষ্টি অনুলোম হইতে এবং লয় বিলোম হইতে হইয়া থাকে। সৃষ্টির সময়ে ঈশ্বর হইতে প্রকৃতি,

---

* এই চতুর্ব্বিধ সাধনের বিস্তৃত বিবরণ পৃথক্ পৃথক্ যোগসংহিতাতে দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্ব, অহংতত্ত্ব হইতে মন, তৎপরে তন্মাত্রাসমূহ, অর্থাৎ আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, এবং তৎপরে এই সমস্তই বিস্তৃত হইয়া সংসাররূপে পরিণত হয়। লয়ের ক্রম ঠিক, ইহা হইতে বিপরীত। সংসার যখন বিনষ্ট হয়, তখন পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশের তন্মাত্রা মনে, মন অহংতত্ত্বে, অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি ঈশ্বরে বিলীন হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে। যোগশাস্ত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে অন্তঃকরণই সৃষ্টি ও বিলয়ের কারণস্থল। অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের সহিত বহির্জগতের সম্বন্ধ হইলেই সৃষ্টির বিস্তার হয়। এবং ঐরূপ অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হইলেই লয়রূপ মুক্তিপদ লাভ হইয়া থাকে। এখন বিচার করা কর্ত্তব্য যে সৃষ্টি অবস্থায় অন্তঃকরণের কোন্ কোন্ বৃত্তি বর্ত্তমান থাকে। এবং যোগশাস্ত্রোক্ত মুক্তিপদ লাভ করিবার জন্য উক্ত বৃত্তিসমূহের কিরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সৎ, অসৎ অর্থাৎ পাপ ও পুণ্যের বিচারে বৃত্তিসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। যাহাদের দ্বারা জীব দুঃখদায়ক পাপ সংগ্রহ করে তাহাদিগকে ক্লিষ্ট বৃত্তি বলে। যেমন—কাম, ক্রোধ, হিংসা অহংকার ও দ্বেষাদি। এবং যাহাদের দ্বারা জীব সুখদায়ক পুণ্য সংগ্রহ করে তাহাদিগকে ক্লিষ্ট বৃত্তি বলে। যেমন দয়া, মৈত্রী, সরলতা, ক্ষমা ও শীলতাদি। সৎ ও অসৎ ভেদে যেমন অন্তঃকরণের দ্বিবিধ ভেদ, গুণভেদেও তদ্রূপ অন্তঃকরণের পাঁচটী ভূমি বা অবস্থা। প্রথম তমোগুণের ভূমি, যে অবস্থাতে মনে চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞানের অংশ স্বল্পই প্রকাশিত হইয়া থাকে, এবং মন নিজ স্বভাবানুসারেই নাচিতে নাচিতে যথেচ্ছভাবে উন্মত্তের ন্যায় মুখসহীন ঘোড়ার মত এখানে সেখানে দৌড়িয়া বেড়ায় মনের এই অবস্থার নাম মূঢ়। দ্বিতীয় রজোগুণের ভূমি—এই ভূমিতে মন যখন কোন বিশেষ লক্ষ্যকে আশ্রয় করিয়া বুদ্ধিযুক্ত হওতঃ সদসৎ বিচারে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ ইতস্ততঃ না করিয়া একই কার্য্যে রত থাকে মনের এই অস্থার নাম ক্ষিপ্ত। তৃতীয় সত্ত্বগুণের ভূমি, এই ভূমিতে অন্তঃকরণ যখন উক্ত বৃত্তিসমূহ হইতে পৃথক্ হইয়া স্থিত হয় অর্থাৎ যখন উহাতে মনের উন্মত্ততা বা বুদ্ধির বিচার কিছুই থাকে না। এই অবস্থার নাম বিক্ষিপ্ত। এই বিক্ষিপ্ত ভূমি কখন কখন অল্প সময়ের জন্য জীবগণের মধ্যে উদিত হইয়া থাকে। মূঢ়, ক্ষিপ্ত, এবং

বিক্ষিপ্ত এই তিনটী অন্তঃকরণের স্বাভাবিক ভূমি। অর্থাৎ যে অন্তঃকরণে যে গুণ অধিক হইবে তাহাতে সেই প্রকারের ভূমিরই আধিক্য থাকিবে।

তামসী অর্থাৎ ঘোর আলস্য পরায়ণ পুরুষগণের মূঢ়ভূমি, রাজসী অর্থাৎ কর্ম্মঠপুরুষগণের মধ্যে ক্ষিপ্তভূমি এবং সাধুগণের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভূমিরই অধিক স্থিতি হয়। ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট বৃত্তির সহিত মূঢ়, ক্ষিপ্ত এবং বিক্ষিপ্ত ভূমির একই সম্বন্ধ, অর্থাৎ সদসৎ ভেদে সত্ত্ব এবং তমোগুণ এই দুইটীই প্রধান, মধ্যের রজোগুণ সহায়ক মাত্র। রজোগুণ যখন তমোগুণের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, সে সময়ে অন্তঃকরণে ক্লিষ্ট অর্থাৎ পাপজনক বৃত্তি সমূহের উদয় হয়। ঐরূপ রজোগুণ যখন সত্ত্বগুণের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন অন্তঃকরণে অক্লিষ্ট অর্থাৎ পুণ্যজনক বৃত্তি সমূহের উদয় হইয়া থাকে। যোগশাস্ত্রে ইহাই প্রমাণিত করা হইয়াছে যে যদি মূঢ়, ক্ষিপ্ত এবং বিক্ষিপ্ত ভূমিতে পাপ বা পুণ্য জনক কোনরূপ বৃত্তিই অন্তঃকরণে উত্থিত না হয় তবে সেই সময়ের নিরুদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারে। এইরূপে মুক্তিপদের সাধক-স্বরূপ নিরুদ্ধাবস্থা লাভ করিবার জন্য যোগশাস্ত্রে একাগ্রনামক একটী পঞ্চমাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, এই অবস্থা সাধকগণের মধ্যেই উদিত হইতে পারে। অন্তঃকরণে যখন কেবল ধ্যাতা অর্থাৎ ধ্যানকর্ত্তা, ধ্যেয় অর্থাৎ লক্ষ্য এবং ধ্যান অর্থাৎ ধ্যান করিবার ক্রিয়া এই তিনের অতিরিক্ত আর কিছুই অনুভূত হয় না অন্তঃ-করণের উক্ত নিশ্চঞ্চল অবস্থার নাম একাগ্র। এইরূপ এই একাগ্রভূমি সুদৃঢ় হইয়া গেলে অন্তঃকরণে ধীরে ধীরে ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয়ের নাশ হইয়া যায় এবং উহা নিরুদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া থাকে। অন্তঃকরণের নিরুদ্ধাবস্থায় কোন-রূপ বৃত্তি না থাকায় নির্ম্মলতা প্রযুক্ত জীব ভগবৎ সাক্ষাৎ করিয়া মুক্ত হইয়া যান। এইরূপ জীবের স্বাভাবিক ত্রিগুণময়ী বৃত্তি সমূহকে একাগ্রতারূপ যোগ সাধনের দ্বারা দমিত করিয়া নিরুদ্ধাবস্থাতে উপনীত হওতঃ যোগক্রিয়ার দ্বারা জীব মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হ'ন। অন্তঃকরণ যখন বহির্ম্মুখীন হইয়া তন্মাত্রা এবং ইন্দ্রিয় সমূহের সাহায্যে কোন বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া যায় তখনই সে উক্ত বিষয়রূপ ধারণ করিয়া বিষয় বিশিষ্ট হওতঃ বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু একাগ্রতার সাধনের দ্বারা যখন অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য দূর হয়, তখন উহা পুনরায় বহির্ম্মুখীন হইতেই পারে না। তৎপরে অন্তঃকরণ সম্পূর্ণভাবে স্থির হইয়া গেলে তাহাতে যখন নিরুদ্ধ ভাবের উদয় হয় তখনই আত্ম-সাক্ষাৎকার

লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই একাগ্রভূমিকে বর্দ্ধিত করিতে করিতে নিরুদ্ধ ভূমিতে উপনীত হওয়াকেই যোগ বলা হয়।

পক্ষী এক পক্ষের দ্বারা উড়িতে পারে না। যতদিন পর্য্যন্ত তাহার উভয় পক্ষ কার্য্যকারী না হয় ততদিন পর্য্যন্ত সে উড়িবার শক্তি লাভ করিতে পারে না। এরূপ যতদিন পর্য্যন্ত সাধকও সাধন ও বৈরাগ্যরূপ পক্ষদ্বয় লাভ করিতে না পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি মোক্ষপদে উপস্থিত হইতে পারেন না। প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল; সেকারণ প্রকৃতিজাত এই সংসার ও ক্ষণভঙ্গুর। কি ইহলোক কি পরলোক, কি নরভূমি, কি সুরভূমি, সমস্তই ত্রিবিধগুণের পরিবর্ত্তন বশতঃ ক্ষণভঙ্গুর। এইরূপ বিবেচনা করিয়া সাধকের অন্তঃকরণ যখন এই সংসারের সর্ব্ববিধ সুখ ও স্বর্গাদি পারলৌকিক সুখ সমূহকে অনিত্য, মিথ্যারূপে অবগত হইয়া সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, সেই সময়ের এই বিষয়বিরাগ জনিত অবস্থাকেই বৈরাগ্য বলা হয়। শাস্ত্রকারগণ এই বৈরাগ্যের চারি প্রকার ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। বিবেকরূপ সাত্ত্বিক বুদ্ধি উদিত হইলে সাধক যখন এরূপ বিবেচনা করিতে থাকেন, যে এই সমস্তই মায়ার খেলা, ও অনিত্য, ইহা হইতে নিজকে রক্ষা করিয়া মুক্তিপদের দিকে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য উক্ত অবস্থাই বৈরাগ্যের প্রথম অবস্থা। বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি যখন বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরতা ও বিষয়ের দোষ দর্শনের দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে বিষয় ভোগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রযত্ন করিতে থাকেন, উহাই দ্বিতীয়াবস্থা। পুনরায় উক্ত বৈরাগ্যবুদ্ধি দৃঢ় হইলে সাধকের অন্তঃকরণ যখন সমস্ত পদার্থকেই দুঃখময় বিবেচনা করিয়া থাকে, অর্থাৎ বলপূর্ব্বক বিষপান করিলে সাধকের যেমন অত্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাকে, ঐরূপ যখন সমস্ত সুখই সাধকের পক্ষে দুঃখময় বিষতুল্য প্রতীত হইয়া থাকে সেই সময়েই বৈরাগ্যের উন্নত তৃতীয়াবস্থা। এই অবস্থাতে বিষয়ের স্থূল সেবা একেবারে বিলীন হইয়া গেলেও বিষয়ের মানসিক সংস্কার অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। ইহার পরের অবস্থা চতুর্থাবস্থা। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরবৈরাগ্যের অবস্থা। এই অবস্থাতে সাধক বৈরাগ্য সাধনের দ্বারা এরূপ পূর্ণতা লাভ করেন যে তাঁহার অন্তঃকরণ একেবারে সংসারের দিক্ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যায়। পর-বৈরাগ্যের উদয়ে অন্তঃকরণ একেবারে ইচ্ছাশূন্য হইয়া যায়, সংসারের দিকে কোনরূপ লক্ষ্য থাকে না। যোগপথে অগ্রসর হইবার সময় মহাত্মাগণ নানা প্রকারের দিব্য ঐশীসিদ্ধিসহ লাভ করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ

হ'ন, কিন্তু পরবৈরাগের শক্তির দ্বারাই সাধক সিদ্ধিরূপ বিষয়ে আবদ্ধ হ'ন না। এইজন্য বৈরাগ্যের পূর্ণাবস্থা পরবৈরাগ্য এবং সাধনের পূর্ণাবস্থা অন্তঃকরণের নিরুদ্ধতা এই উভয়ের লক্ষণই একরূপ। এইরূপ ক্লিষ্ট অর্থাৎ পাপজনক বৃত্তি সমূহকে ধীরে ধীরে অক্লিষ্টরূপ পুণ্যজনক বৃত্তি সমূহের দ্বারা দমিত করা কর্ত্তব্য, এবং পুনরায় বৈরাগ্যাভ্যাসের দ্বারা অক্লিষ্ট বৃত্তিসমূহ দমিত করিয়া ইচ্ছা রহিত হইতে পারিলেই মুক্তিপদ লাভ হইতে পারে।

যোগশাস্ত্রে সাধন এবং বৈরাগ্যযুক্ত পুরুষার্থসমূহকে অষ্টভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং এই আটভাগকেই অষ্টাঙ্গ যোগ বলা হয়। যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ধ্যান ও সমাধি। অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং লোভ পরিত্যাগ করাকে যম বলে। শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, এবং ঈশ্বর ভক্তি ইত্যাদিগকে নিয়ম বলা হয়। এইরূপ যম এবং নিয়মের দ্বারা যখন অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশুদ্ধ হইয়া যায় তখনই সাধক যোগমার্গে অগ্রসর হইয়া থাকেন। যাহার দ্বারা শরীর ও মন উভয়ই প্রসন্ন হয় অর্থাৎ যে সুখমোপায়ের দ্বারা উপবেশন করিলে যোগসাধন ঠিক ঠিক ভাবে হইতে পারে তাহাকে আসন বলা হয়। রেচক, পূরক এবং কুম্ভকের দ্বারা ধীরে ধীরে প্রাণবায়ুর উপরে আধিপত্য লাভ করাকে প্রাণায়ামক্রিয়া বলে। মনের সহিত বায়ুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, এই জন্য প্রাণবায়ু বশীভূত হইলে মন আপনা আপনি বশীভূত হইয়া যায়। কচ্ছপ যেরূপ নিজ অঙ্গসমূহকে গুটাইয়া লয় তদ্রূপ বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে গুটাইয়া লওয়ার নাম প্রত্যাহার। পঞ্চতত্ত্বাদি সূক্ষ্ম বিষয়ে মনকে স্থির করার নাম ধারণা। ধারণা অভ্যাসের সময় যোগী অন্তর্জগতে বিচরণ করিতে থাকেন। ভগবানের রূপ চিন্তা করার নাম ধ্যান। তদবস্থাতে ধ্যানের সাহায্যে ধ্যাতা এবং ধ্যেয়ের জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। ধ্যানের ইহাই দ্বৈতাবস্থা। ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই ত্রিবিধ সাধন ক্রিয়ার দ্বারা সাধক যখন একই পদার্থবিশেষে যুক্ত হ'ন, সাধকের উক্ত অবস্থাকে সংযম বলে। সবিকল্প সমাধিতে এইরূপ সংযমের উদয় হইয়া থাকে। সংযম সাধনের শক্তির দ্বারাই মহর্ষিগণ ত্রিকালদর্শী হইতে পারিতেন এবং বাহ্যিক কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র সংযমের দ্বারাই নানাবিধ শারীরিক বিজ্ঞানও জ্যোতিষাদি বিবিধ বহির্বিজ্ঞান সমূহ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেন। বিভূতিপাদে সংযমসম্বন্ধীয় এই সমস্ত সাধনের বর্ণন করা

হইয়াছে। যে অবস্থাতে ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয় এই ত্রিপুটীর স্বতন্ত্র সত্তা বিনষ্ট হইয়া একরূপ হইয়া যায় পরমাত্মাতিরিক্ত অন্যভাব বর্তমান থাকে না, উহাই সমাধির অবস্থা। এইরূপে যম, নিয়ম, আসন এবং প্রাণায়াম, এই চারিটী বহির্জগতের সাধন এবং প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই চারিটী অন্তর্জগতের সাধন। এই সুকৌশলপূর্ণ যোগের অষ্টাঙ্গ সাধন করিতে করিতে সাধক ধীরে ধীরে অন্তঃকরণ নিরুদ্ধ করতঃ কৈবল্যরূপ মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত 'যোগদর্শন' সকল প্রকারের সাধনেরই সার্ব্বভৌমিক ভিত্তি। সাধক যে প্রকারেরই হউননা কেন, অর্থাৎ তিনি মন্ত্রযোগেরই অধিকারী হ'উন, হঠ যোগেরই অধিকারী হউন, লয় যোগেরই অধিকারী হউন, রাজযোগেরই অধিকারী হউন, ভক্তই হউন আর জ্ঞানীই হউন, ভোগী অথবা ত্যাগীই হউন, এই যোগশাস্ত্র সকল প্রকারের জীবগণের জন্যই কল্যাণময় মার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, চতুর্বিধ যোগসাধনমার্গ, নানাবিধ সাম্প্রদায়িক সাধনমার্গ, এবং ভক্তি সাধনাদি সমস্তই এই যোগশাস্ত্রের প্রদর্শিত ভিত্তির উপরে অবলম্বিত। অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের অতিরিক্ত আরও কয়েক প্রকারের যোগের লাভ হইতে পারে, যোগশাস্ত্রে উহার বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। জীবহিতকারী মহর্ষি ইহা প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন যে অষ্টাঙ্গ যোগই সরল এবং সাধারণ পথ, কিন্তু এতদতিরিক্ত অসাধারণ মার্গ—ঈশ্বর ভক্তির অভ্যাস, প্রণবাদি মন্ত্রের রূপ, প্রাণায়াম সাধন, পঞ্চতন্মাত্রারূপ দেবা বিষয়ে মনের লয় সাধন, জ্যোতিঃ প্রভৃতি ভগবদ্রূপের ধ্যান, মনের শূন্যতা অভ্যাস, এবং নিজ ইচ্ছানুসারে পবিত্র মূর্ত্তিতে চিত্ত সংলগ্ন করিয়া ধ্যান করিলেও ধীরে ধীরে অন্তঃকরণ একাগ্র হইয়া যায়, এবং এইরূপে একাগ্র হইতে নিরুদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া জীব মুক্তিপদে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয়। যিনি যেদিক দিয়াই গমন করুন না কেন, যোগশাস্ত্রকথিত একাগ্রভূমি হইতে নিরুদ্ধ ভূমিতে উপস্থিত হওয়ার নামই সাধনা।

যোগশাস্ত্রে সমাধির দ্বিবিধ ভেদ কীর্ত্তিত হইয়াছে যথা—সবিকল্প সমাধি ও নির্ব্বিকল্প সমাধি। সবিকল্প সমাধিতে সাধকের অন্তঃকরণ নিরুদ্ধ হইয়া গেলে তিনি ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে থাকেন, সে অবস্থাতে দ্বৈতভাব বর্ত্তমান থাকে। যে অবস্থাতে প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া গেলে জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে একত্ব স্থাপন হয়, এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মার

অতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থের প্রকাশ থাকে না, উহাই নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা। ইহাই যোগমার্গের কৈবল্যরূপ মুক্তিপদ। এই স্থলে উপস্থিত হইয়া বেদোক্ত সমস্ত মত এক হইয়া যায়, ইহাই বেদান্তের ব্রহ্মসদ্ভাব, ভক্তিমার্গের পরাভক্তি, অন্যান্য দর্শনকথিত অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি এবং ইহাই বেদোক্ত আত্মসাক্ষাৎকার। এই অবস্থাতে জীবের জীবত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়, জীব যেস্থল হইতে আসিয়াছিল সেই স্থলে উপনীত হইয়া যায় এবং যাহা ছিল তাহাই হইয়া যায়। অনাদিকাল হইতে উৎপন্ন এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্থিত এই সৃষ্টিক্রিয়া যদিও সে সময়ে বর্ত্তমান থাকে, তথাপি যোগসাধনরূপ পুরুষার্থ-সম্পন্ন জীব যোগ সাধনের দ্বারা মুক্ত হইয়া যান, এবং সেই কারণ তাঁহার অংশের প্রকৃতি মহাপ্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। তিনি আকাশ হইতে পতিত পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত বারিবিন্দুর ন্যায় পরমাত্মরূপ মহাসমুদ্রে লয় প্রাপ্ত হ'ন। এই বাক্যাতীত মনের অগোচর মুক্তাবস্থাই যোগসাধনের লক্ষ্য।

জ্ঞানভূমির সপ্ত ভেদানুসারে বৈদিক দর্শনশাস্ত্রসমূহও সপ্ত ভাগে বিভক্ত। তদনুসারে মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শনের দ্বারা স্বকীয় জ্ঞানভূমি প্রকাশিত হইলেও ইহার বিশেষত্ব এই যে, অন্য কোন দর্শনের জ্ঞানভূমির সহিত যোগদর্শনের কোন বিরোধ নাই। নিজ জ্ঞানভূমির দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য প্রায়ই এক দর্শন অন্য জ্ঞানভূমির উপরে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া থাকে। যদিও এরূপ পরকীয় মতের দূষণ ও স্বকীয় মতের মণ্ডনের দ্বারা জ্ঞানভূমির তারতম্যানুসারে দার্শনিকজ্ঞানলাভযোগ্য উপায়সমূহের পরিপুষ্টিই হইয়া থাকে, তথাপি যোগদর্শনে এরূপ খণ্ডনমণ্ডনের লেশমাত্রও নাই। ইহাই এই পরমোপযোগী দর্শনের সমদর্শিতা এবং সর্ব্ব হিতকারিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

যোগদর্শনের বিজ্ঞানের সহিত সাংখ্যদর্শন বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। যোগদর্শনবিজ্ঞান বৈদিক কাণ্ডত্রয় প্রতিপাদক ত্রিবিধ মীমাংসার পরম সহায়ক এবং যৌগিক ক্রিয়া সমূহের মূল স্বরূপ। ইহার দ্বারা সকল প্রকারের উপাসনাতেই বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অন্যান্য দর্শন হইতে যোগদর্শনের আর এক বিশেষত্ব এই যে ইহাতে দৃষ্ট-জন্মবেদনীয় এবং অদৃষ্ট জন্মবেদনীয় কেবল এই দুই প্রকার কর্ম্মই স্বীকার করা হইয়াছে। সেই কারণ পুরুষার্থবাদীগণের পক্ষে এই দর্শন বিশেষ উপকারী এই দর্শনের মতানুসারে যোগী পুরুষার্থের প্রভাবে সমস্তই করিতে পারেন।

অন্য দর্শনের মুমুক্ষু সাধক ধীরে ধীরে অধিকারানুকূল উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন, কিন্তু যোগদর্শন স্বকীয় অলৌকিক যোগশক্তি দ্বারা সকলকেই সব প্রকারের অধিকার প্রদান করিতে সমর্থ হয়। অন্যান্য দর্শন হইতে ইহাই ইহার বিশেষত্ব। কোন দর্শন ভূমিতে ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না অন্য কোন দর্শন কেবল দূর হইতে অনুমান করিয়াই ঈশ্বরের গুণগান করিয়া থাকে, কিন্তু যোগদর্শনের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহিমা যে, ইহার দ্বারা যোগী ঈশ্বর রাজ্যের অণিমাদি বিভূতি পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হ'ন। এই দর্শনের আরও এক বিশেষত্ব এই যে অন্য দর্শনে যেরূপ বিচারের সাহায্যে মুমুক্ষুগণকে ধীরে ধীরে অধ্যাত্মমার্গে অগ্রসর করান হয় যোগদর্শন সেরূপ উপায়ও অবলম্বন করিয়াছেন, অধিকন্তু, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষার্থ প্রধান সাধন সমূহের প্রয়োগ থাকায় এবং তাহাতে সাধনক্রিয়া হইতে উৎপন্ন প্রত্যক্ষ ফল লাভ হওয়ায় যোগদর্শন মার্গে বিচরণশীল মুমুক্ষুগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পাদন হইয়া থাকে, এবং এই জ্ঞানভূমির প্রতি সাধকের হৃদয়ে পরম প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে, উহা হইতে আত্মজ্ঞানোন্নতি এবং স্বরূপ স্থিতি অতি সহজেই সম্পাদিত হইয়া থাকে।

যোগদর্শনে চিত্ত এবং অন্তঃকরণ উভয়কেই এক পর্য্যায়বাচক বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে যে—

মনো মহান মতির্ব্রহ্মা অন্তঃকরণমেবচ।
প্রজ্ঞা সংবিচ্চিতির্মেধা পূর্বুদ্ধিস্মৃতিচঞ্চলাঃ।
পর্য্যায়বাচকাঃ শব্দা মনসঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

মন, মহান্, মতি, ব্রহ্মা, অন্তঃকরণ, প্রজ্ঞা, সবিৎ, চিত্ত, মেধা আদি একপর্য্যায়বাচক শব্দ। এই চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণকে যম নিয়মাদি সাধারণ উপায় অথবা ঈশ্বর প্রণিধান অভিমতধ্যানাদি অসাধারণ উপায় যে কোন উপায়ে নিরুদ্ধ করিয়া প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওত পুরুষ স্বস্বরূপে উপস্থিত হইতে পারেন। এই দর্শনের ইহাই সার সিদ্ধান্ত।

ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের ভূমি অতিক্রম করিয়া সাধক যোগদর্শনের ভূমি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যোগদর্শন এবং সাংখ্যদর্শনের ভূমি প্রায় একইরূপ। প্রভেদ এইটুকু যে সাংখ্যকার স্পষ্টরূপে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব মানিয়াছেন। যোগদর্শন

ষড়্‌বিংশতিতত্ত্ব মানিয়াছেন। যোগদর্শনের মতে ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বটীই ঈশ্বর। ইহাতে এরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে যে সাংখ্যদর্শনকার ঈশ্বর স্বীকার করেন না বরঞ্চ তিনি "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্রের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করিয়াছেন। কেবল মাত্র ইহাই বক্তব্য, সাংখ্যদর্শনে লৌকিক পুরুষার্থের দ্বারা ঈশ্বর অসিদ্ধ, কিন্তু যৌগিক অলৌকিক পুরুষার্থের দ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্ব সিদ্ধ হয় এইরূপ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনের ভূমিতে অলৌকিক পুরুষার্থের প্রয়োজন হয় না। এই কারণ এই ভূমিতে ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন হ'য়না। যোগদর্শন অলৌকিক যোগশক্তির পক্ষপাতী এইজন্য যোগদর্শন ভূমিতে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহাই উভয় দার্শনিক ভূমির একত্ব ও প্রভেদ। যদি সাংখ্যদর্শন কর্ত্তা একেবারে ঈশ্বর অস্বীকার করিতেন তাহা হইলে 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ এইরূপ সূত্র না করিয়া "ঈশ্বরাভাবাৎ" অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বই নাই এইরূপ সূত্র করিতেন। অতএব সাংখ্য এবংযোগ উভয়ই আস্তিক দর্শন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই ভাষ্য শ্রীভগবান বেদব্যাসকৃত যোগদর্শন ভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে, ব্যাসকৃত ভাষ্য অতি সংক্ষিপ্ত ও দুর্ব্বোধ বলিয়া তাহাই বিস্তৃত ভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, এবং ব্যাস ভাষ্যের অনুকূল অন্যান্য যে সমস্ত টীকা ও বৃত্তি প্রচলিত আছে তাহাদেরও সারাংশ ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। আশাকরি বঙ্গবাসী জিজ্ঞাসুগণ এই বঙ্গভাষায় রচিত ভাষ্য পাঠ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন।

অর্থাৎ নবীন ইচ্ছা হইতে যে নবীন কর্ম উৎপন্ন হইয়া নবীন সংস্কার উৎপন্ন করিতেছে উহাই ক্রিয়মাণ কর্ম। এবং কর্মাশয়স্থিত অনন্ত কর্মের মধ্যে যে কয়েকটী কর্ম জীবের মধ্য লাভ করিয়া স্থূলশরীর রূপ ফলোৎপাদন করিয়াছে, অর্থাৎ যাহার ফলভোগ এইজন্মে হইতেছে উহাকেই প্রারব্ধ কর্ম বলে। সাধারণ নিয়ম এই যে, জীব সাধারণ কর্মের ফল এই জন্মেই ভোগ করিয়া থাকে, এবং সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্মের ফল জন্মান্তরে যথাক্রমে লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এই সূত্রে ইহাই বলা হইয়াছে যে যদি ক্রিয়মাণ কর্ম কথন কথন প্রবল হয় তাহা হইলে উহাও প্রারব্ধ কর্মের সহিত মিলিত হইয়া এই জন্মেই ফল প্রদান করিয়া থাকে। এইজন্ম নিজ শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান ভূমির অনুসারে যোগ বিজ্ঞান সিদ্ধকারী দৃষ্ট, অর্থাৎ যাহার ফল জীব এই জন্মেই ভোগ করিয়া থাকে, এবং অদৃষ্ট অর্থাৎ যাহার ফল জীব জন্মান্তরে লাভ করিয়া থাকে, মহর্ষি সূত্রকার কর্মের এই দ্বিবিধ ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। যদি এরূপ শঙ্কা হয় যে অন্য দর্শন তিন প্রকার কর্ম স্বীকার করে, কিন্তু এই দর্শন কেবল দ্বিবিধ কর্মই কেন স্বীকার করিল? তবে এই শঙ্কার সমাধান এই যে সকল বিষয়েই যোগের পুরুষার্থ অলৌকিক ভাব ধারণ করে। অন্য দর্শনে বিচাররূপ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ বর্ণন করা হইয়াছে, কিন্তু যোগদর্শনে মুক্তি প্রাপ্তির উপায় সর্ব্বাপেক্ষা বিলক্ষণ। যোগদর্শন অলৌকিক একতত্ত্বের অভ্যাস দ্বারা মুক্তির বিঘ্ন সমূহ বিনাশ পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প সমাধিতে উপনীত করাইয়া মুক্তিপদ প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। অন্য দর্শন সমূহ কেবল লৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করে, কিন্তু যোগদর্শন নিজে লোকান্তর পুরুষার্থ শৃঙ্খলার দ্বারা অলৌকিক প্রত্যক্ষের সাহায্যে দৈবজগতের দর্শন করাইয়া থাকে। অন্য দর্শন সমূহ সম্পূর্ণরূপে কর্মের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিবার উপায় বর্ণন করে না, কিন্তু যোগদর্শনবিজ্ঞান সংযম শক্তির প্রভাব বর্ণন করিয়া যোগীকে যেরূপ নানাবিধ ঐশী সিদ্ধির অধিকারী করিয়া দেয়, তদ্রূপ এইরূপ অলৌকিক শক্তিও সিদ্ধ করিয়া দেয়, যাহার দ্বারা যোগীরাজ নিজ অদৃষ্ট কর্ম্মকে সংযমের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া দৃষ্টরূপে পরিণত করিতে সমর্থ হ'ন, এবং ঐরূপ দৃষ্ট কর্মকেও অদৃষ্টরূপে পরিণত করিতে সমর্থ হ'ন। ইহাই যোগদর্শনের বিচিত্রতা এবং অলৌকিকত্ব। এই কারণ বশতঃই ত্রিবিধ কর্মের পরিবর্ত্তে যোগদর্শন কেবল দৃষ্টজন্মবেদনীয় এবং অদৃষ্টজন্মবেদনীয় এই দ্বিবিধ কর্ম্মই স্বীকার করিয়া থাকে॥ ১২॥

যোগদর্শন।

সমাধিপাদ।

সম্প্রতি যোগবিষয়ক অনুশাসন বলা হইতেছে॥ ১॥

অথ মঙ্গলবাচক শব্দ। অর্থাৎ বিঘ্নবিনাশ এবং নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তিরূপ মঙ্গলের জন্য অথ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে—

ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ॥

পূর্ব্বকালে ওঁকার এবং অথ শব্দ ব্রহ্মার কণ্ঠভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছিল এইজন্য এই দুইটী শব্দ মাঙ্গলিক। অধিকার বিষয়ক অর্থেও অথ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশের জন্য অধিকার নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়, সেই কারণ অধিকারার্থক অথ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ "আনন্তর্য্য" অর্থেও অথ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অর্থাৎ রাজানুশাসন এবং শব্দানুশাসনের অনন্তরই যোগানুশাসন; এই "আনন্তর্য্য" অথ শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী বলিয়া প্রত্যেক মনুষ্যের বুদ্ধিও ত্রিবিধ। যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে :—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥

---

* অথ যোগানুশাসনম্॥ ১॥

যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ এবং মোক্ষ অবগত হইতে পারা যায় তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম কার্য্য, অকার্য্য যথাবৎ পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় না তাহাই রাজসিক বুদ্ধি। তমোগুণের দ্বারা আবৃত হইয়া যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মকে অধর্ম্ম এইরূপ সমস্ত বিষয়েই বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন করে তাহাই তামসিক। তামসিক বুদ্ধির উপরে আবরণের আধিক্য বলিয়া রাজদণ্ড এবং সমাজ দণ্ডের দ্বারাই উহাকে ন্যায়পথে প্রবর্ত্তিত করা হইয়া থাকে। রাজসিক বুদ্ধি সংশয়যুক্ত বলিয়া বেদ এবং আচার্য্যের উপদেশের দ্বারাই সন্দেহের নিবারণ করা হইয়া থাকে। অতএব তামসিক এবং রাজসিক অধিকারির পক্ষে রাজানুশাসন ও শব্দানুসাশন হিতকর। কিন্তু সাত্ত্বিকী বুদ্ধি সর্ব্ববিধভাবে মালিন্য রহিত ও স্বচ্ছ বলিয়া উহার পক্ষে যোগানুশাসনই হিতকর হইবে। সাত্ত্বিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন সাধক গুরূপদিষ্ট অষ্টাঙ্গ যোগের সাধন-দ্বারা চিত্তবৃত্তিসমূহ নিরোধ করিয়া অনায়াসে স্বরূপ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন, অতএব "অথ" শব্দের অধিকারানুসারে আনন্তর্য্য অর্থেই প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত। সমাধিবাচক 'যুজ' ধাতু হইতে যোগ শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় 'যোগ' শব্দের অর্থ সমাধি। এবং সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে সমাধি দ্বিবিধ হওয়ায় তটস্থভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া স্বরূপভূমি পর্য্যন্ত চিত্তের সমস্ত পরিণামই যোগশব্দবাচ্য। 'অনুশাসন' শব্দের অর্থ আজ্ঞা। অর্থাৎ অধিকারী নির্ণয়ের পর যোগের আদেশ করা হইতেছে ইহাই ইহার অর্থ। দর্শনশাস্ত্র সমূহ বেদার্থ-সমূহকে প্রকাশ করে বলিয়াই দর্শন, অর্থাৎ নেত্র স্বরূপ। প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রই বেদের অভিপ্রায়ানুসারে এক একটী পন্থা বর্ণন করিয়াছেন, তদনুসারে মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শন যোগমার্গের প্রকাশক অর্থাৎ পূজ্যপাদ মহর্ষি এই দর্শনের সৃষ্টিকর্ত্তা ন'ন, কিন্তু বেদের যোগভাগের প্রকাশক। এই জন্যই মহর্ষি অনুশাসন শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ যোগশাস্ত্র সার্ব্বভৌমভাবযুক্ত এইজন্যও প্রথম সূত্রে অনুশাসন শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, তামসিক-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে রাজানু-শাসন, এবং রাজসিক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে শব্দানুশাসন বিহিত হইলেও, কেবল সাত্ত্বিক-বুদ্ধিসম্পন্ন উন্নত মনুষ্যগণের পক্ষে যোগানুশাসনের বিজ্ঞান প্রারম্ভ করা হইল। ইহাই প্রথম সূত্রের উদ্দেশ্য ॥ ১ ॥

পূর্ব্বোক্ত অনুশিষ্যমান যোগ কাহাকে বলে?

চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ ॥ ২ ॥

এস্থলে চিত্ত শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ। এই অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ প্রতিলোম ক্রমে যখন স্বকারণে বিলীন হইয়া যায় তখনই তাহাকে যোগ বলা হয়। অন্তঃকরণ-ভূমির ভেদানুসারে এই লয় দ্বিবিধ ভাবে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথম ত্রিপুটির সূক্ষ্ম অস্তিত্ব যুক্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থায়, দ্বিতীয়—ত্রিপুটী পূর্ণ ভাবে বিলীন হইয়া গেলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায়। যোগাচার্য্যগণ অন্তঃকরণের পাঁচটী ভূমি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। অন্তঃকরণ যখন সদসৎ বিচার শূন্য ও আলস্য, বিস্মৃতির বশীভূত হইয়া ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে থাকে; অর্থাৎ বল্গা-রহিত ঘোটক অথবা আলস্যপরায়ণ মনুষ্যের চিত্ত যেমন উন্মত্ত হইয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে থাকে, তদ্রূপ চিত্ত যখন চঞ্চল হইয়া স্বভাবতঃই নাচিতে থাকে তাৎকালিক চিত্তের ঐরূপ তমোমূলক প্রবৃত্তিই মূঢ়-ভূমির লক্ষণ। দ্বিতীয় ভূমির নাম ক্ষিপ্ত। এই ভূমি রজোগুণময়ী; যখন মন কোন এক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বুদ্ধির সাহায্যে কোন উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হয়; অর্থাৎ বল্গাযুক্ত ঘোটক অথবা বিচারবান্ বা কর্ম্মে নিযুক্ত মনুষ্যের চিত্তের যে অবস্থা হইয়া থাকে ইহাই ক্ষিপ্ত ভূমি। ক্ষিপ্ত হইতে বৈশিষ্টময়ী তৃতীয় ভূমির নাম বিক্ষিপ্ত। ইহা সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। অন্তঃকরণ যখন কখন কখন সুখ ও দুঃখ, বিচার ও আলস্য, তমোগুণ এবং রজোগুণের বৃত্তি হইতে পৃথক হইয়া শূন্যভাবে অবস্থান করে, তখন ইহাই বিক্ষিপ্ত নামক সত্ত্বগুণের ভূমি। সাংসারিক মনুষ্যগণ অল্প সময়ের জন্য কখন কখন এই ভূমি লাভ করিয়া থাকে। অন্তঃকরণের এই ত্রিবিধ ভূমি সমস্ত মনুষ্যগণের মধ্যেই গুণের ভেদানুসারে স্বভাবতঃই উদয় হয়, এবং নিজ নিজ গুণানুসারে ন্যূনাধিক্যও হইয়া থাকে। মনুষ্যগণের চিত্ত যখন এই ত্রিবিধ ভূমি হইতে পৃথক হইয়া অবস্থান করে, অর্থাৎ কোন বৃত্তিই চিত্তে উত্থিত হয় না; এই অবস্থাকেই চিত্তের নিরুদ্ধভূমি বলা হয়, এবং ইহাই যোগের লক্ষ্য। এবং এই নিরুদ্ধভূমি লাভ করিবার জন্য যে সমস্ত উপায় শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে; অর্থাৎ চিত্তের স্বাভাবিক বৃত্তি হইতে পৃথগ্‌ভূত যে এক প্রকার নূতন ভূমির উৎপত্তি হয়, যাহা শ্রীগুরুদেবের উপদেশ-লভ্য সাধন দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া

---

* যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

থাকে; সেইভূমিকে একাগ্র—ভূমি বলা হয়। যখন চিত্তে ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয় এই সমস্ত পদার্থের অতিরিক্ত চতুর্থ পদার্থ কিছুই থাকে না, তখন ধ্যানের দ্বারা ধ্যেয় পদার্থেই ধ্যাতার লক্ষ্য স্থির হইয়া গেলে এই নিরুদ্ধ ভূমির উদয় হইয়া থাকে। এইরূপে, মূঢ়, ক্ষিপ্ত এবং বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণের এই তিন সাধারণ ভূমি এবং একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই দুই অসাধারণ ভূমি মিলিত হইয়া অন্তঃকরণের পাঁচটি ভূমি হয়। প্রথম তিনটি ভূমির উদয় সমস্ত জীবগণের মধ্যেই হইয়া থাকে, কিন্তু শেষ দুইটি ভূমি কেবল যোগানুশাসনের অধিকারী সাধকগণের মধ্যেই উদিত হয়। একাগ্র—ভূমিতে সাধন করিতে করিতে ধ্যাতা অর্থাৎ সাধক যখন সিদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত হ'ন, সেই সময় তাঁহার চিত্তের ধ্যাতা ধ্যান এবং ধ্যেয়রূপ ত্রিবিধ অবস্থাই এক হইয়া যায়। একাগ্র ভূমির সাধনসমূহ অভ্যাস করিতে করিতে যোগী ক্রমশঃ তটস্থাবস্থা হইতে স্বরূপাধিকার অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে একাগ্র অবস্থায় ত্রিপুটি বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু সাধনার প্রভাবে নিরুদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হইলে ত্রিপুটি এবং তটস্থজ্ঞান উভয়ই বিলীন হইয়া যায়। উক্ত অন্তিম নিরুদ্ধ ভূমিতে ক্রমশঃ সমাধির পূর্ণতা লাভ হইয়া থাকে। এবং ঐ নিরুদ্ধাবস্থাই যোগের লক্ষ্যস্থল। নিরুদ্ধ ভূমির উদয়ে যোগী প্রথমতঃ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়া থাকেন। ঐ অবস্থায় ত্রিপুটি বিলীন হইয়া গেলেও উহার অতি সূক্ষ্ম-সত্তা অবশ্যই বর্ত্তমান থাকে। তৎপরে যখন ত্রিপুটির ঐ সূক্ষ্মতম সত্তা একেবারে নষ্ট হইয়া বিকল্প রহিত স্বরূপাবস্থায় স্থিত হইয়া যায় তখন সেই অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়। এই অবস্থায় বিন্দুমাত্র সংস্কার'ও বর্ত্তমান থাকে না; এইজন্য ইহাকে নির্বীজ বলা হয়, এবং বিবেকের উদয় হয় বলিয়া "ধর্ম্মমেঘ" আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। ইহাই চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যোগ ॥ ২ ॥

চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলে কি হয়?

তখন দ্রষ্টার নিজ স্বরূপে অবস্থিতি হয় ॥ ৩ ॥

অন্তঃকরণ তাহাকেই বলা হয়, যাহার সহিত পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্যের সম্বন্ধ হইলে পুরুষ নিজেই নিজেকে অন্তঃকরণের ন্যায় বিবেচনা করিতে থাকেন, এইরূপ বিবেচনা করাই বন্ধনের হেতু। মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার ভেদে এই অন্তঃকরণ ত্রিবিধ। অন্তঃকরণ যখন এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অনবরত

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥ ৩ ॥

গমনাগমন করিতে থাকে, তাহার নিজের কোন লক্ষ্য স্থির থাকে না উক্ত ভেদকে মন বলা হয়। যখন ঐ মন কোন এক পদার্থ-বিশেষে স্থির হইয়া যায় এবং জ্ঞানের সাহায্যে সদসৎ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; তখন অন্তঃকরণের ঐ প্রকাশময়ী অবস্থাকে বুদ্ধি বলা হয়। অহঙ্কার অন্তঃকরণের সেই ভাবকে বলা হয়, যে ভাবে অন্তঃকরণ নিজেকেই এক স্বতন্ত্র পদার্থ বিবেচনা করিতে থাকে; যাহার উৎপত্তি-প্রভাবে চৈতন্য অবিদ্যার মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছিলেন অন্তঃকরণের ঐ অহংতত্ত্বের বিস্তারের নামই অহঙ্কার। অহঙ্কার সর্ব্বদা অন্তঃ-করণে বর্ত্তমান থাকে, এই জন্য পৃথক্ পৃথক্ অন্তঃকরণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে সকল সময় সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকে। এই ত্রিবিধ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ অন্তঃকরণের* চাঞ্চল্য প্রভাবে পূর্ণজ্ঞানরূপ চৈতন্য নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হ'ন না। বস্তুতঃ পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত-স্বভাব। বন্ধন যদি স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইত তাহা হইলে স্বাভাবিক ধর্ম্মের যাবদ্দ্রব্যভাবিত্ব হওয়ায় পুরুষের মুক্তি কদাপি সম্ভবপর হইত না। প্রকৃতির দ্বারা পুরুষের বন্ধন কেবল ঔপচারিক মাত্র। অর্থাৎ যেমন জবাপুষ্পের সম্মুখে স্বচ্ছস্ফটিক রক্ষিত হইলে স্ফটিকে জবাকুসুমের লৌহিত্য উপচরিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতির সম্মুখে অবস্থিত হওয়ায় পুরুষের প্রকৃতি-জন্য আভিমানিক বন্ধনমাত্র হইয়া থাকে। যখন যোগ-সাধনার দ্বারা অন্তঃকরণের বৃত্তিনিচয় স্থির হইয়া যায় তখন কেবল দ্রষ্টারূপ অর্থাৎ সাক্ষীরূপ চৈতন্য নিজস্বরূপে অবস্থিত হইয়া যায়। পূর্ণজ্ঞানরূপ চৈতন্যের প্রভাবেই অন্তঃকরণ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়। যেহেতু চেতনশক্তির দ্বারাই জড় অন্তঃকরণ চেতনময়রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এবং পূর্ব্ব কথিত সত্ত্ব, রজ এবং তমোমূলক বৃত্তি সমূহের সহিত নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন করে। যোগ সাধনার দ্বারা যদি অন্তঃকরণ নিরুদ্ধ হইয়া যায়, ও উহার বৃত্তিই উত্থিত না হয় তবে চৈতন্যরূপী পুরুষকে আবদ্ধ করিতেও কেহ থাকিবে না। স্বতঃই চৈতন্য নিজস্বরূপে অবস্থিত হইয়া যাইবে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত দর্পণের উপর নানাবিধ রঙের প্রতিবিম্ব পড়িতে

* মতান্তরে অন্তঃকরণের চতুর্ব্বিধ ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। যথা মন বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কার। তন্মধ্যে চিত্তকে সংস্কারের আশ্রয় বলা হইয়াছে। চিত্তগত সংস্কার হইতে স্মৃতি সমূহ সমুদিত হইয়া জীবগণকে কর্ম্মচক্রে আবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত মতবাদির অভিপ্রায়। কিন্তু এই দর্শনে চিত্তকে মনের অন্তর্গত করিয়া লওয়ায় পৃথক নির্দেশ করা হয় নাই।

থাকে, ততক্ষণ দর্পণ ইহাই বিবেচনা করিতে থাকে যে, আমি উক্ত রঙেরই পদার্থ, কিন্তু সাধনা দ্বারা উক্ত রঙ সমূহ বিনষ্ট হইয়া গেলে দর্পণ নিজ পূর্ব্ব স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তরঙ্গ এবং জলাশয়ের গতি বিচার-যোগ্য। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলাশয়ে তরঙ্গ উত্থিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্য উহার মধ্যে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু জলাশয়ের তরঙ্গ সমূহ তিরোহিত হইয়া গেলে শান্ত জলাশয়ে দর্শক নিজ প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট দেখিতে সমর্থ হয়। তদ্রূপ নানাবিধ বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণ নিরুদ্ধ হইলে কেবল দ্রষ্টারূপ চৈতন্যই অবশিষ্ট থাকেন। এবং এই অবস্থা-লাভই যোগসাধনের লক্ষ্য। এইরূপ সচ্চিদানন্দরূপ চৈতন্য যখন স্বস্বরূপে অবস্থিত হন সেই অবস্থাকেই মুক্তি বলা হয়॥ ৩॥

স্বরূপে অবস্থিত না হইলে পুরুষের কিরূপ অবস্থা হইয়া থাকে?

এরূপ না হইলে বৃত্তির সারূপ্য লাভ করিয়া থাকে॥ ৪॥

"এরূপ না হইলে" ইহার তাৎপর্য্য এই যে যদি যোগ-সাধনের দ্বারা পূর্ব্ব-সূত্র-কথিত চৈতন্য স্বস্বরূপে অবস্থিত হইতে না পারে তাহা হইলে উক্ত চৈতন্য অন্তঃকরণের বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া বৃত্তির রূপ ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপ বর্ণনের তাৎপর্য্য এই যে বৃত্তি-চাঞ্চল্য অবস্থায় জীবের কি অবস্থা উপস্থিত হয়? জীব সে সময়ে বৃত্তির স্বরূপই লাভ করিয়া থাকে। ইহাই জীবের বন্ধনাবস্থা। সমস্ত প্রকার জীবগণের মধ্যেই এই বৃত্তি-সারূপ্যাবস্থা বর্ত্তমান থাকে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মতে সমস্ত জীবই বৃত্তি-সমষ্টির পুত্তলিকা মাত্র। সম্প্রতি এই সূত্রে ইহাই বিচার্য্য যে চৈতন্য কিরূপে বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া থাকে? অবিদ্যা হেতু মোহযুক্ত হইয়া চৈতন্য প্রথমতঃ নিজকে অন্তঃকরণ বলিয়া মানিয়া লয়; এবং যখন তন্মাত্রা ও ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা অন্তঃকরণের সম্বন্ধ কোন বিষয়ের সহিত হয়, তখন অন্তঃকরণে আবদ্ধ উক্ত চেতনপুরুষ সুখ-দুঃখরূপে বৃত্তিসমূহে আবদ্ধ হইয়া নিজেই নিজকে উহার কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি বিবেচনা করিতে থাকে। যেমন—যদি কোন পুরুষের দৃষ্টি কোন সুন্দর বস্তুর উপরে পতিত হয়, তাহা হইলে উক্ত বস্তুর চিত্র তন্মাত্রা এবং ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা উক্ত পুরুষের অন্তঃকরণে উপস্থিত হইয়া

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র॥ ৪॥

তাহাকে প্রফুল্লিত করিয়া দেয়। কিন্তু উক্ত শরীরে স্থিত চৈতন্য ও নিজেই নিজকে অন্তঃকরণ বলিয়া মনে করে, এইজন্য এই সুন্দর বিষয় হইতে অন্তঃকরণ প্রফুল্লিত হয় বলিয়া চৈতন্যও নিজে নিজকে সুখী বলিয়া বিবেচনা করে এবং এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াই জীবরূপী চৈতন্য সর্ব্বদা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এস্থলে শান্ত-ঘোর-মূঢ়স্বভাববিশিষ্ট বৃত্তি সমূহের সহিত পুরুষের সংযোগ কতকাল হইতে হইয়াছে? এইরূপ প্রশ্ন তুলিয়া শ্রীভগবান বেদব্যাস নিজ যোগ-দর্শন-ভাষ্যে বলিয়াছেন যে অবিদ্যা এবং বাসনার বিস্তার বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি বলিয়া নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব পুরুষের সহিত বন্ধনকারিণী প্রকৃতির অনাদি সম্বন্ধ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এই অনাদি অবিদ্যার সংযোগ বশতঃই মুক্তস্বভাব পুরুষও প্রকৃতিগত সুখ দুঃখাদি নিজের মধ্যে আরোপ করিয়া ব্যুত্থান অবস্থার বৃত্তির স্বরূপ হইয়া যায়। ইহাই পুরুষের ঔপচারিক বন্ধন॥ ৪॥

এখন জীববন্ধন-কারিণী বৃত্তি সমূহের ভেদ বর্ণন করা হইতেছে।

পঞ্চাবয়ব বৃত্তিসমূহের ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট এই দ্বিবিধ ভেদ॥ ৫॥

অন্তঃকরণের চাঞ্চল্যমূলক 'পরিণাম' বিশেষকেই বৃত্তি বলা হইয়া থাকে। যদিও ত্রিগুণভেদে অন্তঃকরণের বৃত্তি-সমূহ অনন্ত, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিলে ঐ সমস্তকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা—প্রমাণ, বিপর্য্যয় বিকল্প প্রভৃতি। পরবর্ত্তীসূত্রে ইহার বিশেষ ভাবে বর্ণন করা হইয়াছে। এই সমস্ত বৃত্তি আবার দ্বিবিধ। যথা—ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট। যাহার দ্বারা অন্তঃকরণে দুঃখ উপস্থিত হয় সেই পাপজনক বৃত্তিসমূহকে ক্লিষ্টবৃত্তি বলা হয়। যথা—হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতি। যাহাদের দ্বারা অন্তঃকরণে সুখ লাভ হয় সেই পুণ্যজনক বৃত্তিসমূহকে অক্লিষ্টবৃত্তি বলা হয়; যথা—বৈরাগ্য, দয়া এবং সরলতা প্রভৃতি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে ক্লিষ্টবৃত্তির উদয় হইলে অক্লিষ্ট বৃত্তিসমূহ দমিত হইয়া যায়, এইজন্য যে সমস্ত মনুষ্যগণের মধ্যে ক্লিষ্ট বৃত্তির আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদিগকেই যোগী বলা হয়। এই সংসার দ্বন্দ্বমূলক। জ্ঞান ও অজ্ঞান, দিবা ও রাত্রি, রাগ ও দ্বেষ, সুখ এবং দুঃখ, এই সমস্তই দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। এই স্বাভাবিক কারণ বশতঃ অন্তঃকরণে সত্ত্বপ্রধান এবং তমঃপ্রধানভাব বর্ত্তমান থাকা স্বতঃসিদ্ধ। যখন জলাশয়রূপ অন্তঃকরণে তরঙ্গরূপ বৃত্তিসমূহ তরঙ্গায়িত হইয়া সত্ত্বভাবের দিকে অগ্রসর

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ॥ ৫॥

হইতে থাকে তখনই তাহাদের অক্লিষ্ট সংজ্ঞা হইয়া থাকে। এবং উহার দ্বারাই পুণ্য হইয়া থাকে। যখন তরঙ্গরূপ বৃত্তি নিচয় তমোভাবের দিকে তরঙ্গায়িত হইতে থাকে তখন তাহাদিগকে ক্লিষ্ট-বৃত্তি বলা হয়। ক্লিষ্টবৃত্তিসমূহের দ্বারা পাপ হইয়া থাকে। স্বর্গ এবং নরক প্রাপ্তি এই উভয়ের ফল। অর্থাৎ পাপের দ্বারা নরক এবং পুণ্যের দ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। নরকে দুঃখ-ভোগ এবং স্বর্গে সুখভোগ হইয়া থাকে। যোগের লক্ষ্যরূপ মোক্ষ এই উভয়ের অতীত। এইজন্য মুক্তিমার্গে যখন যাইতে হইবে তখন অক্লিষ্ট বৃত্তির দ্বারা ক্লিষ্টবৃত্তিসমূহকে দমিত করিতে হইবে। এবং সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি অর্থাৎ অক্লিষ্ট বৃত্তি পর্য্যন্তও পর বৈরাগ্যের দ্বারা দমিত করিতে হইবে। অন্যসূত্রে ইহা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইবে॥ ৫ ॥

বৃত্তিসমূহের পঞ্চাবয়ব কি কি?

বৃত্তিসমূহের প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পঞ্চাবয়ব॥৬॥

সূক্ষ্ম-দৃষ্টির দ্বারা অন্তঃকরণের অনন্তবৃত্তি সমূহের শ্রেণী-বিভাগ করিতে গেলে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প নিদ্রা এবং স্মৃতি। অন্তঃকরণে উদীয়মান অগণিত ক্লিষ্টাক্লিষ্টজাতীয় বৃত্তিসমূহের, ইহাই সংক্ষিপ্ত পঞ্চাবয়ব বিভাগ। এই সংসার দ্বন্দ্বমূলক হওয়ায়, এবং সৃষ্টির আদি কারণ পুরুষ এবং প্রকৃতিরূপী দ্বৈত বর্ত্তমান থাকায়, জড়চেতনাত্মক এবং জ্ঞানাজ্ঞানাত্মক ভাবমূলক অবস্থাকে অবলম্বন করিয়াই অন্তঃকরণরূপী জলাশয়ে তরঙ্গরূপী চিত্তবৃত্তিসমূহ সমুদিত হইয়া থাকে। উক্তবৃত্তিসমূহের দ্বিবিধ অবস্থা হইয়া থাকে। প্রথম কারণরূপাবস্থা, দ্বিতীয় কার্য্যরূপাবস্থা। কার্য্যাবস্থায় বৃত্তিসমূহ নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্রোক্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি সমূহ বহুবিধ। যথা—হিংসা, দ্বেষ, প্রভৃতি অনন্ত পাপ-জনক বৃত্তি, এবং প্রেম, দয়া প্রভৃতি অনন্ত পুণ্যজনক বৃত্তি। কিন্তু কারণা-বস্থায় পাঞ্চভৌতিক অন্তঃকরণ পাঁচপ্রকার কারণবৃত্তি উৎপন্ন করিয়া থাকে যাহাদের পৃথক পৃথক লক্ষণ পর পর সূত্রে বর্ণন করা হইবে॥ ৬॥

এখন এই পঞ্চাবয়বের মধ্যে প্রথমাবয়ব প্রমাণের লক্ষণ বলা হইতেছে ;—

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম এই ত্রিবিধ প্রমাণ॥ ৭ ॥

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥ ৬

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা বলা হয়। প্রমার যে করণ, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান-সিদ্ধির যাহা সাধকরূপ তাহাকেই প্রমাণ বলা হয়। মীমাংসা দর্শনে ছয় প্রকার প্রমাণ স্বীকার করা হইয়াছে। যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম, উপমান, অনুপলব্ধি ও অর্থাপত্তি। এইরূপ ন্যায়দর্শন প্রমাণ সিদ্ধ করিবার জন্য কেবল চারিপ্রকার বৃত্তির সাহায্য লইয়াছেন। যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম এবং উপমান। কিন্তু সাঙ্খ্য এবং যোগদর্শনে প্রমাণের জন্য কেবল এই সূত্রে ত্রিবিধ বৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে। বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধ হইবে যে অন্যান্য দর্শনকর্ত্তাগণ যে চারি অথবা ছয় প্রকার প্রমাণ সিদ্ধ করিয়াছেন, উহা অন্য কিছু নহে কেবল এই তিন প্রকার বৃত্তিরই বিস্তার মাত্র। বেদার্থ প্রমাণ করিবার জন্যই সপ্তদর্শনের জন্ম। কিন্তু সপ্ত দর্শনই বেদার্থ প্রমাণ করিবার জন্য ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। যেমন উত্তর মীমাংসা, দৈবীমীমাংসা এবং পূর্ব্ব মীমাংসার উপরে এক প্রকার, ন্যায় এবং বৈশেষিকের উপরে এক প্রকার এবং সাংখ্য ও পাতঞ্জলের উপরে অন্য এক প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগের দর্শনই এক এক মার্গের উপরে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ ব্যবধানরহিত যে সম্বন্ধ হয়, এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ সেই বস্তুকে সাক্ষাৎ রূপে যে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় তাহাকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হইয়া থাকে। যেমন নেত্রের সম্মুখে দীপ-শিখা। অনুমান প্রমাণও প্রত্যক্ষ-মূলক। এইজন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ অন্যান্য প্রমাণ হইতে শ্রেষ্ঠ, ও সর্ব্বপ্রথম উহাকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যদি পূর্ব্বে কোন বস্তুর জ্ঞান এবং তাহার লক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যায় পুনরায় সেই বস্তুকে না দেখিয়া কেবল তাহার লক্ষণ দেখিয়া যাহার দ্বারা সেই বস্তুকে নিশ্চয় করা যায় তাহাকে অনুমান প্রমাণ বলা হয়। যেমন দূরবর্ত্তী পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির নিশ্চয় করা হইয়া থাকে। এবং আগম প্রমাণ তাহাকেই বলা হয় যে, আপ্ত অর্থাৎ ভ্রমরহিত সৎ পদার্থের পরিজ্ঞাতাপুরুষ যে সদুপদেশ করিয়া থাকেন সেই সমস্ত সদ্বাক্যকে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া। আগম প্রমাণের দ্বারা প্রায় বেদের প্রমাণই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে হেতু বেদ ঈশ্বর-কথিত ও অভ্রান্ত। যোগদর্শন ইহাই স্বীকার করেন যে কেবল এই ত্রিবিধ জ্ঞানের দ্বারাই পদার্থের প্রমাণ-জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। পঞ্চাবয়ব বৃত্তির মধ্যে প্রমাণ বৃত্তির এইরূপ মহিমা সিদ্ধ হইলেও প্রমাণ জ্ঞান প্রমেয়ের সম্বন্ধ প্রযুক্ত হয় বলিয়া তটস্থজ্ঞান কোটিতেই প্রমাণের অন্তর্ভাব করা হইয়া

থাকে। অতএব তটস্থাবস্থা হইতে অতীত হইয়া স্বস্বরূপে পুরুষের প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রমাণবৃত্তিকে নিরোধ করা অত্যাবশ্যকীয় হইবে ইহা নিঃসন্দেহ॥ ৭॥

এখন দ্বিতীয়াবস্থ বিপর্য্যয়ের লক্ষণ বলা হইতেছে—

কোন পদার্থের যথার্থ স্বরূপের বিরুদ্ধ মিথ্যাজ্ঞানকে বিপর্য্যয় বলা হয়॥ ৮॥

যেমন রাত্রিকালে পথে যাইতে যাইতে রজ্জু দেখিয়া মনুষ্যের সর্প ভ্রম হয়; যেমন মরীচিকা দেখিয়া মৃগের জলাশয় ভ্রম হয়, যেমন শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয়, এই-রূপ ভ্রমপূর্ণ জ্ঞানকেই বিপর্য্যয় বলা হয়। সন্দেহপূর্ণ জ্ঞানকেও বিপর্য্যয় জ্ঞান বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু এরূপ জ্ঞানও ভ্রমশূন্য হয় না। 'অতদ্রূপ-প্রতিষ্ঠা' শব্দের অর্থ এই যে, যে বস্তুর যাহা বাস্তবিক স্বরূপ তাহার বিরুদ্ধ অথবা সন্দেহযুক্ত ভাবে অনুভব হওয়া। যেমন এক চন্দ্রে দ্বিচন্দ্র দর্শন, আত্মা আছে অথবা নাই, সুখ আছে অথবা দুঃখ আছে এইরূপ সন্দেহ। শ্রীভগবান বেদব্যাস এইরূপ মিথ্যা জ্ঞানকে পঞ্চপর্ব্বে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র এবং অন্ধ-তামিস্র। পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে যে—

তমোমোহো মহামোহস্তামিস্রোহ্যন্ধসংজ্ঞিতঃ।
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥

সমস্ত ক্লেশের মূলস্বরূপ অনিত্য অশুচিময় দুঃখাদিতে বিপরীত জ্ঞানমূলক যে অবিদ্যা তাহাকে তমঃ বলা হয়। বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের প্রকৃতি-সঙ্গ বশতঃ নিজকে প্রকৃতি হইতে অভিন্ন ভাবনারূপ যে অস্মিতা তাহাকে মোহ বলা হয়। সংযমাদি সাধন-শূন্য হইলেও সমস্তই আমার সুখকর হউক এইরূপ রাগকে মহামোহ বলে। দুঃখের নানা কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও আমার দুঃখ না হউক এইরূপ দ্বেষমূলক বিপর্য্যয় ভাবকে তামিস্র বলা হয়, এবং জীব-শরীর অনিত্য হইলেও 'আমার যেন মৃত্যু না হয়' এইরূপ নিখিল জীবগণের মরণত্রাস রূপ অভিনিবেশকে অন্ধ-তামিস্র বলা হয়। এইরূপ পঞ্চপর্ব্বে বিভক্ত বিপর্য্যয়-জ্ঞানের দ্বারা বিবিধ মিথ্যাজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া পুরুষকে সংসার চক্রে বিঘূর্ণিত করিতে থাকে। অতএব পুরুষকে স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিপর্য্যয়-জ্ঞানকে নিরোধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ৮॥

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠিতম্॥ ৮॥

তৎপরে তৃতীয়াবয়ব বিকল্পবৃত্তির লক্ষণ বলা হইতেছে।

যথার্থ ভাবশূন্য কেবল শব্দজ্ঞান-জন্য-নিশ্চয়পরাবৃত্তিকে বিকল্প বলা হয়॥ ৯॥

কোন পদার্থের নাম শ্রবণ গোচর হইলে, সেই পদার্থের সত্যতা বা অসত্যতা বিষয়ে স্থির নিশ্চয় না করিয়া শ্রবণমাত্রেই স্বীকার করিয়া লওয়াকে বিকল্প বলা হয়। যেমন—সকলেই বলিয়া থাকেন যে প্রাতঃকালে সূর্য্য উদিত হ'ন এবং সন্ধ্যার সময় অস্তমিত হ'ন। এই বাক্য শ্রবণ মাত্রেই সূর্য্যের উদয়াস্ত স্বীকার করিয়া লওয়াই বিকল্প জ্ঞান। যেহেতু বাস্তবিক পক্ষে সূর্য্য উদিত বা অস্তমিত হ'ন না। পৃথিবী ঘূর্ণায়মানা হইতেছে বলিয়া এরূপ প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র। এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হয় যে, যখন বিকল্প-বৃত্তির সহিত শব্দ জ্ঞানের সম্বন্ধ আছে তখন ইহাকে প্রমাণবৃত্তির অন্তর্গত স্বীকার করা হয় না কেন? অথবা যথার্থ সত্তা শূন্য হওয়ায় বিপর্য্যয় বৃত্তি হইতেই বা কেন ইহার পৃথকত্ব স্বীকার করা যায়? ইহার উত্তর এই যে বিকল্প বৃত্তির সহিত শাব্দজ্ঞানের সম্বন্ধ বর্তমান থাকিলেও শশ-শৃঙ্গের ন্যায় যথার্থ ভাব-শূন্য হওয়ায় যথার্থ জ্ঞান মূলক প্রমাণ বৃত্তিকোটিতে বিকল্পের অন্তর্ভাব হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বিকল্পবৃত্তি মিথ্যা-জ্ঞানরূপ হইলেও শাব্দ জ্ঞানের সহিত ইহার সম্বন্ধ থাকায় শব্দজ্ঞানরূপ সম্পর্ক-রহিত বিপর্য্যয় বৃত্তি হইতে ইহার পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব উল্লিখিত লক্ষণযুক্ত বিকল্পবৃত্তি প্রমাণ এবং বিপর্য্যয় এই উভয়বিধ বৃত্তি হইতে ভিন্ন তৃতীয় বৃত্তি। এই বিকল্প জ্ঞানও প্রমাণ জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং তদনন্তর সমস্ত বৃত্তি-নিরোধের দ্বারা পুরুষ স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে॥ ৯॥

তদনন্তর চতুর্থাবয়ব নিদ্রাবৃত্তির লক্ষণ বলা হইতেছে।

প্রমাণাদি বৃত্তিসমূহের অভাবের কারণকে অবলম্বন করিয়া যে বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে তাহার নাম নিদ্রা॥ ১০॥

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনের সহিত বিষয়রূপ অবলম্বনীয় পদার্থ বর্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই অন্তঃকরণের প্রমাণ বিপর্য্যয়াদি বৃত্তিসমূহ জাগ্রত থাকে। কিন্তু

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যোবিকল্পঃ॥ ৯॥

অভাবপ্রত্যয়াবলম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা॥ ১০॥

অন্তঃকরণে তমোগুণ অধিক বৰ্দ্ধিত হইলে উল্লিখিত বৃত্তিসমূহ অবলম্বনীয় বিষয় হইতে যখন দূরে সরিয়া যায়, তখন উহার অভাবের প্রত্যয় অর্থাৎ কারণরূপ তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া যে বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে তাহাকে নিদ্রা বৃত্তি বলা হয়। এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হয় যে, নিদ্রাবস্থায় বিষয়সম্বন্ধের অভাব হইলেও নিদ্রাকে বৃত্তি কেন বলা হয়? ইহার উত্তরে শ্রীভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন যে নিদ্রান্তে 'সুখমহমস্বাপ্সং প্রসন্নং মে মনঃ, দুঃখমহমস্বাপ্সং স্ত্যানং মে মনঃ, মূঢ়োঽহমস্বাপ্সং ক্লান্তং মে মনঃ" অর্থাৎ আমি সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম, আমার চিত্ত প্রসন্ন রহিয়াছে, আমি দুঃখে নিদ্রিত হইয়াছিলাম, আমার চিত্ত দুঃখিত হইয়া রহিয়াছে, আমি মূঢ়ভাবে নিদ্রিত হইয়াছিলাম, আমার চিত্ত ক্লান্ত হইয়া রহিয়াছে," এইরূপ ত্রিগুণ-তারতম্যানুসারে নিদ্রাবস্থার ত্রিবিধ স্মৃতি অনুভূত হইয়া থাকে। অতএব নিদ্রাবস্থায় অনুভবের অস্তিত্ব বৰ্ত্তমান থাকায় নিদ্রাকে বৃত্তি বলা হয়। কিন্তু নিদ্রাবস্থায় যে স্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা বাস্তবিক নিদ্রা নহে। স্বপ্নাবস্থা জাগ্রত এবং নিদ্রিত এই উভয়বিধ অবস্থার মধ্যস্থিত এরূপ এক অবস্থা যে যাহাতে অন্তঃকরণের গুণ-ভেদানুসারে জাগ্রদবস্থায় প্রমাণ বিপর্য্যয় এবং বিকল্প এই ত্রিবিধ বৃত্তির অনুভব হইয়া থাকে এবং ঐ রূপ ত্রিবিধ স্বপ্নও মনুষ্যের হইয়া থাকে। যথা—সাত্ত্বিক স্বপ্ন, রাজসিক স্বপ্ন, এবং তামসিক স্বপ্ন। যাহা যথার্থ স্বপ্ন, অর্থাৎ যাহার ফল যথার্থ সত্য হইয়া থাকে তাহাকে সাত্ত্বিক স্বপ্ন বলা হয়। ইহাই স্বপ্নের উত্তমাবস্থা এবং শকুনাদি-শাস্ত্রে ইহারই বর্ণন পাওয়া যায়। যে সময়ে স্বপ্নাবস্থায় রজোগুণের আধিক্য হয় সে সময়ে জাগ্রদবস্থার পরিদৃষ্ট পদার্থই পুনঃ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহাই স্বপ্নের মধ্যাবস্থা। এবং যখন স্বপ্নে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে তখন বহুবিধ তাৎপর্য্যবিহীন অলীক স্বপ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ বিষয়ী জীবের মধ্যেই এরূপ স্বপ্নের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাই স্বপ্নের অধমাবস্থা। দর্শন-কর্ত্তা মহর্ষির অভিপ্রায় এই যে স্বপ্নাবস্থা প্রমাণ, বিপর্য্যয়, এবং বিকল্প এই ত্রিবিধ বৃত্তি হইতে পৃথক অবস্থা নহে, কিন্তু নিদ্রাবৃত্তি এক স্বতন্ত্র বৃত্তি। ইহাতে ত্রিবিধ বৃত্তির কোন বৃত্তিই বৰ্ত্তমান থাকে না। পুনরায় এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে যখন নিদ্রারূপী বৃত্তির উদয় হইলে প্রমাণ বিপর্য্যয়াদি বৃত্তিসমূহের অভাব বশতঃ অন্তঃকরণ বিষয় ভাব-রহিত হইয়া একাগ্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং যখন শ্রুতিতেও এরূপ বর্ণন পাওয়া যায় যে "ইমাঃ সর্ব্বাঃ

প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্যেতং ব্রহ্মলোকম্" অর্থাৎ সুষুপ্তির সময় সমস্ত জীব নিত্য ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং নিদ্রা-বৃত্তিকে সমাধির বাধক বলা হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, নিদ্রাবস্থায় অন্তঃকরণ বিষয়-জ্ঞান-রহিত হইয়া স্বকারণে বিলীন হইয়া গেলেও এই লয় অবিদ্যা-বহুল তমোগুণের দ্বারা হইয়া থাকে; অতএব এইরূপ অবিদ্যাযুক্ত লয়ের দ্বারা বিবেক পরিপাকরূপ সমাধিজনিত স্বরূপস্থিতি লাভ হয় না। এবং এই কারণ বশতঃই জীব সুষুপ্তি অবস্থায় নিত্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও সে স্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বিষয় ভোগে রত হইয়া থাকে। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে যে "সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি" অর্থাৎ সুষুপ্তির সময় বৈষয়িক বৃত্তি সমূহ বিলীন হইয়া গেলেও জীব তমোগুণের দ্বারা অভিভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। অতএব নিদ্রাবৃত্তির উদয়ে অন্তঃকরণের একাগ্রতা থাকিলেও তাহার দ্বারা আত্যন্তিক একাগ্রতা বা দুঃখনাশ হয় না। এইজন্য স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য পুরুষকে নিদ্রাবৃত্তির ও নিরোধ করিতে হইবে ॥ ১০ ॥

তদনন্তর পঞ্চমাবয়ব স্মৃতির লক্ষণ বলা হইতেছে।—

অনুভূত পদার্থকে অন্তঃকরণ হইতে পৃথক করিযা না দেওয়ার নাম স্মৃতি ॥ ১১ ॥

প্রমাণ, বিপর্য্যয় এবং বিকল্প এই তিনটী জাগ্রদবস্থার-বৃত্তি, এবং যখন এই ত্রিবিধ বৃত্তিই অন্তঃকরণে উত্থিত না হয় সেই সময়ের নাম নিদ্রা এবং এই চতু-র্ব্বিধ বৃত্তির স্মরণকারিণী বৃত্তির নাম স্মৃতি। এই চতুর্ব্বিধ অবস্থাতে অন্তঃকরণ যে পৃথক পৃথক অনুভব করিয়াছিল, তাহাকে নিজের অনুভব স্বীকার করিয়া অবস্থান করা, এবং অন্তঃকরণ হইতে সরিয়া যাইতে না দেওয়ার নাম স্মৃতি। অর্থাৎ অন্তঃকরণে যাহা কিছু অনুভূত হইয়া থাকে উহার সংস্কারকে স্মরণ রাখার নাম স্মৃতি। জাগ্রত এবং স্বপ্ন ভেদে স্মৃতি দুইভাগে বিভক্ত। যথা অভাবিতস্মর্ত্তব্যা, এবং ভাবিতস্মর্ত্তব্যা। প্রমাণ, বিপর্য্যয় এবং বিকল্প-বৃত্তি হইতে উৎপন্ন বিষয় সংস্কারে জাগ্রদবস্থাগত যে স্মৃতি তাহাকে অভাবিতস্মর্ত্তব্যা বলা হয়। এবং জাগ্রদবস্থাগত বিষয় সমূহ স্বপ্নাবস্থায় উদ্বুদ্ধ হইলে তজ্জন্য যে স্মৃতি উৎপন্ন হয় তাহাকে ভাবিতস্মর্ত্তব্যা বলা হয়। সুষুপ্ত অব-

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

স্থাতে প্রমাণ, বিপর্য্যয় এবং বিকল্পবৃত্তি বর্ত্তমান না থাকিলেও নিদ্রাবৃত্তির সময় সুখে নিদ্রা যাওয়ার যে অনুভব অন্তঃকরণে অবস্থিত হইয়া জাগ্রদবস্থায় উদ্বুদ্ধ হয় তাহাকে নিদ্রাবৃত্তি-জন্য স্মৃতি বলা হয়। অনুভব হইতে স্মৃতির পার্থক্য এই যে অনুভব অজ্ঞাতবিষয়ক এবং স্মৃতি জ্ঞাত বিষয়ক হইয়া থাকে. এইজন্য সূত্রে 'অসম্প্রমোষ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রমাণ, বিপর্য্যয় প্রভৃতি বৃত্তি সমূহ সুখ, দুঃখ এবং মোহোৎপাদক হওয়ায় ক্লেশের অন্তর্গত। অতএব স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য এই সমস্ত নিরোধ করা পুরুষের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ১১ ॥

বৃত্তিসমূহ বর্ণন করিয়া এখন উহার নিরোধের উপায় বলা হইতেছে।

অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা উহাদিগকে নিরুদ্ধ করা হয় ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বসূত্রে মহর্ষি সূত্রকার অন্তঃকরণের অনন্তবৃত্তি সমূহকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এখন উক্ত বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ করিবার উপায় বর্ণন করিতেছেন এই পূর্ব্বকথিত বিবিধ বৃত্তি সমূহ অর্থাৎ অন্তঃকরণে যে সমস্ত বৃত্তি উদিত হইয়া থাকে, সমস্তই সত্ত্ব, রজ এবং তমো গুণের ভেদানুসারে অথবা রাগ, দ্বেষ এবং মোহের ভেদপ্রযুক্ত উদিত হয়। এই জন্য যাহাতে কোন প্রকারেরই বৃত্তি অন্তঃকরণে উত্থিত না হয় উহাই যোগ বা মুক্তির লক্ষ্যস্থল। এবং এই অবস্থা সাধন এবং বৈরাগ্যের দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। যদিও সাধনাভ্যাস ও বৈরাগ্যাভ্যাস করিবার সময় মোহ অর্থাৎ তমোগুণের নাশ হইয়া যায়, তথাপি যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধন অথবা বৈরাগ্যের পূর্ণাবস্থা লাভ না হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া কৈবল্যাবস্থা লাভ না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত রজোমিশ্রিত সত্ত্বগুণ বিনষ্ট হয় না। মহর্ষিগণ সাধন এবং বৈরাগ্যকে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন যে অন্তঃকরণ রূপ জলপ্রবাহের মার্গ দ্বিবিধ। প্রথম নদী কৈবল্যরূপ উচ্চ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া বিবেকরূপিণী ভূমিকে প্লাবিত করিতে করিতে পরমকল্যাণরূপ সাগরের সহিত মিলিত হইতেছে। এবং দ্বিতীয় নদী সংসাররূপ পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া অজ্ঞানরূপিণী ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে অধর্ম্মরূপ সমুদ্রে গিয়া পতিত হইতেছে। জলের পরিমাণ পূর্ব্বোক্তরূপ হইলেও উহার ধারা দুইটী মাত্র। যতদিন পর্য্যন্ত সংসাররূপিণী পর্ব্বত প্রবাহিনী নদী প্রবাহিত হইতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কৈবল্যাচল-নিসৃতা নদী স্বতঃই শুষ্ক হইয়া আসিবে। কিন্তু বৈরাগ্যরূপী বন্ধের দ্বারা

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

সংসাররূপ নদীপ্রবাহকে যতই আবদ্ধ করা যাইবে এবং সাধন দ্বারা উক্ত জল প্রবাহকে যতই কৈবল্য-পর্ব্বত-নিঃসাবিণী নদীর দিকে প্রবাহিত করা যাইবে ততই কৈবল্যপর্ব্বতবাহিনী নদী প্রবলবেগে বিবেক ভূমি প্লাবিত করিয়া কল্যাণ সাগরের সহিত মিলিত হইয়া জীবগণকে পরম কল্যাণ প্রদান করিবে। এই রূপকের তাৎপর্য্য এই যে চিত্তবৃত্তি-প্রবাহ যদি তমোগুণের দিকে প্রবাহিত হয়, তবে ক্রমেই জড়ত্ব এবং অধোগতি লাভ করে। কিন্তু যদি উক্ত চিত্তবৃত্তি-প্রবাহকে কেবল সত্ত্বগুণের দিকে প্রবাহিত করা হয় তবে অন্তে পরম জ্ঞানরূপী 'কৈবল্যপদ' প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বেদশাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে একটীমাত্র পক্ষের দ্বারা পক্ষী উড়িতে পারে না, কিন্তু দুইটি পদের দ্বারা একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন করিতে পারে, তদ্রূপ কেবল সাধনা অথবা কেবল বৈরাগ্যের দ্বারা জীব মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। বৈরাগ্যের দ্বারা কেবল সংসার বন্ধন শিথিল হয় এবং সাধনার দ্বারা মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। বাহ্যিক বন্ধন যতদিন পর্য্যন্ত শিথিল না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত অন্তরের দিকে অগ্রসর হইতে পারা যায় না এবং বন্ধন যদি শিথিলও হইয়া যায়, তবে যতদিন পর্য্যন্ত গমন করিবার শক্তি না হয়, ততদিন অন্তরের দিকে অগ্রসর হইতে পারা যায় না। এই হেতু চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ মুক্তি লাভ করিবার জন্য বৈরাগ্য এবং সাধন উভয়ই প্রয়োজনীয়। যেমন শ্রীগীতোপনিষদে—'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।' অর্থাৎ অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এই উভয়ের দ্বারাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়, এই উভয়ের মধ্যে বৈরাগ্যের আবশ্যকতা প্রথম, যেহেতু যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিষয়-দোষ-দর্শন রূপ বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের বহির্ম্মুখীনতা নষ্ট না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অভ্যাসের দ্বারা উহাকে অন্তর্ম্মুখীন করা অসম্ভব হইবে। অতএব বৈরাগ্যের দ্বারা অন্তঃকরণকে বিষয় হইতে দূরে সরাইয়া পরে অভ্যাসের দ্বারা নিরোধ ভূমিতে উহাকে পঁহুছাইয়া দেওয়াই যোগ সাধনার লক্ষ্য ॥ ১২ ॥

এই অভ্যাস কাহাকে বলে?

সেস্থলে অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিত হইবার জন্য যত্ন করাকে অভ্যাস বলা হয় ॥ ১৩ ॥

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা নিশ্চল, কিন্তু অন্তঃকরণ সর্ব্বদা চঞ্চল বলিয়া উক্ত ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। ধীরে ধীরে অভ্যাস দ্বারা অন্তঃকরণ যখন নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় স্থির হইয়া যায় তখন তন্মধ্যে তাঁহার প্রকাশ স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অন্তঃকরণে বল, উৎসাহ এবং প্রযত্নের সহিত পরমারাধ্য পরমেশ্বরের অবস্থান করিবার জন্য ধীরে ধীরে যে অভ্যাস করিতে হয় তাহাকেই সাধন বলা হয়। গ্রন্থি দেওয়া অথবা গ্রন্থি মুক্ত করা উভয়ই কর্ম্ম। অর্থাৎ গ্রন্থি দেওয়ারূপ কর্ম্ম এবং গ্রন্থি মোচনরূপকর্ম্ম উভয়ের মধ্যেই হস্ত সঞ্চালন করিতে হয়। কিন্তু গ্রন্থি দেওয়ারূপ কর্ম্মের দ্বারা পদার্থ আবদ্ধ হইয়া পড়ে, আর গ্রন্থি মোচনরূপ কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ পদার্থ মুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ জীবের স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং সাধন কর্ম্ম উভয়েই কর্ম্ম, কিন্তু ত্রিগুণদ্বারা কৃত জীবের স্বাভাবিক কর্ম্মের মধ্যে জীব আবদ্ধ হইয়া আবাগমনরূপ সংসার চক্র হইতে বহির্গত হইতে সমর্থ হয় না। এবং বেদ-বিহিত সাধন কর্ম্ম দ্বারা সাধক মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইতে মুক্তিপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এই মুক্তিপদ অর্থাৎ যোগের লক্ষ্য পদার্থ লাভ করিবার জন্য যাহা কিছু সুকৌশল পূর্ণ কর্ম্ম করা হয় তাহারই নাম অভ্যাস। এই অভ্যাস-কর্ম্ম অথবা সাধন-কর্ম্ম অধিকার ভেদে বহু প্রকারের হইতে পারে। সোপানের উপর দিয়া প্রাসাদের উপরিভাগে আরোহণ করিবার সময় গমনকারী ব্যক্তি যদি কোন সোপানে উপস্থিত হয় তবে ঐ ব্যক্তি যে প্রাসাদের উপরে আরোহণ করিতেছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য সোপানের ক্রমানুসারে পরস্পর ভেদ হইবে। ঠিক তদ্রূপ সাধনের সুকৌশলপূর্ণ ক্রিয়ার মধ্যে পরাপর ভূমি এবং অধিকার ভেদ অবশ্যই আছে, কিন্তু স্বরূপ উপলব্ধি করিবার ভূমির দিকে অগ্রসর হইবার জন্য যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে তাহাদিগকে সাধনই বলা হইবে। এই বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া সনাতন ধর্ম্মে অনেক অধিকার ভেদ এবং সাধন ভেদ নির্ণীত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

অভ্যাসের দৃঢ়তা কিরূপে হয়?

দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিরন্তর সৎকার অর্থাৎ শ্রদ্ধা ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যাদি দ্বারা সেবিত হইলে অভ্যাসের ভূমি দৃঢ় হয় ॥ ১৪ ॥

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥

নিয়মিত অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হয়; এই কারণ বশতঃ যতদিন পর্য্যন্ত সাধনে দৃঢ়তা না হয় ততদিন পর্য্যন্ত উহা পূর্ণ ফলদায়ক হয় না। যেহেতু দৃঢ়তা পূর্ব্বক সাধন করিতে করিতে নিয়ম হয় এবং নিয়ম পূর্ব্বক অভ্যাস করিতে করিতে উহা স্বাভাবিক হইয়া যায়। শাস্ত্রের এইরূপ আদেশ যে প্রথম সদাচারের সাধন করিতে করিতে মনুষ্য মনুষ্যত্ব লাভ করে, পুনরায় বর্ণ এবং আশ্রম ধর্ম্মের অভ্যাস দ্বারা উন্নত জ্ঞান ভূমিতে উন্নীত হইয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারা যখন সৎ অসৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং সৃষ্টি এই উভয়-বিধ জ্ঞান লাভ হয় তখনই সাধক সৃষ্টির বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে অভিলাষ করেন এবং তৎ পশ্চাৎ শ্রীমদ্‌গুরুদেবের অনুকম্পায় অষ্টাঙ্গ-যোগ-মূলক মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের সাধন দ্বারা, চিত্তবৃত্তি সমূহকে নিরুদ্ধ করিয়া মুক্তিপদ লাভ করিতে সমর্থ হ'ন। এই জন্যই সাধনার দীর্ঘকালের আবশ্যকতা হয় এবং নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারাই জীবের প্রকৃতি পরি-বর্ত্তিত হইতে পারে, অর্থাৎ বহির্দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টিতে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু যদি নিয়মিত অভ্যাস না করা হয়, অভ্যাস মধ্যে মধ্যে খণ্ডিত হইয়া যায় তাহা হইলে উক্ত অভ্যাসের দ্বারা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। যে-হেতু উহার দৃষ্টি যখন অন্তর হইতে বহির্ম্মুখিনী হইবে তখনই তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আবদ্ধ হইয়া যাইবেন। এইজন্য যাহা কিছু সাধন করা হয় তাহা নিয়মিত অর্থাৎ অখণ্ডিতরূপে করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই ফললাভ হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শাস্ত্র, গুরুবাক্য এবং সাধন বিষয়ে সাধকের শ্রদ্ধা না জন্মিবে ততক্ষণ তিনি কখন নিয়মিত রূপে উক্ত সাধনা করিতে সমর্থ হইবেন না। সেই কারণ শ্রদ্ধার বিশেষ প্রয়োজন। শাস্ত্রে ত্রিবিধ শ্রদ্ধা বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিপ্রকৃতিভেদতঃ।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসীতি বুভুৎসবঃ ॥

তাসাস্তু লক্ষণং বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং ভক্তিভাবতঃ।
শ্রদ্ধা সা সাত্ত্বিকী জ্ঞেয়া বিশুদ্ধজ্ঞানমূলিকা ॥

প্রবৃত্তিমূলিকা চৈব জিজ্ঞাসামূলিকাপরা।
বিচারহীনসংস্কারমূলিকাহস্তিমা মতা ॥

অর্থাৎ জীবগণের প্রকৃতি ভেদানুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকারের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞানমূলক শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, জিজ্ঞাসা মূলক শ্রদ্ধা রাজসিক, এবং বিচারহীন সংস্কার মূলক শ্রদ্ধা তামসিক। ইহাদের মধ্যে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। সুতরাং চিত্তবৃত্তি নিরোধ করণার্থ অভ্যাসের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য শ্রদ্ধার সহিত দীর্ঘকালব্যাপী নিরন্তর সাধনা বিশেষ প্রয়োজনীয়॥ ১৪॥

এখন চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় উপায়ের লক্ষণ বর্ণন করা হইতেছে।

দৃষ্ট (ইহলৌকিক) ও আনুশ্রবিক (পারলৌকিক) বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণ পুরুষের যে বশীকারসংজ্ঞা হয় তাহাকে বৈরাগ্য বলে॥ ১৫॥

জীব নিজ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করিয়া যাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং যাহা লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র হইয়া থাকে তাহাকে দৃষ্ট অর্থাৎ ইহলৌকিক সুখ বলা হয়। যেমন—পুত্রকলত্রাদির সুখ, ধনৈশ্বর্য্যের সুখ এবং নানাবিধ ক্ষণভঙ্গুর বৈষয়িক সুখ। এবং আনুশ্রবিক অর্থাৎ পারলৌকিক সুখ তাহাকেই বলা হয় যাহার বর্ণন শাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। এই স্থূল শরীর পরিত্যাগের পর যাহার ভোগ করিবার বাসনা হইয়া থাকে যেমন—স্বর্গাদি লোকের বিবিধ দিব্য সুখ। কি ইহলোক, কি পরলোক, কি ইহলোকের সুখ, কি পরলোকের সুখ সমস্তই মায়ার দ্বারা বিরচিত ও ক্ষণভঙ্গুর, এইজন্য বিচার দৃষ্টির উদয় হইলে যখন এই উভয়বিধ সুখের মধ্যে কোন সুখেরই বাসনা থাকে না এবং অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী হইয়া যায়, তখনই মুমুক্ষুর চিত্তে বশীকার সংজ্ঞা, অর্থাৎ এই সমস্ত বিষয় আমার বশ্য, আমি ইহাদের বশীভূত নহি এইরূপ ভাব উদিত হইয়া থাকে, ইহাকেই বৈরাগ্য বলা হয়। যোগাচার্য্যগণ বৈরাগ্যভূমিতে ক্রমোন্নতির চারিটী অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—যতমান সংজ্ঞা, ব্যতিরেক সংজ্ঞা, একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা এবং বশীকার সংজ্ঞা। এই জগতে সার পদার্থ কি? এবং অসার পদার্থই বা কি? গুরু এবং শাস্ত্রের সাহায্যে ইহা অবগত হইবার জন্য যে প্রযত্ন বা চেষ্টা, উহাই চিত্তের যতমান অবস্থা। পূর্ব্বে চিত্তে যতগুলি দোষ ছিল, তাহার মধ্যে এতগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং এতগুলি

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্॥ ১৫॥

অবশিষ্ট আছে, এইরূপ বিবেচনা করাকে ব্যতিরেক অবস্থা বলা হয়। বিষয়সমূহ বিষময় এবং দুঃখের কারণ, এইরূপ অবগত হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহ তাহাতে প্রবৃত্ত না হইলেও অন্তঃকরণে যে বিষয়-তৃষ্ণার বাসনা জাগিয়া থাকে, তাহাকেই একেন্দ্রিয় অবস্থা বলে। এবং অবশেষে অন্তঃকরণ হইতে বিষয়-তৃষ্ণাসমূহ বিনষ্ট হইয়া গেলে চিত্তের যে অবস্থা হয় তাহাকে বশীকার অবস্থা বলা হয়। এই চতুর্ব্বিধ অবস্থানুসারে যোগশাস্ত্রে বৈরাগ্যের চারি প্রকার ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। যথা মৃদু বৈরাগ্য, মধ্য বৈরাগ্য, অধিমাত্র বৈরাগ্য এবং পর বৈরাগ্য। বিবেকী ব্যক্তির বিবেকযুক্ত অন্তঃকরণে যখন ঐহিক পারত্রিক বিষয়সমূহের দোষ অনুভূত হইতে থাকে, অন্তঃকরণের উক্ত বৈরাগ্য বৃত্তিকে মৃদু বৈরাগ্য বলা হয়। ইহার পর যখন বিবেক ভূমিতে উন্নত সাধকের অন্তঃকরণে ঐহিক পারত্রিক বিষয়ের প্রতি অরুচির ভাব উৎপন্ন হয়, বিবেকী সাধকের উক্ত উন্নততর অবস্থাকে মধ্য বৈরাগ্য বলা হয়। বিবেকিগণ যখন বিষয় ভোগে প্রত্যক্ষ দুঃখ অনুভব করিতে থাকেন, দুঃখকর পদার্থে চিত্তের আসক্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে, বিষয়ের দুঃখপ্রদভাব যখন সাধকের অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, যে অবস্থায় বিষয়ের সম্বন্ধ স্বভাবতঃই পরিত্যক্ত হয়, বৈরাগ্যের উক্ত উন্নততম অবস্থার নাম অধিমাত্র বৈরাগ্য। এই অবস্থায় স্থূল ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে আসক্তি না থাকিলেও অন্তঃকরণে সূক্ষ্ম সংস্কার বর্ত্তমান থাকে এবং যখন যোগযুক্ত সাধকের অন্তঃকরণ ইহ পারলৌকিক সমস্ত বিষয়ের সংস্কার শূন্য হইয়া অন্তররাজ্যে বিচরণ করিতে থাকে, অন্তঃকরণের উক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থার নাম পরবৈরাগ্য। পূর্ব্ব-কথিত অন্তঃকরণের চতুর্ব্বিধ ভূমির এই চারি প্রকার বৈরাগ্যের সমন্বয় করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, যতমান অবস্থার সহিত মৃদু বৈরাগ্য ব্যতিরেক অবস্থার সহিত মধ্য বৈরাগ্য, একেন্দ্রিয় অবস্থার সহিত অধিমাত্র বৈরাগ্যএবং বশীকার অবস্থার সহিত পরবৈরাগ্যের সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাই চতুর্দ্ধা বিভক্ত বৈরাগ্যের লক্ষণ ॥ ১৫ ॥

এখন পরবৈরাগ্যের বিশেষ কারণ বর্ণিত হইতেছে—

পুরুষের প্রকাশ বশতঃ যে অবস্থায় পূর্ণরূপে প্রকৃতির গুণে বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয় তাহাকে পরবৈরাগ্য বলে ॥ ১৬ ॥

তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ॥

প্রকৃতির তিনটী গুণ যথা— সত্ব, রজ এবং তমঃ। পুরুষ এই সমস্ত হইতে নির্লিপ্ত অর্থাৎ উক্ত তিন গুণ হইতে পৃথক। অন্তঃকরণ যখন বহির্রাজ্য হইতে অন্তর্রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকে, তখন উহার মধ্যে পুরুষের প্রকাশ হইয়া থাকে, এবং সে সময় আর বাহ্যিক অর্থাৎ প্রকৃতির গুণের দিকে লক্ষ্য করিতে ইচ্ছা হয় না। জ্ঞানের উদয় হইবামাত্র যখন তাহার এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব হইয়া থাকে যে প্রকৃতিই দুঃখরূপী সৃষ্টির কারণ, এবং এই শুদ্ধ, মুক্ত পূর্ণ জ্ঞানরূপী অবস্থা উহা হইতে পৃথক, এবং যাহা কিছু যথার্থ সুখ হয় তাহা এই অবস্থাতেই হইয়া থাকে, তখন অন্তঃকরণ পুনরায় কিরূপে প্রকৃতির গুণের অভিলাষ করিতে পারে? যতক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ জ্ঞান পূর্ণত্ব লাভ না করে অর্থাৎ অন্তঃকরণ বহিঃরাজ্য হইতে অন্তর্রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেও পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ কখন কখন বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে, উক্ত অবস্থার নাম অপর বৈরাগ্য। আর যখন উক্ত জ্ঞানময়ী অবস্থা পূর্ণত্ব লাভ করে অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নরূপে উক্ত জ্ঞানের স্থিতি হয় তখনই উহাকে পরবৈরাগ্য বলা হয়। ইহাই বৈরাগ্যের চরম সীমা। ১৬॥

অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলে যোগিগণের যে অবস্থা লাভ হয় তাহাই বর্ণিত হইতেছে—

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি তাহাকে বলা হয় যাহাতে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং অস্মিতার ভাব বর্ত্তমান থাকে ॥ ১৭ ॥

এখন সমাধির বিষয় বলা হইতেছে; সম্প্রজ্ঞাত, অসম্প্রজ্ঞাত, অথবা সবিকল্প এবং নির্ব্বিকল্প ভেদে সমাধি দ্বিবিধ। সর্ব্বোত্তম নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিষয় পরের সূত্রে বর্ণন করা হইবে। এইসূত্রে সম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ সবিকল্প সমাধির বিষয় বর্ণন করা হইতেছে। সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা অর্থাৎ দর্শক, জ্ঞান অর্থাৎ অনুভব করিবার শক্তি, এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু পরমাত্মা এই ত্রিবিধ বিষয়েরই ভান থাকে। এবং এই অবস্থায় যখন বিতর্ক থাকে তখন তাহাকে বিতর্কানুগত অবস্থা, যখন বিচার থাকে তখন তাহাকে বিচারানুগতাবস্থা, যখন আনন্দ থাকে তখন আনন্দানুগতাবস্থা এবং যখন অস্মিতা থাকে তখন তাহাকে অস্মিতানুগতাবস্থা বলা হয়। যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে—

বিতর্কবিচাবানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎসম্প্রজ্ঞাত ॥ ১৭ ॥

সমাধিভূমৌ প্রথমঃ বিতর্কঃ কিল জায়তে।
ততো বিচার আনন্দানুগতাতৎপরামতা।
অস্মিতানুগতা নাম ততোঽবস্থা প্রজায়তে॥

সমাধিভূমিতে প্রথম বিতর্কাবস্থা লাভ হয়, তৎপরে ক্রমশঃ বিচারানুগতা, আনন্দানুগতা এবং অস্মিতানুগতা অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যদিও অন্তঃকরণের বৃত্তি সমূহ নিরুদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু অন্তঃকরণ একেবারে নির্জীব হইয়া যায় না। অর্থাৎ তখনও সূক্ষ্মরূপে অন্তঃকরণের ভান থাকে। এবং এইজন্যই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্তা বর্ত্তমান থাকে। এই দৃশ্যমান সৃষ্ট বস্তু জাত প্রকৃতির দ্বারা বিরচিত। বেদান্ত দর্শনে উহার নাম মায়া এবং সাংখ্য দর্শনে উহাকে প্রকৃতি বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। যে কোনরূপেই বর্ণিত হউক না কেন, অর্থাৎ বেদান্ত উহাকে পঞ্চকোষরূপে, সাংখ্য চব্বিশ তত্ত্বরূপেই বর্ণন করুন না কেন, কিন্তু সকলেরই সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতিই এই স্থূল জগতের কর্ত্রী, এবং পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। যখন এইরূপ বিতর্ক করা হয় যে সৃষ্টি কিরূপে হইল? অর্থাৎ বিশেষ-রূপে স্থূল সৃষ্টির বিচার করিতে করিতে যখন সৃষ্টি হইতে পরমাত্মার পৃথক সত্তা অনুভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সমাধিতে স্থিত হইবার সময় সৃষ্টির উৎপত্তি এবং স্থিতি সম্বন্ধে বিচার করিতে করিতে পুনরায় সৃষ্টি হইতে পৃথক যে পরমাত্মা আছেন, তাঁহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াই বিতর্কানুগতাবস্থা। অর্থাৎ স্থূল হইতে কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে সূক্ষ্মে উপস্থিত হওয়াকে বিতর্ক বলে। এইজন্য বিতর্কাবস্থায় বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং অস্মিতা এই চারি প্রকার অবস্থাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এবং কেবল সূক্ষ্মের বিচার করাকেই বিচার বলা হয়। এই অবস্থায় বহির্বিষয় অর্থাৎ স্থূল বিষয়ের ধারণা থাকে না, অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে কেবল জ্ঞাতা অর্থাৎ জীব, জ্ঞান অর্থাৎ জানিবার শক্তি, এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ পরমাত্মা এই ত্রিবিধ বিষয়েরই বিচার থাকে। এই অবস্থায় বিচার আনন্দ এবং অস্মিতা এই তিনটীই বর্ত্তমান থাকে। এবং এই অবস্থাকেই বিচারানুগত অবস্থা বলা হয়। তৃতীয় আনন্দের অবস্থা। ইহাতে বিচার রহিত আনন্দের অনুভব হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই অবস্থায় আনন্দ ও অস্মিতা কেবল এই দুইটীই বর্ত্তমান থাকে। ইহা পূর্ব্বোক্ত অবস্থাদ্বয় হইতে উচ্চাবস্থা এবং ইহারই নাম আনন্দানুগতাবস্থা। এবং চতুর্থাবস্থা তাহাকেই বলা হয়

যাহাতে কেবলমাত্র অস্মিতা জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ কেবল নিজ স্থিতির ভানাতিরিক্ত অন্য কোন অবস্থার অনুভব থাকে না। এই অবস্থা পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিবিধাবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ। এই অবস্থাকেই অস্মিতানুগত অবস্থা বলা হয়। আনন্দানুগত অবস্থা এবং তদনন্তর অস্মিতানুগতাবস্থা এই উভয়বিধ অবস্থা বর্ণন করিতে হইলে অধ্যাত্মতত্ত্বের যৎসামান্য রহস্য বর্ণন করিতে হইবে নতুবা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে না। আত্মার স্বরূপ ত্রিবিধ ভাবের দ্বারা পূর্ণ। ইহাকেই সৎ, চিৎ এবং আনন্দ বলা হয়। এইজন্যই ব্রহ্মপদ সচ্চিদানন্দময়। এই ত্রিবিধ ভাবেই সৎ এবং চিৎ এই দুইটি ভাব পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। এই কারণ জগতেও জড় এবং চেতন এই দুইটী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আনন্দভাব এই উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকায় এই উভয়েরই সাহায্যে প্রকটিত হইয়া থাকে। এইজন্য বেদের উপাসনা কাণ্ডে আনন্দের বিকাশকেই জগৎসৃষ্টির কারণ রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। চিতের সাহায্যে সতে অথবা সতের সাহায্যে চিতের মধ্যে আনন্দের বিকাশ হইয়া থাকে। এইজন্যই বিষয়ানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ উভয়েই আত্মানন্দস্বরূপ। দর্শন শাস্ত্রে ইহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অতএব অস্মিতানুগত অবস্থা অপেক্ষা আনন্দানুগত অবস্থায় অপেক্ষাকৃত চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্ম ভাবের ন্যূনতা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সাবিকল্প সমাধিতে কেবল আনন্দের অনুভব হইবার সময় সৎ এবং চিতের পার্থক্য সম্বন্ধরূপে প্রকাশিত থাকে। পরের অস্মিতানুগত অবস্থায় এই উভয়বিধ পার্থক্য তত বর্ত্তমান থাকে না। অস্মিতানুগত অবস্থার বিচারের সময় কোনরূপে জিজ্ঞাসুগণের হৃদয়ে এরূপ শঙ্কা উৎপন্ন হইতে পারে যে যখন এই অবস্থায় কেবল অস্মিতামাত্রেরই স্থিতি থাকে তখন এরূপ স্থলে জ্ঞাতা, জ্ঞান, এবং জ্ঞেয় এই ত্রিবিধ ভাবের সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? ইহার সমাধান এইরূপে হইয়া থাকে যে, যদিও কার্য্যতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের স্বরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধ না হয়, তথাপি কারণরূপে বীজের মধ্যে বৃক্ষের ন্যায় উক্ত ত্রিবিধভাবই বর্ত্তমান থাকে। এবং সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা উহার অনুভবও হইয়া থাকে। এই চতুর্ব্বিধ অবস্থাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা। এবং ইহার পরের অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়। যাহার বর্ণন নিম্নে করা হইবে॥ ১৭ ॥

চিত্তবৃত্তি নিরোধানন্তর প্রাপ্ত দ্বিতীয়াবস্থার লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।

বিরাম প্রত্যয় অর্থাৎ বৃত্তিসমূহ হইতে উপরত হওয়ার জন্য কারণরূপ বৈরাগ্য এবং অভ্যাসের পূর্ণতা দ্বারা অন্তঃকরণের বৃত্তি সমূহ পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া গেলে কেবল ভৃষ্ট বীজবৎ সংস্কার-শেষযুক্ত যে অবস্থা বর্তমান থাকে তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়॥ ১৮॥

পূর্ব্বলিখিত সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের কিছু সূক্ষ্ম বিচার বর্তমান থাকে, কিন্তু এই সূত্র-বর্ণিত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে উক্ত ত্রিবিধ অবস্থাই বিনষ্ট হইয়া যায়, কেবল পূর্ণ জ্ঞানরূপ চৈতন্য অবশিষ্ট থাকে। অভ্যাস এবং বৈরাগ্য বর্ণন প্রসঙ্গে মহর্ষি সূত্রকার ইহাই বর্ণন করিয়াছেন যে, অভ্যাসের পূর্ণতা এবং পরবৈরাগ্যের দ্বারা অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে বহির্জগত অর্থাৎ সৃষ্টির দিক হইতে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। বহির্জগত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহই অন্তঃকরণে বৃত্তিরূপ চাঞ্চল্য উৎপাদন করিয়া থাকে, অন্তঃকরণ যদি উহার দিক হইতে পূর্ণরূপে মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বৃত্তি সমূহ উত্থিত হইবে না, অর্থাৎ বৃত্তিরূপ তরঙ্গের পূর্ণরূপে নাশ হইয়া যাইবে। তখন অভ্যাস এবং পরবৈরাগ্যের যে পূর্ণাবস্থা উহার দ্বারাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উদয় হইবে। অর্থাৎ এই অবস্থায় কোনরূপ বৃত্তির লেশমাত্রও বর্তমান থাকে না, চৈতন্য বৃত্তিসমূহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হইয়া থাকে। এবং এই অবস্থাকেই নির্বীজ যোগের পূর্ণাবস্থা ও নির্বিকল্প সমাধি বলা হয়। ইহাই বেদান্তের ব্রহ্মসদ্ভাব ও ভক্তিমার্গের পরাভক্তি, এবং এই অবস্থাকেই কৈবল্য বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। যেমন স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

> পরং জ্ঞানং পরং সাংখ্যং পরং কর্ম্মবিরাগতা।
> পরাভক্তিঃ সমাধিশ্চ যোগপর্য্যায়বাচকাঃ॥
> ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।
> বৈরাগ্যস্য চ সীমা সা জ্ঞানে তদুভয়ং যতঃ॥

পরমজ্ঞান, সাংখ্যযোগ, পরবৈরাগ্য, পরাভক্তি এবং সমাধি এই সকল এক পর্য্যায়বাচক শব্দ। পরাভক্তি, পরবৈরাগ্য এবং পরজ্ঞান একই পদার্থ, যেহেতু জ্ঞানেই সমস্ত পর্য্যবসিত হয় শাস্ত্রে এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রাপ্ত যোগিগণের দ্বিবিধ ভেদ বর্ণিত হইয়াছে, এই দুইটী অবস্থা এত সূক্ষ্ম যে তাহা সাধারণ বুদ্ধিগম্য

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ॥ ১৮॥

হইতে পারে না, যোগিগণই সেভাবে বিভোর হইয়া এই অবস্থার বিচার করিতে সমর্থ হ'ন। কিন্তু বহির্লক্ষণের দ্বারা এই উভয়ের এরূপ বিচার হইতে পারে যে সাধক যখন যোগের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিরূঢ় আত্মারাম হইয়া যান অর্থাৎ বহির্জগতের সহিত নিজের কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া উন্মত্ত, স্তব্ধ এবং নিষ্ক্রিয় হইয়া যান, তখন উক্ত মহাপুরুষের ঐ অবস্থার নাম ব্রহ্মকোটি। এবং যোগী নিজ পূর্ণাবস্থা লাভ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিরূঢ় হইয়া সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে জীবহিতকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন, নিষ্কাম ব্রতধারী সংসারোপকারকারী পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল, তখন যোগীর এইরূপ অবস্থার নাম ঈশকোটি। প্রবহমান বায়ুকেও বায়ু বলা হয়, এবং যাহা অচল অর্থাৎ স্থির বায়ু তাহারও নাম বায়ু। তদ্রূপ নিষ্ক্রিয় মহাত্মা এবং সংসারের হিতকর কার্য্যে ক্রিয়াবান্ মহাত্মা, এই উভয়েই সিদ্ধ মহাপুরুষ কিন্তু বাহ্যলক্ষণগত ইঁহাদের প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় মাত্র। এই অবস্থাসমূহের দ্বারা এরূপ ও অবগত হইতে পারা যায় যে ব্রহ্মকোটির জীবন্মুক্ত যোগিগণের দ্বারা এই সংসারের কোনরূপ উপকারের সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু অতীতকালে যাহা কিছু উপকার হইয়াছে বর্ত্তমানকালে যাহা কিছু হইতেছে এবং ভবিষ্যৎকালে যাহা কিছু হইবে, সমস্তই ঈশকোটির জীবন্মুক্তগণের দ্বারা হইয়া থাকে। যথা স্মৃতিশাস্ত্রে—

পরমহংসস্য প্রারব্ধকর্ম্মবৈচিত্র্যদর্শনাৎ।
ঈশকোটিব্রহ্মকোটিরিতি দ্বেনামনী শ্রুতে॥
পরমহংসো ব্রহ্মকোটের্মুক্তস্তদ্ধোজড়স্তথা।
উন্মত্তো বালচেষ্টশ্চনজগত্তেনলাভবৎ॥
পরমহংসস্ত্বীশকোটেঃ পরাং কাষ্ঠাংগতোঽনিশম্।
নিষ্কামস্য ব্রতস্যাত্র জগজ্জন্মাদিশক্তিমৎ॥
জগদীশপ্রতিনিধি ভূত্বাতৎকর্ম্মসংরতঃ।
জগদ্ধিতার্থং বিপ্রর্ষে এবং বিদ্ধীশরূপিণম্॥

প্রারব্ধ বৈচিত্র্যহেতু ঈশকোটি এবং ব্রহ্মকোটি নামক দ্বিবিধ পরমহংসদশা হইয়া থাকে। ব্রহ্মকোটির জীবন্মুক্ত মূক, স্তব্ধ, জড়, উন্মত্ত এবং বালকবৎ চেষ্টাশীল হইয়া থাকেন। তাঁহার দ্বারা জগতের কোন উপকার সাধিত

হয় না। ঈশকোটির চরম সীমায় উন্নত পরমহংস দিবারাত্রি জগজ্জন্মাদি সমর্থ শক্তিশালী ভগবানের প্রতিনিধি-রূপে নিষ্কাম ব্রত গ্রহণ করিয়া পরোপকার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এইরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ জীবন্মুক্তগণের উৎপত্তি জগতের কল্যাণের জন্যই হইয়া থাকে এরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যোগের চরম সীমা অর্থাৎ প্রধান লক্ষ্য যে অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি, এই সূত্রে যাহা বৃত্তিসমূহের নানারূপ সংস্কারাবশেষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে. উহার তাৎপর্য্য এই যে সুবর্ণের সহিত মিলিত সীসক যেমন অগ্নির উপরে ধরিলে উক্ত সীসক সুবর্ণের মলিনতার সহিত নিজেই দগ্ধীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ নিরোধ-সংস্কার চিত্তবৃত্তিসমূহকে পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ অর্থাৎ নাশ করিয়া নিজেই বিনষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ তৎপরে আর কোন সংস্কার অবশিষ্ট থাকে না। অন্তে সেই নির্লিপ্ত সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। এই প্রকারে উক্ত সমাধিস্থ মহাত্মাগণ নিজ শরীর দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, অন্তঃকরণ বাসনা নির্ম্মুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের আচরিত কর্ম্মের সংস্কার পুনরায় তাঁহাদের অন্তঃকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট হয় না। ব্যুত্থান অবস্থায় তাঁহাদের সমস্ত সংস্কার ভ্রষ্টবীজের ন্যায় হইয়া যায়। উক্ত অবস্থায় তাঁহাদের কর্ম্ম করা না করা শরীর থাকা না থাকা সবই সমান। ইহাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি যোগের চরমসীমা এবং সাধনার একমাত্র লক্ষ্য ॥ ১৮ ॥

এখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির মার্গ বিঘ্ন-রহিত করিবার জন্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মার্গ-প্রাপ্ত বিঘ্নসমূহের বর্ণন করা হইতেছে।

দেহাধ্যাস শূন্য হইয়া মহত্তত্বাদি-বিকারে লয় ও অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন হওয়াকে ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ সংসারের কারণ স্বরূপ সমাধি-বিঘ্ন বলা হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বসূত্রে মহর্ষি সূত্রকার সমাধির দ্বিবিধ ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। এখন উক্ত মার্গকে বিঘ্নরহিত করিবার উদ্দেশ্যে বিঘ্ন সমূহ বর্ণন করিতেছেন। অর্থাৎ কৈবল্যপথে অগ্রসর হইবার সময় সমাধিস্থ সাধক পুরুষার্থভেদে যতপ্রকার বিঘ্ন প্রাপ্ত হ'ন সবিস্তারে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। যে সমস্ত যোগিগণ যোগের লক্ষ্যস্থল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পূর্ণাবস্থার দিকে অগ্রসর

ভবপ্রত্যয়োবিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ॥ ১৯ ॥

হইতে হইতে মধ্যস্থলে বাধা প্রাপ্ত হইয়া অগ্রসর হইতে অসমর্থ হ'ন, এবং যদিও তাঁহারা ইন্দ্রিয়াদি জয় করিয়া বিষয় বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া যান, তথাপি অন্তঃকরণের নিরোধরূপ সংস্কারের সাহায্যে দেহাধ্যাস শূন্য হইয়া প্রকৃতি বিকারে বিলীন হইয়া যান, অথবা স্বীয় নির্ম্মল অন্তঃকরণের দ্বারা মোক্ষানন্দের তুল্য অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের আভাস সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হইয়া শুদ্ধ প্রকৃতির দ্বারা কৈবল্যসুখের অনুরূপ সুখে নিমগ্ন হইয়া যান। এই উভয়বিধ লয়াবস্থাই ভব প্রত্যয় অর্থাৎ সংসারের কারণরূপিণী যোগবিঘ্নকারিণী অবস্থা। এই উভয়বিধ অবস্থাতেই সূক্ষ্মাবস্থার মধ্যে প্রকৃতির স্থিতি নিবন্ধন, প্রকৃতির পুনর্ব্বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ উক্ত অন্তঃকরণ পুনরায় স্বীয় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব এই অবস্থাকে মোক্ষসাধনার বিঘ্নস্বরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য এই জন্যই মুমুক্ষুগণের পক্ষে ইহা অহিতকারী। ভবপ্রত্যয় অবস্থায় উপরোক্ত যে দুই প্রকার বিঘ্ন হইতে পারে তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য ইহা প্রকাশ করা উচিত যে যোগী যখন যোগের প্রথম সপ্তম ভূমি অতিক্রম করিয়া অষ্টম সমাধিভূমিতে উপস্থিত হ'ন, সে সময় যদি তাঁহার সাধনার বেগ এবং বৈরাগ্যের পূর্ণ তীব্রতা না হয় তবে উক্ত যোগী হয়ত দেহাধ্যাস রহিত হইয়া মহত্তত্ত্বাদি সূক্ষ্ম-বিকারে আবদ্ধ হইয়া যান, অথবা কারণ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে আত্মার স্বরূপ বিবেচনা করতঃ তৃপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং এই প্রকার বিঘ্ন সম্মুখে উপস্থিত হইলে উক্ত যোগী সাধনের তীব্রতা এবং পর বৈরাগ্যের অভাব বশতঃ উন্নত সমাধি ভূমিতে উন্নত হইয়াও গতিহীন হইয়া পড়েন। সে সময়ে তাঁহার কৈবল্য পথে অগ্রসর হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। যোগের চারি প্রকার ক্রিয়াসিদ্ধাংশ যথা—মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ, এবং রাজযোগ। এই সমস্ত বিষয়ের সাধন-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া যোগাচার্য্যগণ ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আত্মতত্ত্বানুসন্ধানপূর্ণ রাজযোগ ব্যতিরেকে অন্য তিন প্রকারের সাধন-প্রণালীর মধ্যে কখন কখন এই-রূপ বিঘ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাজযোগে তত্ত্বজ্ঞান, বাসনাক্ষয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনোনাশ হইয়া যাওয়ায় এরূপ বিঘ্নের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু মন্ত্র, হঠ ও লয় এই ত্রিবিধ যোগের সহিত বহিঃসাধনার অধিক সম্বন্ধ থাকায় এই যোগ সমূহের দ্বারা প্রাপ্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থায়

এরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে। মন্ত্রযোগে জপ এবং মন্ত্রের অদ্বৈত ভাবে সমাধিলাভ হয় বলিয়া ইহা দ্বারা মহত্তত্ত্বাদিবিকারে বিলীন হইবার অধিক সম্ভাবনা থাকে। এরূপ বায়ুনিরোধের দ্বারা হঠযোগের সমাধি হয় বলিয়া, এবং নাদ ও বিন্দুর অদ্বৈতভাবে লয় যোগের সমাধি হওয়ার জন্য উক্ত উভয়বিধ অবস্থাতেই সূক্ষ্ম প্রকৃতির সাহায্যে প্রতিবিম্বিত আত্মস্বরূপে বিলীন হইয়া আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে। এইজন্য হঠযোগীগণের মধ্যে জড়সমাধিরূপ নানাপ্রকারের যোগবিঘ্ন সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে কৈবল্যাভিলাষী যোগী স্বীয় সাধনার দৃঢ়তা এবং পরবৈরাগ্যের পূর্ণতা বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে যত্নশীল হইয়া এই ভব-প্রত্যয় অবস্থাতে যেন আবদ্ধ হইয়া না যান। অতএব অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পূর্ণাবস্থা কৈবল্যপদ লাভ করিতে যিনি ইচ্ছা করেন তিনি যেন অবশ্যই এই অবস্থা পরিত্যাগ করেন। নতুবা মধ্যস্থলে গতিরহিত হইয়া পুনরায় আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়॥ ১৯॥

বিঘ্নরহিত দ্বিতীয় অবস্থার বর্ণন করা হইতেছেঃ—

উপর্য্যুক্ত বিঘ্ন হইতে রক্ষিত হইবার জন্য যোগিগণ শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞাপূর্ব্বক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়া থাকেন॥ ২০॥

পূর্ব্বসূত্রে ভবপ্রত্যয় অবস্থার বিষয় বর্ণন করিয়া এখন মহর্ষি সূত্রকার উপায়প্রত্যয় অবস্থার বিষয় বর্ণন করিতেছেন। দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত কোন পদার্থে যে এক প্রকারের প্রীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাকে শ্রদ্ধা বলা হয়। পূর্ব্বে ইহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যখন দৃঢ় ভাবে যোগ বিষয়ে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তখনই উহা লাভ করিবার জন্য যোগিগণের যে দৃঢ় উৎসাহ হয়, তাহাকেই বীর্য্য বলা হয়। উৎসাহের সহিত সাধনা করিতে করিতে যেমন সাধক ব্রহ্মানন্দ পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তেমনি উত্তরোত্তর আনন্দবৃদ্ধির যে স্মৃতি উৎপন্ন হয় তাহাকেই স্মৃতি বলে। এবং উক্ত স্মৃতি স্থির হইয়া গেলে অন্তঃকরণ যখন কেবল আনন্দময় হইয়া উঠে, এই অবস্থাকেই এই সূত্রে সমাধি বলা হইয়াছে। এইরূপ শ্রদ্ধা, উৎসাহ, স্মৃতি এবং সমাধির সাহায্যে অন্তঃকরণ যখন পূর্ণানন্দ

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্॥ ২০॥

আভাসে প্রকাশময় হইয়া উঠে, উক্ত পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থাকেই শাস্ত্রে প্রজ্ঞা বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে এবং যখন এই প্রজ্ঞাবস্থা স্থির হইয়া যায়, তখনই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে পাবে। উক্ত অসম্প্রজ্ঞাতরূপ নির্ব্বিকল্পসমাধি লাভ করিয়াই যোগিরাজ জীবন্মুক্ত হইয়া যান। সে অবস্থায় উক্ত যোগিরাজের অন্তঃকরণ কখন প্রজ্ঞারহিত হয় না। তিনি সর্ব্বদা অদ্বৈত ভাবে অবস্থান করেন। অতএব পূর্ব্বসূত্রকথিত বিঘ্নসমূহকে আসিতে না দিয়া সাধনার তীব্রতা এবং পরবৈরাগ্যের অবলম্বনে যোগিরাজ যখন শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞার সাহায্যে নিজ মার্গকে বিঘ্নরহিত ও সবল রাখিয়া কৃতকৃত্য হইয়া যান, তাহাই দ্বিতীয়া উত্তমাবস্থা। এই অনবরোধ সরল মার্গেরই নাম উপায়প্রত্যয়াবস্থা। ইহাতে প্রথম হইতেই বৈরাগ্যের সম্বন্ধ থাকে, এবং শেষে বৈরাগ্যের পূর্ণাবস্থা অর্থাৎ পরবৈরাগ্যের সাহায্যে সাধক প্রজ্ঞালাভ করিয়া কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বিঘ্নরহিত অবক্রপথে গমন করিতে করিতে সমাধি সিদ্ধি-লাভের জন্য উপায় বর্ণিত হইতেছে।

তীব্রসংবেগের সহিত যাহার উপায় হইয়া থাকে তাঁহাকে আসন্নসমাধি বলে ॥ ২১ ॥

সমাধি লাভ করিবার উপায় পূর্ব্বসূত্রে বর্ণন করা হইয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্ব সূত্র-কথিত যে সাধনক্রম, উহার দ্বারাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পূর্ণাবস্থা লাভ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত উপায় সমূহের বেগ যে সাধকের মধ্যে যত অধিক প্রবল হইবে ততই উক্ত সাধক সত্বর সমাধিপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইবেন। বৈরাগ্যের দ্বারা বন্ধন যতই শিথিল হইয়া যায় ততই সাধনোপায়ের সংবেগ অর্থাৎ সমাধির দিকে আকর্ষণ উক্ত বর্দ্ধিত হইবে। এই সূত্রে মহর্ষি সূত্রকারের ইহাই তাৎপর্য্য যে সাধকগণের মধ্যে সংবেগের স্রোত তীব্রভাবে প্রবাহিত হওয়া উচিত। এবং তাহা হইলেই সাধক বিবিধ প্রকারের বিঘ্ন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া শীঘ্রই সাধনার লক্ষ্য অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। প্রথম হইতেই যদি যোগির পরবৈরাগ্যের দিকে লক্ষ্য থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধনার সহায়ক শ্রদ্ধা বীর্য্যাদির বেগ তীব্রতম হইয়া যায়, তবে ভবপ্রত্যয় সম্বন্ধীয় কোন

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ। ২১ ॥

রূপ বিঘ্নই যোগিরাজকে বাধা প্রদান করিতে পারে না। অথবা তিনি কোনরূপ সিদ্ধির মধ্যে আবদ্ধ হইয়াও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যান না। তাঁহার পথ সরল এবং নিষ্কণ্টক হইয়া যায় ॥ ২১ ॥

সংবেগের ভেদ বর্ণিত হইতেছে—

মৃদু, মধ্য এবং অধিমাত্র উপায় ভেদে সংবেগ ত্রিবিধ। এতদনুসারেও সমাধি লাভের তারতম্য হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

সাধনোপায়ের সংবেগরূপী স্রোতোবেগের বিচারানুসারে ত্রিবিধ বিভাগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যখন পূর্ব্বলিখিত চতুর্ব্বিধ উপায়ের বেগ মৃদু হয় তখন তাহাকে মৃদু সংবেগ বলে, যদি মধ্য অর্থাৎ মৃদু হইতে অধিক হয় তবে তাহাকে মধ্যোপায় সংবেগ বলে, এবং যদি উক্ত উপায় সমূহের সংবেগ অত্যন্ত তীব্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে অধিমাত্রোপায় সংবেগ বলা হইয়া থাকে। এবং এই ত্রিবিধ মৃদু প্রভৃতি প্রত্যেকেরই তিনতিনটী করিয়া নয়টী ভাগ হয়। যেমন—মৃদুমৃদুপায়, মৃদুমধ্যোপায়, মৃদুতীব্রোপায়, মধ্যমৃদুপায়, মধ্যমধ্যোপায়, মধ্যতীব্রোপায়, অধিমাত্রমৃদুপায়, অধিমাত্রমধ্যোপায়, এবং অধিমাত্রতীব্রোপায়। এই নয়টীর মধ্যে শেষ কথিত অবস্থা অর্থাৎ অধিমাত্রতীব্রোপায় সংবেগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এবং ইহারই উদয়ে সাধক শীঘ্র নিজ লক্ষ্যস্থল কৈবল্যপদ লাভ করিতে সমর্থ হ'ন। এই সূত্র অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সমাধি লাভ করিবার সাধারণ উপায় সমূহের শেষ সূত্র। ইহার বিজ্ঞানের তাৎপর্য্য এই যে মৃদু এবং মধ্য সংবেগের আশ্রয় গ্রহণ করা যোগিরাজের উচিত নহে। তিনি অধিমাত্র সংবেগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বীয় যোগমার্গ নিষ্কণ্টক এবং সরল করিয়া লউন ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বকথিত উপায় সমূহ ব্যতিরেকে সমাধি প্রাপ্তির জন্য অন্য সুগম উপায় বর্ণিত হইতেছে—

অথবা ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারাও আসন্নতম সমাধি লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি সূত্রকার পূর্ব্বে চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের সাধারণ উপায়ের দ্বারা মুক্তিপদ লাভের উপায় বর্ণন করিয়া সম্প্রতি উপায়ান্তর বর্ণন করিতেছেন ; অর্থাৎ

মৃদুমধ্যাতিমাত্রত্বাত্ততোঽপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা ॥ ২৩ ॥

তাহার তাৎপর্য্য এই যে অষ্টাঙ্গযোগরূপ সাধারণ সাধন সমূহের দ্বারা চিত্তবৃত্তি-সমূহ নিরুদ্ধ হইয়া মুক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরভক্তি, যাহার বর্ণন এই সূত্রে করা হইবে এবং আরও অন্যান্য কয়েক প্রকারের সাধন যাহা পর পর সূত্রে বর্ণিত করা হইবে উহাদের দ্বারাও সমাধিসিদ্ধিরূপ কৈবল্যপদ লাভ হইতে পারে। এই সূত্রে কেবল ঈশ্বর-প্রণিধানের দ্বারা সমাধিপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রণিধান শব্দের অর্থ ভক্তি এবং ভক্তিপূর্ব্বক পরমগুরু ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ। ভক্তিমার্গের প্রধান আচার্য্য দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি শাণ্ডিল্য এবং মহর্ষি অঙ্গিরা। তাঁহারা ভক্তির এরূপ লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন যে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ অনুরাগকেই ভক্তি বলা হয়। যখন সাধকের চিত্তে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে এই সৃষ্টিতে যাহা কিছু হইতেছে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই তাহার একমাত্র কর্ত্তা। যাহা কিছু হইতেছে হইতে থাকুক এইরূপ বিবেচনা করিয়া যখন ভক্তিমান সাধক ঈশ্বরের ধ্যানেই নিমগ্ন থাকেন, এবং সৃষ্টির দিক্ হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করতঃ পরমাত্মাতে অর্পণ করিয়া তাঁহারই সর্ব্বশক্তিময় অতুলনীয় গুণসমূহ স্মরণ করিতে করিতে তাঁহারই প্রেমে নিমগ্ন হইয়া যান। ঐরূপ ভক্তিকেই ঈশ্বরভক্তি বলা হয়। অহঙ্কারই জীবকে কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ করে, যেহেতু জীব সর্ব্বদা নিজ যোগ্যতার উপর বিশ্বাস করিয়া এইরূপ বিবেচনা করিতে থাকে যে আমি নিজ পুরুষার্থের দ্বারা অমুক দুঃখের নিবৃত্তি এবং অমুক সুখ লাভ করিব। এই অহঙ্কারের দ্বারাই জীব ত্রিতাপ দুঃখরূপী বন্ধন লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যখন জীবগণের মধ্যে ঈশ্বরভক্তির উদয় হয় এবং জীব ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া ঈশ্বরের উপরেই পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে থাকে, সদসৎ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর প্রণিধানেই নিমগ্ন থাকে ; তখন আপনা আপনি তাহার হৃদয়ের তমোরূপী অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার সমস্ত বিষয়বাসনারূপ বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। এবং এইরূপ ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারা চিত্তবৃত্তি সমূহ নিরুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে সাধক সমাধিপদ লাভ করিয়া থাকেন। এইসূত্রে মহর্ষি সূত্রকার যোগের সহিত ভক্তিমার্গের সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন এবং ইহাও প্রমাণিত করিয়াছেন যে কিরূপে ভক্তগণ ভক্তিমার্গের সাধনার দ্বারা কৈবল্যরূপী পরমানন্দ পদ লাভ করিতে সমর্থ হ'ন। যাহা বেদের বাক্যত্রয়ের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় কৈবল্য প্রাপ্তির প্রধান সহায়ক সেই উপাসনা কাণ্ডের মীমাংসা গ্রন্থ দৈবীমীমাংসা দর্শনের সহিত যোগদর্শনের সম্বন্ধ

সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। উপাসনার জন্য ঈশ্বরভক্তি প্রাণস্বরূপ এবং যোগ অঙ্গস্বরূপ। সেইজন্য এরূপ দৃঢ়তার সহিত এই দর্শন-সিদ্ধান্ত ভগবদ্ভক্তির সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। অধিকারী ভেদে ভগবদ্ভক্তি দুই প্রকারের হইয়া থাকে। যথা—গৌণীভক্তি এবং পরাভক্তি। পরাভক্তি-প্রাপ্তির জন্য শরীর এবং মনের দ্বারা যে প্রথম সাধন করা হইয়া থাকে তাহাকে গৌণীভক্তি বলা হয়। বৈধী এবং রাগাত্মিকা ভেদে গৌণীভক্তিও দ্বিবিধ। গুরুর আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া বিধিপূর্ব্বক যাহার সাধনা করা হয়, তাহাকে বৈধীভক্তি বলে। এবং ভক্তিভাবের প্রধান প্রধান রস সমূহের আস্বাদন করিয়া ভক্ত যখন উক্ত ভক্তিরসের নিজ প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির অনুসারে কোন এক ভাবে নিমগ্ন হইয়া যান সেই সময়ের ভক্তিরস সাগরে উন্মজ্জন-নিমজ্জন-কারিণী ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলা হয়। উপাসনা সম্বন্ধীয় দর্শন শাস্ত্রে ভক্তির এই সমস্ত ভেদ সুন্দররূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে। এইরূপ গৌণী ভক্তির সাধনার দ্বারা যখন সাধক উন্নত ভূমি লাভ করিয়া ভগবৎ প্রেমে তন্ময় হইয়া স্বরূপ-সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন উহাই পরা ভক্তির অবস্থা। পরাভক্তি এবং নির্ব্বিকল্প সমাধি উভয়বিধ অবস্থাই এক। কেবল নামান্তর ভেদ মাত্র।

এখন ঈশ্বরের লক্ষণ বলা হইতেছে :—

যাঁহার সহিত ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল, এবং সংস্কারের কোন সম্বন্ধ নাই সেই পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর ॥ ২৪ ॥

অবিদ্যা জনিত বিষয় বন্ধন হইতে রাগদ্বেষের সাহায্যে চিত্তের যে বিকলতা উপস্থিত হয় তাহাকে ক্লেশ বলে। এই সমস্ত ক্লেশের বর্ণন পরসূত্রে করা হইবে। যে সমস্ত বেদবিহিত কর্ম্ম অথবা বেদনিষিদ্ধকর্ম্ম মন এবং শরীরের দ্বারা করা হইয়া থাকে এবং যাহা শুভকর হওয়ায় পুণ্য এবং অশুভকর হওয়ায় পাপরূপে অভিহিত হয় তাহারই নাম কর্ম্ম। উক্ত কৃতকর্ম্মের যখন ফলোৎপত্তি হয়, অর্থাৎ শুভকর্ম্ম হইতে সুখ এবং অশুভ কর্ম্ম হইতে দুঃখোৎপত্তি হয় জীব যাহা উপভোগ করিতে থাকে উহারই নাম বিপাক অর্থাৎ কর্ম্মফল? এবং কর্ম্মের যে সংস্কার অন্তঃকরণে নিহিত থাকে, যাহা হইতে পুনর্বার বাসনার উৎপত্তি হয়, উক্ত বাসনার মূল কারণের নাম আশয় অর্থাৎ সংস্কার

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টপুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

এই ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক অর্থাৎ কর্ম্মফল এবং আশয় অর্থাৎ সংস্কার যাহার মধ্যে না থাকে তিনিই ঈশ্বর। অর্থাৎ জীবগণের মধ্যে এই চারিটী সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর এই সমস্ত হইতে অতীত।

অবিদ্যা বশতঃ জীব নিজেই নিজেকে কর্ত্তা বিবেচনা করিয়া (স্বচ্ছ স্ফটিক মণির উপরে লাল রঙ্গের প্রতিবিম্ব পড়িলে যেমন রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তদ্রূপ প্রকৃতিকৃত কর্ম্মসমূহকে উক্ত নির্লিপ্ত পুরুষ স্বীয় কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া) এবং এই অবিদ্যারূপী ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষ প্রকৃতির কর্ম্মের দ্বারা বিবিধ দুঃখে আবদ্ধ হইয়া যায়। অবিদ্যাই জীবের জীবত্বের কারণ স্বরূপ। কিন্তু পূর্ণ প্রকাশমান্ পূর্ণ জ্ঞানবান্ পূর্ণ শক্তিমান্ নির্লিপ্ত ঈশ্বর অবিদ্যারূপ অন্ধকার বিহীন হওয়ায় তাঁহার মধ্যে জীবের দোষ অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয়রূপ বন্ধন থাকে না। সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর সকলের মধ্যেই আছেন, বিরাটরূপী ঈশ্বরে নিখিল বিশ্ব বিরাজিত, অর্থাৎ তিনি সকলে এবং তাঁহাতে সমস্ত হইলেও তিনি সমস্ত হইতে নির্লিপ্ত। তাঁহারই শক্তির দ্বারা সংসারের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাঁহারই আজ্ঞায় একটী পরমাণুও অনিয়মিত ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। পরন্তু তিনি পূর্ণশক্তিধারী হওয়ায় এবং তাঁহার অধীন পূর্ণজ্ঞানরূপ বিদ্যা থাকা প্রযুক্ত তিনি সমস্ত বস্তু হইতে নির্লিপ্ত। অনেক শ্রেষ্ঠ পুরুষ জীবভাব হইতে সাধন দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যান, কিন্তু ঈশ্বরের অবস্থা তদ্রূপ নহে। অর্থাৎ ঈশ্বরে বন্ধন অথবা অল্পজ্ঞান বিন্দুমাত্রও নাই। পরমাত্মা পরমেশ্বর ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ কালে একই রূপে বিরাজিত আছেন। তিনি সর্ব্বদা পূর্ণ ঐশ্বর্য্যবান্। কখন তাঁহার ঐশ্বর্য্যে ন্যূনাধিক্য হইতে পারে না। এইজন্য তিনি এই সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়কর্ত্তা, এবং জীবরূপ হইতে পৃথক। এই সূত্রে ঈশ্বরকে পুরুষ বিশেষ বলার তাৎপর্য্য এই যে সাংখ্যোক্ত পুরুষ স্বরূপতঃ নিত্য শুদ্ধ মুক্তস্বভাব হইলেও প্রকৃতিসম্পর্ক বশতঃ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের অভিমান দ্বারা তাঁহাতে ঔপচারিক বন্ধন সম্বন্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু ঈশ্বরে প্রকৃতির দিক্ হইতে কোনরূপ বন্ধনের আভাস পর্য্যন্তও পতিত হয় না। এই জন্যই ঈশ্বর সর্ব্বদা ক্লেশ কর্ম্মাদি বন্ধন সম্বন্ধ হইতে মুক্ত। এবং এই জন্যই সাংখ্যীয় পুরুষ হইতে বিশিষ্ট বলিয়া ঈশ্বর পুরুষবিশেষ। প্রত্যেক শরীরে অনুমেয় পুরুষ ভাবের দ্বারা সাংখ্যপ্রবচনের বহুপুরুষবাদ সিদ্ধ হইয়া থাকে, এবং যোগপ্রবচনের

এক অদ্বিতীয় পুরুষবিশেষ এই ভাব হইতে বিভিন্ন হওয়ায় পুরুষবিশেষেরই যোগ্য। প্রত্যেক জীবপিণ্ডে কূটস্থ চৈতন্যরূপে বহু পুরুষের দর্শন লৌকিক প্রত্যক্ষগম্য। এবং সর্ব্বস্থানে অনুস্যূত এক অদ্বৈতরূপে ব্যাপক পুরুষ-বিশেষের অনুভব যৌগিক অলৌকিক প্রত্যক্ষগম্য। এই কারণেই পূজ্যপাদ মহর্ষি পুরুষবিশেষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

তাঁহার দ্বিতীয় লক্ষণ, যথা—

তাঁহাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে সম্পূর্ণ জ্ঞানের বীজ বর্ত্তমান ॥ ২৫ ॥

যে পদার্থের ন্যূনাধিক্য হয় অর্থাৎ যে পদার্থ ছোট বড় হইয়া থাকে তাহা অবশ্যই সীমাবিশিষ্ট হইবে। জীবের মধ্যে যে জ্ঞানের অংশ প্রতীত হইয়া থাকে অন্তঃকরণচাঞ্চল্যের তারতম্যানুসারে তাহার ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিষয়সম্বন্ধ প্রযুক্ত অন্তঃকরণ বিষয়রূপ হইয়া চঞ্চল হইয়া উঠে। বিষয়রূপ সম্বন্ধ যে অন্তঃকরণে যত অধিক হইবে, অন্তঃকরণ চঞ্চলময় হওয়ার জন্য তাহাতে জ্ঞানের প্রকাশ ততই কম হইবে। এবং এইরূপ বৈষয়িক সম্বন্ধ অন্তঃকরণ হইতে অপসৃত হইয়া গেলে তাহার চঞ্চলতা যতই অল্প হইতে থাকিবে জ্ঞানের প্রকাশ উক্ত অন্তঃকরণে ততই অধিক হইতে থাকিবে। এই জন্যই প্রত্যেক জীবের অন্তঃকরণচাঞ্চল্যের তারতম্যা-নুসারে উহাতে জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য হইতে থাকে। পূর্ব্ব বর্ণনের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করা হইয়াছে যে, জীবগণের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য হইয়া থাকে। জীবগণের মধ্যে অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকায় উহার অন্তঃকরণ একদেশদর্শী অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ জীব ইহাই বিবেচনা করিতেছে যে আমিই জ্ঞানস্বরূপ, এবং এই জন্যই উহার অন্তঃকরণ দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ দেশকালের সহিত মিলিত, সুতরাং জীবগণের মধ্যে জ্ঞানের পূর্ণতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? জীব শক্তির বশীভূত হওয়ায় এই শক্তির নাম অবিদ্যা; কিন্তু ত্রিগুণময়ী বিদ্যারূপিণী মহাশক্তি সর্ব্বদা ঈশ্বরের অধীনে থাকেন, সেই কারণ ঈশ্বর তাহা হইতে নির্লিপ্ত। প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ হইয়া জীব অল্পজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু বিদ্যারূপিণী প্রকৃতি সর্ব্বদা ঈশ্বরের অধীনে থাকায় তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্

তাঁহাতে পূর্ণজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বলিয়া তিনি সর্ব্বদা পূর্ণজ্ঞানরূপ। অল্পজ্ঞানী জীব স্বীয় অন্তঃকরণের জ্ঞান দ্বারা যতই অধিক অবগত হউক না কেন, তাহার অন্তঃকরণ দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় অসম্পূর্ণই থাকিবে। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান এরূপ নহে, তিনি সর্ব্বদা নির্লিপ্ত এইজন্য দেশকাল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সেই কারণই সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণজ্ঞানী পরমেশ্বর সমস্ত জীবের মনস্তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হ'ন। অর্থাৎ যাহা কিছু জানিবার যোগ্য তাঁহার জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ কালে একরূপে স্থিত উক্ত ভগবানের পূর্ণ জ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সর্ব্বজ্ঞতাই জ্ঞানের চরম, ॥ ২৫ ॥

তাঁহার তৃতীয় লক্ষণ বলা হইতেছে—

কালকৃত সীমা দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হওয়ায় তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সকলেরই গুরু ॥ ২৬ ॥

অনন্তকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত জ্ঞানের প্রকাশক যে সমস্ত মহাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্তই ঈশ্বরের বিভূতি স্বরূপ। অর্থাৎ যে যে মহর্ষিগণ অথবা আচার্য্যগণ আজ পর্য্যন্ত শাস্ত্রের দ্বারা জগতে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিস্তার এবং বেদার্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে অংশরূপে ভগবদ্বিভূতি স্বরূপ বলা উচিত। কিন্তু যাহাই কিছু হউক না কেন, অর্থাৎ মহাত্মাগণ যতই উন্নত জ্ঞান লাভ করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপই বলা যাইবে, এবং তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞানময় পূর্ণপ্রকাশমান্ পরমেশ্বরের নিকট শিষ্যরূপেই বিবেচিত হইবেন। অর্থাৎ উক্ত মহাত্মাগণ যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উক্ত পূর্ণজ্যোতির্ম্ময় অনন্ত কিরণধারী সূর্য্যের এক একটী কিরণ মাত্র। তাঁহারা যাহা কিছু জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উক্ত পরমেশ্বরের নিকট হইতেই লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বজ মহর্ষিগণের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ প্রত্যেকেরই গুরুর বিবরণ অবগত হওয়া যায়, এইজন্যই তাঁহারা কাল বা সীমার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, কিন্তু ঈশ্বরের এরূপ হইতে পারে না, কেন না তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞাতা ত্রিকালব্যাপী পরমেশ্বর এবং সকলের আদি। এবং তিনি ত্রিবিধ কালেই একরূপে

স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

বর্তমান, তিনিই সমস্ত জ্ঞানের আধার এবং তিনিই সকলের গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা ও জ্ঞানগুরু ॥ ২৬ ॥

লক্ষণ বর্ণনের পর সাধন নির্দেশের জন্য ঈশ্বরের বাচক বর্ণিত হইতেছে।

তাঁহার বাচক প্রণব ॥ ২৭ ॥

যাহা দ্বারা পদার্থ অবগত হওয়া যায় তাহাকে বাচক বলা হয়, আর যাহাকে জানা যায় তিনিই বাচ্য। ঈশ্বর বাচ্য এবং প্রণব বাচক। অর্থাৎ প্রণবের দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান হইতে পারে। পিতা এবং পুত্র উভয়েই একস্থানে বসিয়া থাকিলে যদি তাহাদের মধ্যে কেহ পিতা শব্দ উচ্চারণ করে তাহা হইলে বিবেচনা করা উচিত যে যিনি বলিতেছেন তিনি পুত্র, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি পিতা। অর্থাৎ পিতা শব্দরূপ বাচক ব্যক্তিরূপ পিতা অর্থাৎ বাচ্যের বোধ করাইয়া দেয়। যদিও পিতা পুত্রের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কিন্তু বিচার করিলে ইহাই বলা যাইবে যে এই শব্দ সাঙ্কেতিক। কিন্তু প্রণব এবং ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ তাহা এরূপ কেবল সাঙ্কেতিক অথবা কাল্পনিক নহে। এ স্থলে বাচ্য এবং বাচকের সম্বন্ধ অনাদি। শাস্ত্রে যদিও এরূপ বর্ণন অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে চিত্তবৃত্তি স্থির করিয়া প্রণব ধ্বনি কেবল শ্রবণ করিতে পারা যায়, মুখের দ্বারা যথার্থরূপে উহার উচ্চারণ হওয়া অসম্ভব, তথাপি গৌণরূপে যে প্রণবমন্ত্র উচ্চারণ করা হইয়া থাকে, তাহা ত্র্যক্ষরময়। অর্থাৎ অ, উ ও ম এর দ্বারা ত্রিবর্ণরূপী প্রণব হইয়া থাকে। যাহার অর্থ শাস্ত্রে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে এই তিনটী অক্ষর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিব, অর্থাৎ রজোগুণ, সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণের অধিষ্ঠাতা। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যে নিজ ত্রিবিধ গুণের দ্বারা সৃষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়ের ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন, উক্ত ত্রিগুণময়ী শক্তি প্রণবেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এবং প্রণবই ঈশ্বরস্বরূপ। প্রণবের বৈজ্ঞানিক রহস্য এই যে, যেখানে কোনরূপ কার্য্য আছে সেখানে কম্পন অবশ্যই আছে। যেখানে কম্পন সেখানে শব্দ অবশ্যই হইবে। যখন ঈশ্বরের বিরাট দেহে তাঁহার ইচ্ছানুসারে সৃষ্টিরূপ কার্য্য হইতেছে তখন সূক্ষ্মরূপে উক্ত ত্রিগুণাত্মক কার্য্যের শব্দ প্রণব অর্থাৎ যেমন বিরাট রূপই ঈশ্বরের রূপ, তদ্রূপ ওঁকাররূপ বাচকের দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান হওয়াও সম্ভবপর। যোগাচার্য্যগণও এইরূপ বলিয়াছেন যে :—

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

কার্য্যং যত্র বিভাব্যতে কিমপি তৎ স্পন্দেন সব্যাপকং
স্পন্দশ্চাপি তথা জগৎসু বিদিতঃ শব্দাত্মায়ী সর্ব্বদা।
সৃষ্টিশ্চাপি তথাদিমাকৃতিবিশেষত্বাদভূৎ স্পন্দিনী
শব্দশ্চেদভবৎ তদা প্রণব ইত্যোঙ্কাররূপঃ শিবঃ॥

কারণরূপ বিরাট পুরুষের সহিত কার্য্যশব্দরূপ প্রণবধ্বনির অবিমিশ্র সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকায়, এবং প্রণবধ্বনিরূপ ধ্বন্যাত্মক শব্দের রূপ বর্ণাত্মক প্রতিশব্দ হওয়ায়, শাব্দিক ওঁকার অথবা শব্দাতীত প্রণব উভয়ই পূর্ব্বাপর সম্বন্ধের দ্বারা ঈশ্বরবাচক হইয়া প্রণবরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। যোগাচার্য্য মহর্ষিগণের সিদ্ধান্ত এই যে প্রণব ধ্বন্যাত্মক। তাহার কোন অঙ্গই মুখের দ্বারা উচ্চারিত হইতে পারে না। যোগী যখন স্বীয় অন্তঃকরণকে ভক্তি এবং যোগাদি দ্বারা সাম্যাবস্থা প্রকৃতির নিকট পৌঁছাইতে পারেন তখনই তিনি স্বীয় অন্তঃকরণে প্রণবধ্বনি শুনিতে পা'ন। উক্ত ধ্বন্যাত্মক প্রকৃতির আদিশব্দ ঈশ্বরবাচক প্রণবের বর্ণাত্মক প্রতিশব্দ উপাসনা কাণ্ডের সিদ্ধির জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত বর্ণাত্মক প্রণবপ্রতিশব্দকেই ওঁকার বলা হয়। এই ওঁকার অর্থাৎ বর্ণাত্মক প্রণব অ, উ, ম এর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। উহাই শাস্ত্রে সত্ত্ব, রজ, তমোরূপী ত্রিগুণাত্মক এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশরূপী ত্রিদেবাত্মক শব্দ ব্রহ্মরূপে পূজনীয়। এবং এইরূপ বিচারের দ্বারাই ঈশ্বরের সহিত প্রণবের কোন ভেদ নাই ইহা বুঝিতে পারা যায়। এবং এই জন্যই বাচ্য ঈশ্বরের সহিত বাচক প্রণবের অনাদি ও অবিমিশ্র সম্বন্ধ॥ ২৭॥

প্রণবের সাধন-পদ্ধতি বর্ণিত হইতেছে—

প্রণবের জপ এবং উহার অর্থ ভাবনা করিতে হয়॥ ২৮॥

এখন প্রণব জপের বিধি এবং তাহার ফল বর্ণন করা হইতেছে। পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে ঈশ্বরের সহিত প্রণবের অবিমিশ্র ও অনাদি সম্বন্ধ; এইজন্য প্রণব জপ করিতে করিতে অন্তঃকরণ অবশ্যই ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এই জপ ত্রিবিধ। বাচনিক, উপাংশু এবং মানসিক। যে মন্ত্র পাঠ করিলে অন্য লোকে তাহার ধ্বনি শ্রবণ করিতে পায়, এবং নিজের কর্ণেও সেই ধ্বনি প্রবেশ করে, ও সেই শব্দে চিত্ত স্থির

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্॥ ২৮॥

হইয়া যায় তাহাকে বাচনিক জপ বলা হয়। যে মন্ত্র জপ করিলে তাহার সূক্ষ্ম ধ্বনি কেবলমাত্র নিজেই শ্রবণ করিতে পারা যায় এবং তাহাতে চিত্ত একাগ্রতা লাভ করে, তাহাকে উপাংশু জপ বলা হয়, এবং যে জপ কেবল মাত্র মনে মনেই করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেই শব্দের সূক্ষ্মধ্বনি কেবলমাত্র মনের মধ্যেই উত্থিত হয়, এবং যাহা মনের দ্বারা শ্রবণ করিতে করিতে মন তাহাতে বিলীন হইয়া যায়, তাহাকে মানসিক জপ বলে। এই ত্রিবিধ জপের শক্তির প্রভাব যেরূপ মনের মধ্যে পতিত হয়, তাহার তারতম্যানুসারে মানস জপ উত্তম, উপাংশু জপ মধ্যম, এবং বাচনিক জপকে অধম বলা যাইতে পারে। যদিও প্রণব ও ওঁকার উভয়েই একার্থবাচক, তাহা হইলেও পূর্ব্বাপর অবস্থা ভেদানুসারে ধ্বন্যাত্মক কারণ প্রকৃতির শব্দকে প্রণব, এবং প্রতিশব্দকে ওঁকার বলা যাইতে পারে। এইজন্য ধ্বন্যাত্মক প্রণবের জপ কেবল মনকে সাম্যা-বস্থার নিকট লইয়া যাইতে পারিলেই হয়, ও কেবল বর্ণাত্মক ওঁকারের জপ পূর্ব্বকথিত ত্রিবিধ রূপের দ্বারা করা যাইতে পারে। এই কারণ উভয়েই এক ভাবময় হইয়া পূর্ব্বাপর অবস্থার ভেদানুসারে মুখ্য এবং গৌণরূপে প্রচলিত হইলেও উভয়ই ঈশ্বরবাচক প্রতিশব্দ। যদি যোগী নিজ প্রাণস্থির ক্রিয়ার দ্বারা যোগ্যতাসম্পন্ন হইয়া, পরে মনকে সাম্যাবস্থা প্রকৃতির সমীপে লইয়া যাইবার শক্তি লাভ করতঃ প্রণব ধ্বনিতে মনকে বিলীন করিতে সমর্থ হ'ন, তাহা হইলে স্বভাবতঃই সাম্যাবস্থা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া দ্রষ্টারূপী পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। যে হেতু ইহা পূর্ব্বেই সিদ্ধ করা হইয়াছে যে, যেরূপ জলাশয়ে তরঙ্গ সমূহ শান্ত হইয়া গেলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব তাহাতে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অন্তঃকরণের বৃত্তি সমূহ শান্ত হইয়া গেলে দ্রষ্টা স্বয়ংই প্রকটিত হইয়া থাকেন। অতএব প্রণবের সাহায্যে যোগির অন্তঃকরণ বৃত্তিরহিত হইলেই তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া স্বরূপের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ইহাই ধ্বন্যাত্মক প্রতিশব্দ আদিশব্দ ঈশ্বরবাচক প্রণবকে অবলম্বন করিয়া বাচ্যরূপী স্বরূপের উপলব্ধি করিবার বৈজ্ঞানিক রহস্য। বর্ণাত্মক প্রণবের মাহাত্ম্য পরম্পরারূপে ক্রমশঃ এইরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। ভাবের সহিত শব্দের যেরূপ সম্বন্ধ শব্দের সহিত অক্ষরেরও তদ্রূপ সম্বন্ধ। যে হেতু ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রতিশব্দই বর্ণাত্মক শব্দ। প্রভেদ এই মাত্র যে ধ্বন্যাত্মকশব্দ

বা গিন্দ্রিয়ের অতীত, এবং বর্ণাত্মক শব্দ বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে কার্য্যকারী হইয়া থাকে। অতএব বর্ণাত্মক প্রণবের সাহায্যে যোগী প্রথমাবস্থায় বাচনিক এবং উপাংশু জপ করিতে করিতে প্রত্যাহার ভূমি হইতে ধারণা ভূমির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন। তদনন্তর মানসিক জপের অধিকার লাভ করিয়া ধ্যান-ভূমি এবং তৎপরে সমাধি ভূমিতে উপস্থিত হইয়া ধ্বন্যাত্মক প্রণব-জপের অধিকার লাভ করতঃ স্বরূপোপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। প্রণবের সাহায্যে এই সমস্ত অধিকার স্বভাবতঃই লাভ হইয়া থাকে। যখন প্রণবের সহিত ঈশ্বরের অনাদি এবং অবিমিশ্র সম্বন্ধ হওয়া প্রমাণসিদ্ধ, তখন সাধক বাচকরূপী ওঁকারের জপ করিতে করিতে উত্তমাবস্থায় উপনীত হইয়া যখন অন্তঃকরণকে উক্ত বাচকরূপী প্রণবধ্বনিতে বিলীন করিয়া দেন তখন স্বভাবতঃই তাঁহার অন্তঃকরণ বাচ্যরূপী ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে পারে যেমন তৈলপায়ী কীটকে যখন ভ্রমরকীট ধারণ করে, তখন উক্ত তৈলপায়ী কীট ভয় মূর্চ্ছিত হইয়া ভ্রমরের রূপ ধ্যান করিতে করিতে অন্তে ভ্রমর-রূপেই পরিণত হইয়া যায়। তদনুরূপ জীব যদি ভগবদ্গুণ স্মরণ দ্বারা সর্ব্বদা পরমেশ্বরের ধ্যান করিতে থাকে, তবে স্বভাবতঃই তাহার চঞ্চলবৃত্তি সমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এবং তিনি ভগবদ্ভাব ধ্যান করিতে করিতে মুক্ত হইয়া যাইবেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই যোগাচার্য্যগণ প্রণব হইতেই অন্যান্য বীজমন্ত্রের সৃষ্টি স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

> সামান্যপ্রকৃতের্যদ্বৈব বিদিতঃ শব্দো মহানোমিতি।
> ব্রহ্মাদিত্রিতয়াত্মকস্য পরমং রূপং শিবং ব্রহ্মণঃ॥
> বৈষম্যে প্রকৃতেস্তথৈব বহুধা শব্দাঃ শ্রুতাঃ কালতঃ।
> তে মন্ত্রা সমুপাসনার্থমভবন্ বীজানি নাম্না তথা॥

যেরূপ সাম্যাবস্থার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টা প্রকৃতির শব্দ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক ওঁকার, তদ্রূপ বৈষম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিরও বিবিধ শব্দ আছে, ঐ সমস্ত শব্দই উপাসনার বিবিধ বীজমন্ত্র। এই জন্য প্রণবকে উপরকথিত সমস্ত বীজমন্ত্র অথবা শাখাপল্লব যুক্ত মন্ত্র সমূহের সেতুরূপে স্বীকার করা হইয়াছে।

যথা শ্রুতি স্মৃতিতে

"মন্ত্রাণাং প্রণবঃ সেতুঃ"
মাঙ্গল্যং পাবনং ধর্ম্ম্যং সর্ব্বকামপ্রসাধনম্।
ওঁকারঃ পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বমন্ত্রেষু নায়কম্॥

প্রণবের অতিরিক্ত যত বীজমন্ত্র আছে, সমস্তই বৈষম্যাবস্থা প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ বিভাগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এবং বীজমন্ত্রের অতিরিক্ত যে সমস্ত পাপপল্লব যুক্ত মন্ত্র আছে সেগুলি ভাবপ্রধান হওয়ায় বৈষম্যাবস্থা প্রকৃতিজাত ভাব রাজ্যেরই প্রকাশক; অতএব ঐ সকলের মধ্যে দেশ কাল এবং ভাবের পরিচ্ছিন্নতা বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেখানে দেশ কালাদির পরিচ্ছিন্নতা আছে, সে স্থলে পূর্ণশক্তির অভাব ও সর্ব্বব্যাপকতার অভাব অবশ্যই আছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেতুর সাহায্যে পথ যেমন সরল ও বাধা রহিত হইয়া যায়, ঠিক তদ্রূপ দেশ কালের অপরিচ্ছিন্ন পূর্ণশক্তিমান্ ভগবানের বাচকরূপী পূর্ণশক্তিশালী প্রণব, অন্য সমস্ত বীজমন্ত্র ও পাপপল্লবযুক্ত মন্ত্রসমূহের মার্গ সরল ও বাধা রহিত করিয়া তাহার শক্তিকে লক্ষ্যস্থলে পৌছাইয়া দেয়। অতএব যাঁহারা আত্মসাক্ষাৎকার করিবার ইচ্ছা করেন সেরূপ অধিকারির পক্ষে প্রণবের সাহায্য গ্রহণ অতীব হিতকর। এই সমস্ত কারণ প্রযুক্তই মহর্ষি সূত্রকারের এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে বাচকরূপী প্রণবের জপ, এবং তাহার সহিত ভগবদ্গুণের স্মরণ করিতে করিতে সাধক স্বভাবতঃই সমাধিস্থ হইয়া আত্মদর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইবেন॥ ২৮॥

প্রণব সাধনের ফল বর্ণিত হইতেছে—

তৎপরে প্রত্যগাত্মরূপ পুরুষের জ্ঞান হয়, এবং বিঘ্নসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ২৯॥

তৎপরে অর্থাৎ যখন জীব প্রণব সাধনের দ্বারা চিত্তবৃত্তিসমূহ হইতে উপরত হয় সে সময় তাহার অন্তঃকরণ সমাধিস্থ হইয়া যায়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ সমাধিস্থ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বৃত্তিসমূহ বহির্ম্মুখ হইয়া অর্থাৎ বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়া, অন্তঃকরণকে চঞ্চল করিয়া তুলে, এই চঞ্চলতাই সমাধির বিঘ্নকারক। কিন্তু যখন প্রণব সাধনের দ্বারা চিত্তবৃত্তিসমূহ স্থির হইয়া

ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ॥ ২৯॥

যায়, অন্তঃকরণ একাগ্র হইয়া ভগবদ্ভাবে বিলীন হইয়া যায়, সে সময় বিঘ্ন-সমূহ আপনাআপনি বিনষ্ট হইয়া যায়। এবং অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়া গেলে এরূপ অবস্থায় উহাতে প্রজ্ঞারূপী যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। এবং এই জ্ঞান লাভ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করতঃ সাধক মুক্ত হইয়া যান এবং পর পর সূত্রে বর্ণিত বিঘ্নসমূহ হইতেও রক্ষা পাইয়া থাকেন। এই সূত্র প্রণব জপের দ্বারা ঈশ্বর প্রণিধানের পূর্ণমহত্ব-প্রকাশক ও নিষ্কণ্টক পথ প্রদর্শক। অন্য প্রকারের জপের সাধনায় কোনরূপ বিঘ্নের সম্ভাবনা হইতে পারে, এবং ঐ সমস্ত পথে বাধা বিঘ্ন উৎপন্ন হইবারও আশঙ্কা থাকে, কিন্তু প্রণব জপের দ্বারা ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ সাধনায় এরূপ হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা থাকে না। ঈশ্বরের সহিত প্রণবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকায় একমাত্র প্রণবের সাহায্যে যোগির অন্তঃকরণ বিনা বাধা বিপত্তিতে ভগবচ্চরণকমল সমীপে উপস্থিত হইয়া যায়। সবিকল্প সমাধিতে যে যে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, তাহার বর্ণন পূর্ব্বে করা হইয়াছে, এবং বৃত্তিসমূহ পুনঃ পুনঃ প্রকটিত হইলে যে যে বৃত্তি উপস্থিত হয়, তাহার বর্ণন পরে করা হইবে। এই সমস্ত বিষয় প্রণবজপকারী ঈশ্বর-ভক্তিমান যোগি-গণকে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। অতএব এই সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও আস্তিকমূলকতার মহত্ব প্রতিপাদন করা হইল। ২৯॥

এখন পূর্ব্বসূত্রকথিত অন্তরায় সমূহ বর্ণিত হইতেছে—

ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তি দর্শন, অলব্ধ-ভূমিকত্ব, এবং অনবস্থিতত্ব, এই সমস্ত চিত্তের বিক্ষেপকারক অতএব যোগের বিঘ্নস্বরূপ॥ ৩০॥

সম্প্রতি মহর্ষি সূত্রকার অন্তঃকরণের বিক্ষেপকারক যোগসম্বন্ধীয় অন্তরায় সমূহ বর্ণন করিতেছেন; এই সমস্তই অন্তঃকরণকে যোগযুক্ত হইতে দেয় না। অর্থাৎ এই সমস্তই সাধকের যোগাবস্থা লাভ করিবার পক্ষে বিঘ্নকারী। শরীরের সহিত অন্তঃকরণের অবিমিশ্র সম্বন্ধ। সংসারের প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের তিন তিন এবং সাত সাত ভেদ হইয়া থাকে। যেমন প্রকৃতি রাজ্যের সূক্ষ্ম

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাঽবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপা

ভাবে সত্ত্ব, রজ এবং তমঃ এই ত্রিবিধগুণ, এবং সপ্তব্যাহৃতি প্রভৃতি সপ্তবিভাগ। এই নিয়মানুসারে পিণ্ডরূপ জীব শরীরে ও বাত, পিত্ত, কফ রূপ ত্রিবিধ প্রকৃতি এবং রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি সপ্তধাতু বর্ত্তমান রহিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই ত্রিবিধ প্রকৃতির সমতা থাকে এবং যতদিন পর্য্যন্ত ধাতুর মধ্যে কোনরূপ বিকার উৎপন্ন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত পিণ্ডরূপ জীবশরীর প্রকৃতিস্থ থাকে, উহার মধ্যে কোনরূপ বিকার বা রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে পায় না। কিন্তু উহার মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হইলে যে বিকার উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্যাধি বলা হয়। অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি যখন তামসিক কর্ম্মের দিকে থাকে, এবং তাহার এরূপ চেষ্টা থাকে যে যখন যাহা কিছু কর্ম্ম করে তামসিক কর্ম্মই করে নতুবা নিষ্কর্ম্ম হইয়া অলসভাবে সময় অতিবাহিত করে, অন্তঃকরণের এইরূপ তামসিক বৃত্তির নামই স্ত্যান। সত্ত্বগুণের দিকে জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক গতি। এইজন্যই উদ্ভিজ্জ হইতে স্বেদজ, স্বেদজ হইতে অণ্ডজ, অণ্ডজ হইতে জরায়ুজ এইরূপ ক্রমানুসারে জীব ক্রমশঃই সত্ত্বানুগামী হইয়া অন্তে সত্ত্বগুণের অধিকার স্থান মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া থাকে। এবং মনুষ্যযোনিতে ক্রমশঃ সত্ত্বগুণকে বর্দ্ধিত করিতে করিতে অন্তে সত্ত্বগুণের পূর্ণাবস্থা মুক্তিপদ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং মনুষ্যের মধ্যে বর্দ্ধিত তমোগুণ উহাদের পতনেরই হেতু হইয়া থাকে। এইজন্য তমোগুণবর্দ্ধক স্ত্যান যে যোগান্তরায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুইটী পদার্থের মধ্যে কোন একটী পদার্থেরও নিশ্চয় জ্ঞান না হওয়াকেই সংশয় বলা হয়। অর্থাৎ দুইটী পদার্থকে বিচার করিবার সময় যখন ভ্রমপূর্ণ বুদ্ধি উভয়ের মধ্যে একতরকে সৎ রূপে গ্রহণ করে, এবং পুনরায় সে বিচারকে ভ্রমপূর্ণ বিবেচনা করিয়া অন্যতরকে অসৎ বলিয়া ধারণা করে এইরূপ চাঞ্চল্যময়ী বৃত্তিকে সংশয় বলা হয়। সমাধির পূর্ণাবস্থা লাভ করিবার যে সমস্ত উপায় আছে অর্থাৎ যে সমস্ত উপায়ের দ্বারা সাধক ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হইতে পারে উক্ত উপায় সমূহে অন্তঃকরণ স্থির না হওয়াকে প্রমাদ বলে। মহর্ষি সূত্রকার পূর্ব্বসূত্রে শ্রদ্ধাকেই যোগযুক্ত হইবার প্রথম অবলম্বনীয় বলিয়া বর্ণন করিয়া আসিয়াছেন, অতএব যে বৃত্তি এই বৃত্তির বিরুদ্ধ অর্থাৎ যে শ্রদ্ধা অন্তঃকরণকে যোগ ক্রিয়ায় নিযুক্ত করিয়া থাকে, যে বৃত্তি উক্ত শ্রদ্ধার বিরোধী ও অন্তঃকরণের দৃঢ়তার বাধক তাহাকেই প্রমাদ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মন এবং শরীরের মধ্যে তমোগুণ অধিক বর্দ্ধিত হইয়া গেলে যখন

মন এবং শরীর কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে না তমোগুণের উক্ত অবস্থার নাম আলস্য। অর্থাৎ তমোগুণের গুরুভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অন্তঃকরণ এবং শরীরের মধ্যে যখন জড়তা উৎপন্ন হয়, এবং উহারা স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া পরিশ্রমের ভয়ে ভীত হইয়া পড়ে, অন্তঃকরণ এবং শরীরের উক্ত অবস্থার নামই আলস্য। অন্তঃকরণ যখন তন্মাত্রা এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন বিষয়ে সংসক্ত হইয়া উক্ত বিষয়কে নিজের মধ্যে আরোপিত করতঃ আত্মার সহিত উহাকে সংযুক্ত করিয়া দেয়, উক্ত অবস্থাকে অবিরতি বলে। অর্থাৎ এই অবস্থায় আত্মা অবিদ্যা বশতঃ নিজেই নিজকে অন্তঃকরণরূপে স্বীকার করিয়া লয়, অন্তঃকরণের স্বাভাবিক বৃত্তি বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়া নিজকে বিষয়-বিশিষ্ট করতঃ আত্মাকে মোহিত অথবা প্রলোভিত করিতে থাকে অন্তঃকরণের ঐ বৃত্তির নাম অবিরতি। যে যাহা নহে তাহাকে সেইরূপে গ্রহণ করার নাম ভ্রান্তি। যেমন শুক্তিতে রজতের বিপর্য্যয় জ্ঞান হইয়া থাকে, যেমন কখন ছায়াদি দেখিয়া প্রেতাদির বোধ হইয়া থাকে এইরূপ বিপরীত জ্ঞানকে ভ্রান্তি বলা হয়। অন্তঃকরণ যখন সমাধির পূর্ণাবস্থার দিকে চলিতে চলিতে মধ্যস্থলে আবদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ স্বীয় নির্ম্মলতার সাহায্যে আভাস সুখকেই আত্মার যথার্থ সুখ বিবেচনা করিয়া উক্ত আভাস আনন্দেই নিমগ্ন হইতে থাকে, জড় সমাধি প্রভৃতির স্থলে সাধকের যেরূপ হইয়া থাকে; এইরূপ কৈবল্যপদের বিঘ্নকারিণী অবস্থাকে অলব্ধ-ভূমিকত্ব বলা হয়। এবং যখন সাধকের অন্তঃকরণ পূর্ণযোগভূমি প্রর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিভূমির চরমসীমা পর্য্যন্ত গমন করিয়া, স্থির না হইয়া নিম্ন দিকে অবতরিত হইয়া যায়, অর্থাৎ অন্তঃকরণের দৃঢ়তার অভাব হেতু সাধক যোগের প্রধান লক্ষ্য নির্ব্বিকল্প সমাধি অথবা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির সীমা পর্য্যন্ত গমন করিতে সমর্থ হইলেও সেখানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, সাধকের এই দুর্ব্বলতাকেই অনবস্থিতত্ব বলা হয়। এই সূত্রে লিখিত এই নয়টি বিষয় অন্তঃকরণের বিক্ষেপকারক, অতএব যোগসাধনের বিঘ্নস্বরূপ। অর্থাৎ এই সমাধিবিরোধী গতিসমূহের জন্য অন্তঃকরণ প্রকৃতির দিকেই নিবিষ্ট হইয়া থাকে, সেই কারণ বশতঃই যোগের প্রধান লক্ষ্য কৈবল্যপদ লাভ করিতে সমর্থ হয় না এই সমস্তকেই যোগবিঘ্ন বলা হয়॥ ৩০ ॥

এখন দ্বিতীয় প্রকার গৌণ যোগবিঘ্ন কথিত হইতেছে—

দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস এবং প্রশ্বাস, এই সমস্ত চিত্ত বিক্ষেপের সহিত হইয়া থাকে। ॥.৩১ ॥

পূর্ব্বসূত্রে এক প্রকার যোগবিঘ্ন বর্ণন করিয়া মহর্ষি সূত্রকার এখন দ্বিতীয় প্রকার বিঘ্নকর বিষয়ের বর্ণন করিতেছেন। পূর্ব্বকথিত অন্তরায় সমূহ বিক্ষেপ কারক এবং সম্প্রতি যাহা বর্ণিত হইতেছে, সেগুলি বিক্ষেপের সহায়ক। এই উভয়েই যোগবিঘ্নকারক। কিন্তু পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ থাকায় অগ্র পশ্চাৎ রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে মাত্র। দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক দুঃখ, আধিদৈবিক দুঃখ এবং আধি-ভৌতিক দুঃখ। অন্তঃকরণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বশতঃ যে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহাকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। যেমন ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি। দৈববশতঃ সহসা যে দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে, যাহার পূর্ব্বকারণ জানিতে পারা যায় না, যেমন মহামারী বজ্রপাত প্রভৃতি, এইরূপ দৈবদুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ বলা হয় এবং স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহাকে আধি-ভৌতিক দুঃখ বলে, যেমন হিংস্রজন্তু প্রভৃতি কর্তৃক উৎপন্ন দুঃখ ও নানাবিধ রোগাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখ। ইহাই তিন প্রকার দুঃখ। বাসনা পূর্ণ না হইলে ইচ্ছাভঙ্গ জনিত যে এক প্রকার ক্ষোভ অর্থাৎ মন এবং শরীরের অবসন্নতা পরিলক্ষিত হয় তাহাকে দৌর্ম্মনস্য বলা যায়। ভয়াদি বৃত্তির বশীভূত হইয়া মন, শরীর এবং শরীরের অঙ্গাদির যে কম্পন উপস্থিত হয় তাহাকে অঙ্গমেজয়ত্ব বলে। প্রাণবায়ু যে বহিঃস্থিত বায়ুকে ভিতরের দিকে আক-র্ষণ করে তাহাকে শ্বাস বলা হয়। এবং প্রাণবায়ু যে অন্তরস্থিত বায়ুকে বাহিরে ফেলিয়া দেয় তাহাকে প্রশ্বাস বলে। যেমন ত্রিতাপ, দৌর্ম্মনস্য এবং অঙ্গমেজয়ত্ব এই তিনটীই অন্তঃকরণবিক্ষেপের সহিত বর্ত্তমান থাকে, এবং বিক্ষেপাধিক্য করিবার সহায়ক হয়, তদ্রূপ শ্বাস প্রশ্বাসও অন্তঃকরণে বিক্ষেপ জন্মাইবার সহায়ক হয়। অর্থাৎ অন্তঃকরণ যতই চঞ্চল হইবে, ততই শ্বাস প্রশ্বাস অধিক প্রবাহিত হইবে। এবং ইহাও সুনিশ্চিত যে অন্তঃকরণ স্থির হইয়া গেলেই প্রাণক্রিয়া স্থির হইয়া যায়, ও অন্তঃকরণ যতই চঞ্চল হইবে প্রাণাক্রিয়ারূপী শ্বাস প্রশ্বাসও ততই অধিক বেগে প্রধাবিত হইবে। এই কারণ এই সূত্রে কথিত এই পাঁচ প্রকার বৃত্তিই সর্ব্বদা অন্তঃকরণবিক্ষেপের সহায়ক। সুতরাং ঈশ্বর-

---

দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ ॥ ৩১ ॥

প্রণিধানের সাধনরূপ প্রণব জপের অভ্যাসের দ্বারা এই সমস্ত বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ করাই সাধকের পরম কর্ত্তব্য ॥ ৩১ ॥

অন্তরায় দূরীকরণের উপায় নির্দ্দেশ করা হইতেছে—

বিক্ষেপকারী যোগবিঘ্ন নিবৃত্তির জন্য একতত্ত্বের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য ॥ ৩২ ॥

চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক যোগ সাধনের দ্বারা কৈবল্য প্রাপ্তির প্রধান সাধন অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের সবিশেষ বর্ণন করিয়া পূজ্যপাদ মহর্ষি সূত্রকার অভ্যাস বৈরাগ্যের অতিরিক্ত ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ এক সাধারণ উপায় বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কৈবল্য প্রাপ্তির পক্ষে বৈরাগ্যের সহিত অষ্টাঙ্গ-যোগের অভ্যাস পরম সহায়ক। কিন্তু প্রণব জপাদি অঙ্গসম্বলিত ঈশ্বরপ্রণিধানও কৈবল্য প্রাপ্তির সাধারণ উপায়। পূর্ব্ব বিজ্ঞানানুসারে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে অভ্যাস বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরপ্রণিধান উভয়েই কৈবল্য প্রাপ্তির উপায় এবং কৈবল্য ভূমিতে অগ্রসর হইবার সময় যে সমস্ত বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, প্রধানতঃ প্রণবজপের দ্বারাই সে সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়, এতদতিরিক্ত একতত্ত্বাভ্যাসের দ্বারাও এই সমস্ত বিঘ্ন নিবৃত্ত হইতে পারে, ইহাই এই সূত্রের তাৎপর্য্য। প্রভেদ এই যে প্রণবজপ আস্তিক উপায়, এবং একতত্ত্বাভ্যাসাদি যাহা পরে বর্ণিত হইবে তাহা ঈশ্বরসম্বন্ধযুক্ত উপায় নহে, এরূপ বলা যাইতে পারে। একতত্ত্বাভ্যাসের দ্বারা অন্তঃকরণের বিক্ষেপকর বিঘ্নসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। এখন প্রশ্ন এই যে একতত্ত্ব বস্তু কাহাকে বলে? যদি এরূপ বলা যায় যে অন্তঃকরণকে একাগ্র করিলেই একতত্ত্বাভ্যাস হইবে। ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন যে যখন আমি অন্তঃকরণকে নানা বিষয়ে ভ্রমণ করিতে দেখি, তখন ইহাই অনুভূত হইয়া থাকে যে নানা বিষয়ে ভ্রমণ করাই অন্তঃকরণের স্বাভাবিক গুণ, এইজন্যই কোন জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত বিষয়ে তাহার স্থিতি অসম্ভব, যে হেতু বিষয়-সংশ্লিষ্ট অন্তঃকরণের প্রবাহ ক্ষণিক। অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ প্রবাহ অন্তঃকরণে বর্ত্তমান থাকে না। ক্ষণিক বস্তুতে একাগ্রতা কিরূপে সম্ভব হয়? কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় যে রজোগুণের

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

দ্বারা যখন অন্তঃকরণ চালিত হয়, তখন তাহা নিয়মিত একপ্রকার কার্য্যেই সংলগ্ন হইয়া থাকে, সে কারণ ক্ষণিক হইতে পারে না। এবং যখন সাধনের দ্বারা অন্তঃকরণকে ইচ্ছানুযায়ী একাগ্র করিয়া রাখিতে পারা যায়, অর্থাৎ যখন উহার লক্ষ্য ব্যতিরেকে অন্য পদার্থে গতি হয় না, ইহার দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, নানা বিষয়ে ভ্রমণ করা অন্তঃকরণের স্বাভাবিক গুণ নহে। যদি এরূপ হইত তবে উহাতে একাগ্রতা স্থাপন হইতেই পারিত না, অথবা যদিও স্থাপন করা যাইত তবে উক্ত একাগ্রাবস্থা তাহার দুঃখেরই কারণ হইত। যেখানে প্রত্যক্ষ কারণ আছে সেখানে সন্দেহের কোন কারণ নাই। এইজন্য দৃঢ়ভাবে ইহা স্থিরীকৃত হইল যে অন্তঃকরণ একাগ্র হইতে পারে এবং অন্তঃকরণের একাগ্রতার দ্বারাই একতত্ত্ব লাভ হইতে পারে। এখন বিবেচনা করা উচিত যে এই একতত্ত্ব কাহাকে বলে? যখন আমরা বলিয়া থাকি 'আমার শরীর সুস্থ আছে' তখনই বলিতে হইবে শরীরের দ্রষ্টা কোন স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, উক্ত স্বতন্ত্র পদার্থই অন্তঃকরণ, এই অন্তঃকরণই শরীরের সুস্থতা বা অসুস্থতা বিচার করিতেছে। এইরূপ যখন আমি বলিব যে 'আজ আমার অন্তঃকরণ প্রসন্ন আছে, তখন অহং পদবাচ্য অর্থাৎ উক্ত পুরুষ যিনি নিজেই নিজকে অন্তঃকরণ হইতে পৃথক বিবেচনা করিয়া 'আমার অন্তঃকরণ' এইরূপ বলিতেছেন তিনি অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র। এই উভয়বিধ বিচারের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে অহং পদবাচ্য পুরুষ স্বতন্ত্র এবং অন্তঃকরণও স্বতন্ত্র। অন্তঃকরণের সহিত উক্ত পুরুষের নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান। অন্তঃকরণ যখন পুরুষের দিক হইতে দৃষ্টি পরিবর্ত্তন করিয়া নানাবিধ বিষয়ের দিকে অবলোকন করিতে করিতে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া যায়, তখনই উহা নানাবিধ রূপ প্রাপ্ত হয়। এবং ইহাই অন্তঃকরণের স্বাভাবিক অবস্থা, অর্থাৎ যখন বহু রূপ ধারণ করিয়া লয় তখনই উহাকে অন্তঃকরণ বলা হয়, এবং যখন একাগ্রতা স্থাপন করিয়া পূর্ণরূপে একাগ্র হইয়া যায় সেই অবস্থাকেই একতত্ত্ব বলা হয়, অতএব অন্তঃকরণ যখন নিজ বহির্ম্মুখিনী অবস্থাকে ফিরাইয়া নিজ বিষয়সংযুক্ত ধারা সমূহকে দমিত করিয়া এক ধারার অবলম্বনে আত্মার দিকে সম্মুখীন হইয়া যায় অন্তঃকরণের উক্ত অবস্থাকে একতত্ত্ব বলা হয়। বহির্ম্মুখীন অন্তঃকরণ বিবিধ বিষয় সহযোগে নানাবিধ তত্ত্ব লাভ করিয়া থাকে কিন্তু বিষয়বিমুখ অন্তঃকরণ যখন আত্মরাজ্যের দিকে অগ্রসর হয় তখন উহা এক অদ্বৈত ধারার সহিত সম্মিলিত হইয়া একতত্ত্ব অবস্থা লাভ করিয়া থাকে। শুদ্ধ

অন্তঃকরণের এই অবস্থা একতত্ত্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এবং এইরূপ একতত্ত্ব অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই অন্তঃকরণ পূর্ব্বকথিত বিক্ষেপসমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া একাগ্রতার সাহায্যে পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়॥ ৩২॥

সম্প্রতি একতত্ত্ব প্রাপ্তির সহায়ভূত সাধন-সমূহ বর্ণিত হইতেছে যাহার প্রধান সাধন এই—

সুখির প্রতি প্রীতি, দুঃখির প্রতি দয়া, পুণ্যবানের প্রতি মৈত্রী এবং পাপিগণের প্রতি উদাসীনভাব দেখাইলে চিত্ত প্রসন্ন হয়॥ ৩৩॥

পূর্ব্বসূত্রে একতত্ত্বাভ্যাসের বর্ণন করিয়া সম্প্রতি মহর্ষি সূত্রকার একতত্ত্ব প্রাপ্তির সহায়ক বৃত্তিসমূহ বর্ণন করিতেছেন। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অক্লিষ্টবৃত্তি সমূহ সত্ত্বগুণ-মূলক, এবং ক্লিষ্টবৃত্তিনিচয় তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণের বৃত্তিসমূহ জ্ঞানপ্রকাশক এবং আনন্দদায়ক, তমোগুণের বৃত্তিসমূহ জ্ঞাননাশক ও ক্লেশদায়ক। সুখী মানবকে দেখিয়া তমোগুণী মনুষ্যের মধ্যে ঈর্ষারূপ ক্লিষ্টবৃত্তির উদয় হইতে পারে, কিন্তু যদি অভ্যাসের দ্বারা অন্তঃকরণকে এরূপ ভাবে অভ্যস্ত করা যায় যে, সুখী মনুষ্যকে দেখিবামাত্রই তাহার উপরে প্রীতির সঞ্চার হয়, তাহা হইলে কখনও অন্তঃকরণ বিচলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ যদি দুঃখী মনুষ্যকে দেখিয়া সাধকের হৃদয়ে নির্ঠুরতারূপিণী ক্লিষ্টবৃত্তির উদয় না হইয়া প্রথমেই অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হয়, পুণ্যবানকে দেখিয়া ঈর্ষা দম্ভ প্রভৃতি ক্লিষ্টবৃত্তির উদয় না হইয়া যদি তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপনের ইচ্ছা হয়, এবং পাপিগণকে দেখিয়া তাহাদের কর্ম্মের অনুমোদন করা বা বিরোধী না হইয়া যদি তাহাদের প্রতি উদাসীনতা দেখান যায়, অর্থাৎ এরূপ বিচার করিতে থাকে যে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে জীবগণের গতি হইয়া থাকে এবং গুণানুসারে কর্ম্ম হইয়া থাকে, যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করুক আমার দেখিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ বিবেচনা করিয়া যদি সাধকগণ পাপের নিন্দা না করেন, ও দ্বেষ না করিয়া যদি পাপি-

---

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত-প্রসাদনম্॥ ৩৩॥

গণের প্রতি উদাসীন হইতে পারেন তবে তাঁহাদের অন্তঃকরণ কদাপি বিচলিত হইবে না। অধিকন্তু প্রসন্ন হইয়া একত্বভাবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। সেই কারণই এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে সুখিগণকে দেখিয়া প্রীতি, দুঃখিগণকে দেখিয়া দয়া, পুণ্যবানকে দেখিয়া মৈত্রী এবং পাপিগণকে দেখিয়া উদাসীনতা দেখাইতে পারিলে অন্তঃকরণ অবিচলিত থাকে, এবং এইরূপে যোগী ধীরে ধীরে একাগ্রচিত্ত হইয়া একতত্ত্বমূলক ঈশ্বরভাব-প্রাপ্তিকারক ভাব প্রাপ্ত হইয়া কৈবল্য ভূমিতে অগ্রসর হইতে পারেন ॥ ৩৩ ॥

দ্বিতীয় সাধন এই—

অথবা প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন বা বিধারণ ক্রিয়ার দ্বারাও একতত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি সূত্রকার একতত্ত্ব লাভ করিবার দ্বিতীয় উপায় বর্ণন করিয়াছেন। প্রাণ-ক্রিয়ায় অন্তর হইতে নাসিকার দ্বারা বাহিরের দিকে বায়ুর বহির্গমনকে প্রচ্ছর্দ্দন বলে। এবং যে বায়ু ধারণ করা হয় তাহাকে বিধারণ বলা হয়, এইরূপে প্রাণবায়ুর রেচন ও ধারণাভ্যাসের দ্বারা অন্তঃকরণকে একাগ্র করিয়া সাধক একতত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হ'ন। পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের ইহাই অভিমত এবং ইহা প্রমাণসিদ্ধও যে মন, বায়ু এবং বীর্য্য এই তিনই এক পদার্থ, অর্থাৎ মন কারণ, বায়ু সূক্ষ্ম এবং বীর্য্য স্থূল বিস্তার। এই তিনটীর মধ্যে যে কোন একটীকে বশীভূত করিতে পারিলে তিনটীই বশীভূত হইয়া যায়। এইজন্যই ইহা প্রমাণসিদ্ধ যে যখন সাধন দ্বারা প্রাণবায়ু বশীভূত হইয়া স্থির হইয়া যাইবে, তখন মন অর্থাৎ অন্তঃকরণ একতত্ত্ব প্রাপ্ত হইবে। নাসাপুটের মধ্যে যে প্রাণবায়ু গমনাগমন করিয়া থাকে, উহা কার্য্য এবং প্রাণশক্তি কারণ। অর্থাৎ প্রাণের চাঞ্চল্য হেতু শরীর রক্ষার জন্য যে কার্য্য হইয়া থাকে তাহারই ফলে স্থূল শরীরে স্থূলবায়ু গমনাগমন করিতে থাকে সাধারণতঃ উহাকেই শ্বাস প্রশ্বাস বলা হয়। সুতরাং স্থূলবায়ু কার্য্য এবং প্রাণশক্তি কারণ হওয়ায় যে শক্তির দ্বারা স্থূল শ্বাস প্রশ্বাসের সমতা উৎপন্ন হয় তাহারই দ্বারা প্রাণশক্তিও স্থির হইয়া যায়, ইহা স্বাভাবিক, এবং প্রাণশক্তি ও মনঃশক্তির কার্য্যকারণ সম্বন্ধ হওয়ায় প্রাণশক্তি স্থির হইয়া গেলেই অন্তঃকরণ

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥

স্থির হইয়া যায় এবং অন্তঃকরণ স্থির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একতত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে। এখন বিচারের বিষয় এই যে স্থূল প্রাণবায়ুর সাধারণ চাঞ্চল্য রোধ করিবার সাধারণ উপায় কি? এবং কিরূপে ও কোথায় হইতে পারে? যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণবায়ুর গতি সমান ভাবে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণশক্তি ও মনের চাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রাণবায়ুকে রোধ করিবার যে সমস্ত উপায় হইতে পারে তাহা তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম প্রাণবায়ু যখন বহির্গত হয় তখন হইতে পারে, দ্বিতীয় যখন বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করে, এবং তৃতীয় যখন অন্য কোন কারণ বশতঃ শ্বাস এবং প্রশ্বাস এই উভয়েরই স্বাভাবিক ক্রিয়ার মধ্যে ভিন্ন ভাব হইয়া যায়। প্রাণবায়ু যখন ভিতর হইতে বাহিরে বহির্গত হয় সেই সময়ের সন্ধি প্রথম। যখন বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিয়া আকর্ষণ ক্রিয়াকে বন্ধ করিয়া দেয় সেই সময়ের সন্ধি দ্বিতীয়। এবং তৃতীয় অবস্থার উদাহরণে ইহাই বিবেচ্য যে, যে সময় সুষুম্নার উদয় হইয়া থাকে সে সময়ে স্বভাবতঃই শ্বাস প্রশ্বাসের শক্তি কিছু সময়ের জন্য শিথিল হইয়া পড়ে। বিচারশীল ব্যক্তি মাত্রেই ইহা অনুভব করিতে পারেন যে যখন ঈড়া হইতে পিঙ্গলা এবং পিঙ্গলা হইতে ঈড়াতে প্রাণবায়ু সঞ্চারিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যখন বাম নাসা হইতে দক্ষিণ নাসা ও দক্ষিণ নাসা হইতে বাম নাসায় প্রাণবায়ু সঞ্চালনের সন্ধি উপস্থিত হয়, সে সময় অল্প সময়ের জন্য স্বাভাবিক রূপে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি অবরুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব শ্বাস বহির্গমনের সন্ধিস্থলে অথবা ভিতরে প্রবেশ করিবার সন্ধিসময়ে সাধক যদি নিজ মনকে স্থির করিতে পারেন তবে তাহার মনে স্বভাবতঃই এক ভাবের উদয় হইয়া থাকে। সুষুম্নার উদয় হইবার সময়ে একতত্ত্বের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। যোগাচার্য্যগণের সম্মতি এই যে এই ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে সুষুম্নাতে একতত্ত্বের অভ্যাস সহজেই হইয়া থাকে। প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে যে দ্বিতীয় অবস্থা হয় তন্মধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থির করা একতত্ত্ব প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায়। এই উপায় মধ্যম। এবং প্রাণবায়ু যখন ভিতরে প্রবিষ্ট হয়, সেই সময়ে প্রাণবায়ুকে স্থির করা একতত্ত্বলাভের তৃতীয় উপায়। এই উপায় অধম। সুতরাং এই ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে যে কোন অবস্থায় যোগী পুরুষার্থ করিলে অতি সহজে একতত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন ॥ ৩৪ ॥

তৃতীয় সাধন এই—

অথবা যখন দিব্য বিষয়ক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই চিত্ত স্থির হয় তখনই একতত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

এখন মহর্ষি সূত্রকার একতত্ত্ব প্রাপ্তির তৃতীয় উপায় বর্ণন করিতেছেন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী এই পঞ্চভূত হইতে সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই পঞ্চভূতের পাঁচটী বিষয় আছে। যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। স্থূল হইতে সূক্ষ্মে আনয়ন করিবার জন্য এই ভূত সমূহের স্বাভাবিক দিব্যবিষয়ের কোন এক স্থানে যদি অন্তঃকরণকে সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে ধীরে ধীরে অন্তঃকরণ একাগ্র হইয়া যাইতে পারে। ইহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। যেমন—নাসিকার অগ্রভাগে অন্তঃকরণকে সংযত করিয়া সেস্থলের স্বাভাবিক দিব্যগন্ধে একাগ্রতার অভ্যাস করা যায়, অথবা রসনার অগ্রভাগে তদ্রূপ রসরূপ বিষয়ে অন্তঃকরণকে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে একতত্ত্ব লাভ হইতে পারে। যদিও অন্তঃকরণকে স্থিরীকৃত করিবার জন্য এই সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিক, তথাপি এইরূপ ক্রিয়া-সাধনেও শাস্ত্র এবং শ্রীগুরুদেবের উপদেশের আবশ্যক হয়। যে হেতু যতদিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস জন্মাইতে পাবেন এরূপ প্রত্যক্ষ উপদেশক না পাওয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত অপ্রত্যক্ষ দেশ লাভ করিবার জন্য প্রত্যক্ষ সাধন প্রবৃত্তির দৃঢ়তা স্থাপিত হইয়া থাকিতে পারে না। দৃঢ়তাই ফল প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এইজন্য যখন বিনা উপদেশে দৃঢ়তা স্থির হইতে পারে না তখন বিনা উপদেশে সাধনে সফলকাম হওয়াও অসম্ভব। এই সূত্রে যে বিষয়ে মনস্থির করিবার উপায় বর্ণন করা হইয়াছে তদনুসারে নানা প্রকারের সাধনমার্গে নানা প্রকারের ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে। এই সূত্রের অভিপ্রায় এই যে স্থূল হইতে অন্তঃকরণকে সূক্ষ্মে আনয়ন করিয়া তন্মাত্রারূপী কোন এক ভূতের কোন এক বিষয়ে লয় করিবার অভ্যাস করিতে করিতে ধীরে ধীরে একতত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে। এবং এইরূপ একতত্ত্ব লাভ করিয়া সাধক ক্রমশঃ পরম কল্যাণময় পদ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এই বিজ্ঞানের তাৎপর্য্য এই যে, যে যে কারণে জীব বিষয়ে বিমোহিত হইয়া বিষয়বিশিষ্ট হইয়া যায়, সেই সমস্ত কারণ যদি না থাকে, তাহা হইলে অন্তঃকরণ স্বীয় স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিয়া একতত্ত্বের অধীন হইয়া পড়ে। এই বিজ্ঞানকে আরও সুস্পষ্ট

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ॥ ৩৫ ॥

ভাবে বুঝাইবার জন্ত বিচার করা আবশুক যে, জীব কিরূপে বিষয়ে আবদ্ধ হয় দৃষ্টান্তরূপে বিচার করিবার বিষয় এই যে যদি কোন পুরুষ কোন স্ত্রীরূপ বিষয়ে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার অন্তঃকরণ রূপ-তন্মাত্রার সাহায্যে দর্শনেন্দ্রিয়ের অন্তর্গত হইয়া স্ত্রীরূপ বিষয়ে তদাকারতা প্রাপ্ত হইবে। সে সময়ে স্ত্রীরূপ বিষয় চক্ষুগোলকের সাহায্যে রূপ-তন্মাত্রার দ্বারা অন্তঃকরণকে নিজভাবে আকারিত করিয়া লয়। বিষয়ির বিষয়বিশিষ্ট হওয়ার ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যোগযুক্ত যোগী গুরুদেবের অনুগ্রহে এই বিজ্ঞানের রহস্ত অবগত হইয়া যদি স্বীয় অন্তঃকরণকে বিষয়ের সীমায় যাইতে না দেন এবং কেবল ইন্দ্রিয়সমূহকে বিশুদ্ধা বিষয়বতী প্রবৃত্তিতেই স্থির রাখিয়া বিষয়দর্শন হইতে অন্তঃকরণকে পৃথক করিয়া রাখেন, তাহা হইলে আপনা আপনি উক্ত যোগির অন্তঃকরণ অন্তর্মুখীন. হইয়া আত্মাভিমুখে একতানতা লাভ করিতে করিতে একতত্ত্বের অধিকারী হইয়া যায় ॥ ৩৫ ॥

চতুর্থ সাধন এই—

অথবা শোকরহিত প্রকাশে যুক্ত হইলেও একতত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

একতত্ত্ব লাভের চতুর্থ উপায় বর্ণিত হইতেছে। অন্তঃকরণ যখন জ্ঞানরূপ শুদ্ধ সত্ত্বগুণে স্থির হইয়া যায়, অর্থাৎ সাধক যখন গুরুদেবের উপদেশের দ্বারা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানপ্রকাশযুক্ত জ্যোতির্দর্শনে সমর্থ হ'ন, যাহার রূপ শাস্ত্রে সূর্য্য চন্দ্র এবং মণির ন্যায় বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত শোকরহিত পরমানন্দময় জ্যোতির্দর্শন করিতে করিতে উক্ত জ্যোতিঃতে অন্তঃকরণকে বিলীন করিতে পারিলেও একতত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এই জ্যোতিঃর এরূপ বর্ণনও পাওয়া যায় যে সাম্যাবস্থা প্রকৃতির রূপই জ্যোতির্ম্ময়, বেদোক্ত সিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্রে যে ধ্যানের বর্ণন পাওয়া যায় উহাও এই জ্যোতির্ম্ময়ী মহাবিদ্যা-রূপিণী প্রকৃতির রূপ। প্রকৃতির মধ্যে যখন সর্ব্বদা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণের তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে সেই অবস্থাকেই বৈষম্যাবস্থা প্রকৃতি বলা হয়। এবং যে অবস্থায় এই ত্রিগুণময় তরঙ্গ শুদ্ধ সত্ত্বগুণে বিলীন হইয়া যায় অর্থাৎ যখন কোনরূপ তরঙ্গ উত্থিত না হয় এবং একমাত্র প্রকাশরূপ সত্ত্বগুণ ভাসমান

বিশোকা বাজ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥

থাকে উক্ত অবস্থার নাম সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। এই অবস্থাকে বিদ্যা, শোকরহিত প্রকাশ অথবা জ্ঞানযুক্ত অবস্থা বলে। অন্তঃকরণ যতই এই অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই শুদ্ধ সত্ত্বগুণের এই প্রকাশ অধিক ভাসমান হইতে থাকে। এই সূত্রের ইহাই তাৎপর্য্য যে যখন জ্যোতির্দ্দর্শন হইতে থাকে, তখন অন্তঃকরণ তাহাতে একাগ্র হইয়া ধীরে ধীরে সাধককে একতত্ত্ব-লাভের অধিকারী করিয়া দেয়। জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম, মহামায়া আলিঙ্গিত সগুণ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মার বিদ্যারূপিণী পরা প্রকৃতিই বেদোক্ত গায়ত্রীমন্ত্রে ভর্গরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ব্রহ্মপ্রকৃতি মহামায়ার ভেদ দ্বিবিধ। তাঁহার তমোময় স্বরূপকে অবিদ্যা এবং সত্ত্বরূপ স্বরূপকে বিদ্যা বলা হয়। অবিদ্যা অজ্ঞানময়ী হওয়ার জন্য দৃশ্যমান জগত নানাবিধরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধ সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যাই সাম্যাবস্থা প্রকৃতি হওয়ায় তাঁহার সাহায্যে সাধক অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হ'ন। তাঁহার সূক্ষ্মস্বরূপ জ্ঞানময় হইলেও শোকরহিত জ্যোতিষ্মতী প্রকৃতি উক্ত সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যারই স্থূলরূপ। সাধনপ্রভাবে যোগির অন্তঃকরণ যখন রজস্তমোগুণ শূন্য হইয়া সত্ত্বগুণে অবস্থিত হয়, তখন তাহাতে এই জ্যোতিষ্মতীর প্রকাশ প্রকাশিত হয়। প্রথম অবস্থায় যোগির অন্তঃকরণে এই প্রকাশ কখন কখন সহসা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ধীরে ধীরে যোগী স্বীয় অভ্যাস দ্বারা স্বীয় অন্তঃকরণে উক্ত শোকরহিত প্রকাশকে যত অধিক ধারণ করিবার প্রযত্ন করিবেন, ততই ঐ জ্যোতির্ম্ময় বিন্দুরূপে অধিকতর স্থায়ী হইতে থাকিবে। এইরূপে উক্ত প্রকাশের সাহায্যে পরিশেষে যোগী সমাধি প্রাপ্তির কারণস্বরূপ একতত্ত্ব-লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন॥ ৩৬॥

পঞ্চম সাধন এই—

অথবা চিত্ত বীতরাগ-পুরুষের অন্তঃকরণে একাগ্র হইলেও একতত্ত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ৩৭॥

সম্প্রতি এই সূত্র দ্বারা একতত্ত্ব প্রাপ্তির পঞ্চম উপায় বর্ণিত হইয়াছে। বাসনা হইতে রজঃ এবং তমোগুণের উৎপত্তি হয়। যে স্থলে রাগ নাই অর্থাৎ বৈরাগ্যযুক্ত অন্তঃকরণে কেবল সত্ত্বগুণই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই পবিত্র ভারতভূমিতে বীতরাগ পুরুষের অভাব কোনকালেই নাই। পূর্ব্বকালে ইহার অসংখ্য

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তং॥ ৩৭॥

উদাহরণ পাওয়া যাইত, যথা সনক, সনন্দ প্রভৃতি দেবর্ষি, শ্রীভগবান্ বেদব্যাস, শুক প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি এবং জনক প্রভৃতি রাজর্ষি, ইঁহারা ভবিষ্যতে মুমুক্ষুগণের জন্য নিজ সুন্দর চরিত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন। উক্ত মহাত্মাগণের বিষয়রাগ-রহিত অন্তঃকরণে অন্তঃকরণ স্থাপন করিলে অন্তঃকরণ ক্রমশঃ বিষয়-বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া অবশেষে একাগ্রতা দ্বারা একতত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অথবা এরূপও বলা যাইতে পারে যে, যদি সাধক ক্রমশঃ বিষয়রাগরহিত অবস্থা লাভ করিয়া পূর্ণ বৈরাগ্যভূমিতে অধিরূঢ় হন তাহা হইলেও তিনি একতত্ত্ব লাভে সমর্থ হইতে পারেন। মনুষ্যের অন্তঃকরণ, বৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের রূপ ধারণ করিয়া তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থাই সমাধিতে বিঘ্ন প্রদান করিয়া থাকে। বিষয়ের স্বরূপ বৈরাগ্যের পূর্ণাবস্থায় যোগির অন্তঃ-করণকে আবদ্ধ করিতে পারে না। উক্ত বিষয়রাগরহিত অবস্থায় যোগী একবার বিষয়ের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলে তাঁহার অন্তঃকরণের গতি স্বাভাবিক রূপে আত্মার দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। অন্তঃকরণের গতি দ্বিবিধ। প্রথম বৃত্তিনিচয়ের দ্বারা বিষয়ের দিকে, এবং দ্বিতীয় বৃত্তিসমূহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মার দিকে। অতএব যখন বৈরাগ্য প্রাপ্তি দ্বারা বিষয়বতী গতি নষ্ট হইয়া যায়, তখন আপনা আপনি যোগী আত্মাভিমুখিনী গতি লাভ করিয়া থাকেন। সেই অবস্থায় উক্ত যোগী একতত্ত্ব লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে যোগী প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বীতরাগ মহাত্মাগণের অন্তঃকরণে সংযম করিয়া স্বীয় অন্তঃকরণকে বিষয়বৈরাগ্যের সর্ব্বোচ্চ সোপানে উন্নীত করুন, অথবা বৈরাগ্যাভ্যাসের নিয়মের দ্বারা স্বয়ং বীতরাগ হইয়া যাউন, উভয়বিধ অবস্থাতেই একতত্ত্ব লাভের অধিকারী হইতে সমর্থ হইবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৩৭ ॥

ষষ্ঠ সাধন এই—

স্বপ্ন এবং নিদ্রার মধ্যস্থিত জ্ঞানে অন্তঃকরণকে বিলীন করিলেও একতত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

এখন এই সূত্র দ্বারা একতত্ত্ব লাভের ষষ্ঠ উপায় বর্ণিত হইতেছে। যে অবস্থায় অন্তঃকরণ তমোগুণের আশ্রিত হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া যায়, এবং কিছু না কিছু কাজ করিতে থাকে তাহাকেই স্বপ্নাবস্থা বলে, কিন্তু নিদ্রাবস্থায়

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

অন্তঃকরণ কোন কাজই করে না, ইহার পূর্ব্বসূত্রে এই উভয়বিধ অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। জাগ্রদবস্থায় মানব ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে বিষয়কে অবলম্বন করিয়া থাকে, এবং স্বপ্নাবস্থায় উপনীত হইবামাত্রই তাহার অন্তঃকরণের স্থূল বিষয় সমূহ বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইজন্য স্বভাবতঃ জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থার সন্ধিস্থলে এবং স্বপ্ন ও সুষুপ্তির সন্ধিস্থলে যোগিগণ বিষয়রহিত আত্মোন্মুখ অন্তঃকরণের অবস্থা লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জাগ্রৎ হইতে স্বপ্নাবস্থা লাভ করিবার সময় এবং স্বপ্ন হইতে নিদ্রাবস্থায় উপনীত হইবার সময় যে দ্বিবিধ মধ্যাবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে, যাহাতে অন্তঃকরণ বিষয়-শূন্য হইয়া স্থিত হয়, যাহা অনুভব করাইবার জন্য একথাও বলা যাইতে পারে যে, স্বপ্ন এবং জাগ্রদবস্থার মধ্যস্থলে যে তন্দ্রাবস্থা হইয়া থাকে, সেরূপ অবস্থায় ও স্বপ্ন এবং সুষুপ্তের মধ্যস্থিত সন্ধি অবস্থায় জাগ্রত থাকিয়া অন্তঃকরণকে উক্ত জ্ঞানযুক্ত শূন্যাবস্থায় বিলীন করিতে পারিলেই একতত্ত্বলাভ হইতে পারে। এই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ এই যে এইরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য অথচ অন্তর্জ্ঞানযুক্ত স্বপ্ন অথবা নিদ্রার শূন্যাবস্থায় অন্তঃকরণ বিলীন হইয়া গেলে ধীরে ধীরে একতত্ত্বপদ লাভ করিতে পারা যায়॥ ৩৮॥

সপ্তম সাধন কথিত হইতেছে—

ইচ্ছানুকূল কোন একরূপে অন্তঃকরণকে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলে একতত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে॥ ৩৯॥

এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি সূত্রকার একতত্ত্ব লাভের সপ্তম উপায় বর্ণন করিতেছেন। পূর্ব্বসূত্রে একতত্ত্বলাভের বিবিধ সাধন বর্ণন করিয়া সম্প্রতি একটী সাধারণ সাধনের বর্ণন করিতেছেন, ইহার দ্বারা একতত্ত্ব লাভের সার্ব্বভৌমিক যুক্তি দেখান হইতেছে। সমস্ত জীবের প্রকৃতি পৃথক্ পৃথক হওয়ায় একরূপ সাধন সমস্ত জীবের কল্যাণকারী হইতে পারে না। এইরূপ বিচার করিয়া মহর্ষি সূত্রকার সপ্তম সাধনের মর্য্যাদা বর্ণন করিতেছেন। যে যে সাধকগণের যেরূপ রুচি ও প্রকৃতি হইবে তদনুসারে শ্রীগুরুদেব যাহাকে যেরূপ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, এই সপ্তবিধ উপায়ের দ্বারা কোন না কোন উপায়ে তাহার অবশ্য কল্যাণ হইবে। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, মন যখন স্বভাবতঃই প্রকৃতির গুণানুসারে কোন না কোন বিষয়ে

যথাভিমতধ্যানাদ্বা॥ ৩৯॥

আসক্ত হইয়া থাকে, অন্তঃকরণ তখন স্বাভাবিক গুণানুসারে যে পদার্থে ই রত হয় সেই পদার্থে ই তাহার গতি রুদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, অর্থাৎ স্বাভাবিকরূপে যাহা অন্তঃকরণের অনুমোদিত হয়, যদি সেইরূপের ধ্যানেই তাহাকে নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই নিয়মানুসারে সহজেই তাহা স্থির হইয়া যায়। এবং তাহারই ধ্যান করিতে করিতে একতত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অন্তঃকরণ একাগ্র হইয়া গেলে প্রজ্ঞারূপ পূর্ণ জ্ঞানের উদয়ে উহা যোগযুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং এইরূপ অভিমত ধ্যানের দ্বারাও সাধক যোগলাভের দ্বারা একতত্ত্ব লাভ করতঃ মুক্ত হইতে পারেন। মনুষ্যের এই প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য বশতঃ সনাতনধর্ম্মে পঞ্চোপাসনা এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেবতার বিবিধরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ সাধকের যেরূপ রুচি হইবে তদনুরূপ ধ্যান দ্বারা তাঁহার কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। অভিমত ধ্যানের তাৎপর্য্য এরূপ নয় যে মনুষ্য বিষয়-সম্ভোগ-মূলক প্রবৃত্তির অনুসারে কোন স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ের ধ্যান করিলেও একতত্ত্ব লাভ করিতে পরিবে। মনুষ্য যদি বিষয়ভোগ বাসনার কোন বিষয়ের ধ্যানে অন্তঃকরণকে নিযুক্ত করে তাহা হইলে তাহার অন্তঃকরণ স্বাভাবিক রূপেই বিষয়ভোগ-জনিত নানারূপ চাঞ্চল্যযুক্ত হইবে। যে হেতু বিষয়ভোগ সঙ্কল্প হইতে চাঞ্চল্য এবং বিষয় ত্যাগ সঙ্কল্প হইতে ধৈর্য্যলাভ হইয়া থাকে। এইজন্য ভোগের উৎপাদক কোনরূপ বিষয়ের জ্ঞানের দ্বারাই একতত্ত্ব লাভ হইতে পারে না, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। বিষয়ভোগ বাসনা উৎপন্ন করিবার সহায়ক কোনরূপ বিষয় এই সাধনার উপযোগী নহে। কেবল শাস্ত্রোক্ত রূপ-সমূহ এবং যে সমস্ত বিষয় অন্তঃকরণে শুদ্ধরতি উৎপন্ন করে তাহাই সাধনোপযোগী, ইহাই মহর্ষি সূত্রকারের অভিপ্রেত। যাহাতে সাধকের স্বাভাবিক প্রবল ইচ্ছা উৎপন্ন হয় এরূপ কোন শুদ্ধ বিষয় অথবা শাস্ত্র-কথিত রূপাদিতে ধ্যানের অভ্যাস করিতে করিতে প্রথমতঃ জাগতিক বিষয় সমূহ দূরীভূত হইয়া যায় ও পরে প্রত্যাহার বৃত্তি উৎপন্ন হয়। তদনন্তর উক্ত ধ্যেয়রূপ বিষয়ে মনের দৃঢ় রতি জন্মে, এইরূপ অবস্থার পরে অন্তঃকরণ হইতে ধ্যান করিবার বৃত্তিও বিলীন হইয়া যায়। এইরূপে ধীরে ধীরে সাধকের অন্তঃকরণ শান্ত হইয়া একতত্ত্ব লাভে সমর্থ হইয়া যায়॥ ৩৯॥

এখন একতত্ত্বলাভের জন্য সাধনসমূহের অন্যতর ধ্যান বলা হইতেছে—

পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া মহাস্থূল পদার্থ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অন্তঃকরণ স্থির করিবার শক্তি উৎপন্ন হয়॥ ৪০॥

পূর্ব্বসূত্র সমূহে সাত প্রকারের সাধনোপায় বর্ণন করিয়া এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি সূত্রকার উক্ত সাধন সমূহের দ্বিতীয় ফল বর্ণন করিতেছেন। একতত্ত্ব সাধন দ্বারা যোগী যোগ-বিঘ্নসমূহ দূরীভূত করিয়া সমাধি ভূমিতে উপনীত হইতে পারেন ইহা একতত্ত্ব প্রাপ্তির প্রথম ফল। দ্বিতীয় ফল সম্বন্ধে এই সূত্র বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টির মধ্যে দুই প্রকারের পদার্থ আছে। প্রথম স্থূল দ্বিতীয় সূক্ষ্ম। স্থূল পদার্থকে অবলম্বন করিয়া অন্তঃকরণ যেরূপ চঞ্চল হয়, সূক্ষ্ম পদার্থের অবলম্বনেও তদ্রূপ চঞ্চল হইতে পারে। যদিও সাধক স্থূল পদার্থ অর্থাৎ দৃশ্যমান বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম পদার্থ অর্থাৎ তন্মাত্রা হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব কথিত সাধন করিতে পারেন, তথাপি যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি-সমূহ এক সঙ্গেই নিরুদ্ধ হইয়া না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত পদার্থের মধ্যে আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য সাধন করিবার সময় অন্তঃকরণ যদিও কোন এক পদার্থকে অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতে থাকে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত এই উভয়বিধ অবস্থা হইতে অতীত হইতে না পারে ততদিন পর্য্যন্ত নিজ লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ একাগ্রতাবৃত্তির সাধন দ্বারা যখন তাহাতে পূর্ণ একাগ্রতার উদয় হয় তখনই স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম পদার্থ পর্য্যন্ত হইতে পৃথক্ হইয়া একতত্ত্ব প্রাপ্তির দ্বারা সমাধি-ভূমিতে উপনীত হইয়া পরমাত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, একতত্ত্ব লাভ হইলে পর যোগী এরূপ উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারেন যে সূক্ষ্মতম বস্তু হইতে স্থূলতম বস্তু পর্য্যন্ত তিনি যেখানে ইচ্ছা করেন সর্ব্বত্রই বশীকার যোগের দ্বারা স্বীয় অন্তঃকরণকে স্থির করিতে সমর্থ হ'ন। একতত্ত্ব লাভ যোগের শ্রেষ্ঠ অধিকার সমূহের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠতম অধিকার। ইহার এক শ্রেষ্ঠফল এই যে ইহা যোগের বিঘ্নসমূহকে নাশ করিয়া থাকে ইহার বিশেষ বর্ণন পূর্ব্বসূত্রে করা হইয়াছে। এই সূত্রে তদপেক্ষা এক উন্নততর ফল বর্ণিত হইতেছে। একতত্ত্বের সাধনাবস্থাতেই যোগী যোগবিঘ্নসমূহ দূরীকরণের শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তদনন্তর একতত্ত্ব সাধনে সিদ্ধিলাভ

পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ॥ ৪০॥

করিবার পর যোগির অন্তঃকরণের সামর্থ্য এরূপ বৃদ্ধি পায় যে তিনি নিজ অন্তঃ-করণবৃত্তি-সম্বন্ধীয় চাঞ্চল্য যখন ইচ্ছা করেন তখনই রুদ্ধ করিয়া প্রকৃতির স্থূল-রাজ্য অথবা সূক্ষ্মরাজ্যের যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানেই স্থির করিতে সমর্থ হ'ন এইজন্য তিনি বিবিধ আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়া সমাধি ভূমিতে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। পর পর সূত্রে এই সমস্ত ভূমির বর্ণন করা হইবে ॥ ৪০ ॥

এইরূপ অবস্থালব্ধ চিত্তে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কিরূপে উদয় হইতে পারে তাহাই বর্ণিত হইতেছে—

যখন অন্তঃকরণ-বৃত্তিসমূহ ক্ষীণ হইয়া যায় তখন উক্ত অন্তঃকরণের অবস্থা অভিজাত অর্থাৎ স্বভাব-নির্ম্মল স্ফটিক মণির সদৃশ হয়, স্ফটিক মণি যেমন নিজে স্বচ্ছ হইলেও সমীপস্থ পদার্থের রঙ গ্রহণ করে তদ্রূপ যোগির অন্তঃকরণ স্বয়ং স্বচ্ছ হইলেও গ্রহীতারূপ আত্মা, গ্রহণরূপ ইন্দ্রিয় এবং গ্রাহ্যরূপ বিষয়ের সহযোগে তদাকারতা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থারই নাম সমাপত্তি ॥ ৪১ ॥

বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া গেলে অর্থাৎ একতত্ত্ব সাধনের দ্বারা অন্তঃকরণ যখন শুদ্ধ ও চাঞ্চল্য রহিত হইয়া যায় সে সময় উক্ত অন্তঃকরণের অবস্থা শুদ্ধ স্ফটিক মণির সদৃশ হইয়া থাকে, অর্থাৎ স্ফটিক মণি যথার্থরূপে স্বচ্ছ হইলেও তাহার সম্মুখে যে কোন রঙের পদার্থ রাখা যায় উহা তদ্রূপেই প্রতীত হয়। অর্থাৎ সাধক কোন স্থূল ভূতে অথবা কোন সূক্ষ্ম ভূতে যদি অন্তঃকরণকে একাগ্র করেন, তাহা হইলে উক্ত একাগ্রতা সাধনের অন্তে তিনি উক্ত সমাপত্তি অবস্থা লাভ করিয়া নিজ ধ্যেয় বস্তু (স্থূল অথবা সূক্ষ্ম যাহাই হউক) অর্থাৎ উক্ত লক্ষ্য বস্তুর রূপ লাভ করিয়া থাকেন। সে অবস্থায় উক্ত অন্তঃকরণে একমাত্র তদাকার ভানের অতিরিক্ত অন্য কোনরূপ ভানের প্রতীতি হয় না। এই তদাকার বৃত্তিরূপ সমাপত্তি অর্থাৎ সবিকল্প সমাধির অবস্থাই একতত্ত্বরূপ যোগ সাধনের উন্নততর তৃতীয় ফল, এবং এই অবস্থা হইতেই ক্রমশঃ প্রজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক সবিকল্প সমাধির দ্বারা নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করতঃ সাধক মুক্তিপদ লাভ করিতে

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

সমর্থ হন। এই অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্ম সাধারণতঃ জীবগণের মধ্যে একতত্ত্ব প্রাপ্তির দ্বারা স্বভাবতঃ যে সমাপত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশুক। যে হেতু তাহা হৃদয়ঙ্গম না হইলে জীবের সাধারণ অবস্থা এবং যোগির বিশেষ অবস্থা বুঝিতে পারিয়া যোগী স্বীয় ক্রমোন্নতিকে স্থির রাখিতে পারেন না। একাগ্রতা লাভ হইবার পরেই জীবগণ ক্রমশঃ একতত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন। এবং একতত্ত্ব লাভ হইলেই জীব স্বভাবতঃই সমাধি-ভূমিতে উপনীত হইতে সমর্থ হ'ন। অবশু জীবের এই সমাধি অবস্থা সবিকল্প অবস্থা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। জীব যখন পুষ্পাদি মনোহর পদার্থের দর্শন, রাগাদি মনোহর বিষয়ের শ্রবণ, স্ত্রীসঙ্গাদি স্পৃশ্যবিষয়ের অনুভব, মিষ্টান্নাদি রসনেন্দ্রিয়ের সেবন, অথবা সুগন্ধি পুষ্পাদির আঘ্রাণাদির দ্বারা আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, সে সময় তাহার অন্তঃকরণ স্বভাবতঃই তত্তদ্বৈষয়িক একাগ্রতা প্রাপ্ত হইয়া সমাধি লাভ করিয়া থাকে। যদিও অবিদ্যান্ধকারগ্রস্ত জীব ইহা বুঝিতে পারে না যে সে তখন সবিকল্প সমাধিতে স্থিত রহিয়াছে, তথাপি ইহা সুনিশ্চিত যে স্বাভাবিক রূপে তাহার অন্তঃকরণের সমাধি প্রাপ্তিই চিত্তে এরূপ আনন্দো-দ্রেকের কারণ। ইহাই পরমাত্মার ব্রহ্মানন্দ। উক্ত বিষয়ভোগপরায়ণ জীবের অন্তঃকরণ বিষয়াকার বৃত্তির দ্বারা আপনা আপনি অল্প সময়ের জন্ম যোগিজনদুর্লভ একতত্ত্ব লাভ করিয়া থাকে। একতত্ত্ব প্রাপ্তির দ্বারা তাহার অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ সেই একমুহূর্ত্ত সময়ের জন্মই ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং তখন সর্ব্বব্যাপক নির্ম্মল শান্ত স্ফটিকমণির তুল্য স্বচ্ছ আত্মা বিষয়ির অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া যায়। এবং তখন স্বতঃই আত্মার ব্রহ্মানন্দ বিষয়ানন্দরূপে জীবকে সুখ প্রদান করিয়া থাকে।

এই বিজ্ঞানের দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, জীব কিরূপে স্বভাবসিদ্ধ বিষয়াকার বৃত্তিতেও একতত্ত্ব লাভের দ্বারা সবিকল্প সমাধি লাভ করিতে পারে। শ্রদ্ধাভক্তিপরায়ণ যোগী যদি এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবগত হইয়া পূর্ব্বোক্ত সাধন সমূহের কোন এক অথবা ততোধিক যোগ ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে করিতে স্বাভাবিক একতত্ত্ব ভূমি হইতে সবিকল্প সমাধি ভূমিতে উপনীত হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় যোগসাধনের ক্রমোন্নতি স্থির করিয়া ক্রমশঃ সমাধির উত্তরোত্তর ভূমিতে অগ্রসর হইতে সমর্থ হ'ন। একতত্ত্বের সাধনায় সিদ্ধিলাভ

করিয়া যোগী যখন আত্মানাত্ম বিচার করিতে করিতে সমাধি ভূমিতে উপস্থিত হ'ন সেই সময় তিনি এই উন্নত অধিকাররূপ সবিকল্প সমাধির সমাপত্তি অবস্থা কি প্রকার ও কিরূপ ভাবে লাভ করিয়া থাকেন, এই সূত্রে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণন করিবার তাৎপর্য্য এই যে ইহার দ্বারা যোগী নিজ স্থিতির বিষয় অবগত হইয়া স্বীয় ক্রমোন্নতিকে স্থির রাখিতে সমর্থ হইবেন। যদি সাধারণ বিষয়-ভোগির ন্যায় উক্ত যোগী এই সূত্রকথিত সমাপত্তিরূপ উন্নত অবস্থা লাভ করিয়া অনবহিত হইয়া যান, তাহা হইলে সমাধি ভূমিতে তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি হইবে না। এইজন্য এই সূত্রে সমাপত্তির স্বরূপ বর্ণন করিয়া পরে উহার ভেদ বর্ণন করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

ক্রমপ্রাপ্ত সমাপত্তি সমূহের ভেদ বর্ণিত হইতেছে—

শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞানের বিকল্পদ্বারা সংকীর্ণ সমাপত্তির নাম সবিতর্ক ॥ ৪২ ॥

এখন পূর্ব্ব কথিত সমাপত্তি সমূহের প্রথম অবস্থা বর্ণিত হইতেছে। যে অবস্থায় সমাপত্তির উৎপন্নকারী অবলম্বনের শব্দময় সংজ্ঞা, উহার অর্থ এবং উহার জ্ঞানের বিকল্প অন্তঃকরণে বর্ত্তমান থাকে সেই অবস্থাই উহার প্রথম অবস্থা। উদাহরণ দ্বারা এই বিজ্ঞানকে স্পষ্টরূপে বুঝাইতে হইলে বহির্বিষয় এবং অন্তর্বিষয় এই উভয় দিক অবলম্বন করিয়াই বলিতে হইবে। বহি-র্বিষয়ের দিক্ হইতে বুঝাইতে হইলে পদ্মপুষ্পের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। পদ্মপুষ্প এই শব্দ বলিবা মাত্র পদ্মপুষ্প এই শব্দ অন্তঃকরণে উপস্থিত হইল, তাহা হইতে অন্তঃকরণে তাহার অর্থের জ্ঞান হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে পদ্মপুষ্পের জ্ঞানও উদিত হইল। অন্তঃকরণে এই ত্রিবিধ ভাব উদিত হইলেও বিকল্পের সাহায্যে এই তিনেরই পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ অন্তঃকরণে বর্ত্তমান থাকে। এই ত্রিবিধ ভাব পৃথক্ পৃথক ভাবে অবস্থিত থাকা সত্বেও যদি অন্তঃকরণ একতত্বের দিকে অগ্রসর হয় তবে অন্তঃকরণের সমাপত্তি অবস্থা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। এইরূপে যখন অন্তঃকরণের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অবলম্বনের বর্ণন করা হয়, তখন এইরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে যে যখন সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ করা যায়, তখন সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম এই শব্দ, ইহার অর্থ এবং ইহার জ্ঞান, এই তিনটী বিষয়ই অন্তঃকরণে

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥ ৪২ ॥

এক সঙ্গে উদিত হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিকল্পের সাহায্যে এই তিনেরই ভেদ বর্ত্তমান থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমাপত্তি অবস্থাকে সবিতর্ক বলা যাইবে। এরূপ স্থলে সমাপত্তি পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে না এবং অন্তঃকরণের বৃত্তি-সমূহও নিজ স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃকরণ-ভূমিকে একেবারে নির্ম্মল এবং শান্ত করিতে পারে না। সিদ্ধান্ত এই যে অন্তঃকরণের এরূপ অবস্থায় যদিও অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ লয়াভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং ধীরে ধীরে এক-তত্ত্বের উদয় হইতে থাকে, তথাপি এই অবস্থা সমাধি-ভূমিতে বিচরণ করিবার মার্গ স্বরূপ। ইহা অপেক্ষা উন্নত দ্বিতীয়াবস্থার বর্ণন পরের সূত্রে করা হইবে॥ ৪২॥

নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তির বর্ণন করা হইতেছে :—

শব্দার্থজ্ঞানমূলক স্মৃতি পরিশুদ্ধ হইয়া গেলে যাহাতে স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় ভান হয় এইরূপ ধ্যেয়াকার ভাব যুক্ত সমাপত্তিকে নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি বলা হয়॥ ৪৩॥

নির্ব্বিতর্ক-সমাপত্তির অবস্থায় শব্দসঙ্কেত, শব্দার্থের অনুমান এবং জ্ঞানরূপ বিকল্পযুক্ত স্মৃতি প্রভৃতির কিছুই প্রকাশ থাকে না, অর্থাৎ কেবল গ্রাহ্য পদার্থের রূপে যাহা পদার্থবৎ প্রতীত হয় সেই বুদ্ধি বর্ত্তমান থাকে, এবং তাহাও পূর্ব্ব সূত্রে কথিত সবিতর্ক অবস্থার শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞানরূপ ত্রিবিধ অবস্থাতেই সাধনের দ্বারা বিলীন হইয়া এক লক্ষ্যরূপ অবস্থাকে ধারণ করিয়া লয়; উক্ত একাকার অবস্থার নামই নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্থূল অথবা সূক্ষ্ম বস্তুর যে কোন একটির সাহায্যে সমাপত্তিলাভ হইয়া থাকে। উক্ত সমাপত্তির নিকৃষ্ট পূর্ব্বাবস্থাকে সবিতর্ক সমাপত্তি বলা হয়। এবং একাগ্রতা দৃঢ় হইলে যখন সমাপত্তি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন উক্ত উৎকৃষ্ট সমাপত্তির নাম নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি। পূর্ব্বসূত্রে কথিত সবিতর্ক সমাপত্তিতে যে শব্দ শ্রুত বা পঠিত হইয়াছিল, সেই শব্দের অর্থ এবং বিচাররূপ জ্ঞান এই স্মৃতির দ্বারা বিকল্পাবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অন্তঃকরণে অবস্থিত থাকায় সমাপত্তির পূর্ণাবস্থা লাভ হয় না। কিন্তু এই সমাপত্তির সর্ব্বোত্তম অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তের একাগ্রতা বর্দ্ধিত হইলে শব্দ, শব্দের অর্থ এবং শব্দের জ্ঞান এই সমস্ত স্মৃতির দ্বারা পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিতে পারে না। একের

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা॥ ৪৩॥

স্মৃতি দ্বিতীয়ে এবং দ্বিতীয়ের স্মৃতি তৃতীয়ে বিলীন হইয়া যায়। সেই সময় এই অবস্থাতে শব্দ এবং শব্দের অর্থের দ্বারা ধ্যেয়ের যে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল উক্ত ধ্যেয়ের স্বরূপে চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল এবং একাগ্র হইয়া স্থিত হয়। সে সময়ে উক্ত ধ্যেয় স্থূল অথবা সূক্ষ্ম যাহাই হউক না কেন, ধ্যেয় ভিন্ন আর অন্য কিছুই যোগির বোধগম্য হয় না। বিষয় স্থূল অথবা সূক্ষ্ম হউক, দৃশ্যমান পঞ্চভূত অথবা অদৃশ্যমান তন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম ভাব হউক, এই সকলের সাহায্যেই নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। যদিও সমাপত্তির এই পূর্ণাবস্থায় একমাত্র জ্ঞানরূপী লয়াতিরিক্ত অন্য কোন বস্তুর ভান থাকে না, তাহা হইলেও পাঞ্চভৌতিক বিষয় ও বিষয়াতিরিক্ত অন্য কিছু নহে। অবলম্বন যেখানে প্রাকৃতিক, সেস্থলে অবলম্বন অনিত্যই থাকিবে, এইজন্য একাগ্রতার চরম সীমারূপ নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তির অবস্থায় উপনীত হইলেও প্রকৃতির সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে, ইহার দ্বারা পরের অবস্থায় সাধক সমাধিলাভের দ্বারা প্রকৃতির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মারূপী পুরুষের সঙ্গ করিতে করিতে তাঁহারই রূপ লাভ [illegible]য়া মুক্ত হইয়া যান॥ ৪৩॥

এখন সূক্ষ্ম বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ক্রমপ্রাপ্ত দ্বিবিধ সমাপত্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

ইহা দ্বারাই সবিচার এবং নির্ব্বিচার নামক সূক্ষ্মবিষয়ক সমাপত্তিদ্বয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে॥ ৪৪॥

এইরূপেই অর্থাৎ যেরূপ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টাবস্থা [illegible] একাগ্রতার সংস্থাপক সমাপত্তির দ্বিবিধ ভেদ পূর্ব্বসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। [illegible]া আত্মদর্শন সমাধির প্রথমাবস্থাতেও সবিচার ও নির্ব্বিচার ভেদে দ্বিবিধ [illegible] কীর্ত্তিত হইয়াছে, পূর্ব্বকথিত দ্বিবিধ অবস্থাতেই প্রকৃতি অবলম্বনীয় হইয়া থাকে, কিন্তু এই সূত্র কথিত দ্বিবিধ অবস্থাতেই (যে দুই অবস্থা পূর্ব্বকথিত অবস্থার পরে হইয়া থাকে) পরমাত্মা অবলম্বনীয় হইয়া থাকেন। যে অবস্থাতে সূক্ষ্মভূতকে অবলম্বন করিয়া সমাধির দ্বারা দেশ কাল এবং নিমিত্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া আত্মানুভব মাত্র হইয়া থাকে তাহাকেই সবিচার অবস্থা বলা হয়। এই অবস্থাতে যোগী ভাবকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। এবং যে অবস্থাতে সূক্ষ্মভূত প্রভৃতির কোন সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু পরমাত্মার

এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা॥ ৪৪॥

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমাধিলাভ হইতে থাকে তাহাই নির্ব্বিচার অবস্থা। এই অবস্থাতে ভাবের দ্বারা অনুভব লাভ করিয়া যোগী স্থির হইয়া যা'ন। এই উভয়বিধ অবস্থাতেই জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের ভেদানুসারে আত্ম-সাক্ষাৎকার হইতে থাকে, কিন্তু সবিচার রূপ যে নিকৃষ্টাবস্থা তাহাতে সূক্ষ্মপ্রকৃতির সম্বন্ধ নিবন্ধন আত্মার কেবল অপ্রত্যক্ষরূপ মাত্র হইয়া থাকে, এবং নির্ব্বিচার-রূপ উৎকৃষ্টাবস্থাতে প্রকৃতির প্রকাশ থাকায় জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়বৃত্তির অনুসারে পরমাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে। সবিকল্প সমাধিতে এই সমস্ত ভেদ হইয়া থাকে। এই অবস্থা হইতে উচ্চাধিকারে নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থার উদয় হইয়া থাকে, এবং তৎপরে নির্ব্বিকল্প সমাধির পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সাধক মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন॥ ৪৪॥

এই সূক্ষ্মবিষয়ের অবধি কি পর্য্যন্ত হয়?

সূক্ষ্মবিষয়ের অবধি অলিঙ্গ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে॥ ৪৫॥

সম্প্রতি এইসূত্রে পূর্ব্বসূত্র-কথিত বিজ্ঞান এবং অন্তঃকরণের সূক্ষ্মাবস্থাসমূহ আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করিবার প্রযত্ন করা হইতেছে। পার্থিব পরমাণুর সূক্ষ্ম বিষয় গন্ধ। তদ্রূপ জলীয় পরমাণুর রস, তৈজস পরমাণুর রূপ, বায়বীয় পরমাণুর স্পর্শ এবং আকাশ পরমাণুর সূক্ষ্ম বিষয় শব্দ। ইহাদিগকে বিষয়-তন্মাত্রা বলা হয়। অহঙ্কার-ব্যাপ্ত অন্তঃকরণে এই তন্মাত্রা সমূহের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকে। গুণের তারতম্য-ভেদে স্থূল সূক্ষ্মের বিচারানুসারে এই লিঙ্গের ভেদ চারি প্রকার। যথা—বিশিষ্টলিঙ্গ, অবিশিষ্টলিঙ্গ, লিঙ্গ এবং অলিঙ্গ। স্থূলভূত এবং ইন্দ্রিয়সমূহ বিশিষ্টলিঙ্গ, সূক্ষ্মভূত এবং তন্মাত্রা সমূহ অবিশিষ্টলিঙ্গ, বুদ্ধিরূপ শুদ্ধ অন্তঃকরণ লিঙ্গ, এবং অন্তঃকরণ হইতে অতীত প্রধানকে অলিঙ্গ বলা হয়। এই অলিঙ্গাবস্থাই সূক্ষ্ম বিষয়ের শেষ, এতদপেক্ষা সূক্ষ্ম বিষয় আর হইতে পারে না। যদি এরূপ প্রশ্ন করা হয় যে পুরুষ সকলের পরস্থিত, সুতরাং ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম কেন বলা না হয়? ইহার উত্তর এই যে যেমন লিঙ্গাবস্থার পরে অলিঙ্গের সূক্ষ্ম ভান থাকে পুরুষে তদ্রূপ হইতে পারে না, যেমন অলিঙ্গাবস্থা লিঙ্গাবস্থার সমবায়ি কারণ, পুরুষের সহিত অলিঙ্গাবস্থার সেরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান নাই। পুরুষ প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রধান পর্য্যন্তই প্রকৃতির রাজ্য। এইজন্য পুরুষ অলিঙ্গের সূক্ষ্ম কারণ হইতে পারে না।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চালিঙ্গপর্য্যবসানম্॥ ৪৫॥

এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে স্থূল জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া অলিঙ্গ অর্থাৎ প্রধান পর্য্যন্ত বিষয়ের স্থিতি, কিন্তু এই চরমাবস্থা অলিঙ্গে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বিষয় বর্ত্তমান থাকে। ইহার পরে আর সূক্ষ্ম হইবার সম্ভাবনা থাকে না। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে প্রকৃতির সম্বন্ধই থাকে না। এই অবস্থা উক্তাবস্থা হইতে পরের অবস্থা ॥ ৪৫ ॥

ইহাদের বিস্তার কতদূর পর্য্যন্ত ?—

সেই সমস্তই সবীজ সমাধি ॥ ৪৬ ॥

পূর্ব্বসূত্র কথিত চারিপ্রকার অবস্থাকে অর্থাৎ সবিতর্ক সমাপত্তি, নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি, সবিচার সমাপত্তি এবং নির্ব্বিচার সমাপত্তিকে সবীজ সমাধি বলা হয়। উক্ত চতুর্ব্বিধ অবস্থাতেই জ্ঞাতা, জ্ঞান, এবং জ্ঞেয়রূপ অবলম্বন বর্ত্তমান থাকে। যখন অবলম্বন আছে তখন বীজও আছে, এইজন্যই এই অবস্থাসমূহকে সবীজ বলা হয়। প্রকৃতি পরিণামিনী হওয়ার জন্যই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই দৃশ্য প্রপঞ্চরূপ জগৎ প্রকৃতিরই কার্য্য; পুরুষ নিঃসঙ্গ, শুদ্ধ, এবং মুক্ত স্বভাব। প্রকৃতির পরিণাম প্রযুক্ত বৃত্তিসারূপ্য লাভ করিয়া পুরুষ বদ্ধ হইয়া থাকে। প্রকৃতির মধ্যে যখন পরিণামরূপ বৃত্তিতরঙ্গ উত্থিত হয় তখন পুরুষেও তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয় সেইজন্যই পুরুষ বদ্ধের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। স্বচ্ছ-মণির সম্মুখে যে কোন রঙ্গের বস্ত্র রক্ষিত হয় মণিও সেই রঙ্গেরই প্রতীত হইয়া থাকে। পুরুষের বন্ধনের পক্ষে ইহাই সুস্পষ্ট উদাহরণ। অষ্টাঙ্গ যোগসাধন অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়া একতত্ত্বের পূর্ণ অভ্যাসের দ্বারা যোগী যখন স্বীয় অন্তঃকরণকে পূর্ণরূপে বৃত্তিরহিত করিতে করিতে সবিতর্ক অবস্থা হইতে নির্ব্বিতর্ক অবস্থাতে নির্ব্বিতর্ক অবস্থা হইতে সবিচার অবস্থাতে এবং সবিচার অবস্থা হইতে নির্ব্বিচার অবস্থাতে উপস্থিত হ'ন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণ ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে শুদ্ধ বৃত্তিরহিত ও নির্ম্মল হইয়া যায়। এই ক্রমানুসারে তাঁহার অন্তঃকরণ ক্রমশঃ বিশেষ অবস্থা হইতে অবিশেষ অবস্থাতে অবিশেষ অবস্থা হইতে লিঙ্গাবস্থায় এবং লিঙ্গাবস্থা হইতে অলিঙ্গাবস্থায় উপনীত হইয়া নিস্তরঙ্গ-তড়াগ সদৃশ নির্ম্মল এবং শুদ্ধ হইয়া যায়। সে অবস্থায় বৃত্তিরূপ তরঙ্গাচ্ছন্ন দ্রষ্টা পুরুষের যথার্থ

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

স্বরূপ স্বভাবতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই অবস্থাতেই নির্বীজ সমাধি ভূমি লাভ হইয়া থাকে, এবং যোগী মুক্তি ভূমিতে সমুপস্থিত হইতে সমর্থ হ'ন। একতত্ত্বাভ্যাসশীল যোগী স্বীয় যোগাভ্যাসের ক্রমানুসারে পূর্ব্বকথিত অবস্থা সমূহ ক্রমশঃ লাভ করিতে করিতে অবশেষে এই উন্নত ভূমিতে উপস্থিত হইয়া পরমাত্মা পরম পুরুষের যে যে অলৌকিক শক্তিসমূহ লাভ করিয়া থাকেন পরে তাহাই বর্ণিত হইবে ॥ ৪৬ ॥

এখন নির্ব্বিচার সমাপত্তির ফল বর্ণন করা হইতেছে :—

নির্ব্বিচার সমাপত্তির নির্ম্মলাবস্থায় অধ্যাত্ম প্রসাদ লাভ হয় ॥ ৪৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সমূহের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করা হইয়াছে যে সবিতর্ক সমাপত্তি হইতে নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি, নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি হইতে সবিচার সমাপত্তি, এবং সবিচার সমাপত্তি হইতে নির্ব্বিচার সমাপত্তি শ্রেষ্ঠ। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ব্বিচার সমাধির অবস্থায় প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় রজঃ এবং তমোগুণের লয় হইয়া যায়। এবং সে সময় সত্ত্বগুণের পূর্ণ প্রকাশ হওয়ায় অন্তঃকরণে অধ্যাত্ম-প্রসাদের উদয় হইয়া থাকে। পরমপুরুষ ব্রহ্ম সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। তাঁহার এক অদ্বৈতভাবে এই সৎ, চিৎ আনন্দরূপী ত্রিবিধ ভাব বর্ত্তমান। তাঁহারই সত্তায় সত্তাবতী প্রকৃতি যখন পরিণামিনী হইয়া জগৎ প্রসব করেন, তখন তাঁহার ব্রহ্মানন্দ সৎ এবং চিদ্রূপী জড় ও চৈতন্যের আশ্রয়ে অবিদ্যাময় দৃশ্য এবং দ্রষ্টার অভিনিবেশ রূপে বিষয়ানন্দে পরিণত হইয়া জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। জীবগণের বন্ধন অবস্থার ইহাই সূক্ষ্ম রহস্য। জীব এইরূপ অজ্ঞানজনিত বিষয়ানন্দে আবদ্ধ হইয়া প্রতিনিয়ত আবাগমন চক্রে গমনাগমন করিতেছে। যদিও ব্রহ্মানন্দ বিষয়ানন্দের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তথাপি উহা অজ্ঞানজনিত বলিয়া ক্ষণভঙ্গুর ও মিথ্যা, সবিকল্প সমাধির এই সর্ব্বোত্তম অবস্থাতে যোগসাধন দ্বারা যখন একতত্ত্বাভ্যাসের ফললাভ হইয়া থাকে, সে সময় অন্তঃকরণ বৃত্তিরহিত ও নির্ম্মল হইয়া যাওয়ায় উক্ত যোগিরাজের বিশুদ্ধ এবং নিশ্চল অন্তঃকরণে স্বভাবতঃই পরমানন্দপ্রদ ব্রহ্মানন্দের আভাষ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ইহাকেই অধ্যাত্ম প্রসাদ বলা হয়। রজঃ এবং তমোগুণই দুঃখের কারণ; এই অবস্থাতে উক্ত দ্বিবিধ গুণেরই লয় হইয়া

নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

যাওয়ায় যোগী সমস্ত দুঃখ রহিত হইয়া পরমানন্দময় পরমাত্মার সান্নিধ্যবশতঃ আত্মপ্রসাদরূপ পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন ॥ ৪৭ ॥

এই অবস্থাতে আর কি হইয়া থাকে?

উক্ত অবস্থায় ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উদয় হয় ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্ব কথিত এই অবস্থাতে পূর্ণ সত্ত্বগুণের উদয় হওয়ায় বুদ্ধি ও পূর্ণসাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়া যায়। অন্তঃকরণে যতদিন পর্য্যন্ত রজঃ এবং তমোগুণের প্রভাব বিদ্যমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত চঞ্চলতা থাকা প্রযুক্ত পূর্ণরূপে বুদ্ধির প্রকাশ হইতে পারে না, কিন্তু এই নির্ব্বিচার সমাধির অবস্থায় রজঃ এবং তমোগুণের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির চাঞ্চল্যও নষ্ট হইয়া যায়। তখন উক্ত অন্তঃকরণে বিপর্য্যয়াদি মিথ্যাজ্ঞান উৎপন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সমস্ত পদার্থ যথার্থরূপ প্রতীয়মান হইতে থাকে। বেদান্তাদি শাস্ত্রে এই অবস্থাকেই প্রবোধ বলা হইয়াছে এবং যোগশাস্ত্রে ইহাকে ঋতম্ভরা বলা হয়। ঋতং সত্যং বিভর্ত্তি ধারয়তি ইতি ঋতম্ভরা অর্থাৎ যে বুদ্ধি সত্যকে প্রকাশ করে তাহাকে ঋতম্ভরা বলে। নির্ব্বিচার সমাধির পূর্ণাবস্থায় যোগির অন্তঃকরণে এরূপ সত্য-সুধাকর-কিরণজাল-মণ্ডিতা অমৃতময়ী প্রজ্ঞার উদয় হইয়া থাকে। এই কারণ বশতঃই যোগিরাজ পতঞ্জলি এই প্রজ্ঞাকে ঋতম্ভরা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

অন্য প্রজ্ঞা হইতে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার বিশেষত্ব কি?—

বিশেষার্থের প্রকাশক বলিয়া শ্রবণ এবং অনুমান মূলিকা বুদ্ধি হইতে ইহা পৃথক ॥ ৪৯ ॥

শব্দ শ্রবণের দ্বারা যে বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে না, নানা প্রকার শব্দের দ্বারাই ভাব প্রকাশিত হউক না কেন, কিন্তু বিষয়ের সূক্ষ্মতা, বিষয়ের ভাবের বিস্তার, বিষয়ের গুণ, বিষয়ের ক্রম ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপ অনুমানের দ্বারা যে বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে তাহাও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। যদিও ধূম দেখিয়া দূরবর্ত্তী পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান সিদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু সেই অগ্নির পরিমাণ কত? কোন্ পদার্থের অগ্নি? ইত্যাদি সূক্ষ্মকারণের জ্ঞান অনুমানের দ্বারা হইতে

ঋতম্ভরেতি তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥
শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

পারে না। অনুমান ও শব্দ যতদূর প্রবেশ করিতে পারে তাহারা ততদূরই জ্ঞানের অনুভব করাইতে সমর্থ, তাহার অধিক নহে।. দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায় যে, যে সকল লৌকিক প্রত্যক্ষীভূত 'অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ রহিয়াছে তাহাদিগকেই শব্দ ও অনুমান প্রকাশিত করিতে পারে কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সমূহকে উহারা প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। পূর্ব্বসূত্রে যে সমাধিগত বুদ্ধির বর্ণন করা হইয়াছে তাহা এইরূপ অসম্পূর্ণ নহে। তাহাতে সত্ত্বগুণরূপী জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ থাকায় কোন বিষয় অপ্রকাশিত থাকে না। বিষয় যতই স্থূল হইতে স্থূলতর হউক অথবা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মাতীত হউক না কেন, ঋতম্ভরা-বুদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক সমাধিস্থ হইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হন। এই জন্য এই প্রজ্ঞা সর্ব্বপ্রকারের বুদ্ধি হইতে পৃথক। অন্তঃকরণের বিভাগ সমূহের মধ্যে অহঙ্কার বুদ্ধির সহচর। এইজন্য মনুষ্য যেরূপ অহঙ্কারসম্পন্ন হয় তাহার বুদ্ধিও তদ্রূপ হইয়া থাকে এবং তাহার সিদ্ধান্তও তদনুরূপ হইয়া যায়। স্ত্রী স্ত্রীভাবের দ্বারা, পুরুষ পুরুষভাবের দ্বারা, রাজা রাজভাবের দ্বারা, প্রজা প্রজাভাবের দ্বারা এইরূপ প্রত্যেকেই নিজ নিজ অহঙ্কারমূলক বুদ্ধির অনুসারে বিচার করিয়া থাকে। সেই কারণ সাধারণ প্রজ্ঞা অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু যোগিরাজ যখন একতত্ত্বাভ্যাসের দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া নিজ অন্তঃকরণকে রজঃ এবং তমোগুণের মল হইতে একেবারে বিশুদ্ধ করিয়া লন, সে সময় তাঁহার মধ্যে পূর্ব্বকথিত অসম্পূর্ণতার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সে সময় তাঁহার অন্তঃকরণ যেরূপ বিশুদ্ধ ও ব্যাপক হইয়া যায় তাঁহার প্রজ্ঞাও তদনুরূপ বিশুদ্ধ ও ব্যাপক রূপ ধারণ করে। তাঁহার অন্তঃকরণে তখন বাধাপ্রদ কোনরূপ অহঙ্কার অবশিষ্ট থাকে না। শুদ্ধ চিৎস্বরূপ শুদ্ধ ভগবদ্বুদ্ধিরূপিণী ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার সাহায্যে যোগিরাজ তখন সমস্ত পদার্থকে যথাবৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হ'ন। লৌকিক জগতের সূক্ষ্মপদার্থের জ্ঞান হউক, দৈবজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় হউক, অথবা অধ্যাত্মরাজ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিজ্ঞান হউক, যাহাই হউক না কেন, তাঁহার অন্তঃকরণের সম্মুখে উপস্থিত হইবা মাত্র ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাতে উক্ত বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় ॥ ৪৯ ॥

এইরূপ প্রজ্ঞার ফল কি হয়?

এইরূপ প্রজ্ঞা হইতে উৎপন্ন সংস্কার অন্যবিধ সংস্কারের নাশক হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥

পূর্ব্বসূত্রে ঋতম্ভরা বুদ্ধির বিশেষ লক্ষণ ও গুণ বর্ণন করিয়া এখন তাহা হইতে যে বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে তাহাই বর্ণন করিতেছেন। এই অবস্থায় অন্তঃকরণে যে সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বসংস্কার সমূহকে সম্পূর্ণ রূপে নাশ করিয়া দেয়। নানাবিষয়ের সংস্কার নষ্ট হইয়া গেলে বিষয়জ্ঞানও নষ্ট হইয়া যায় এবং যখন বিষয়জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায় তখনই নির্ব্বিষয়রূপিণী শুদ্ধা ঋতম্ভরা বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। সে সময়ে সমাধিস্থ বুদ্ধিসংস্কারের অতিরিক্ত অন্য কোন ব্যুত্থান-অবস্থার সংস্কার অবশিষ্ট থাকে না এবং পূর্ণরূপে বৈষয়িক সংস্কারসমূহের নাশ হইয়া গেলে পুনরায় তাহাদের উত্থানের কোন সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপে ঋতম্ভরাবুদ্ধিরূপ নির্ম্মল প্রবাহের দ্বারা চিত্তরূপ প্রস্তরস্থিত ব্যুত্থান-সংস্কার-স্থানীয় মনের চিহ্ন পর্য্যন্ত একেবারে বিধৌত হইয়া যায় জ্ঞান দুইপ্রকার, তটস্থজ্ঞান এবং স্বরূপজ্ঞান। যে পর্য্যন্ত জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপী ত্রিপুটী বর্তমান থাকে তাহাই তটস্থজ্ঞান, এবং যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়রূপী ত্রিপুটি নষ্ট হইয়া যায়, ও অন্তঃকরণ ব্যুত্থান অবস্থার সংস্কাররহিত হইয়া একেবারে সুনির্ম্মল হয় তৎপশ্চাৎ অন্তঃকরণের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্বরূপজ্ঞান প্রকটিত হইয়া থাকে। ইহাই আত্মজ্ঞান। উক্ত জ্ঞানকে ধারণ করিয়াই আত্মা জ্ঞানস্বরূপে অভিস্থিত হইয়া থাকেন। সবীজ সমাধি হইতে নির্বীজ সমাধিতে উপস্থিত হইবার সময় ত্রিপুটিজনিত দৃশ্যসম্বন্ধীয় এবং ব্যুত্থান-অবস্থার সমস্ত সংস্কার বিলীন হইয়া যায় এই অবস্থার বর্ণন পরবর্ত্তী সূত্রে করা হইবে।

সম্প্রতি যোগফলস্বরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নিরূপিত হইতেছে—

তাহারও নিরোধ হইয়া গেলে যখন সবীজ সমাধির সমস্ত সংস্কার নিরুদ্ধ হইয়া যায় তখন নির্বীজ সমাধি হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

এইরূপে অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া গেলে সাধক যখন সবিকল্প সমাধির পূর্ণাবস্থায় উপস্থিত হ'ন, তখন নির্বীজ অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধির উদয় হয়। এই অবস্থায় সম্প্রজ্ঞাত সংস্কার পর্য্যন্তেরও নিরোধ অর্থাৎ লয় হইয়া যায়, এবং উহার পূর্ব্বে অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তি নিজ নিজ কারণে বিলীন হইয়া সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, এই কারণে এই অবস্থাতে পুরুষ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইয়া নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ ॥ ৫১ ॥

অবস্থাতেই পুরুষের নিজ স্বরূপ লাভ, অথবা জীবভাব বিনষ্ট হইয়া জীবাত্মার পরমাত্মাতে বিলীন হওয়ার নামই মুক্তি অথবা কৈবল্য। বৃত্তিসারূপ্য লাভই জীবভাব এবং যোগ সাধনের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া গেলে দ্রষ্টা পুরুষ যখন স্বীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হ'ন, উহাই যোগের ফল ও উহাই মুক্তিপদ। চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ প্রাপ্তির জন্য অভ্যাস এবং বৈরাগ্য প্রথম অবলম্বনীয়। বৈরাগ্যের দ্বারা দৃশুপ্রপঞ্চের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয় এবং নির্বীজ সমাধি লাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বাত্মা পরমপুরুষ ঈশ্বরে ভক্তিপূর্ব্বক চিত্তসংযমরূপ ঈশ্বর-প্রণিধানও কৈবল্য প্রাপ্তির প্রধান কারণ; কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধানে সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হইতে অথবা নির্বীজ সমাধি লাভ করিয়া মুক্তিপদ লাভ করিবার পক্ষে বহুবিধ অন্তরায় আছে। উক্ত অন্তরায় সমূহ বিদূরিত করিবার জন্য প্রণব জপ ও অন্যান্য বহুপ্রকারের সাধন দ্বারা একতত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে। একতত্ত্বের দ্বারা অন্তরায় সমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং যোগী ক্রমশঃ সবীজ সমাধির কতিপয় ভূমি অতিক্রম করিতে করিতে অন্তে আত্মপ্রসাদরূপ ঋতম্ভরা বুদ্ধি লাভ করতঃ নির্বীজ সমাধিভূমিতে উপস্থিত হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়া যা'ন। সে অবস্থায় আর উক্ত যোগিরাজ ভাগ্যবান সিদ্ধ মহাত্মাকে পুনরায় দৃশুপ্রপঞ্চের দ্বারা শৃঙ্খলিত হইয়া আবদ্ধ হইতে হয় না। আত্মা নিত্যমুক্ত, শুদ্ধ, অদ্বিতীয়, দ্বৈত প্রপঞ্চরহিত এবং জ্ঞানস্বরূপ। বৃত্তিসমূহের আবরণের দ্বারা অন্তঃকরণ চঞ্চল হইয়া আত্মার স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে। সবীজ সমাধি হইতে ক্রমশঃ নির্বীজ সমাধিতে উপস্থিত হইবামাত্র আপনা আপনি আত্মার স্বরূপ প্রকটিত হইয়া থাকে। একবার স্বরূপ প্রকটিত হইলে পুনরায় অজ্ঞান বা বন্ধন কিছুই থাকিতে পারে না। ইহাই যোগের দ্বারা নির্বীজ সমাধি লাভ পূর্ব্বক কৈবল্য প্রাপ্তির রহস্য ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত সাংখ্যপ্রবচন সম্বন্ধীয় যোগশাস্ত্রের
সমাধিপাদের সংস্কৃত ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত হইল।

সাধন পাদ।

আত্ম-সাক্ষাৎকারের দ্বারা যোগানুশাসনের পূর্ণ অধিকার লাভ হইয়া থাকে। যে হেতু সাত্ত্বিকী বুদ্ধির পূর্ণ রূপ ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উদয় হইলেই যোগানুশাসনের পূর্ণাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। কেবল সাত্ত্বিকী বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই যোগানুশাসন বিহিত হইয়াছে। অতএব যোগানুশাসনের অধিকার নির্ণয়, যোগানুশাসনের পূর্ণতালাভের অবস্থা বর্ণন, যোগানুশাসনের চরম ফল এবং যোগলাভ করিবার উপায়ের বিজ্ঞান প্রথম পাদে সবিস্তৃত ভাবে বর্ণন করিয়া মহর্ষি সূত্রকার সম্প্রতি এই পাদে যোগানুশাসনের ফলাকাঙ্ক্ষী এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধেচ্ছু সাধকগণের উপযোগী যোগসাধনের বিবিধ উপায় বর্ণন করিতেছেন।

তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলা হয় ॥ ১।

প্রথম পাদে মহর্ষি সূত্রকার সমাহিত সাধক অর্থাৎ নিশ্চলান্তঃকরণের উপযোগী সম্প্রজ্ঞাত প্রভৃতি যোগের বর্ণন করিয়া এখন এই সাধন পাদ নামক দ্বিতীয় পাদে অস্থিরমতি সাধকগণের উপযোগী বিবিধ সাধনোপায় বর্ণন করিতেছেন। যে সমস্ত জ্ঞানী সাধকগণের অন্তঃকরণ উন্নত ভূমিতে অধ্যারূঢ় হইয়া অস্থিরভাব বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাঁহাদের পক্ষে পূর্ব্ব-পাদ-কথিত সাধন সমূহই কল্যাণকর। কিন্তু যে সমস্ত নিম্নাধিকারী সাধকগণের চিত্ত এখনও নির্ম্মল হয় নাই, মুক্তির বাসনা মাত্র উদিত হইয়াছে তাঁহাদের যথাক্রমে তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ধীরে ধীরে তাঁহারা উন্নত ভূমিতে উন্নীত হইয়া সমাধিস্থ এবং কৈবল্য পদলাভ করতঃ মুক্ত হইতে সমর্থ হইবেন। শরীর মন এবং বাক্যের অনর্গল প্রবৃত্তিকে রুদ্ধ করিয়া বিষয় সম্বন্ধ হইতে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখার নাম তপ। নিয়মিত আবদ্ধ কুকুর যেরূপ শক্তিমান হইয়া মৃগয়ার বিশেষ সহায়ক হয়, তদ্রূপ তপস্যার দ্বারা শরীর মন এবং বাক্যের বিষয়বতী শক্তি সুসংযত হইয়া অত্যন্ত প্রবলবেগ ধারণ করে। তপস্বিগণের মধ্যে যেরূপ তপস্যার দ্বারা অলৌকিক সিদ্ধির প্রকাশ স্বভাবতঃই

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥

হইয়া থাকে, তপের দ্বারা সাধক যেরূপ অসীম ধর্ম্মফললাভ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যোগমার্গে সাফল্য প্রদান করিবার পক্ষে তপস্যা সর্ব্বপ্রধান সহায়ক। তপশ্চর্য্যা-রহিত পুরুষের যোগসিদ্ধি হওয়া অসম্ভব। যে হেতু বিনা তপস্যার অনাদি কর্ম্ম এবং অবিদ্যাদি ক্লেশের বাসনাজাত বিষয় সমূহ ও অন্তঃকরণের নানাবিধ মল ক্ষীণ হইতে পারে না। তপঃসাধনের দ্বারাই অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া সাধনশক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। প্রণব এবং সিদ্ধমন্ত্রের জপ ও মোক্ষপ্রদ শাস্ত্র সমূহের অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলা হয়। স্বাধ্যায়ের দ্বারা অন্তঃ-করণের জ্ঞানভূমি উন্নত হয় এবং ধীরে ধীরে সাধক নিজ লক্ষ্যস্থির করিয়া অগ্রগামী হইতে সমর্থ হন। পূর্ব্বপাদে সুন্দররূপে ঈশ্বর-প্রণিধানের বর্ণন করা হইয়াছে। এই সূত্রে গৌণী-ভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বর ভক্তি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই গৌণী ভক্তির সাধনের দ্বারা ক্রমশঃ পরাভক্তি লাভ হইয়া থাকে। ঈশ্বরে তদ্গত ভাব রূপ পরাভক্তি লাভ করিবার জন্য ভক্তি শাস্ত্রে যে শ্রবণ মনন কীর্ত্তনাদি সাধন সমূহ বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে গৌণী ভক্তি বলা হয়। গৌণী ভক্তি এবং পরাভক্তি ভেদে ভক্তির ভেদ দ্বিবিধ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পরাভক্তি রূপ শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-প্রণিধানই সমাধির সাক্ষাৎ কারণ। এবং গৌণী ভক্তি যাহা বৈধী এবং রাগাত্মিকা ভেদে দ্বিবিধ, উহা প্রথম অবস্থার ভগবদ্ভক্তি, তাহার দ্বারা যোগপথের পথিকগণ যোগশক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ফলনিরপেক্ষ হইয়া পরমগুরু শ্রীভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণও ঈশ্বরপ্রণিধান শব্দের অর্থ। প্রণিধানের প্রথম অবস্থায় এইরূপ সমর্পণ বুদ্ধিলাভ করিবার চেষ্টা এবং তন্নিমিত্তক বিধিনিষেধাত্মক সাধন হইয়া থাকে। ইহাই ক্রিয়াযোগান্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধানের তাৎপর্য্য। এইরূপ তপঃস্বাধ্যায়াদির সাহায্যে উন্নতি করিতে করিতে সাধক সমাধির দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥

এইরূপে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াযোগের লক্ষণ কি?

উহা সমাধিলাভ এবং ক্লেশ দূর করিবার জন্য করা হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

উহা শব্দের অর্থ ক্রিয়াযোগের ক্রম, যাহা পূর্ব্ব সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ক্রিয়াযোগ যখন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন বিবিধ বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণের নানাবিধ ক্লেশকে দগ্ধবীজের ন্যায় নষ্ট করিয়া দেয়। ঈশ্বর-প্রণিধাননিরত সাধকের

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥

সদ্‌গতি কিরূপে হইতে পারে পূর্ব্বপাদে তাহা বিস্তৃতভাবে প্রমাণিত করা হইয়াছে, উক্তরূপ সাধকের হৃদয়ে যখন ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয় স্বভাবতঃই তখন সমস্ত ক্লেশ বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। ব্যুত্থান অবস্থাতেই বিষয়ী জীবের চিত্ত অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশের দ্বারা দুঃখান্বিত হইয়া থাকে। অতএব তপ স্বাধ্যায় প্রভৃতি সাধনার দ্বারা ব্যুত্থান অবস্থা নিরুদ্ধ হইয়া যতই সমাধি অবস্থার উদয় হইতে থাকিবে ততই আপনা আপনি ক্লেশ সমূহ ক্ষীণ হইতে থাকিবে। সুখ দুঃখরূপ দ্বন্দ্বে আবদ্ধ হইয়াই জীব দুর্দ্দমনীয় ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকে। সাধক তপস্যা দ্বারা দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া ক্লেশমূল শিথিল করিতে সমর্থ হ'ন, সাধক ঈশ্বর-প্রণিধানের দ্বারা ক্রমশঃ সমাধি ভূমির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন এবং স্বাধ্যায় এই উভয়বিধ কার্য্যেরই সহায়ক হইয়া থাকে। এইজন্য যোগপথের পথিকের পক্ষে এই ত্রিবিধ সাধনেরই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপে উক্ত সাধক উন্নত অধিকার লাভ করত ক্রমশঃ নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যান ॥ ২ ॥

উক্ত ক্লেশ কি এবং কত প্রকারের?

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ এই পাঁচটী ক্লেশের ভেদ। ৩ ॥

ব্রহ্মানন্দের অবরোধক বৃত্তিনিচয়কে ক্লেশ বলা হয়। নিষ্কামভাব, ভগবদ্ভক্তি এবং জ্ঞান এই সমস্ত ব্রহ্মানন্দের প্রকাশক। কিন্তু অজ্ঞানোৎপন্ন যে সমস্ত বৃত্তি স্বভাবতঃই ব্রহ্মানন্দকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে অথবা তাহাকে বিষয়ানন্দে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়, যোগাচার্য্য সূত্রকার উক্ত বৃত্তি সমূহকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া উহাদের পৃথক্ পৃথক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই পঞ্চবিধ ক্লেশ অর্থাৎ দুঃখোৎপন্নকারী মিথ্যাজ্ঞান যেমন যেমন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই তমোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া জীবগণের মধ্যে অহঙ্কারকে দৃঢ় করিতে করিতে অন্তঃকরণে অজ্ঞানরূপ জড়তা বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, এই নিয়মানুসারে ক্রমশঃ সংসারের সুখদুঃখরূপিণী দুইটী নদী পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে হইতে জীবগণকে নিমজ্জিত করিয়া দেয়। পূর্ণরূপে এই পাঁচপ্রকার ক্লেশ পরবর্ত্তী সূত্রে বর্ণিত হইবে ॥ ৩ ॥

অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাঽভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ ॥ ৩ ॥

এই পঞ্চক্লেশের মধ্যে অবিদ্যার প্রাধান্য বর্ণন করা হইতেছে।

অবিদ্যাই অন্যান্য ক্লেশ সমূহের কারণ; উহার অবস্থা প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন এবং উদার যাহাই হউক॥ ৪॥

অবিদ্যা হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি হইয়া থাকে, অবিদ্যা হইতেই চৈতন্যময় জীব নিজেই নিজকে জড়ময় বিবেচনা করিয়া মায়াতে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে; এই আদিকারণরূপ অবিদ্যাই অন্য চারি প্রকার ক্লেশের কারণ। এই ক্লেশ সমূহের ভূমি চতুর্ব্বিধ, প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন এবং উদার। প্রসুপ্তের অর্থ নিদ্রিত, অস্মিতাদি ক্লেশ যখন নিদ্রিতরূপে অন্তঃকরণে বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কারণে উহা জাগ্রত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বহিরঙ্গ পদার্থের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ প্রতীত হয় না, যেমন বালকের হৃদয়ে ক্লেশাদি বৃত্তিসমূহ বর্ত্তমান আছে সত্য, কিন্তু সদানন্দময় বালকের হৃদয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন বাহ্যিক কারণে ক্লেশিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনরূপ ক্লেশেরই প্রকাশ হয় না। ক্লেশের এই অবস্থাকে প্রসুপ্ত বলা হয়। বৃত্তিরূপে সমস্ত ক্লেশ মনুষ্যের মধ্যে অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু বালকগণের মধ্যে উক্ত ক্লেশ সমূহ সুপ্তাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, সে কারণ বালক স্বভাবতঃই বৃত্তিরূপে উহা অনুভব করিতে পারে না, বস্তুতঃ কোন বাহ্যিক কারণে উত্তেজিত অথবা চালিত হইয়াই ক্লেশ সমূহ জাগ্রদবস্থাতে প্রকটিত হইয়া থাকে। তনু শব্দের অর্থ লঘু হওয়া, অর্থাৎ একটী বৃত্তি যখন কোন অন্যবৃত্তির প্রভাবে দমিত হইয়া লঘু অর্থাৎ ক্ষীণ হইয়া যায়, ক্লেশের উক্তাবস্থার নাম তনু। যেমন সাধন, স্বাধ্যায়, বিচার, তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা সাত্ত্বিক-বৃত্তি-সমূহ উৎপন্ন হইলে রাগ-দ্বেষাদিমূলক তামসিক-বৃত্তি-সমূহ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া যায়, সে সময় উক্ত ব্যক্তিতে ক্লেশমূলক বৃত্তিসমূহ অবশ্যই বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু সৎসঙ্গ ও সৎচর্চ্চার প্রভাবে উক্ত বৃত্তিসমূহ ক্ষীণ হইয়া দমিত হইয়া যায়। বিচ্ছিন্ন শব্দের অর্থ পৃথক্ পৃথক্ হওয়া, অর্থাৎ পরস্পর সহায়ক দ্বিবিধ বৃত্তির উদয় সময়ে একের পর দ্বিতীয়ের অনুভব হইয়া থাকে। যেমন কাম হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয় কিন্তু ক্রোধ উৎপন্ন হইবার সময় কামবৃত্তি পৃথক ভাবে দূরে সরিয়া যায়। এইরূপ ছিন্ন ভিন্ন অবস্থার নাম বিচ্ছিন্ন। অন্যরূপ দৃষ্টান্তের দ্বারাও ইহা বুঝাইতে পারা যায় যে প্রেমিকের কোমল প্রেমবৃত্তি প্রেমপাত্রে স্বীয় স্বার্থের প্রতিকূল দোষ দর্শন করিলে লুক্কায়িত হইয়া যায়, ও সে সময় উক্ত প্রেম-

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্॥ ৪॥

পাত্রের উপরে ক্রোধ, ঘৃণা অথবা দ্বেষের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং সে সময়ে তাহার পূর্ব্ব প্রেমবৃত্তি স্বাভাবিকরূপে বিচ্ছিন্নাবস্থা লাভ করিয়া থাকে। কোন বৃত্তি যখন পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, সাধারণ সাংসারিক কর্ম্মে যেরূপ প্রতীত হইয়া থাকে বৃত্তির উক্ত পূর্ণাবস্থার নাম উদার। এই উদার অবস্থাতে বৃত্তি সমূহ নিজ পূর্ণস্বরূপে প্রকটিত থাকিয়া জীবগণকে বিমোহিত করতঃ পূর্ণক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া থাকে। এইরূপ প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার নামক চতুর্ব্বিধ অবস্থাযুক্ত অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ নামক চারি প্রকার ক্লেশের উৎপত্তি-নিদান একমাত্র অবিদ্যা। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যেমন ক্ষুদ্র বটবীজ মহান বটবৃক্ষের কারণরূপ তদ্রূপই নানাবৃত্তিময়ী সৃষ্টির কারণ অবিদ্যারূপ বীজ। যেমন দগ্ধ বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম বা বৃক্ষোৎপত্তির সম্ভাবনা হইতে পারে না তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ অবিদ্যারূপ বীজ হইতেও নানা বৃত্তিময়ী সৃষ্টি হইতে পারে না। এই সূত্রে অবিদ্যার মৌলিক প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে এখন পরের সূত্রে উহার লক্ষণ বর্ণন করা হইবে ॥ ৪ ॥

অবিদ্যার লক্ষণ কি ?

অনিত্যে নিত্য, অপবিত্রে পবিত্র, দুঃখে সুখ এবং অনাত্মে আত্ম বিবেচনা করাই অবিদ্যা ॥ ৫ ॥

অবিদ্যা হইতেই বিপরীত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ যে বস্তুর যাহা বাস্তবিক স্বরূপ তাহা প্রকাশিত না করিয়া উহার বাস্তবিক স্বরূপের বিরুদ্ধ স্বরূপকে যে প্রকাশিত করে তাহাকেই অবিদ্যা বলা হয়। ইহা অবিদ্যারই প্রভাব যে বস্তুতঃ বিনাশশীল সংসাররূপ ইহলোক এবং স্বর্গাদি পরলোককে জীব নিত্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছে, বিষ্ঠামূত্রাদি অপবিত্র পদার্থপূর্ণ শরীরকে পবিত্র বলিয়া মনে করিতেছে, মাংসবসাদির বিকাররূপ স্ত্রী-শরীরকে মনোরম বিবেচনা করিয়া তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে, নাশবান্ ও পরমদুঃখকর বিষয় সমূহকে সুখদায়ী বলিয়া মনে করিতেছে এবং অবিদ্যা বশতঃই জীব অনাত্মা অর্থাৎ জড়রূপী এই পাঞ্চভৌতিক শরীরকে আত্মা অর্থাৎ চেতন বলিয়া বিবেচনা করিতেছে। এবম্বিধ নানা প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা জীবগণকে আবদ্ধ করিবার অবিদ্যাই একমাত্র কারণ। অজ্ঞান এবং জ্ঞানের সম্বন্ধ বশতঃ

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মশক্তি মহামায়ার ভেদ দ্বিবিধ, বিদ্যা জ্ঞান-প্রসবিনী এবং অবিদ্যা অজ্ঞান জননী। স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

বিদ্যাবিদ্যেতি তস্যা দ্বে রূপে জানীহি পার্থিব!

বিদ্যয়া মুচ্যতে জন্তুর্বধ্যতেঽবিদ্যয়া পুনঃ॥

অবিদ্যা বিপরীত ভাব প্রদর্শনের দ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং জীবগণকে সৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে। কালান্তরে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের প্রভাবে যোগানুশাসন-পথের পথিক জ্ঞান-প্রসবিনী বিদ্যার উপাসনার দ্বারা অবিদ্যা বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরম পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞান-জননী বিদ্যার উদয় না হয় ততদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞান-প্রসূতি অবিদ্যার দ্বারা জীব ক্লেশানুভব করিয়া থাকে। উক্ত অবিদ্যার দ্বারা মুগ্ধ হইয়া জীব সর্ব্বদা অনিত্যে নিত্য, অপবিত্রে পবিত্র, দুঃখে সুখ এবং অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে। অবিদ্যা বশতঃই মুগ্ধ হইয়া জীব পাপ কার্য্যকে পুণ্যকার্য্য এবং অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বিবিচনা করিয়া সর্ব্বদা দুঃখে আবদ্ধ হইয়া থাকে॥ ৫॥

অবিদ্যার লক্ষণের বর্ণনের পর ক্রমশঃ অন্য চতুর্ব্বিধ ক্লেশ বর্ণিত হইতেছে। যথা—

দৃক্‌শক্তি এবং দর্শনশক্তিতে অভেদ প্রতীতি হওয়াকে অস্মিতা বলে॥ ৬॥

পুরুষের মধ্যে জ্ঞান অর্থাৎ দর্শনশক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণে দর্শন করাইবার শক্তি আছে। স্বয়ং দ্রষ্টা এবং দর্শন করিবার যন্ত্র এক পদার্থ হইতে পারে না, কিন্তু যে কারণবশতঃ দ্রষ্টা পুরুষ এবং দর্শন করিবার যন্ত্ররূপ অন্তঃকরণ এক পদার্থরূপ প্রতীত হইয়া থাকে, মায়ার উক্ত প্রভাবের নামই অস্মিতা। সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণজ্ঞানময় পরমেশ্বর অস্মিতারহিত, এই কারণ তাঁহার মধ্যে কোনরূপ ভ্রম সম্ভবপর হইতে পারে না। কিন্তু জীবের জ্ঞানাংশ জীব এবং অন্তঃকরণের মধ্যে একতা স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্যই চেতনরূপ জীবাত্মা জড়াত্মক অন্তঃকরণের কৃতকার্য্যের কর্ত্তা ভোক্তারূপে নিজকে মানিয়া লয় ও এই ভ্রমজ্ঞানের জন্য নিজকে অন্তঃকরণের সহিত অভেদ বিবেচনা করিয়া সর্ব্ববিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। পরমাত্মা পরমপুরুষের স্বরূপে

দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাঽস্মিতা। ৬॥

সৎ চিৎ এবং আনন্দভাব এক অদ্বৈতভাবে বর্তমান থাকায় স্বরূপে অস্মিতা থাকিতে পারে না। যখন চিদ্‌ভাবময় ভাতি ও সদ্‌ভাবময় অস্তির পৃথক পৃথক অনুভব হইয়া থাকে সেই সময় দ্বৈতভাব-প্রবোধক অস্মিতার উদয় হইয়া থাকে। ইহাই জীব-ব্রহ্ম-ভেদকারী দ্বৈতভাবোৎপাদক অস্মিতার স্বরূপ। কিন্তু যখন চিত্তবৃত্তি নিরোধের চরমফলরূপ নির্ব্বিকল্প সমাধির উদয় হইয়া থাকে তখন অস্মিতা স্বীয় কারণস্বরূপা অবিদ্যার সহিত বিদ্যার প্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া যায়। এবং সেই সময়েই দ্রষ্টাপুরুষ নিজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। এই সূত্রে ইব শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে পুরুষ এবং বুদ্ধির একাত্মতা বাস্তবিক নহে। কেবল অনাদি অবিবেকের কারণই উভয়ের মধ্যে এই ভোক্তৃ-ভোগ্য ভাব ঔপচারিক হইয়া থাকে। বিবেকের উদয় হইলেই উহা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং পুরুষ স্বীয় জ্ঞানময় স্বরূপ অবগত হইয়া মুক্ত হইয়া যান ॥ ৬ ॥

এখন রাগরূপ তৃতীয় ক্লেশ বর্ণিত হইতেছে—

সুখ স্মরণ করিয়া তাহাতে যে প্রবৃত্তি হয় তাহাকে রাগ বলে ॥৭॥

সুখভোগের পর পরবর্ত্তিকালে সেই সুখ স্মরণ করিয়া উক্ত সুখবৃত্তিতে যে লোভ অর্থাৎ ইচ্ছা হয় তাহারই নাম রাগ। এই রাগের নিমিত্তই অন্তঃকরণ-রূপ জলাশয়ে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উত্থিত হয়। রাগই বাসনাজাত সংসার প্রপঞ্চের প্রধান কারণ। রাগ হইতে বাসনা, বাসনা হইতে রাগ এইরূপ কর্ম্মের অনন্তধারা প্রবাহিত করিয়া জীব নিরন্তর আবাগমন চক্রে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। রাগ রজোগুণমূলক ও রজোগুণ হইতেই সংসার প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়। এইজন্য সংসারের উৎপত্তি বিষয়ে রাগকেই জনকত্বের স্থান দেওয়া যাইতে পারে। রাগ হইতেই নিম্নগামী স্নেহ, উচ্চগামী শ্রদ্ধা, এবং সমগামী প্রেমের উৎপত্তি হয়। জীব এইরূপে রাগপাশে আবদ্ধ হইয়া নানাবিধ ভাবে সংসারে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। রাগরূপ ইচ্ছা বশতঃই জীব বিষয়রূপ শৃঙ্খলে জড়িত হইয়া পড়ে ॥ ৭ ॥

দ্বেষরূপ চতুর্থ ক্লেশ বর্ণিত হইতেছে—

দুঃখস্মরণ পূর্ব্বক তাহা হইতে উৎপন্ন বিরুদ্ধভাবনাকে দ্বেষ বলা হয় ॥ ৮ ॥

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥
দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

দুঃখানুস্মরণ দ্বারা দুঃখে অথবা তাহার সাধনে ক্রোধবৃত্তির সমতুল্য ও রাগবৃত্তির বিপরীত যে একরূপ বৃত্তির উদয় হয় তাহাকে দ্বেষ বলে। দুঃখের লক্ষণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে করা হইয়াছে। এজন্য এস্থলে তাহার বিশেষ বর্ণন করা হইল না। উক্ত দুঃখের স্মরণের দ্বারা দুঃখের ভয়ে দুঃখকর পদার্থে যে তীব্র অনিচ্ছা অর্থাৎ রাগের বিপরীত বৃত্তির উদয় হয়, তাহারই নাম দ্বেষবৃত্তি। দ্বেষ তমোগুণমূলক এবং এই বৃত্তি রাগবৃত্তির প্রতিকূলা। এই রাগ-দ্বেষবৃত্তি আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ শক্তি উৎপন্ন করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় কার্য্যের সাহায্য করিয়া থাকে। রাগ হইতে সৃষ্টি, দ্বেষ হইতে লয় এবং উভয়ের সমতায় স্থিতি হইয়া থাকে। এই জন্য রাগে রজোগুণ, দ্বেষে তমোগুণ এবং উভয়ের সমতায় সত্ত্বগুণের উদয় হইয়া থাকে। রাগ এবং দ্বেষ উভয়েই অবিদ্যার সহায়ক এবং এই উভয়ের সমভাবস্থাই বিদ্যার সহায়ক। জীবগণকে বন্ধন করিবার পক্ষে রাগ এবং দ্বেষ উভয়েরই শক্তি সমান। যেহেতু রাগ ব্যতিরেকে দ্বেষ এবং দ্বেষ ব্যতিরেকে রাগ স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। সংসারের এই দ্বন্দ্ব প্রপঞ্চ রাগদ্বেষমূলক। এই জন্য ক্লেশের বিচারে দ্বেষ ও পূর্ণ-শক্তিশালী ॥ ৮ ॥

এখন পঞ্চম ক্লেশ বর্ণিত হইতেছে—

জন্ম জন্মান্তরোৎপন্ন সংস্কারধারা দ্বারা মমত্বাদিরূপে নিজভাব লাভকারিণী ও অবিদ্বদগণের ন্যায় বিদ্বদগণের মধ্যেও স্থিতিশালিনী এবং মরণত্রাস-জন্য জীবনলালসারূপিণী যে বৃত্তি তাহাকে অভিনিবেশ বলে ॥ ৯ ॥

মূর্খ ই হউক অথবা পণ্ডিত, জ্ঞানীই হউন অথবা অজ্ঞানী, নিরক্ষর কিরাত হউক অথবা বেদবিদ্ বিপ্র সকলের মধ্যে একভাবে আত্মার শুভকারিণী যে বৃত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাকেই অভিনিবেশ বলা হয়। পুনঃ পুনঃ জন্ম জন্মান্তর লাভ করিবার হেতুভূত মৃত্যুদুঃখানুভব ও জীবন ধারণেচ্ছা জনিত যে সমস্ত সংস্কার আছে তাহাদিগকে স্বরস বলা হয়। অভিনিবেশ এই স্বরসসংজ্ঞক সংস্কার সমূহকে বহন করিয়া থাকে এই জন্য ইহাকে স্বরসবাহী বলা হয়। এই অভিনিবেশ অবিদ্বান মূর্খ এবং বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে সমভাবে বর্ত্তমান

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথা রূঢ়োঽভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥

থাকে। এই জন্যই সূত্রে অপি শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, প্রাণীমাত্রেই নিজের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে। অমরত্বের ইচ্ছা বিদ্বানগণেরও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মৃত্যুরূপ দুঃখভোগ ব্যতিরেকে জীবের এরূপ ইচ্ছা সম্ভবপর হয় না। মৃত্যুতে অনিচ্ছা এবং দীর্ঘায়ু লাভের ইচ্ছারূপ জীবের সাধারণ বৃত্তির মৃত্যুভয়ই একমাত্র কারণ। পূর্ব্বজন্মে মৃত্যুর সময় জীব যে নানারূপ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল উক্ত ঘোর ক্লেশানুভব হইতেই জীবমাত্রেরই মরণে অনিচ্ছা হয়। পুনর্জ্জন্ম সিদ্ধির পক্ষে ইহাও অন্যতম প্রমাণ। সদ্য প্রসূত বালক এবং জ্ঞান রহিত কীটের মধ্যেও যে মৃত্যুভয় দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বজন্মের সংস্কারই ইহার একমাত্র কারণ। প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ প্রমাণের দ্বারা মৃত্যুজনিত দুঃখের জ্ঞান হইলেও মৃত্যুভয় হইয়া থাকে ইহার দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে অবশ্য কোন পূর্ব্ব কারণ আছে উহাই পূর্ব্বজন্ম। পূর্ব্বজন্ম অনুভব হইয়াছিল, সেই সংস্কার বশতঃ এখন ও তাহার বোধ হইল, এইরূপ মৃত্যুভয়রূপ ক্লেশের জন্য স্বজীবন প্রার্থনা রূপ যে বৃত্তি তাহাকেই অভিনিবেশ বলে ॥ ৯ ॥

ক্লেশ সমূহ বর্ণন করিয়া এখন উহার লয়ের প্রকার বলা হইতেছে।

ক্রিয়াযোগের সহায়তায় প্রতিলোম পরিণামের দ্বারা চিত্তলয়ের সহিত পঞ্চ ক্লেশের সূক্ষ্ম সংস্কার বিলীন হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

সমাধিপাদে যে ব্যাধি প্রভৃতি চিত্তের বিক্ষেপ এবং যোগের বিঘ্ন সমূহ বর্ণিত হইয়াছে উক্ত সকলের মূলেই এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জন্য মহর্ষি সূত্রকার পূর্ব্বে এই ক্লেশ সমূহের লক্ষণ বর্ণন করিয়া এখন তাহার নাশের উপায় বর্ণন করিতেছেন। যোগাভিলাষিগণের প্রথমেই ক্লেশ সমূহ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন বস্তুর ত্যাগ অথবা গ্রহণ হইতে পারে না। এই জন্যই পূর্ব্ব সূত্রে উহার লক্ষণ, উদ্দেশ্য এবং উৎপত্তিস্থান বর্ণন করিয়া এখন তাহার ত্যাগের উপায় বর্ণন করিতেছেন। এই পঞ্চবিধ ক্লেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা এক সূক্ষ্মাবস্থা, দ্বিতীয় স্থূলাবস্থা। সূক্ষ্ম অর্থাৎ অন্তঃকরণে কারণরূপে এবং

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

স্থূল অর্থাৎ বিস্তৃতরূপে। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে যোগে অন্তঃকরণ বিলীন হইয়া গেলে বীজ নাশের ন্যায় সূক্ষ্ম অবস্থাপন্ন ক্লেশ তাহারই সঙ্গে অন্তমিত হইয়া যায়, এবং স্থিত থাকিলেও পুনরুৎপত্তি হয় না। স্থূল ক্লেশ সমূহ লয় করিবার উপায় পরসূত্রে বলা হইবে। সূক্ষ্ম ক্লেশের সম্বন্ধে ইহাই বলা হইল যে প্রতিলোম বিধির অনুসারে নিজ কারণরূপ অন্তঃকরণে অন্তঃকরণকে নিরোধ করিলেই লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ বৃত্তি নহে কিন্তু বৃত্তিসমূহের নিদান রূপ চিত্তগত সূক্ষ্মভাব সমূহই উক্ত পঞ্চ ক্লেশ। এই জন্ম যেরূপে বৃত্তিসমূহ বিলীন হয় সেইরূপেই তাহাদের লয় হইতে পারে। যখন সমাধির দ্বারা অন্তঃকরণ বিলীন হয় তখন অন্তঃকরণের সঙ্গে সঙ্গেই এই পঞ্চ ক্লেশও সমূলে লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

এখন স্থূল ভাবাপন্ন ক্লেশ সমূহের লয়োপায় বর্ণিত হইতেছে—

ক্লেশের স্থূলাবস্থাগত বৃত্তিসমূহ ধ্যানের দ্বারা বিনষ্ট করা উচিত ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বসূত্রে পঞ্চক্লেশের সূক্ষ্মাবস্থা সমূহ বিনষ্ট করিবার উপায় বর্ণন করিয়া এই সূত্রে স্থূল অবস্থা বিনষ্ট করিবার উপায় বর্ণন করিতেছেন। সূক্ষ্মভাবময় ক্লেশ-সমূহের সূক্ষ্মাবস্থা যখন কার্য্যে পরিণত হয় তখন উহারা বৃত্তিরূপে অন্তঃকরণকে বিচলিত করিয়া থাকে। যে সমস্ত ক্লেশের কার্য্য আরম্ভ হইতেছে এরূপ উচ্চা-বস্থাপ্রাপ্ত প্রবল বৃত্তিসমূহকেই স্থূল বৃত্তি বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। সুখ-দুঃখ-মোহপ্রদ এই স্থূল বৃত্তি সমূহ অন্তঃকরণের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। এই জন্ম যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তঃকরণকে ধ্যানাদি যোগক্রিয়ার দ্বারা রুদ্ধ না করা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা কখনও নিরুদ্ধ হইতে পারে না। এই কারণ এই স্থূল-বৃত্তি-সমূহ ধ্যানরূপ ক্রিয়া যোগের দ্বারাই বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতেছে যে, জীব যখন অসদ্বস্তুকে সদ্বস্তুরূপে, পাপকে পুণ্যরূপে অন্তঃ-করণের দ্বারা বিবেচনা করিতে থাকে উহাকেই অবিদ্যাবৃত্তি বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। জীব যখন শরীরকে আত্মারূপে অনুভব করিতে থাকে উহাই অস্মিতার স্থূল বৃত্তি। রাগ হইতে যখন প্রীতি প্রভৃতি এবং দ্বেষ হইতে যখন শত্রুতা প্রভৃতি বৃত্তি প্রকটিত হইয়া অন্তঃকরণকে চঞ্চল করিয়া তোলে উহাই রাগদ্বেষের উচ্চ স্থূল অবস্থা। ঐরূপ বাঁচিবার ইচ্ছা এবং মৃত্যুভয় জনিত বিশেষ বিশেষ বৃত্তি

ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥

প্রকটিত হইয়া যখন অন্তঃকরণকে মুগ্ধ করিয়া দেয় উহাই অভিনিবেশের উদার স্থূল অবস্থা। এই স্থূল অবস্থা সমূহকে বিলীন করা অপেক্ষাকৃত সুগম। অর্থাৎ ধ্যাতা ধ্যান এবং ধ্যেয়রূপী ত্রিপুটী দ্বারা যখন অন্তঃকরণকে আবদ্ধ করা যায় সে সময় এই স্থূল বৃত্তি সমূহ আপনা আপনি অন্তঃকরণে অন্তর্হিত হইয়া যায়। যে হেতু ধ্যানের অবস্থায় ত্রিপুটী ব্যতিরেকে আর কিছুই থাকে না। এই জন্ত স্থূল বৃত্তি সমূহ স্বতঃই বিলীন হইয়া যায়। যেমন প্রথমে জলের দ্বারা ধৌত করিলে বস্ত্রের উপরের স্থূলময়লা বিনষ্ট হইয়া যায় পশ্চাৎ ক্ষারাদির দ্বারা ধৌত করিলে সূক্ষ্মময়লাও অপগত হইয়া যায়; তদ্রূপ ধ্যানাদি ক্রিয়ার দ্বারা অন্তঃকরণকে স্থির করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই স্থূল বৃত্তি সমূহ বিলীন হইয়া যায় এবং অন্তঃকরণ সমাধিস্থ হইলে বীজরূপে বর্ত্তমান সূক্ষ্মবৃত্তি সমূহও বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে নিয়মিত ধ্যানাদি সাধনের দ্বারা মহাক্লেশদায়ক স্থূলবৃত্তি সমূহও অতিক্ষীণ হইয়া অন্তঃকরণে বিলীন হইয়া যায়, এবং তখনই সাধক এই মহাশত্রু সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন ॥ ১১ ॥

এখন এই ক্লেশ সমূহ হইতে কাহার উৎপত্তি হয় তাহাই বর্ণিত হইতেছে—

পঞ্চক্লেশ হইতে কর্ম্মাশয় উৎপন্ন হয় যাহা দৃষ্টজন্ম এবং অদৃষ্টজন্মে ভোগ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে মহর্ষি সূত্রকার প্রথমে ক্লেশের ভেদ ও অনন্তর ক্লেশ-নিবৃত্তির উপায় বর্ণন করিয়া এখন এই সূত্রে ক্লেশজাত কর্ম্মাশয়ের বর্ণন করিতেছেন। শুভাশুভ কর্ম্মানুষ্ঠান জন্ম বাসনাত্মক ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ যে সংস্কার সমূহ তাহাকে কর্ম্মাশয় বলে। চিত্তভূমির উপরে ফলকাল পর্য্যন্ত সংস্কার রূপে কর্ম্মের স্থিতি নিবন্ধন 'আশয়' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। পঞ্চক্লেশের কারণই এইরূপ শুভাশুভাত্মক কর্ম্মাশয়ের উৎপত্তি হয়। এবং ইহা হইতে যে পাপময় ও পুণ্যময় কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে উক্ত কর্ম্মকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা এক দৃষ্টজন্মবেদনীয় এবং দ্বিতীয় অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। যে সমস্ত কর্ম্মের ফল এই জন্মেই ভোগ হইয়া থাকে তাহাকে দৃষ্টজন্ম-বেদনীয় ও যে সমস্ত কর্ম্মের ভোগ এই জন্মে হয় না, কেবল উহার সংস্কার সঙ্গে থাকিয়া পরজন্মে ভোগোৎপাদন করিয়া থাকে এরূপ কর্ম্মকে অদৃষ্টজন্মবেদনীয় বলা হয়। এই পঞ্চক্লেশের

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥

প্রভাবে জীবের অন্তঃকরণে যে বৃত্তিরূপ তরঙ্গ উত্থিত হয়, উহার চিহ্নরূপ সংস্কার যখন অন্তঃকরণাকাশে অঙ্কিত হইয়া যায় তখন উহাকে কর্ম্মাশয় বলা হয়। জীব অন্তঃকরণ অথবা শরীরের দ্বারা যাহাই কিছু কর্ম্ম করুক না কেন, জীবের স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীরের কর্ম্মরূপ বৃক্ষের সংস্কাররূপ বীজ উহার অন্তঃকরণের চিত্তাকাশে একত্রিত হইয়া যায় এবং পুনরায় জন্মান্তরে এই বীজ সমূহ কর্ম্মভোগরূপ ফলোৎপাদন করিয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত ফলোৎপন্ন না হয় ততদিন পর্য্যন্ত উহাকে দৃষ্টজন্মবেদনীয় বলা হয়। দৃষ্টজন্মবেদনীয় এবং অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্ম সদসৎ কর্ম্মের তীব্র এবং লঘু গতির অনুসারে হইয়া থাকে। যে সমস্ত সৎ অথবা অসৎ কর্ম্মের ফল এরূপ তীব্র হয় যে যাহা জীবের এই জন্মের কর্ম্ম ভেদ করিয়া নিজকর্ম্মের ফলোৎপাদন করে উহাকে তীব্রকর্ম্ম দৃষ্টজন্মবেদনীয় বলা হয়। যেমন মহাত্মা নন্দিশ্বর দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিবার জন্য তীব্র তপস্যার দ্বারা সেই জন্মেই মনুষ্যযোনি হইতে দেবযোনি লাভ করিয়াছিলেন। এবং যেরূপ তীব্র সৎকর্ম্মের দ্বারা নন্দিশ্বর দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন তদ্রূপ তীব্র অসৎ কর্ম্মের দ্বারা একই জন্মে রাজা নহুষ তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদিও এই জন্মকৃত কর্ম্মের ফল জন্মান্তরেই ভোগ হইয়া থাকে; কিন্তু কদাচিৎ যখন সদসৎ কর্ম্মের বেগ অত্যন্ত উগ্র হয় তখন তীব্রতা বশতঃ উহা এই জন্মেই ফলদায়ক হইয়া থাকে। কর্ম্মের এই অলৌকিক এবং বিশেষ অবস্থাকেই দৃষ্টজন্ম-বেদনীয় বলা হয়। অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মের স্বরূপ সাধারণ, যে হেতু সাধারণ জীবগণের মধ্যেই এই কর্ম্মের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে জীবকৃত পাপ অথবা পুণ্যকর্ম্মের ফল সঙ্গে সঙ্গেই লাভ হইত। এই কর্ম্মের সংস্কার জীবের অন্তঃকরণে বীজরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া জন্মান্তরে বৃক্ষরূপ ধারণ করতঃ ফল প্রদান করিয়া থাকে। মহর্ষি সূত্রকার দৃষ্টাদৃষ্ট ভেদে যদিও কর্ম্মের দ্বিবিধ ভেদই বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু বেদান্তাদি শাস্ত্রে উহা ত্রিবিধ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, উহা অবগত হইতে পারিলে এই সূত্রের অর্থ অধিক সুস্পষ্ট ও সুগম হইয়া যাইবে। অবস্থা ভেদে বিভক্ত কর্ম্ম সমূহকে ত্রিবিধ ভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ। অনন্তজন্ম হইতে জীব যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে এবং যাহার ভোগ করিবার সময় জীব এখন প্রাপ্ত হয় নাই, সংস্কাররূপে কেবল জীবের কর্ম্মাশয়েই বর্ত্তমান রহিয়াছে উক্ত কর্ম্ম সমূহকে সঞ্চিত বলা হয়। জীব যে সমস্ত নূতন কর্ম্ম সংগ্রহ করিতেছে,

বহ্নিস্তম্ভো জলস্তম্ভশ্চিরজীবিত্বমেব বা।
বায়ুস্তম্ভঃ ক্ষুৎপিপাসানিদ্রাস্তম্ভনমে চ।
কায়ব্যুহশ্চ বাক্‌সিদ্ধি মৃতানযনমীপ্সিতম্।
সৃষ্টিসংহারকর্তৃত্বং প্রাণকর্ষণমেব চ।
প্রাণানাঞ্চ প্রদানঞ্চ লোভাদীনাঞ্চ স্তম্ভনম্।
ইন্দ্রিয়াণাং স্তম্ভনঞ্চ বুদ্ধি-স্তম্ভন মেব চ।
কল্পবৃক্ষত্ব সত্যানুসন্ধানে অমরত্বকম্॥

অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, বশিত্ব, গরিমা, ঈশিত্ব, কামাবসায়িতা, দূরশ্রবণ, পরকায়-প্রবেশ, মনোযায়িত্ব, অভীপ্সিত-সর্ব্বজ্ঞত্ব, বুদ্ধিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, চিরজীবিত্ব, বায়ুস্তম্ভ, ক্ষুৎস্তম্ভ, পিপাসাস্তম্ভ, নিদ্রাস্তম্ভ, কায়ব্যূহ, বাক্‌সিদ্ধি, ঈপ্সিতমৃতানয়ন, সৃষ্টিকর্তৃত্ব, সংহার কর্তৃত্ব, প্রাণাকর্ষণ, প্রাণ প্রদান, লোভাদিস্তম্ভন, ইন্দ্রিয়স্তম্ভন, বুদ্ধিস্তম্ভন, কল্পবৃক্ষত্ব, অমরত্ব এবং সত্যানুসন্ধান। এতন্মধ্যে ক্ষুধা জয় ও পিপাসা জয় নামক দ্বিবিধ সিদ্ধি লাভের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। মুখের মধ্য দিয়া উদরে বায়ু এবং ভোজ্যাদি পদার্থ পাইবার জন্য যে কণ্ঠ ছিদ্র রহিয়াছে উহাকে কণ্ঠকূপ বলা হয়, উক্ত স্থলে সংযম করিলে ক্ষুধা এবং পিপাসার নিবৃত্তি হয়। নাভি প্রদেশে যেমন তৃতীয় চক্র আছে তদ্রূপ কণ্ঠকূপের নিকটেও পঞ্চম চক্র বিদ্যমান রহিয়াছে, ক্ষুৎপিপাসার ক্রিয়ার সহিত উক্ত চক্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে, এই হেতু উক্ত কণ্ঠকূপস্থিত চক্রে সংযম করিলে ক্ষুধা ও পিপাসা জয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন॥ ৩০॥

পঞ্চদশ সিদ্ধি বর্ণিত হইয়াছে।—

কূর্ম্মনাড়ীতে সংযম করিলে স্থৈর্য্যলাভ হয়॥ ৩১॥

পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে যে ক্রিয়াসিদ্ধাংশের সমস্ত বিষয় শ্রীগুরুদেবের মুখারবিন্দ হইতেই অবগত হইতে পারা যায়; তদ্রূপ ঈড়া, পিঙ্গলা প্রভৃতির স্থান এবং গতি, কূর্ম্মাদি নাড়ীর স্থান এবং ষট্‌চক্রের বিশেষ বিবরণ প্রভৃতি ক্রিয়াসিদ্ধাংশ ও শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতেই জানিতে পারা যায়। যদিও প্রত্যক্ষ শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ পদার্থ বর্ণিত হইতে পারে, তথাপি প্রত্যক্ষ

কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্॥ ৩১॥

উহার পরিণাম কি হয় তাহাই বর্ণিত হইতেছে—

কর্ম্মাশয়ের কারণীভূত ক্লেশ বর্ত্তমান থাকায় তাহার বিপাকে জাতি, আয়ু এবং ভোগ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ইহা পূর্ব্ব সূত্রেই বলা হইয়াছে যে কর্ম্মের সংস্কার সমূহকে কর্ম্মাশয় বলা হয়, যখন উক্ত কর্ম্মাশয়ের কর্ম্মরূপ বীজ হইতে ভোগবৃক্ষের উৎপত্তি হয় তখন উহাকে বিপাক বলে। যেমন যতক্ষণ পর্য্যন্ত তণ্ডুলের উপরে তুষ বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্তই উক্ত তুষ-সহিত তণ্ডুল অর্থাৎ ধান বপন করিলে তাহা বীজরূপে পরিণত হয়। তদ্রূপ যতদিন পর্য্যন্ত ক্লেশ বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত সাধনের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ক্লেশের লয় না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মাশয়ের বিপাকরূপ কর্ম্মফল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই কর্ম্ম-বিপাক ত্রিবিধ। যথা এক জাতি, দ্বিতীয় আয়ুঃ এবং তৃতীয় ভোগ। যে সমস্ত ব্যক্তির গুণ পরস্পর মিলিত হয় সেই সমুদায়ের নাম জাতি। গুণই কর্ম্মের সহায়ক এই জন্য গুণ এবং কর্ম্মভেদেই জাতিভেদ হইয়া থাকে। যেমন জীবের উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ জাতি, মনুষ্যের মধ্যে অনার্য্য ও আর্য্যজাতি এবং আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রজাতি; ঐরূপ দৈবজগতে ঋষি, দেবতা এবং পিতৃ, এবং দেবতাগণের মধ্যে গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর প্রভৃতি অনেক জাতি। জীবের সূক্ষ্ম শরীর ভোগ শরীর নহে অর্থাৎ স্থূলশরীরের সাহায্যে জীব কর্ম্মভোগ করিয়া থাকে। এক স্থূল শরীরের সহিত যতদিন পর্য্যন্ত জীবের সম্বন্ধ থাকে তাহাকে আয়ুঃ বলে, যেমন এক মনুষ্যের আয়ুঃ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত। বিষয়, ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রার সাহায্যে অন্তঃকরণে যে সুখজ্ঞান এবং দুঃখজ্ঞান হইয়া থাকে তাহার নাম ভোগ। আয়ুর্বিজ্ঞান অবগত হইবার জন্য ইহা বিবেচনা করা উচিত যে আয়ুঃ কিরূপে উৎপন্ন হয়? মনুষ্যেতর জীবের আয়ুঃ সমষ্টিপ্রকৃতির অধীন। এ জন্য উহাদের মধ্যে বিচার করিবার কিছু নাই। কিন্তু মনুষ্যের আয়ুঃ নিশ্চয় করিবার ক্রম এই যে মনুষ্য এক স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া যখন দ্বিতীয় স্থূল শরীর ধারণ করে সে সময় উহার কর্ম্মাশয়ে বর্ত্তমান প্রাচীন সংস্কার সমূহের কিয়দংশ যাহা প্রথমে বর্দ্ধিত হইয়া অঙ্কুরোন্মুখ হয় উক্ত সংস্কার সমূহের ফলোৎপত্তি পর্য্যন্ত উক্ত জীবের আয়ুঃ

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥

বিবেচিত হয়। যেমন সপ্তপ্রকার ধাতুর মধ্যস্থলে যদি চুম্বককে রাখিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উহার চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত অন্যান্য ধাতু সমূহ নিজ নিজ স্থানেই পতিত থাকে কিন্তু লোহ যেখানেই থাকুক আকর্ষিত হইয়া চুম্বকের সহিত মিলিয়া যায় ঠিক তদ্রূপ জীবের এক স্থূলশরীর পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় স্থূলশরীর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই অন্তিম প্রবল সংস্কার যে শ্রেণীর হইবে সেই শ্রেণীর সংস্কার উহার প্রাচীন সংস্কার সমূহ হইতে আকর্ষিত হইয়া উক্ত অন্তিম প্রবল সংস্কারের সহিত মিলিত হয় ও দ্বিতীয় শরীরের উপাদানরূপে পরিণত হইয়া থাকে; উহারই ফলে জাতি আয়ুঃ এবং ভোগ হইয়া থাকে। এবং ভোগের যে সময় নিশ্চিত হয় তাহাকেই আয়ুঃ বলে। অন্য ভাবেও ইহা বুঝান যাইতে পারে। যেমন এক গভীর জলাশয়ের অন্তঃস্থলে যে জলরাশি থাকে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল তাহার উপরের জলই দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ চিদাকাশে অঙ্কিত অনন্ত কর্ম্ম-রাশি যেখানের সেইখানেই বর্ত্তমান থাকে, কেবল দ্বিতীয় স্থূলশরীর ধারণ করি-বার সময় চিদাকাশ হইতে আকর্ষিত হইয়া যত প্রকার সংস্কার মনুষ্যের চিত্তাকাশে সংযুক্ত হয় উহারই দ্বারা জাতি আয়ুঃ এবং ভোগের উৎপত্তি হয়। এবং উহার ভোগকালকে আয়ুঃ বলা হয়। ভোগের বিষয় অবগত হইবার জন্য ভোগের সহিত যে তিনটী বস্তুর সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যের মানসিক প্রকৃতি, শারীরিক প্রকৃতি এবং বিষয়। সাধু সন্ন্যাসীর মানসিক প্রকৃতির সহিত বিষয়ী রাজার মানসিক প্রকৃতির তারতম্য হওয়ায় বিষয়ভোগেও তারতম্য হইবে। ঐরূপ তামসিক মনুষ্যের শারীরিক প্রকৃতি হইতে সাত্বিক মনুষ্যের শারীরিক প্রকৃতির আকাশ পাতালের ন্যায় পার্থক্য থাকায় বিষয়ভোগেও অনেক অন্তর হইবে। এবং বিষয়ের পার্থক্য থাকিলেই ভোগেরও পার্থক্য হইবে। অতএব ভোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই ত্রিবিধ বিষয় অবশ্যই অবস্থান্তর উৎপন্ন করিবে। এইরূপ কর্ম্মাশয় রূপ কর্ম্মবীজ হইতে যে বিপাকরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় উহার জাতি, আয়ুঃ এবং ভোগরূপ ত্রিবিধ ফলই হইয়া থাকে। কর্ম্মাশয় হইতে কর্ম্মবিপাকের উৎপত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুগণের এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে এক কর্ম্ম একই জন্মের অথবা অনেক জন্মের কারণ হয়। দ্বিতীয় সন্দেহ এরূপ হইতে পারে যে অনেক কর্ম্ম অনেক জন্ম প্রদান করে, অথবা অনেক কর্ম্ম একজন্ম উৎপন্ন করে? ইহার উত্তরে বিচার যোগ্য এই যে যদি এককর্ম্মকে একজন্মের কারণ মানা যায় তাহা হইলেও সিদ্ধান্ত করা কঠিন হইবে, কেন না অনাদি কাল হইতে অনাদি

সৃষ্টি দ্বারা অসংখ্য কর্ম্ম সমূহের মধ্যে পরমেশ্বর যদি এক কর্ম্ম হইতে একই জন্ম প্রদান করেন তাহা হইলে কর্ম্ম সংগ্রহের সময় অথবা কর্ম্ম সংগ্রহের যখন কোন নিয়ম নাই অর্থাৎ একদিনেই অথবা অল্প সময়ের মধ্যে মানুষ দেবযোনি পশুযোনি এবং মনুষ্যযোনি ইত্যাদি বিবিধ যোনির উপযুক্ত কর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারে তখন উক্ত নিয়মানুসারে জন্মও হওয়া উচিত। কিন্তু এরূপ স্বীকার করিবার কোন নিয়মই বিচার যোগ্য পাওয়া যাইবে না ও ভগবানের অভ্রান্ত নিয়মে অনিয়মরূপ ভ্রান্তি দৃষ্টি গোচর হইবে; এইজন্য এরূপ হইতে পারে না এবং এরূপ স্বীকার করিলে মনুষ্যগণকে বিপ্রতিপন্নও হইতে হইবে। কেন না, যদি একদিনে ভ্রমবশতঃ কেহ সৎকর্ম্মের সহিত পশুযোনি লাভের উপযোগী কোন কর্ম্ম করিয়া ফেলে, এবং পুনরায় দেবযোনি লাভের উপযোগী কর্ম্ম করে, কিন্তু এই নিয়ম স্বীকার করিলে মধ্যে তাহাকে পশুযোনি লাভ করিতে হইবে এই জন্যই ইহা অসম্ভব। যদি এককর্ম্ম হইতে অনেক জন্ম হওয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে পূর্ব্বাপরের অনন্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া যায় সুতরাং ইহাও অসম্ভব। কেন না যদি এক কর্ম্ম হইতে অনেক জন্মের উৎপত্তি হয় তাহা হইলে অপরাপর অনেক কৃতকর্ম্মের ফলোৎপত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইরূপ অনেক কর্ম্ম ও অনেক জন্মের কারণ হইতে পারে না। যেহেতু এক সময়ে অনেক জন্ম হওয়া অসম্ভব। এই সমস্ত বিচারের দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে পূর্ব্বাপরের সমস্ত কর্ম্ম কর্ম্মাশয়রূপ একস্থানে মিলিত হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ প্রধান ও অপ্রধান রূপে ফলদান সহকারে দৃষ্টাদৃষ্টরূপ জন্ম এবং জন্মান্তরের উৎপাদক হয়। অর্থাৎ যে কর্ম্ম প্রধান হয় উহা হইতেই জাতি আয়ুঃ এবং ভোগরূপ এক জন্মের প্রাপ্তি না হয়, এবং এই জন্মেই যদি কোন তীব্র কর্ম্ম করা হয়, পূর্ব্বসূত্রে যেরূপ বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা হইলে উহাও এই সমস্ত প্রধান কর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া এই জন্মেই ফল প্রদান করিয়া থাকে। এবং এই নিয়মানুসারে অপ্রধান কর্ম্মের মধ্যে কিছু প্রধান কর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া দ্বিতীয় জন্ম সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই দর্শন ইহা সিদ্ধ করিতেছে যে যোগশক্তি দ্বারা সাধক নিজ প্রাচীন বহুবিধ সংস্কার আকর্ষণ করিয়া অথবা নিজ নবীন কর্ম্মকে দমিত করিয়া নিজ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ অধিকারকে ন্যূনাধিক করিতে সমর্থ হন। যোগবিজ্ঞানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে অলৌকিক তপস্যা দ্বারা মনুষ্য নন্দীশ্বরের দেবজাতি লাভ এবং মানবীয় ভোগ হইতে দৈবী ভোগ

লাভ হওয়াও সম্ভব। তদ্রূপ যোগদর্শনবিজ্ঞানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ন্যায় যদি কেহ লোকোত্তর যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হয় তবে নিজ শারীরিক এবং মানসিক প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া একই জন্মে ব্রহ্মর্ষি হইতে পারে। ইহাই যোগদর্শনবিজ্ঞানের অলৌকিকতা। ১৩ ॥

ইহার ফল কি হয়?

উহারা পুণ্য এবং পাপের হেতু, সুখ এবং দুঃখ ফলযুক্ত হয় ॥১৪॥

উহারা অর্থাৎ জাতি আয়ুঃ এবং ভোগ। সংসারে দুই প্রকার কর্ম্ম হইয়া থাকে। এক পুণ্যরূপ শুভকর্ম্ম এবং দ্বিতীয় পাপরূপ অশুভ কর্ম্ম। এই জন্য জাতি, আয়ুঃ এবং ভোগরূপ কর্ম্মবিপাক পুণ্য অর্থাৎ সুখদায়ক এবং পাপ অর্থাৎ দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্মজনিত জাতি, আয়ুঃ এবং ভোগ সুখদায়ক হয়, ঐরূপ পাপকর্ম্মজনিত জাতি, আয়ুঃ এবং ভোগ দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। এই সংস্কার জন্য ভোগ বৈচিত্র্যের কারণ সুখপ্রদ বিবিধ স্বর্গলোক, দুঃখপ্রদ নানাবিধ নরক লোক, ঘোর ক্লেশময় প্রেতলোক এবং শান্তিপূর্ণ পিতৃলোক প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সমস্ত ভোগলোক কর্ম্মাশয়ের ক্রিয়ার সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। এই স্থূল সংসারেও জ্ঞানী সংন্যাসী এবং জ্ঞানহীন গৃহস্থ, বলবান রাজা ও নির্ব্বল প্রজা, সুখী ধনী এবং দুঃখী নির্ধন প্রভৃতির ভেদ কর্ম্মাশয়ের প্রভাবানুসারেই হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানী যোগিগণের অনুভব বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ইহার বর্ণন পরবর্ত্তী সূত্রে করা হইবে। ১৪ ॥

বিবেকিগণ উহা কিরূপ বিবেচনা করেন?

বিষয় সুখের সহিত পরিণাম দুঃখ, তাপদুঃখ এবং সংস্কার দুঃখ বর্ত্তমান থাকায় এবং সত্ত্বরজস্তমোগুণজনিত সুখদুঃখমোহাত্মক বৃত্তিনিচয়েরও পরস্পর বিরোধ হওয়ায় বিবেকিগণ বিষয়সুখ সমূহকে দুঃখই বিবেচনা করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

প্রাণিমাত্রেরই রাগের দ্বারা সুখ এবং দুঃখের জ্ঞান হইয়া থাকে। যেখানে রাগ আছে সে স্থলে রাগের বিরুদ্ধ বৃত্তিও অবশ্যম্ভাবী। রাগের উক্ত বিরুদ্ধ বৃত্তির নাম দ্বেষ। এই জন্য জীব যে কিছু কর্ম্ম করিয়া থাকে উক্ত কর্ম্ম সমূহ রাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া রাগজ কর্ম্ম, অথবা দ্বেষ হইতে উৎপন্ন হইয়া দ্বেষজ

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥
পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥

কৰ্ম্মরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। জীবগণ এই দ্বিবিধ কর্ম্মই করিয়া থাকে। এই সমস্ত কর্ম্মের ফল দুই প্রকারে হয়। এক সুখদায়ক, দ্বিতীয় দুঃখদায়ক। সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে সুখদায়ক কর্ম্ম এবং দুঃখদায়ক কর্ম্মের মধ্যে এইটুকু পার্থক্য যে, যে কর্ম্মের ভোগে জীবের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয় উহাকে সুখ বলে, এবং যে কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ পরিতৃপ্ত না হইয়া চঞ্চল হয় তাহাকে দুঃখ বলা হয়। এই বিচারের বিরুদ্ধে দেহাত্মবাদীগণ যদি সন্দেহ করেন যে এরূপ হইতে পারে না, কেন না, ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ভোগে পরিশ্রান্ত হইয়া আপনা আপনি শান্ত হইয়া যায়। এইজন্য বিষয় ভোগের দ্বারাই শান্তিলাভ হইতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে যদি প্রকৃতির অবস্থা একরূপ হইত তাহা হইলে কখন উহা সম্ভব পর হইত, কিন্তু প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী এবং অস্থির, সেইজন্য এক অবস্থার পরে অবস্থান্তর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন বিষয় ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ তমোগুণযুক্ত হইয়া শান্তবৎ প্রতীত হইতে থাকে সে সময়ে তমোগুণই উক্ত শান্তাবস্থার কারণ। কিন্তু পুনরায় যখন স্বাভাবিক নিয়মানুসারে গুণ সমূহ পরিবর্ত্তিত হইয়া তমোগুণের স্থানে রজোগুণের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে তখন অবশ্যই উক্ত ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য করিবার উপযুক্ত হইয়া পুনরায় নিজ লক্ষ্যের অনুসন্ধান করিতে থাকে। যেমন ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নি শান্ত হয় না, কিন্তু সামান্য সময়ের জন্য তেজোহীন হইয়া পুনরায় তীব্রতর তেজ ধারণ করে, তদ্রূপ, জীবের ইন্দ্রিয়গণ বিষয় ভোগের দ্বারা শান্ত হয় না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা বলবান হইয়া বিষয়ভোগে প্রবলতর হইয়া উঠে। এইরূপ বিচারের দ্বারা যোগিগণ সুখ এবং দুঃখ এই উভয়কেই পরম দুঃখ বলিয়া মনে করেন। যেমন শারীরিক রোগের উপশমকারী আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র চতুর্ব্যূহ অর্থাৎ রোগ, হেতু, আরোগ্য এবং চিকিৎসা এই চারিটীর দ্বারা শরীরের রোগ নাশ করিয়া থাকে তদ্রূপ, ভবরোগনাশকারী যোগশাস্ত্র নিজ চতুর্ব্যূহ অর্থাৎ হেয়, হেতু, হান এবং হানোপায় এই চতুর্ব্বিধ উপায়ের দ্বারা জীবের মহান ভবরোগ নাশ করিয়া দেয়। এই চারিটীর মধ্যে দুঃখবহুল সংসার হেয়, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হেয়হেতু, সংযোগের অত্যন্ত নিবৃত্তি হান, এবং বিবেকের দ্বারা পুরুষলাক্ষাৎকার হানোপায়। জীবহিতকারী পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ দর্শন শাস্ত্রের দ্বারা সুখ এবং দুঃখের বিচার করিবার সময় ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বস্তুতঃ সুখ এবং দুঃখ উভয়েই এক পদার্থ। কেন না সুখের অভাবকে দুঃখ এবং দুঃখের

অভাবকে সুখ বলিয়া স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যখন নিজ বিষ লাভ করিবার জন্য চঞ্চল হয় এবং উক্ত চাঞ্চল্য বশতঃ ইন্দ্রিয়গণের যে বিকলতা উপস্থিত হয় উহারই নাম দুঃখ। পুনরায় যখন বিষয়লাভের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ নিজ লক্ষ্য লাভ করিয়া অল্পসময়ের জন্য নিশ্চঞ্চল হইয়া যায় উক্ত অবস্থার নাম সুখ। তদনন্তর পুনরায় বিষয় ক্ষণভঙ্গুর হওয়ার জন্য ইন্দ্রিয়গণের উক্ত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, এবং অবলম্বনের নাশে পূর্ব্ববৎ উহারা চঞ্চল হইয়া দুঃখোৎপাদন করিয়া থাকে। এই ক্রমানুসারে সুখ হইতে দুঃখ এবং দুঃখ হইতে সুখ লাভ হইয়া থাকে। এই কারণ বশতঃ পরস্পর এক অন্যের কারণ হওয়ায় জ্ঞানবান যোগিগণ উভয়কেই দুঃখস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করেন স্বরূপের বিচারে দুঃখের ত্রিবিধ অবস্থা হয়। যথা—এক তাপদুঃখতা, দ্বিতীয় পরিণামদুঃখতা, এবং তৃতীয় সংস্কারদুঃখতা। সুখের অবস্থায় মনুষ্যকে নিজের সমান দেখিয়া ঈর্ষা, নিকৃষ্টকে দেখিয়া ঘৃণাদি বৃত্তি হইতে যে একপ্রকার দুঃখোদয় হইয়া থাকে উক্ত অবস্থার নাম তাপদুঃখতা। সুখ ভোগকালে সুখসাধনের সম্পূর্ণ অভাবে সুখবিরোধী পদার্থের অস্তিত্ব ও তৎপ্রতি দ্বেষের দ্বারা সুখাভাবের আশঙ্কা এবং সুখ বৃদ্ধির অনুক্ষণ চিন্তাতে সুখপ্রয়াসী বিষয়াসক্ত মানব যে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে উহার নাম তাপদুঃখ। পরিণাম দুঃখ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বর্ণন করা হইয়াছে, অর্থাৎ সুখ ভোগের পরিণামে ভোগ তৃষ্ণা নিবৃত্ত না হইয়া ঘৃতাহুতিযুক্ত বহ্নির ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে যে অশান্তি এবং চাঞ্চল্য জনিত দুঃখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে উহাকেই পরিণামদুঃখ বলা হয়। এতদ্ভিন্ন সুখ ভোগের পরেই অর্থাৎ যে বিষয়লাভ করিবার জন্য ইন্দ্রিয় সমূহ ধাবিত হইয়াছিল; সেই বিষয় পূর্ণ হইবার পরেই যে বিকলতার উদয় হয় সেই অবস্থাকেও পরিণামদুঃখ বলা হয়। সুখকর অথবা দুঃখকর বস্তুর উদয়ে ভোগের দ্বারা রাগ-দ্বেষ-জনিত সংস্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এবং সংস্কার হইতে পুনরায় বাসনা সমূহ জাগ্রত হইয়া সুখের প্রতি রাগ এবং দুঃখের প্রতি দ্বেষ জন্মাইয়া থাকে। এইরূপে সংস্কার ধারার অবিরাম গতির দ্বারা আবাগমন-চক্রে পতিত হইয়া জীবের যে দুঃখোদয় হয় উহাকে সংস্কার দুঃখবলে। এছাড়া বিষয় ভোগের কাল অতীত হইয়া গেলে (যেরূপ বৃদ্ধাবস্থায় বিষয় সুখের স্মৃতি হয়) পুনরায় উহা লাভ করিতে গিয়া নিরাশ হওতঃ পূর্ব্ব সুখের স্মৃতির দ্বারা যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহাকেও সংস্কারদুঃখ বলা হয়। প্রকৃতি ত্রিগুণময় হওয়ার

বিষয়ির অন্তঃকরণে প্রকৃতির স্বধর্ম্মানুসারে সর্ব্বদাই সত্ত্বগুণের দ্বারা সুখময়ী চিত্তবৃত্তি, রজোগুণের দ্বারা দুঃখময়ী চিত্তবৃত্তি এবং তমোগুণের দ্বারা মোহময়ী চিত্তবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। এবং এই সুখদুঃখ মোহাত্মিকা বৃত্তি সমূহের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকায় কখন সুখময়ী বৃত্তির উদয় এবং অন্য দুই বৃত্তির পরাভব, কখন দুঃখময়ী বৃত্তির উদয় এবং অন্য দুই বৃত্তির পরাভব, কখন মোহময়ী বৃত্তির উদয় এবং অন্য দ্বিবিধ বৃত্তির পরাভব, এইরূপে বিষয়ী জীবের চিত্তে গুণবৃত্তিবিরোধজনিত দুঃখ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। এই ত্রিবিধ দুঃখস্বরূপ পরিণাম ও গুণবৃত্তিবিরোধজন্য দুঃখ প্রত্যেক সুখের সহিত সন্নিবিষ্ট থাকে। প্রজ্ঞাযুক্ত যোগিগণ এইরূপ বিচার সম্পন্ন হইয়াই বিষয় সম্বন্ধীয় সুখ এবং দুঃখ উভয়কেই সুবর্ণময় শৃঙ্খল ও লৌহময় শৃঙ্খলের ন্যায় বস্তুতঃ বন্ধনের স্বরূপ অবগত হইয়া দুঃখময় বিবেচনা করিয়া থাকেন। বৈষয়িক সুখে এইরূপ দুঃখ বোধ কেবল মাত্র বিবেকী পুরুষের হৃদয়েই উৎপন্ন হয়। অবিবেকী বিষয়ী পুরুষ এই সমস্ত বিষয়ে কিছু মাত্র দুঃখ দেখিতে না পাইয়া বিষয়মুগ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য সূত্রে 'বিবেকিনঃ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে বিবেকিগণ অক্ষিপাত্রের ন্যায় হইয়া থাকেন অর্থাৎ যেমন ঊর্ণাতন্তু শরীরের কোন অঙ্গে পতিত হইলে যদিও উহার দ্বারা কোন রূপ ক্লেশ হয় না কিন্তু নেত্রে পতিত হইলে ক্লেশদায়ক হয়, কখন কখন চক্ষু নষ্টও হইয়া যায়, ঠিক তদ্রূপ বিষয়সুখের সহিত অবশ্যম্ভাবী পরিণামাদি দুঃখ অবিবেকী বিষয়ির চিত্তে কোনরূপ দুঃখ জন্মাইতে না পারিলেও বিবেকিগণ উহাদিগকে দুঃখের স্বরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে মিথ্যাজ্ঞানরূপিণী অবিদ্যাই ক্লেশ, কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল সমূহের কারণ। এখন এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি সূত্রকার এই সিদ্ধান্ত করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই সমস্ত হইতে যে সুখ এবং দুঃখরূপ ফলের উদয় হইয়া থাকে উহার মূলে অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকায় বাস্তবিক পক্ষে উভয়ই পরম দুঃখকর এই জন্য যোগযুক্ত জ্ঞানি-পুরুষের বিচারে উহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ১৫ ॥

এখন চতুর্ব্যূহের মধ্যে হেয়ের স্বরূপ লিখিত হইতেছে—

অপ্রাপ্ত দুঃখ পরিত্যাগযোগ্য ॥ ১৬ ॥

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥

যে দুঃখ ভোগ করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। যাহা সম্প্রতি বর্ত্তমান কালে ভোগ হইতেছে উহাও বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। যে হেতু এই উভয়বিধ দুঃখই জীবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এখন যে দুঃখ ভবিষ্যত কালে উপস্থিত হইবে তাহাই বিচার করিবার যোগ্য অর্থাৎ যাহার ভোগ এখনও আরম্ভ হয় নাই কিন্তু হওয়া অবশ্যম্ভাবী। উক্ত অপ্রাপ্ত দুঃখের গতি বিচার করিয়া সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া দেওয়াকেই যোগিগণ পুরুষার্থ বলিয়া থাকেন, মহর্ষি সূত্রকারের এই সূত্রেরঅভিপ্রায় এই যে অপ্রাপ্ত দুঃখকেই ত্যাগযোগ্য বিবেচনা করিয়া সাধকগণ সাধনা করিয়া থাকেন। বিবেকজ্ঞানের উদয় হইলে ভবিষ্যতে ফলপ্রদ আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক দুঃখের বীজ পর্য্যন্ত যখন বিনষ্ট হইয়া যায় তখন পুরুষের বন্ধনসাধন কোন বস্তুই থাকে না। এবং পুরুষ স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হন। অতএব যোগিগণের পুরুষার্থ দ্বারা সর্ব্বদা এরূপ প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য যাহাতে অনাগত ভবিষ্যৎ দুঃখের উৎপত্তি হইতে না পাবে। ত্রিবিধ দুঃখের আলোচনা করিলে ইহাই নির্ণয় হইবে যে স্থূল এবং সূক্ষ্মশরীর হইতে সাক্ষাৎ উৎপন্ন যে শারীরিক এবং মানসিক দুঃখের উদয় হয় উক্ত দুঃখ সমূহকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলা হয়। দৈবপ্রেরণা বশতঃ বজ্রপাতাদির দ্বারা অথবা ঐরূপ অন্যকারণ হইতে যে সমস্ত দুঃখের উদয় হইয়া থাকে, উহাদিগকে আধিদৈব দুঃখ বলা হয় এবং অন্য ব্যক্তি অথবা অন্য জীবের দ্বারা যে সমস্ত দুঃখলাভ হইয়া থাকে উহাদিগকে আধিভৌতিক বলা হয়। যদিও এই সমস্ত দুঃখ কর্ম্মজ তাহা হইলেও আধ্যাত্মিক দুঃখ সর্ব্বদা জীবপিণ্ডে উৎপন্ন হইয়া থাকে, দেবতাগণ স্বয়ং আধিভৌতিক দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকেন। এবং আধিভৌতিক দুঃখ কর্ম্মপ্রেরণা বশতঃ অন্য পিণ্ডের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদিও দেবতাগণই সমস্ত কর্ম্মের প্রেরক তথাপি এই ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে নিমিত্তভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং এই সমস্ত দুঃখের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থা বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বসূত্রে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব তত্ত্বজ্ঞানিগণ যখন নিজের বিচার দ্বারা দুঃখের স্বরূপ এবং উহাদের অবস্থা নির্ণয় করিয়া লইতে সমর্থ হ'ন; তখন অবশ্যই উহাদিগকে হেয় বিবেচনাকরিয়া উহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে নিরন্তর প্রযত্ন করিতে থাকেন ॥ ১৬ ॥

ক্রমপ্রাপ্ত হেয়হেতু নির্ণীত হইতেছে—

দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগ হেয়হেতু অর্থাৎ অনাগত ত্রিবিধ দুঃখের কারণ ॥ ১৭ ॥

দ্রষ্টা অর্থাৎ দর্শনকর্ত্তা, দৃশ্য অর্থাৎ যাহা দেখা যায়; এই উভয়ের একত্ব-সম্বন্ধই ত্রিবিধ দুঃখময় সংসারের কারণ। দ্রষ্টা পুরুষ অবিদ্যা বশতঃ দৃশ্য অর্থাৎ বুদ্ধিস্বরূপ অন্তঃকরণের সহিত মিলিত হইয়া নিজেই নিজকে অন্তঃকরণের ন্যায় বিবেচনা করিতে থাকে। এইরূপ বিবেচনা করাই দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের একত্বসম্বন্ধ। অনাদি অবিদ্যা বশতঃ শুদ্ধ মুক্ত চৈতন্য যখন নিজেই নিজকে অন্তঃকরণ বিবেচনা করে তখন জড়রূপিণী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির স্বাভাবিক গুণ সমূহের দ্বারা প্রাকৃতিক অন্তঃকরণেও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। অর্থাৎ বিষয়ের সাহায্যে অন্তঃকরণ বিষয়বিশিষ্ট হইয়া উক্ত বিষয় সমূহের সাহায্যেই সুখদুঃখরূপ ক্লেশানুভব করে এবং উক্ত অনুভব চৈতন্যরূপ পুরুষ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। যেমন সংসারে অনেক বালক আছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেরই রোগও হইয়া থাকে, কিন্তু রুগ্ন বালককে রোগের যন্ত্রণায় অস্থির দেখিয়া উক্ত বালকের স্নেহময়ী জননী যেমন নিজেই নিজকে রোগান্বিতা বলিয়া মনে করেন, সংসারের অন্য বালককে দেখিয়া ক্লেশানুভব করেন না, তদ্রূপ শুদ্ধ মুক্ত চৈতন্যও অবিদ্যাবশতঃ নিজেই নিজকে জড়ময় অন্তঃকরণ রূপে মানিয়া লওয়ায় অন্তঃকরণে অনুভূত ক্লেশ সমূহ অনুভব করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ হেয়হেতু সম্বন্ধে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইহা অবগত হইয়া থাকেন যে, অজ্ঞানজননী অবিদ্যা হইতে চিজ্জড়-গ্রন্থিরূপ যে দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের মিথ্যা সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে, উহাই সমস্ত দুঃখের মূল। দ্রষ্টা, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব এবং দুঃখের পরপারে স্থিত, দৃশ্যরূপিণী প্রকৃতি পরিণামিনী হওয়ায় দুঃখপ্রসবিনী; এবং এই উভয়ের অজ্ঞানজাত মিথ্যা সম্বন্ধ যখন সমস্ত দুঃখের কারণ তখন উক্ত সম্বন্ধ যাহাতে স্থিত না হয় তত্ত্বজ্ঞানিগণ সর্ব্বদা যোগানুসাধনে রত থাকিয়া সে বিষয়ে প্রযত্ন করিয়া থাকেন। এই সূত্রে মহর্ষি সূত্রকারের তাৎপর্য্য এই যে, দ্রষ্টা পুরুষ এবং দৃশ্য অন্তঃকরণের একত্ব সম্বন্ধই আদি কারণ হওয়ায় সমস্ত ক্লেশের নিদান স্বরূপ, এইজন্য এই দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের একত্ব সম্বন্ধ মুমুক্ষুগণের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ১৭ ॥

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

সম্প্রতি হান-বর্ণন প্রসঙ্গে প্রথমে দৃশ্যের স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে—

প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-স্বভাব, স্থূল সূক্ষ্ম ভূত ও ইন্দ্রিয়াত্মক এবং ভোগ ও মোক্ষের হেতুভূত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির স্বরূপই দৃশ্য ॥ ১৮ ॥

সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ, রজোগুণের স্বভাব কার্য্য করা এবং তমোগুণের স্বভাব স্থিতি অর্থাৎ আলস্য। প্রকাশ, ক্রিয়া এবং স্থিতিরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ গুণ, এই তিনটি পরস্পর পরস্পরের সহিত মিশিয়া থাকে। যেখানে যে গুণের প্রাধান্য সেখানে সেই গুণেরই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই প্রাধান্য বশতঃ উক্ত গুণ ও গুণের কার্য্যকে উক্ত গুণেরই স্বরূপ বর্ণন করা হয়। এইজন্য সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময় দৃশ্যকে প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীল বলা হয়। সূত্রে কথিত 'ভূত' শব্দের দ্বারা পৃথিব্যাদি পঞ্চ স্থূল ভূত হইতে আরম্ভ করিয়া রূপ রসাদি পঞ্চ তন্মাত্রা পর্য্যন্ত স্থূল সূক্ষ্ম ভূতাত্মক দশটি বিষয় অবগত হওয়া উচিত। ইন্দ্রিয় শব্দের দ্বারা পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ, যাহাতে মহত্তত্ত্ব, অহং তত্ত্ব এবং মন বর্ত্তমান রহিয়াছে এই ত্রয়োদশ বস্তু বিবেচনা করা উচিত। এইরূপে মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব মন, পঞ্চ তন্মাত্রা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বকে দৃশ্য বলা হয়, ত্রিগুণবৈষম্যের দ্বারা উহা প্রকটিত হইয়া থাকে। এবং ত্রিগুণের যে সাম্যাবস্থা উহাকে প্রকৃতি বলে। প্রকৃতি-বিকার-রূপ এই দৃশ্যের সহিত ঔপচারিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকায় পুরুষ দৃশ্যের ভোক্তা এবং এই দৃশ্যের স্বরূপ অবগত হইয়াই পুরুষ অপবর্গ লাভ করিতে সমর্থ হয়। এইজন্য পুরুষের পক্ষে ভোগ ও অপবর্গের প্রয়োজন হওয়ায় সূত্রে দৃশ্যকে 'ভোগাপবর্গার্থ' অর্থাৎ পুরুষের পক্ষে ভোগ এবং অপবর্গের কারণ-স্বরূপ বলা হইয়াছে। প্রকৃতি যখন স্বীয় ত্রিগুণবৈষম্য বশতঃ পরিণামিনী হইয়া চতুর্বিংশতি অঙ্গে বিভক্ত হয় তখনই উহার নাম অবিদ্যা। প্রকৃতির এই বৈষম্যাবস্থাই বন্ধনের হেতু। প্রকৃতি যখন স্বীয় পরিণামিনী অবস্থা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিজ ত্রয়োবিংশতি বিকারকে নিজের মধ্যে মিলিত করিয়া স্বীয় চতুর্বিংশতি সাম্যাবস্থাতে উপস্থিত হয় এবং সত্ত্বগুণময় স্বরূপ ধারণ করে

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যং ॥ ১৮ ॥

গুণই তাহাকে বিত্তারূপে অভিহিত করা হয়। এবং এই বিদ্যাই জীবের মুক্তির হেতু হইয়া থাকে। এই জন্যই দৃশ্যকে ভোগ এবং মোক্ষ উভয়েরই হেতু বলা হইয়াছে। এই সংসার ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিস্তার মাত্র। ত্রিগুণপ্রকৃতিময় অন্তঃকরণ জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ, নেত্র এবং ত্বকরূপ পঞ্চেন্দ্রিয়, রস, গন্ধ, শব্দ, রূপ এবং স্পর্শরূপ পঞ্চ তন্মাত্রার সাহায্যে বাহ্যিক বিষয়সমূহকে গ্রহণ করিতে করিতে গুণপ্রাধান্যানুসারে সৃষ্টিক্রিয়া করিতে থাকে, সুতরাং সৃষ্টি কেবল ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিরই বিস্তার মাত্র। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নিষ্ক্রিয় পুরুষ অবিদ্যা বশতঃই নিজেই নিজকে অন্তঃকরণরূপে মানিয়া লইয়াছে; এইজন্য প্রতাপশালী দিগ্বিজয়ী মহারাজার যোদ্ধৃগণ কর্তৃক জয়-পরাজয়রূপ যুদ্ধকার্য্য নিষ্পন্ন হইলেও মহারাজাই যেমন উক্ত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ প্রকৃতিকৃত বন্ধন ও মোক্ষরূপ কর্ম্মের ফল পুরুষই ভোগ করিয়া থাকে। পুরুষ দ্রষ্টা এবং প্রকৃতি দৃশ্য। অবিদ্যা বশতঃ যতদিন পর্য্যন্ত দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে, ততদিন পর্য্যন্ত সৃষ্টি ও ততদিন পর্য্যন্ত ভোগও আছে। এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেই মুক্তস্বভাব পুরুষ প্রকৃতির শৃঙ্খল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মুক্ত হইয়া যাইবে ॥ ১৮ ॥

দৃশ্যের লক্ষণ বর্ণন করিয়া এখন উহার চতুর্ব্বিধ অবস্থা বর্ণিত হইতেছে—

গুণের অবস্থা চতুর্ব্বিধ যথা—বিশেষাবস্থা, অবিশেষাবস্থা, লিঙ্গাবস্থা, এবং অলিঙ্গাবস্থা ॥ ১৯ ॥

আরও বিশেষভাবে দৃশ্যরূপিণী প্রকৃতির বর্ণন করিবার জন্য এই সূত্রে উহার চতুর্ব্বিধ অবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনকর্ত্তা মহর্ষি কপিল ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে চতুর্বিংশতি তত্ত্বে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রা, কর্ণ, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা এবং নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং এই সমস্তের আধাররূপ অন্তঃকরণের মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই ত্রিবিধ ভেদ, এইরূপে ত্রয়োবিংশতি ও অব্যক্তা প্রকৃতি সর্ব্বসমেত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি ভেদ। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অবস্থা ত্রিবিধ ও অব্যক্তা প্রকৃতি, এই সমস্ত মিলিত হইয়া গুণের চতুর্ব্বিধ ভেদ কীর্ত্তিত

বিশেষাঽবিশেষলিঙ্গমাত্রাঽলিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি ॥ ১৯ ॥

হইয়াছে। যথা—পঞ্চভূত, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন পর্য্য
বিশেষাবস্থা, পঞ্চ তন্মাত্রা ও অহঙ্কার পর্য্যন্ত অবিশেষাবস্থা. জ্ঞানের আধা
মহত্তত্বই লিঙ্গাবস্থা, এবং সাম্যাবস্থাযুক্ত প্রকৃতিই অর্থাৎ প্রধানের অবস্থা
অলিঙ্গাবস্থা, যোগিগণের এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার জ্ঞান হওয়া কর্ত্তব্য। কেন ন
এই চতুর্ব্বিধ অবস্থাই হেয়। এবং এই চতুর্ব্বিধ অবস্থায় দৃশ্যের জ্ঞানের দ্বারা
দ্রষ্টা পুরুষ নিজ স্বরূপে স্থিত হইতে পারে। যে পদার্থ হইতে পুরুষের বন্ধ
হয় যদি যোগযুক্ত অন্তঃকরণের দ্বারা যোগী উহার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে
পারেন, তবে উহাতে অধিষ্ঠিত পুরুষকে নিজ দৃশ্যে কখন আবদ্ধ হইতে
হইবে না ॥ ১৯ ॥

হেয়রূপ দৃশ্যের বর্ণন করিয়া এখন দ্রষ্টার বিষয় বর্ণিত হইতেছে—

দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ যদিও চেতনমাত্র ও ধর্ম্মাধর্ম্ম রহিত তথাপি বুদ্ধি বৃত্তিতে উপরত হইলে দ্রষ্টার ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

মহর্ষি সূত্রকার পূর্ব্বসূত্রে দৃশ্যের স্বরূপ বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়া এখন
এই সূত্রে দ্রষ্টার স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। জ্ঞানরূপিণী বুদ্ধি দ্বারাই জীব সদসৎ
রূপ কর্ম্মের বিচার করিতে সমর্থ হয়। জীবের আধারস্থল অন্তঃকরণ এবং
অন্তঃকরণের প্রধান বৃত্তি বুদ্ধি, বুদ্ধির সহিত পুরুষের নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান
বিচারবান পুরুষ যখন নিজ বুদ্ধির সদসৎ ভাবের বিচার করিতে থাকেন, তখন
ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পুরুষই বুদ্ধির সদসৎ অবস্থার বিচারকর্ত্তা। বহিদৃষ্টি
বৰ্দ্ধিত হওয়ায় বুদ্ধি যতক্ষণ পর্য্যন্ত চঞ্চল থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহাতে এরূপ
বিচার হইতে পারে না, পুনরায় বুদ্ধি স্থির হইয়া গেলে জ্ঞানস্বরূপ পুরুষের
সাহায্যে উহা এইরূপ বিচার করিবার যোগ্যতা লাভ করে। জ্ঞানস্বরূপ চেতন
পুরুষের সাহায্যেই বুদ্ধিতে সদসৎ বিবেচনা করিবার জ্ঞানশক্তি উৎপন্ন হয়।
বুদ্ধির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ যতই অধিক হয় ততই জ্ঞানশক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে,
এই সমস্ত কারণ বশতঃই পুরুষ এবং বুদ্ধির স্বতন্ত্রতা সিদ্ধ হইয়া থাকে। দ্রষ্টা
পুরুষ শুদ্ধ সাক্ষীস্বরূপ, ও কেবল চেতনমাত্র, দৃশ্য প্রকৃতির সংসর্গ বশতঃ
উহাতে প্রকৃতির দোষ প্রতিভাত হইতে থাকে এবং উক্ত চেতন পুরুষ প্রকৃতির
দ্রষ্টারূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। এই সূত্রে 'মাত্র' শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ২০ ॥

এই যে পুরুষ বস্তুতঃ চেতন স্বরূপ চেতনবিশিষ্ট বা চৈতন্যধর্ম্মের ধর্ম্মী নহে। এইরূপ ধর্ম্মধর্ম্মীভাব নিরসনের জন্যই মাত্র শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। শুদ্ধ শব্দের অর্থ পরিণামাদি ধর্ম্মরহিত। প্রত্যয় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি। ইহার অনুসরণ করিয়া চৈতন্যস্বরূপ এবং ধর্ম্মধর্ম্মিভাবরহিত উদাসীন পুরুষও দ্রষ্টার ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন, ইহাই 'প্রত্যয়ানুপশ্য' শব্দের তাৎপর্য্য। বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া পুরুষের এইরূপ দ্রষ্টারূপে প্রতিভাত হওয়াই বন্ধন, এবং বিবেকের দ্বারা নিজ উদাসীন চৈতন্যময় স্বরূপ অবগত হওয়াই মুক্তি। যেমন শুভ্র স্ফটিকমণির সম্মুখে যদি কোন রঙের পদার্থ রাখা যায় তবে স্ফটিকমণি স্বভাবতঃ নির্ম্মল, শুদ্ধ এবং সঙ্গরহিত হইলেও উক্ত রঙেরই আকার ধারণ করে। ঠিক তদ্রূপ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব পরিণামরহিত পুরুষ প্রকৃতিরূপ দৃশ্যের সম্বন্ধ বশতঃ দ্রষ্টারূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। এই প্রকার দৃশ্যরূপে দ্রষ্টার প্রতীতিই বন্ধন, ও দৃশ্যের যথার্থ স্বরূপ এবং নিজের যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়াই পুরুষের মুক্তি ॥ ২০ ॥

দৃশ্য এবং দ্রষ্টার স্বরূপ বর্ণন করিয়া এখন উহার পরস্পরাপেক্ষিত সম্বন্ধ বর্ণিত হইতেছে—

দ্রষ্টৃ পুরুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদনের জন্যই দৃশ্যের স্বরূপ, কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে। ২১ ॥

ইহা পূর্ব্বেই বর্ণন করা হইয়াছে যে দৃশ্য অর্থাৎ পরিণামিনী প্রকৃতিই সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে, পুরুষ নিষ্ক্রিয়, কিন্তু দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ, এবং দৃশ্য অর্থাৎ পরিণামিনী প্রকৃতির একত্র সম্বন্ধ নিবন্ধন দ্রষ্টা দৃশ্যকৃত কার্য্যকে নিজ বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। এখন এই সূত্রে মহর্ষি সূত্রকার ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন যে যদি এইরূপই হয় তবুও প্রকৃতি যাহা কিছু করিতেছে উহা পুরুষের ভোগ এবং মোক্ষেরই জন্য করিতেছে। যেমন পুত্রোৎপন্ন হইলেই মাতৃস্তনে দুগ্ধের স্ফুরণ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু উক্ত দুগ্ধ পুত্রের ভোগের জন্যই হইয়া থাকে। পুরুষের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই প্রকৃতির অস্তিত্ব। যদি পুরুষের অস্তিত্ব না থাকিত তাহা হইলে প্রকৃতিরও অস্তিত্ব থাকিত না। যেমন নিষ্ক্রিয় চুম্বকের সম্মুখে অবস্থিত লৌহের মধ্যে স্বভাবতঃই ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥ ২১ ॥

দ্রষ্টা পুরুষের [illegible] স্থিত দৃশ্যের মধ্যে তন্মাত্রা ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যে কিছু র এবং ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে ঐ সমস্ত কিছুই দৃশ্যের নিজের জন্য নহে কিন্তু পুরুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদনের জন্যই হইয়া থাকে। ইহাই সূত্রগত 'এব' শব্দের তাৎপর্য্য। পুরুষ প্রকৃতির উক্ত বিকার সমূহকে দর্শন করিতে করিতে উহা হইতে পৃথক হইয়া যখন স্বরূপস্থিত হইয়া যায়, সে সময় উক্ত পুরুষের পক্ষে প্রকৃতির অস্তিত্বেরও কোন প্রয়োজন হয় না। এইজন্য স্বরূপস্থিত পুরুষের প্রকৃতি সে অবস্থায় বিলীন হইয়া যায়, পর পর সূত্রে ইহা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইবে। এই সূত্রের তাৎপর্য্য ইহাও যে নিত্য মুক্ত পুরুষের পক্ষে প্রকৃতির অস্তিত্ব কেবল বন্ধনাবস্থাতেই প্রয়োজন হয়—মুক্তাবস্থাতে কোন আবশ্যক হয় না। কিন্তু প্রকৃতি পরাধীনা, সেজন্য প্রকৃতির অস্তিত্ব পুরুষের অস্তিত্বসাপেক্ষ। কেননা প্রকৃতি শক্তিরূপিণী এবং জড়রূপা ও পরাধীনা হওয়ায় শক্তিমান্ চেতন ও স্বাধীন পুরুষের সত্তা ব্যতিরেকে প্রকৃতির সত্তা থাকিতে পারে না। অতএব দৃশ্য প্রকৃতির সত্তা দ্রষ্টা পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্যই হইয়া থাকে। ২১ ॥

মুক্তামুক্ত পুরুষের পক্ষে দৃশ্যের স্থিতি কিরূপ হয়?

মুক্ত পুরুষের প্রকৃতি নষ্ট হইয়া গেলেও বস্তুতঃ প্রকৃতির নাশ হয় না যে হেতু উহা অন্যের মধ্যে ভান হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষের জন্যই দৃশ্য অর্থাৎ পরিণামিনী প্রকৃতির প্রয়োজনীয়তা, পূর্ব্বসূত্রে ইহাই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে যখন দৃশ্যই পরিণামরহিত এবং অক্রিয় হইয়া যাইবে, তখন জগতের সমস্ত দ্রষ্টাই মুক্ত হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যদিও জ্ঞানের উদয় হইলেই সমস্ত অবিদ্যারূপ ভ্রমের নাশ ও সেই সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্য পদার্থ সমূহের ও বিনাশ হইয়া যায়, ইহা সত্য, কিন্তু এরূপ পূর্ণজ্ঞানরূপিণী ঋতম্ভরার উদয় ও দৃশ্যরূপিণী প্রকৃতির নাশ একই জীবপিণ্ডে হইয়া থাকে। প্রকৃতি: পুরুষের অনাদি ও অনন্ত সম্বন্ধ অন্যান্য অসংখ্য জীব পিণ্ডে বর্ত্তমান থাকে। যে পিণ্ডের দৃশ্য নষ্ট হইয়া যায় কেবল উহারই দ্রষ্টা মুক্ত হইয়া যান, কিন্তু দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সম্বন্ধযুক্ত অনন্ত জীব অনাদিকাল হইতে

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥ ২২ ॥

অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, কেন না জীবসৃষ্টির প্রবাহ অনাদি ও অনন্ত। যে পুরুষের প্রকৃতি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে কেবল তাহাতেই প্রকৃতির নাশ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু অন্যান্য অনন্ত জীবের অনন্ত প্রকৃতি বর্ত্তমান থাকিবেই। তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত জীবপিণ্ডের পুরুষ দৃশ্যের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া গেলেও অন্যান্য জীবপিণ্ডে প্রকৃতির বৈভব পূর্ব্ববৎ থাকিবে। সুতরাং এরূপ শঙ্কা করা নিষ্প্রয়োজন। ২২ ॥

অনন্ত জীবগণের মধ্যে এইরূপ অনাদি সংযোগ কি কারণে হইয়া থাকে—

দৃশ্য এবং দ্রষ্টার মধ্যে স্বরূপোপলব্ধিনিমিত্তিক যে ভোগ্যভোক্তৃ-ভাব সম্বন্ধ উহাকে সংযোগ বলা হয় ॥ ২৩ ॥

স্বশক্তি অর্থাৎ দৃশ্যস্বভাব, স্বামিশক্তি অর্থাৎ দ্রষ্টৃস্বরূপ এই উভয়ের অবিদ্যাজনিত যে ভোগ্য-ভোক্তৃরূপ সম্বন্ধ তাহাকে সংযোগ বলা হয়। অবিদ্যা অনাদি বলিয়া প্রকৃতিপুরুষের অবিদ্যামূলক এই সংযোগ ও অনাদি এবং বিয়োগান্ত-স্থায়ী দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ যখন প্রকৃতির ত্রিগুণময় স্বরূপ অবগত হইয়া তাহা হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, তখনই তাহার ভোগ্য-ভোক্তৃভাব বিনষ্ট হইয়া স্বরূপ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইজন্য সূত্রে "সংযোগের হেতু প্রকৃতি এবং পুরুষের স্বরূপোপলব্ধি" এইরূপ বলা হইয়াছে। 'স্বরূপোপলব্ধি' এই পদের সহিত স্ব অর্থাৎ দৃশ্য এবং স্বামী অর্থাৎ দ্রষ্টা উভয়েরই সম্বন্ধ থাকায় এই পদ উভয়েরই বাচক ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা পুরুষের মুক্তির সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হইলেও প্রকৃতি যে অনাদি ও অনন্ত ইহাও প্রমাণিত হইয়া থাকে। যখন প্রকৃতি অনাদি ও অনন্ত তখন উহা হইতে উৎপন্ন জীবসৃষ্টি-প্রবাহও অনাদি ও অনন্ত হইবে ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং এস্থলে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে জীবসৃষ্টিলীলা-প্রবাহ যদি অনাদি ও অনন্ত হয়, তাহা হইলে এইরূপ হেয়হেতুক সৃষ্টিপ্রবাহের উৎপত্তির কারণ কি? অতএব সৃষ্টির কারণান্বেষণরূপিণী মহতী শঙ্কার নিরসন করিবার জন্য মহর্ষি সূত্রকার এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। প্রকৃতি যখন পুরুষের জন্যই, তখন প্রকৃতি পুরুষেরই ইহা স্থিরীকৃত হইল। পরমাত্মস্বরূপ পরমপুরুষের মূল প্রকৃতিরূপিণী মহাপ্রকৃতি নিজ ত্রিগুণজনিত স্বভাবের দ্বারা সর্ব্বদা পরিণামিনী হইয়া অনাদি অনন্ত জীবসৃষ্টি প্রবাহকে প্রবাহিত করিতে থাকে, এবং নিজে এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩ ॥

পরিণামধর্ম্মিণী হওয়ায় পরমপুরুষ পরমাত্মার অংশরূপ অনন্ত জীবাত্মা অবিদ্যা জালে জড়িত হইয়া জীবরূপে অনাদি অনন্ত সৃষ্টিপ্রবাহে উৎপন্ন হইতে থাকে। অতএব চিজ্জড়গ্রন্থিরূপ জীবভাবোৎপন্নকারী সংযোগ উৎপাদন করাই মূল প্রকৃতির স্বভাব। সেইজন্য অবিদ্যারূপ ধারণ করিয়া মূল প্রকৃতির যেরূপ একদিকে জীবভাব উৎপাদন করিয়া দেওয়া স্বভাব, তদ্রূপ অন্যদিকে বিদ্যা-রূপ ধারণ করিয়া দ্রষ্টৃদৃশ্য-সম্বন্ধকে দূর করিতে করিতে জীবভাবকে মুক্তি দান করাও উহার স্বভাব। ত্রিগুণময়ী মূলপ্রকৃতি তমোগুণের দিকে জীবপিণ্ডকে উৎপাদন করিয়া দেয়, এবং সত্ত্বগুণের দিকে জীবপিণ্ডকে বিলীন করিয়া নিজ স্বরূপ ও পরমপুরুষের স্বরূপ প্রদর্শন করতঃ জীবকে মুক্তিও প্রদান করিয়া থাকে। এইজন্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, স্বশক্তিরূপ দৃশ্য ও স্বামিশক্তিরূপ দ্রষ্টা উভয়েরই স্বরূপোপলব্ধি করাইয়া দেওয়া অঘটন ঘটনাপটিয়সী মূলপ্রকৃতির এই সংযোগরূপ ক্রিয়ার প্রয়োজন এবং ইহাই অলৌকিক সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য। ২৩॥

এখন হান বর্ণনোদ্দেশে সংযোগের মূল কারণ বর্ণিত হইতেছে—

উহার হেতু অর্থাৎ কারণ অবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি সূত্রকার এই সূত্রে পূর্ব্বসূত্রকথিত সংযোগের কারণ বর্ণন করিতেছেন পূর্ব্ববর্ণিত অবিদ্যা, অর্থাৎ বৈপরীত্যজ্ঞানের বাসনা পূর্ণ বুদ্ধি আত্মজ্ঞান প্রদান করিতে পারে না। যতদিন পর্য্যন্ত অন্তঃকরণে বাসনা বর্ত্তমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত উক্ত বাসনাযুক্তপদার্থ কিরূপে নির্ব্বিষয়রূপ মোক্ষ-পদ প্রদান করিতে সমর্থ হইবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বেদব্যাস একটী হাস্যোদ্দীপক ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন যে, এক নপুংসকের স্ত্রী আপনার পতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হে আর্য্যপুত্র! আমার ভগ্নির সন্তান হইয়াছে, কিন্তু আপনি আমাতে সন্তানোৎপাদন কেন করিতেছেন না? এই কথা শ্রবণ করিয়া নপুংসকপতি উত্তর দিয়াছিল, আমি জীবন পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় তোমার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিব। এখন বিচারণীয় এই যে যখন উক্ত পতি বাঁচিয়া থাকিতে সন্তানোৎপাদন করিতে অসমর্থ, তখন মৃত হইয়া কিরূপে সন্তানোৎপাদন করিবে? এইরূপই যখন বর্ত্তমান অবস্থাতে বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণ কিছুই করিতে

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

পারে না তখন মরিয়া অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া কিরূপে কল্যাণ সাধন করিতে পারে? বিপর্য্যয়জ্ঞানরূপিণী অবিদ্যাই বিবেকখ্যাতিহেতুরূপ সংযোগের কারণ। তাৎপর্য্য এই যে যদিও সৃষ্টিপ্রবাহ উৎপন্ন করা প্রকৃতির স্বভাব এবং উক্ত প্রবাহ অনাদি ও অনন্ত, তথাপি দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পুরুষকে আবদ্ধ করিবার মূল কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা বিদূরিত হইয়া গেলেই দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সম্বন্ধ দূর হইয়া যায়, অন্যথা উক্ত সম্বন্ধ বিদূরিত হইতে পারে না ॥ ২৪ ॥

হেয় এবং হেয়ের স্বরূপ বর্ণন করিয়া সম্প্রতি তৃতীয় ব্যূহরূপ হানের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—

অবিদ্যার অভাবে সংযোগের অভাব হইয়া থাকে, উহাকেই হান বলা হয় এবং উহাই পুরুষের কৈবল্য প্রাপ্তি ॥ ২৫ ॥

যখন উহার অভাব হইয়া যায় অর্থাৎ যখন অবিদ্যার অভাব হইয়া যায়, তখন অন্তঃকরণ ও আত্মার সংযোগেরও অভাব হইয়া থাকে, অর্থাৎ শুদ্ধ মুক্ত আত্মা যে নিজেই নিজকে অন্তঃকরণবৎ দৃশ্যের ন্যায় স্বীকার করিয়াছিল উক্ত ভ্রম বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন বন্ধন ছিন্ন করিয়া পুরুষ মুক্ত হইয়া যায়, এবং উক্ত মুক্তাবস্থাই কৈবল্যপদ। পূর্ব্বসূত্রকথিত ঋতম্ভরা নামক পূর্ণজ্ঞানের উদয় হইলে অবিদ্যা নামক মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন অবিদ্যার অভাব হওয়ায় দ্রষ্টৃদৃশ্যসংযোগেরও অভাব হইয়া যায়, এই অবস্থার নাম হান। এই হানাবস্থা লাভের পর নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপ কৈবল্যপদ লাভ হইয়া থাকে। অবিদ্যারূপ মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারাই অসত্যকে সত্য বিবেচনা করিয়া অজ্ঞান-জনিত চিজ্জড়গ্রন্থি উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সেই কারণ বশতঃই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগে জীবভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার সাহায্যে, যোগে সাফল্য লাভের দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইবা মাত্রই দ্রষ্টৃদৃশ্যসংযোগরূপ চিজ্জড়-গ্রন্থি বিনষ্ট হইয়া যায়। শব্দের দ্বারা ঠিক ঠিক ভাবে এই অবস্থার বর্ণন করা সুকঠিন। নিরবয়ব রূপরহিত বস্তুর বিভাগ করা অসম্ভব, যখন বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হয় তখন অবিবেক হইতে উৎপন্ন পূর্ব্বোক্ত সংযোগ আপনা আপনি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ইহাকেই হান বলে, যাহা সংযোগের হান, উহাই পুরুষের কৈবল্য ॥ ২৫ ॥

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫ ॥

এখন চতুর্থ ব্যূহরূপহানোপায় নির্ণীত হইতেছে—

মিথ্যাজ্ঞানরহিত বিবেকখ্যাতি হানের উপায় ॥ ২৬ ॥

মূল প্রকৃতি অবিদ্যাস্বরূপে চিজ্জড়গ্রন্থি উৎপন্ন করিয়া দ্রষ্টৃদৃশ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। ইহাই জীবের বন্ধনাবস্থা। কিন্তু পুনরায় যখন ঐ মূলপ্রকৃতি বিদ্যাস্বরূপে জ্ঞানপ্রসবিনী আখ্যায় ভূষিত হয় তখনই চিজ্জড়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং দ্রষ্টৃদৃশ্যের মিথ্যাসম্বন্ধ আপনা আপনি বিনষ্ট হইয়া যায় বুদ্ধি সমস্ত জীবের মধ্যেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু উক্ত বুদ্ধিতে রজঃ এবং তমোগুণের ন্যূনাধিক সম্বন্ধ থাকায় বুদ্ধির জ্ঞানশক্তিতে তারতম্য লক্ষিত হয় অর্থাৎ যে জীবের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য যত অধিক হয়, তাহার বুদ্ধি ততই তীব্র হয়, কিন্তু যাহাই কিছু হউক না কেন, জীববুদ্ধিতে কিছু না কিছু রজঃ এবং তমোগুণ থাকেই থাকে, এইজন্য জীববুদ্ধি অসম্পূর্ণ, এবং জীববুদ্ধির পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধি যখন রজঃ এবং তমোগুণ হইতে উপরত হইয়া কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি অভিমান রহিত হইয়া যায়, শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে অন্তর্মুখীন হইয়া নিশ্চল পূর্ণজ্ঞানরূপ বিবেকের অবস্থা লাভ করে, এবং উহাতে বিপ্লব অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানের কোন সম্ভাবনা থাকে না, সেই সময়ের উক্ত স্থির বুদ্ধিই হানাবস্থা লাভের উপায়। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ণজ্ঞানরূপিণী বুদ্ধি যাহা স্থির এবং নিশ্চল অর্থাৎ যাহাতে কোনরূপ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকে না, উক্ত বিবেকখ্যাতিনামক বুদ্ধির উদয় হইলে মিথ্যাজ্ঞানরূপ অবিদ্যার বীজ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং তখনই হানাবস্থা লাভের দ্বারা মুক্ত হইতে পারে ॥ ২৬ ॥

এখন বিবেকখ্যাতির সপ্ত অবস্থা বর্ণিত হইতেছে—

বিবেকখ্যাতিনিষ্ঠ পুরুষের প্রজ্ঞা উত্তরোত্তর সমুন্নত সপ্তভূমিতে বিভক্ত হয় ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বসূত্রে হানোপায়রূপ বিবেকখ্যাতির যে অবস্থা বর্ণন করা হইয়াছে, উক্ত অবস্থালব্ধ যোগিগণের মধ্যে স্বরূপপ্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে ধীরে যে প্রজ্ঞার উদয় হয়, যাহাকে পুরুষের পক্ষে কৈবল্যপ্রদ হওয়ায় প্রান্তভূমি অর্থাৎ উত্তর

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥

পরিণামশীল বলা হইয়াছে, শাস্ত্রকারগণ উক্ত প্রজ্ঞাকে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং পুনরায় এই সপ্তাবস্থাকেও দ্বিবিধ স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে, উহার মধ্যে প্রথম বর্গে চারিভূমি এবং দ্বিতীয় বর্গে তিনটি ভূমি স্থির করা হইয়াছে। পূর্ব্বকালে হেয় বিষয়ক কিছু জ্ঞান লাভ করা আমার প্রয়োজন ছিল, এখন তাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সাধকের এইরূপ অনুভব প্রথমাবস্থাতে হইয়া থাকে। সাধক যখন অনুভব করিতে থাকেন যে পূর্ব্বকালে আমার ত্যাগযোগ্য কামাদি অনেক হেয় বিষয় ছিল, কিন্তু এখন আমার হেয়বিষয় কিছুই অবশিষ্ট নাই, অর্থাৎ আমি ঐ সমস্ত জয় করিয়াছি, ইহাই দ্বিতীয়াবস্থার অনুভব। তৃতীয়াবস্থাতে সাধক অনুভব করিতে থাকেন যে পূর্ব্বকালে হান বিষয়ে অনেক কিছু লাভ করিবার ছিল, কিন্তু এখন আমার কোনরূপ হাতব্য বস্তু লাভের অবশেষ নাই, অর্থাৎ এখন আমি সমস্ত লাভ করিয়াছি। চতুর্থাবস্থাতে সাধক অনুভব করিতে থাকেন যে আমি সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বিবেক নামক খ্যাতির ভাবনা লাভ করিয়াছি, এখন আমার চিন্তনীয় বিষয় কিছুই অবশিষ্ট নাই, অর্থাৎ যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল আমি পূর্ণ করিয়াছি। প্রথম বর্গের এই চারিটী অবস্থা, এবং উহার নাম কার্য্যবিমুক্তি অবস্থা। পঞ্চমাবস্থাতে সাধক অনুভব করিতে থাকেন যে পূর্ব্বকালে আমি অনেক বৃত্তি (বাসনা) যুক্ত হওয়ার বিবিধ দুঃখে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমার সমস্ত দুঃখ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ আমার অন্তঃকরণ এখন শান্তিময় হইয়া গিয়াছে। ষষ্ঠাবস্থাতে সাধক অনুভব করিতে থাকেন যে আমি এখন কোন অন্য ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছি, আমার অন্তঃকরণের সমস্ত গুণ দগ্ধবীজের ন্যায় হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ দগ্ধবীজ হইতে যেমন অঙ্কুরোদগম হয় না, তদ্রূপ আমার অন্তঃকরণে এখন কোনরূপ বৃত্তি উঠিতেই পারে না। সপ্তমাবস্থাতে সাধক অনুভব করেন যে এখন কোন অনুভব আমার অবশিষ্ট নাই, অন্তঃকরণ বিলীন হইয়া গেলে তাহার স্বভাবে স্থিত হইয়া আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, এই সপ্তমাবস্থারই নাম কৈবল্যপদ। শেষোক্ত ত্রিবিধ অবস্থাকে দ্বিতীয় বর্গ বলা হয়, এবং ইহার নাম চিত্তবিমুক্তি অবস্থা। সাধক যতই উন্নতস্তরে উন্নীত হইতে থাকেন ততই এই সপ্তভূমিতে অগ্রসর হইতে হইতে সর্ব্বশেষে কৈবল্যপদ লাভ করিতে সমর্থ হন ॥২৭॥

এখন এইরূপ সপ্তধা বিভক্ত বিবেকখ্যাতির উদয় কিরূপে হইতে পারে তাহা বর্ণিত হইতেছে—

যোগাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তের মালিন্য বিনষ্ট হইয়া গেলে বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

মহর্ষি সূত্রকার পূর্ব্বসূত্রে বিস্তৃতভাবে বিবেকখ্যাতির অবস্থা সমূহ বর্ণন করিয়া এখন এই সূত্রের দ্বারা উহার উৎপত্তির উপায় বর্ণন করিতেছেন। গ্রন্থি দেওয়া যেমন কর্ম্ম, তদ্রূপ গ্রন্থি মোচন করাও কর্ম্ম। এইরূপ জীবের সাধারণ কর্ম্মও কর্ম্ম অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনরূপ কর্ম্মও কর্ম্ম। গ্রন্থি দেওয়ারূপ কর্ম্মের দ্বারা যেমন পদার্থ আবদ্ধ হইয়া যায় ও গ্রন্থিমোচনরূপ কর্ম্মের দ্বারা পদার্থ মুক্ত হয়, তদ্রূপ সুকৌশলপূর্ণ অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের দ্বারা জীব ক্রমশঃ পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যায়। যমাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা সাধক যতই পরবর্ত্তী সাধনের অধিকারী হইতে থাকেন, ততই অন্তঃকরণের মালিন্য অপগত হইতে থাকে এবং জ্ঞানের উজ্জ্বল দীপ্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে তিনি বিবেকখ্যাতির পূর্ণাবস্থা লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যান। মনুষ্য যেমন স্তরে স্তরে আরোহণ করিয়া ছাদের উপরে আরোহণ করিতে পারে, সাধক যোগীও তদ্রূপ যোগ সাধনের সুকৌশল-পূর্ণ ক্রিয়া সমূহ সাধন করিতে করিতে ক্রমশঃ অষ্টাঙ্গ যোগের সাহায্যে পরিণামে নির্ম্মল বিবেকখ্যাতি লাভ করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে উপনীত হইয়া থাকেন ও মুক্তিপদ লাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ২৮ ॥

যোগাঙ্গ কি কি ?

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি যোগের এই অষ্টবিধ অঙ্গ ॥ ২৯ ॥

যে যোগ সাধনের দ্বারা কৈবল্য পদ লাভ হইয়া থাকে তাহা অষ্টভাগে বিভক্ত। এই আট বিভাগকে আট অঙ্গ বলা হয়। অর্থাৎ সাধক যেমন ধীরে ধীরে উন্নত হইতে থাকেন তেমনি ক্রমশঃ অষ্টাঙ্গ সাধনের উন্নত অঙ্গের অধিকারী হইয়া থাকেন। অধিকার অনুসারেই শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে সাধক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ বিচারানুসারে উক্ত অষ্টাঙ্গের দুইটি ভূমি আছে। যথা এক বহিরঙ্গ ভূমি, এবং দ্বিতীয় অন্তরঙ্গ ভূমি। প্রথম চারি অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন এবং প্রাণায়াম, এইগুলি বহিরঙ্গ ভূমির

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥ ২৮ ॥

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

অন্তর্ভুক্ত। এবং শেষ চারিটি অর্থাৎ প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এইগুলি অন্তরঙ্গ ভূমির অন্তর্ভুক্ত। বহিরঙ্গ ভূমির সাধনায় কেবল অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা বর্দ্ধিত হইয়া অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করিয়া দেয়, এবং তখন যোগ সাধনাতে রুচি বর্দ্ধিত হয়। বহিরঙ্গ সাধন মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ কারণ নহে। কিন্তু অন্তরঙ্গ সাধনের দ্বারা অন্তঃকরণের একাগ্রতা লাভ হয়, এই একাগ্রতাই মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ কারণ। এইজন্য অন্তরঙ্গভূমির সাধন সমূহই মুক্তিপদ লাভের সাক্ষাৎ কারণ বিবেচিত হইয়া থাকে। পর পর সূত্রে সবিস্তৃত ভাবে এই অষ্টাঙ্গযোগ বর্ণিত হইবে ॥ ২৯ ॥

প্রথমাঙ্গের বর্ণন করা হইতেছে—

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ, ইহাদিগকে যম বলা হয় ॥ ৩০ ॥

দ্বেষ বুদ্ধিবশতঃ কোনকালে কোনরূপে কোন প্রাণির কোনরূপ অনিষ্ট না করার নাম অহিংসা। অর্থাৎ যেরূপ নিজের ক্লেশ হয়, তদ্রূপ প্রাণি মাত্রেরই হইয়া থাকে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া সমস্ত প্রাণির উপরে সমভাব স্থাপন করতঃ তাহাদের যাহাতে কোনরূপ অনিষ্ট না হয় সেরূপ প্রযত্ন করাকে অহিংসা বলা হয়। এই অহিংসা সাধন যমের অন্যান্য সাধনের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। বাক্য এবং মনকে সংযত রাখিয়া বিষয় যেরূপই হউক সেই ভাবেই প্রকাশ করার নাম সত্য। শ্রীভগবান বেদব্যাস সত্যের এরূপ অর্থও করিয়া থাকেন যে, যে বাক্য ছল-কাপট্য-রহিত, ভ্রমশূন্য এবং সার্থক, যাহার দ্বারা সমস্ত প্রাণির উপকার হইয়া থাকে, কোন প্রাণির কোনরূপ কষ্ট না হয়, তাহাই সত্য। অন্যায় রীতিতে অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করা অর্থাৎ অপ্রদত্ত দ্রব্য মালিকের বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করার নাম চুরি, এই চৌর্য্য বৃত্তির অভাব অর্থাৎ অন্তঃকরণে এই বৃত্তি উদিত না হওয়াকে অস্তেয় বলে। উপস্থেন্দ্রিয়কে স্ববশে রাখা অর্থাৎ মনকে দমিত করিয়া বীর্য্য রক্ষা করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা হয়। স্মরণ কীর্ত্তনাদি মৈথুন-ত্যাগ ও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ধনের সংগ্রহ, রক্ষা এবং ব্যয়মূলক কার্য্যে সর্ব্বত্র হিংসারূপ দোষদর্শন করিয়া বিষয় পরিত্যাগ করাকে অপরিগ্রহ বলে। এইরূপ অহিংসা সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহরূপ যম সাধনের দ্বারা সাধক যোগের প্রথম অধিকার লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাঽপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥

প্রথমাঙ্গরূপ যমের বিশেষত্ব বর্ণিত হইতেছে—

জাতি, দেশ, কাল এবং সময় হইতে পৃথক ভাবাপন্ন উক্ত যমসমূহ পালন করাই মহাব্রত ॥ ৩১ ॥

জাতি, দেশ, কাল এবং সময়ের কোন বিচার না করিয়া সমদর্শী হইয়া সকল সময় যমসমূহের অনুষ্ঠান করিলে পরম কল্যাণ লাভ হয়। অর্থাৎ মনুষ্যগণ যেমন মনুষ্যজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং পশুজাতির মধ্যে গবাদি জাতির হিংসা করা অনুচিত বলিয়া বিবেচনা করে, দেশের বিচারে যেমন কাশ্যাদি তীর্থে হিংসা করা পাপ বলিয়া মনে করে, কালের বিচারে যেমন মনুষ্যগণ পর্ব্বদিনে হিংসা করে না, এবং সময়ের বিচারে যেমন সন্ধ্যাদি সময়ে হিংসা করে না ঐরূপ পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া সার্ব্বভৌম লক্ষ্য স্থির করিয়া মনে এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে যে কখনও কোনকালে কোন প্রয়োজনে হিংসা না করা হয়, এইরূপ জাতি, দেশ কাল এবং সময়ের বিচার না করিয়া যদি সাধক হিংসা-রহিত হইতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি অহিংসা সাধনের মহাব্রতধারী নামে অভিহিত হইবেন। এবং এইরূপ সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহাদির সাধনেও জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের বিচার পরিত্যাগ করিয়া সাধন করিতে পারিলে মহাব্রত করা হইবে। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে যদিও সাংসারিক জীবের পক্ষে জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের বিচারানুসারেই ধীরে ধীরে যমের অভ্যাস করা হইয়া থাকে, তথাপি এই নিয়ম গৌণ। দৃঢ়ব্রত হইয়া সমস্ত সময়ে সার্ব্বভৌম দৃষ্টি রাখিয়া যমের সাধনা দ্বারাই যথার্থ কল্যাণ হইয়া থাকে এবং ইহাই করণীয়। স্বার্থপরতাই জীবভাব ও পরার্থপরতাই ঈশ্বরভাব। কেবল নিজ অথবা নিজ আত্মীয়ের সম্বন্ধ রাখাই জীবভাব এবং সংসারের সমস্ত জীবগণকে নিজের বিবেচনা করাই ঈশ্বরভাব। তাৎপর্য্য এই যে, যখন জীব জগতের সহিত তাদাত্ম্যভাবে নিজ অন্তঃকরণকে যুক্ত করিয়া দেন, তখনই তিনি মহাব্রত ধারণ করিয়া ঈশ্বররাজ্যে উপনীত হইয়া থাকেন, এবং এই অবস্থাতে উপস্থিত হইয়াই সাধক যোগানুশাসনরূপ মুক্তিমার্গের দ্বারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

দ্বিতীয়াঙ্গ বর্ণিত হইতেছে—

এতে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ৩১ ॥

শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান, এইগুলিকে নিয়ম বলে ॥ ৩২ ॥

শৌচ শব্দের অর্থ পবিত্রতা। অর্থাৎ স্নান মার্জ্জনাদি ক্রিয়া দ্বারা শরীরকে পবিত্র করার নাম বাহ্য শৌচ, এবং মৈত্রী সরলতাদি সদ্‌বৃত্তি সমূহের দ্বারা মানসিক মল বিধৌত করাকে অন্তঃশৌচ বলে। এইরূপ বাহ্যিক ও অন্তঃশৌচের দ্বারা শৌচসাধন হইয়া থাকে। সকল অবস্থাতেই নিজকে সুখী বিবেচনা করার নাম সন্তোষ। অর্থাৎ বিচারের দ্বারা সাধক যখন এরূপ অনুভব ও বিচার করিতে থাকেন, যে সুখ এবং দুঃখ উভয়ই ক্ষণভঙ্গুর, তখন উক্ত জ্ঞানবান্ সাধক সকল অবস্থাতেই অবিচলিত থাকিতে পারেন। এবং এই অবিচলিতাবস্থাই সন্তোষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শীতের আধিক্য এবং গ্রীষ্মের আতিশয্য বশতঃ যে ক্লেশানুভব হইয়া থাকে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় উদরে যে বিকলতা উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি শারীরিক বিকারসমূহ সহ্য করার নাম তপস্যা। শাস্ত্রে যে কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ, সান্তপন, অনশনাদি ব্রত লিখিত হইয়াছে উক্ত সমস্তই তপস্যার সাধন। পূর্ব্বে যদিও তপস্যার বিস্তারিত সূক্ষ্ম লক্ষণ বর্ণন করা হইয়াছে কিন্তু এস্থলে শারীরিক তপস্যার সহিতই অধিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট এইরূপ বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। মোক্ষধর্ম্মোপদেশক শাস্ত্রসমূহ পাঠ এবং মনন করাকে স্বাধ্যায় বলে। জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরের প্রতি অচল ভক্তিযুক্ত হইয়া নিজকৃত সৎকর্ম্ম সমূহের ফল তাঁহারই চরণে অর্পন করিয়া দেওয়ার নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। ঈশ্বরপ্রণিধানের বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য এস্থলে পুনরায় তাহার পুনরুক্তি করা হইল না। এস্থলে ঈশ্বরপ্রণিধানের তাৎপর্য্য বৈধীভক্তি। এইরূপ শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ নিয়ম সাধনের দ্বারা সাধক পবিত্রচিত্ত হইয়া যোগমার্গের উন্নত অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হ'ন ॥ ৩২ ॥

সম্প্রতি যম নিয়মবিরোধিনী বৃত্তির উদয়ে কি করা কর্ত্তব্য তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

বিতর্কবাধন অর্থাৎ যোগবিরোধী হিংসাদিবৃত্তি নিচয়ের দ্বারা

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

যমাদি যোগাঙ্গের উচ্ছেদাশঙ্কা উদিত হইলে উক্ত বৃত্তিসমূহের প্রতিপক্ষ ভাবের চিন্তা করা উচিত ॥ ৩৩ ॥

যম নিয়মাদিতে হিংসাদির যে সম্পূর্ণভাবে নাশ হইয়া যায় এরূপ বিচার করা সঙ্গত নহে, অর্থাৎ যম এবং নিয়মের সাধনে যে যে ধর্ম্মপ্রতিকূলা বৃত্তির নিরোধ লিখিত হইয়াছে উহাদের বিরুদ্ধ বৃত্তিনিচয়ের প্রাপ্তিকেই যম এবং নিয়ম বলা হয়। এবং উক্ত প্রতিকূল বৃত্তিনিচয়কে নিরুদ্ধ করিলেই উহা সাধিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অন্তঃকরণে যখন যখন হিংসাদি বৃত্তির উদয় হয় এবং অন্তঃকরণ এরূপ ইচ্ছা করিতে থাকে যে অমুক লোককে বিনাশ করি, অথবা দুঃখ প্রদান করি, নিজ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য অমুক মিথ্যা কথা বলি, অমুকের দ্রব্য অপহরণ করি, বিষয় বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য ব্যভিচার করি, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা না করিয়া দান গ্রহণ করি ইত্যাদি, অথবা সাধকের হৃদয়ে শৌচের বিরোধিনী শৌচাভাববৃত্তির উদয় হয়, সন্তোষের বিরোধিনী অসন্তোষের বৃত্তি উদিত হয়, তপোনাশকারিণী বৃত্তির উদয় হয়; স্বাধ্যায়ে অশ্রদ্ধা উপস্থিত হয়, এবং নাস্তিক্যের ভাব কদাচিৎ প্রকটিত হইয়া যায়, তবে গুরূপদেশানুসারে সাধকের এরূপ বিরুদ্ধ বৃত্তির চিন্তা করা কর্ত্তব্য, যাহা দ্বারা উহার অন্তঃকরণের উক্ত পাপকর যমনিয়মের প্রতিকূল বৃত্তিসমূহ দমিত হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান যাইতেছে যে কর্ম্মের প্রতিক্রিয়া ভাবনা দ্বারা হিংসা বিনষ্ট হইতে পারে, অর্থাৎ হিংসা করিলে জন্মান্তরে আমাকে তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে, যাহার হিংসা করিলাম সেই প্রতিহিংসা করিবে, এইরূপ বিরুদ্ধভাবনার দ্বারা সাধক হিংসা হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। এইরূপ সাধক যদি গুরুদেবের আদেশানুসারে কর্ম্মবিপাকরূপ নরকাদিদুঃখের ভয়ে অন্যান্য বিরুদ্ধ বৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রযত্ন করিতে থাকেন, তবে তিনি যোগপথের পথিক হইতে পারিবেন, এবং এই নিয়মানুসারে সাধন করিতে থাকিলে তিনি দিন প্রতিদিন যমনিয়মে অগ্রসর হইতে থাকিবেন ॥ ৩৩ ॥

এখন বিতর্কের স্বরূপ, উহার ক্রম এবং প্রতিপক্ষভাবনার বিচার করা যাইতেছে—

বিতর্ক হিংসাদি, উহা স্বয়ং করা হয় অথবা অন্যের দ্বারা কৃত হয়

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥

বা করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়, লোভ ক্রোধ অথবা মোহ হইতে উহার উৎপত্তি হয়, উহা মৃদু মধ্য ও অধিমাত্র হইয়া থাকে, ইহার ফল অনন্ত দুঃখ এবং অজ্ঞান, ইহাই উহাতে প্রতিপক্ষভাবনা ॥ ৩৪ ॥

পূর্ব্বসূত্রে মহর্ষি সূত্রকার প্রথমে যম এবং নিয়মরূপ যোগের দ্বিবিধ অঙ্গ কীর্ত্তন করিয়াছেন, পুনরায় উহার সাধনোপায় সবিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়া সম্প্রতি এই সূত্রের দ্বারা উহার বিরুদ্ধ বৃত্তি নিচয়ের বিস্তারিত ভেদ এবং অবস্থার বিষয় বর্ণন করিতেছেন। প্রধানতঃ হিংসাদি তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—কৃত, কারিত এবং অনুমোদিত। যে হিংসা স্বয়ং করা হয় উহা কৃত, যাহা অন্যের দ্বারা করান হয়, তাহা কারিত এবং যাহাতে সম্মতিদান করা হয় তাহাকে অনুমোদিত বলা হয়। পুনরায় এই ত্রিবিধ হিংসার মধ্যেও প্রত্যেকের লোভ ক্রোধ এবং মোহের বিচারে তিন তিন ভেদ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যখন মাংসাদির লোভবশতঃ হিংসা করা হয় তখন উহা লোভজ, যখন হিংসার প্রতিশোধ লইবার জন্য ক্রোধবশতঃ করা হয় তখন ক্রোধজ, 'অমুককে বিনাশ করা আমার ধর্ম্ম', এইরূপ বিচার করিয়া মোহের দ্বারা যে হিংসা করা হয় তাহাকে মোহজ বলে। পুনরায় এই ত্রিবিধ ভেদের প্রত্যেককে মৃদু মধ্য এবং তীব্রভেদে তিন তিন ভেদ করা হইয়া থাকে। এইরূপে পূর্ব্ব-কথনানুসারে হিংসারূপ পাপের সপ্তবিংশতি ভেদ হইয়া থাকে। প্রকৃতিভেদে প্রাণিসমূহের যখন অসংখ্য ভেদ হয় তখন উক্ত প্রকার গুণের তারতম্যানুসারে এই হিংসারূপ পাপের সপ্তবিংশতি ভেদেরও অনন্ত ভেদ হইয়া থাকে। এবং এই নিয়মানুসারে অসত্যাদি পাপবৃত্তি সমূহেরও অনন্ত ভেদ হইয়া থাকে। এখন এই যোগবিরুদ্ধ হিংসাদি বৃত্তিসমূহের দমনার্থ প্রতিপক্ষ ভাবনা কিরূপে করা কর্ত্তব্য তাহাই বর্ণিত হইতেছে কাহাকেও আঘাত করিবার সময় প্রথমেই মনুষ্য উহার বলবীর্য্যের নিন্দা করিয়া থাকে। পুনরায় শস্ত্র দ্বারা উহাকে ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে এবং তৎপশ্চাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। এই ক্রমানুসারে উক্ত জীব নিজকৃত পাপকর্ম্মের ফলভোগও করিয়া থাকে। অর্থাৎ বীর্য্যের নিন্দা দ্বারা পরজন্মে হীনবীর্য্য হয়, দুঃখ প্রদানের দ্বারা দুঃখলাভ

বিতর্কাঃ হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহপূর্ব্বকা মৃদুমধ্যা-ধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৪ ॥

হইয়া থাকে এবং বধ করিলে উক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক হত হইয়া থাকে অথবা অল্পায়ু হইয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রেও লিখিত হইয়াছে যে—

যো যং হন্তি বিনা বৈরং প্রকামং সহসা পুনঃ।
হন্তারং হন্তি তং প্রাপ্য জননং জননান্তরে।

বিনা কারণে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিলে উক্ত নিহত জীব পরজন্মে নিজ ঘাতককে বিনাশ করিয়া থাকে। কর্ম্ম-বৈচিত্র্যবশতঃ এইরূপে জীব যথা নিয়মিত দুঃখরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। মানব যদি এইরূপ শাস্ত্রোক্ত পুণ্যের বিচারে ও পুণ্য বিবেচনা করিয়া হিংসা করে তাহা হইলে পরলোকে তিনি পুণ্যপ্রভাবে সুখলাভ করিবেন সত্য, কিন্তু হিংসারূপ কার্য্যের জন্য তাঁহাকে হীনায়ুঃ অবশ্যই হইতে হইবে। মীমাংসা দর্শনে এইরূপ কর্ম্মের অদ্ভুত গতিরহস্য বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তমোগুণাত্মক হিংসাদি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানের ফলে পাপিগণের অন্তঃকরণ ক্রমশঃ ঘোর অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন হইয়া যায় ও এইরূপে জীব হিংসাদি পাপাসক্ত হইয়া অত্যন্ত অধোগতি ও ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপে যোগবিরোধিনী হিংসাদি বৃত্তি দমনের জন্য যে সমস্ত প্রতিকূল বিচার উত্থিত হয় তাহাদিগকে প্রতিপক্ষভাবন বলা হয়। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে পাপবৃত্তিরূপ বিতর্কের ভেদ অনন্ত। এবং তাহা হইতে অবশেষে যথারীতি দুঃখভোগই হইয়া থাকে। এই কারণ উক্ত যোগবিঘ্নকারি বৃত্তিসমূহকে যম নিয়মরূপ প্রতিপক্ষভাবনার দ্বারা বিনষ্ট করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ॥ ৩৪ ॥

এখন যোগিগণের চিত্তে উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য উক্ত যোগাঙ্গ সমূহের নিয়মিত অনুষ্ঠানের দ্বারা লব্ধ সিদ্ধিসমূহ বর্ণিত হইতেছে—

অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে সমস্ত জীব তাঁহার নিকট বৈরভাব পরিত্যাগ করে ॥ ৩৫ ॥

সম্প্রতি এই সূত্রে পূর্ণরূপে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফলোদয় হইয়া থাকে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। যোগী যখন পূর্ণরূপে হিংসাদি কুবৃত্তিসমূহ দমন

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

করিয়া স্বীয় অন্তঃকরণে অহিংসাবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হ'ন, সে সময়ে তাঁহার নিকটে সমাগত জীবগণের বৈরভাব বিনষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ সেই মুহূর্ত্তের জন্ত উক্ত মহাপুরুষের সঙ্গপ্রভাবে সমাগত ব্যক্তিগণও অহিংসাবৃত্তি-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। এস্থলে যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে হিংসা করাই ব্যাঘ্রাদি জীবের স্বভাব, সুতরাং প্রকৃতি নিজ স্বভাব কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, হিংসা করা ব্যাঘ্রাদি পশুর স্বভাব নহে, যদি ঐরূপ হইত তাহা হইলে তাহারা নিজ পুত্রকলত্রাদিরও হিংসা করিত। কিন্তু উহাদের মধ্যে তমোগুণের আধিক্য হওয়ায় সামান্ত কারণেই তমোগুণের উদয় । থাকে ; এবং ইহাই হিংসাধিক্য হওয়ার কারণ। যেখানে উক্ত কারণের অভাব বিদ্যমান থাকিবে, সেই স্থলেই হিংসাবৃত্তি উদিত হইবে না। অর্থাৎ যে সাধক মহাত্মাগণের মধ্যে হিংসার বীজ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, পূর্ণ শান্তির প্রভাবে তাঁহার নিকটে হিংস্র পশুও শান্ত হইয়া যায়। এই বিজ্ঞান আরও সূক্ষ্মভাবে প্রণিধান যোগ্য। ব্রহ্মাণ্ড এবং পিণ্ডের মধ্যে হৃদয়াকাশ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এইজন্ত অন্তঃকরণকেও ব্যাপক বলা হয়। যেমন এক ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি অন্তঃকরণ ব্রহ্মার অন্তঃকরণ এবং প্রত্যেক জীবের অন্তঃকরণ ব্যষ্টি অন্তঃকরণ তদ্রূপ প্রত্যেক জীবের অন্তঃকরণাকাশ ব্যষ্টি আকাশ, উহাই চিত্তাকাশ নামে অভিহিত। এবং এক ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি চিত্তাকাশ অর্থাৎ সমষ্টি অন্তঃকরণের আকাশকে চিদাকাশ বলা হয়। সমষ্টি এবং ব্যষ্টি সম্বন্ধে এই উভয়েই মিলিত হইয়া অবস্থান করে। এই কারণ বশতঃই প্রেমিগণের প্রেম পরস্পরের অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। যোগিগণ অন্তের অন্তঃকরণের ভাব অবগত হইতে সমর্থ হ'ন। এইজন্তই দেবগণ মনুষ্যগণের শারীরিক এবং মানসিক সমস্ত কর্ম্মের গণনা করিতে সমর্থ হ'ন। যাহাই হউক যখন যোগির চিত্তে অহিংসাবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, এবং তাঁহার অন্তঃকরণ হিংসার ঘাত প্রতিঘাতে চঞ্চল হইলেও হিংসাবৃত্তির উদয় হয় না। সে সময়ে তাঁহার নিকটে যে অন্তঃকরণ বর্ত্তমান থাকিবে স্বাভাবিকরূপেই উহার মধ্যে উক্ত ভাব প্রতিফলিত হইবে। এবং এইরূপ হইলেই হিংস্রপশুর অন্তঃকরণ স্বভাবতঃই হিংসারহিত হইয়া যায়। গুরুশক্তির নিকটে লঘুশক্তি আপনা আপনি দমিত হইয়া যায়, এইজন্ত লঘুশক্তিবিশিষ্ট পশুর অন্তঃকরণ গুরুশক্তিবিশিষ্ট যোগির অন্তঃকরণের প্রভাবে স্বভাবতঃ শান্ত হইয়া যায়। ৩৫।

তথাচ—

সত্যপ্রতিষ্ঠার দ্বারা ক্রিয়া না করিলেও যোগী ক্রিয়াফলাশ্রয় হইয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

সম্প্রতি এই সূত্রের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফললাভ হইয়া থাকে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। যোগী যখন সত্যাভ্যাসে সুদৃঢ় হইয়া উঠেন অর্থাৎ যখন তাঁহার মুখ হইতে অসত্য বাক্য বহির্গতই হয় না, তখন তাঁহার বাক্য সিদ্ধ হইয়া যায়। অর্থাৎ তখন তিনি যাহা কিছু উচ্চারণ করেন তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। যেমন, তিনি যদি কোন মূর্খকে পণ্ডিত বলেন তাহা হইলে মূর্খ পণ্ডিত হইয়া যায়, যদি দরিদ্রকে ধনবান বলেন তাহা হইলে দরিদ্র ধনবান হইয়া যায়, যদি বন্ধ্যাকে পুত্রবতী বলা হয় তাহা হইলে বন্ধ্যা পুত্রবতী হইয়া যায়। এই অসম্ভব কিরূপে সম্ভবে পরিণত হয় যদি এরূপ আশঙ্কা উত্থিত হয়, তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে, যে যোগির অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া গেলে তিনি যাহা কিছু দেখিতে পান এবং পুনরায় তাঁহার স্বভাব সত্যময় হইয়া যাওয়ায় তিনি যাহা কিছু করিয়া থাকেন সত্যই করিয়া থাকেন, এইজন্য পরে যাহা হইবে তাঁহার অন্তঃকরণ পূর্ব্বেই তাহা অনুভব করিয়া লয়, এবং তদনুসারে ভাগ্যচক্রকেও পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহার মুখ হইতে বাক্য বিনির্গত হয় ॥ ৩৬ ॥

তথাচ—

অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে সর্ব্বরত্ন লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

সম্প্রতি পূর্ণরূপে অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফলোদয় হইয়া থাকে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। লোভজয় করিতে পারিলে চৌর্য্যবৃত্তি বিলুপ্ত হইয়া যায় সে অবস্থায় সাধক সংসারের সমস্ত প্রাণীর বিশ্বাসভাজন হইয়া থাকেন, এবং অভিলাষ না করিলেও সুন্দর সুন্দর বস্তু সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে। যেমন অহিংসা বৃত্তির উদয় হইলে হিংস্র ব্যাঘ্রাদি পশুও সাধকের নিকট অহিংসাবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া থাকে তদ্রূপ অস্তেয় বৃত্তির উদয়ে বিশ্বাসহীন সংসারিক জীব-গণও তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত মানবের ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার অভাব বোধ থাকে, কিন্তু লোভরূপ ইচ্ছা বিদূরিত

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥

হইয়া গেলে সাধকের সমস্ত অভাব বিদূরিত হইয়া যায়। এবং সংসারের কোন পদার্থই তাঁহার অলব্ধ থাকে না। অন্যরূপেও ইহা বোধগম্য হইতে পারে যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারেই মনুষ্য অভাব অনুভব করিয়া থাকে, পূর্ব্বজন্মে যে সমস্ত পদার্থের দুর্ব্ব্যবহার করা হয়, অথবা অন্যায়রূপে সংগৃহীত হয় জন্মান্তরে মানব সেই সমস্ত পদার্থেরই অভাব বোধ করিয়া থাকে। যাহা হউক, যোগিগণের অন্তঃকরণে যখন অস্তের বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় তখন অভাবোৎপাদক কর্ম্মের বীজ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। এই কারণ বশতঃই এইরূপ অবস্থাপন্ন যোগিরাজের পক্ষে কোন বস্তুই অপ্রাপ্য থাকে না॥ ৩৭ ॥

তথাচ—

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য্যলাভ হইয়া থাকে॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফলোদয় হয় তাহাই বর্ণন করা হইতেছে। যখন পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্য্য সাধন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সাধক শারীরিক এবং মানসিক বীর্য্যলাভ করিয়া থাকেন। শুক্রই শরীরের মধ্যে প্রধান ধাতু এইজন্য ইহার নাম বীর্য্য, ইহাই শরীরের মধ্যে সপ্তম অর্থাৎ সর্ব্বোন্নত ধাতু। পূর্ণরূপে শুক্র রক্ষিত হইলে শারীরিক পূর্ণতা লাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য সাধনের দ্বারা শরীর এরূপ সুপটু হয় যে সহসা কোন প্রকারে বিচলিত হয় না। প্রধান ধাতুর দ্বারা শরীর পূর্ণ হইলে অন্যান্য ধাতুও পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হইয়া থাকে। এই পূর্ণত্বকেই শারীরিক বীর্য্য বলা হয়। শরীরের সহিত মনের একত্ব সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে। অর্থাৎ শরীর বীর্য্যবান্ হইলে মনও বীর্য্যবান হইয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ মনের সহিত বায়ু এবং বীর্য্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নিহিত। কেন না সৃষ্টিক্রিয়াতে দেখিতে পাওয়া যায় যে উক্ত ক্রিয়াতে মন কর্ত্তা এবং বীর্য্য কারণ-মূলাভিষিক্ত, এইজন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের দ্বারা মন এরূপ তেজস্কর হয় যে উহা যাহা ইচ্ছা করে তাহাই করিতে সমর্থ হয়॥ ৩৮ ॥

তথাচ—

অপরিগ্রহ স্থির হইলে জন্ম কেন হয় তাহা বুঝিতে পারা যায়॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ॥ ৩৮ ॥
অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ॥ ৩৯ ॥

অপরিগ্রহ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফললাভ হইয়া থাকে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। সাধকের হৃদয় যখন একেবারে লোভশূন্য হইয়া যায়, কোনরূপ বিষয় লাভের বাসনা তাঁহার অন্তঃকরণে বর্ত্তমান থাকে না তখনই উক্ত পূর্ণ বৈরাগ্য যুক্ত অন্তঃকরণে পূর্ণ শান্তি বিরাজিত হয় এবং উহাই অপরিগ্রহের পূর্ণাবস্থা। অপরিগ্রহের এই পূর্ণাবস্থাতে সাধক পূর্ব্বজন্মের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ এই পদে উন্নীত হইয়া সাধক জানিতে পারেন যে আমি পূর্ব্বজন্মে কে ছিলাম, পূর্ব্বজন্মে আমি কিরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম ইত্যাদি। তীব্র বৈরাগ্যের উদয়ে অন্তঃকরণ যখন বিষয় বাসনা রহিত হইয়া শান্ত হইয়া যায়, তখন তাহাকে আবদ্ধ করিবার জন্য কোন পদার্থ থাকে না এইরূপ অন্তঃকরণ বহির্দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখীন হইয়া গেলে যথার্থ জ্ঞানের আভাষ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, এবং উক্ত শুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে নানাবিধ বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হয়। চিত্তের মধ্যে জীবকৃত কর্ম্মসমূহের সংস্কার বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু নানাবিধ বৃত্তির দ্বারা চিত্ত চঞ্চল হওয়ার জন্য উক্ত সংস্কার অপ্রকাশিত থাকে, যখন অপরিগ্রহের পূর্ণাবস্থার উদয় হয় এবং চিত্ত স্থির হইয়া যায়, তখন আপনা আপনি উক্ত সংস্কার সমূহ হইতে স্মৃতির উদয় হয় এবং পূর্ব্বকৃত সমস্ত কর্ম্ম জীবের স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

যমাঙ্গের অন্তর্গত সিদ্ধি সমূহ বর্ণন করিয়া সম্প্রতি নিয়মসাধনজনিত সিদ্ধি সমূহ বর্ণিত হইতেছে—

শৌচের দ্বারা স্বীয় অঙ্গের প্রতি ঘৃণা এবং অন্যের দ্বারা অসংসর্গ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

শৌচ সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফলোদয় হয়, তাহাই বর্ণন করিতেছেন শৌচাভ্যাস করিতে করিতে সাধক যখন শেষ সীমায় উপনীত হ'ন তখন এই শরীর পরম অপবিত্র এবং ইহার সঙ্গই অপবিত্রতার কারণ এইরূপ অনুভব করিতে থাকেন। দেহাধ্যাস অর্থাৎ দেহকে আপনার বলিয়া মনে করাই জীবের বন্ধনের হেতু; শৌচ সাধনার দ্বারা যখন এই পঞ্চভৌতিক শরীরের প্রতি তীব্র দ্বেষবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ উহাকে পরম অপবিত্র বিবেচনা করিয়া জীব যখন তাহার প্রতি অনাসক্ত হইতে পারে, তখনই মোক্ষসাধনার বাসনা

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ ॥ ৪০ ॥

প্রবল হইতে পারে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে যখন নিজের শরীরের প্রতি দ্বেষবুদ্ধি উৎপন্ন হয় তখন অন্য শরীরের সংসর্গেচ্ছা আপনা আপনি বিনষ্ট হইয়া যায়। এই বিজ্ঞান আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইলে শৌচের লক্ষণ বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। স্থূল শরীর সম্বন্ধীয় অপবিত্র মলাদিতে অরুচি এবং তাহা হইতে নিজকে রক্ষা করিতে পারিলে যখন বহিঃশৌচ হইয়া থাকে এবং পাপজনক ক্লিষ্টবৃত্তিসমূহে অরুচি ও পুণ্যজনক অক্লিষ্টবৃত্তিসমূহের দ্বারা অন্তঃকরণকে পরিপূর্ণ করিয়া কৌশলের দ্বারা পাপজনক বৃত্তিসমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে যখন অন্তঃশৌচ হইয়া থাকে তখন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে শৌচসাধনতৎপর যোগির প্রবৃত্তি ও গতি অপবিত্র ও অসত্যের দিক্ হইতে পবিত্র এবং সত্যের দিকে সর্ব্বদা হইয়া থাকে। এইরূপ হইলেও শরীরের ক্ষণভঙ্গুরতা এবং বৈষয়িক সুখের নশ্বরতা যোগী যখন অনুভব করিতে সমর্থ হ'ন, তখন যে তাঁহার চিত্তে স্বভাবতঃই নিজ শরীরের প্রতি অনাসক্তি এবং অপরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার অনিচ্ছা উৎপন্ন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ৪০ ॥

শৌচ সিদ্ধির অন্যরূপ ফল বর্ণিত হইতেছে।—

সত্ত্বশুদ্ধি, প্রসন্নতা, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্মদর্শনযোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

অন্তঃকরণের মলিনতা বিদূরিত হইয়া গেলে অন্তঃকরণে যখন কেবল সত্ত্বগুণের বিশেষ প্রকাশ হইতে থাকে জ্ঞানাধিক্যবশতঃ এবং ক্লিষ্টবৃত্তিরূপ তমোগুণ দূর হইয়া যাওয়ায় উক্ত অবস্থাকে সত্ত্বশুদ্ধি বলা হয়। তমোময় ক্লিষ্ট-বৃত্তি সমূহ বিদূরিত হইয়া গেলে মনের মধ্যে যে একপ্রকার সুখোদয় হইয়া থাকে তাহারই নাম সৌমনস্য অর্থাৎ মানসিক প্রসন্নতা। সৌমনস্য সত্ত্বশুদ্ধির এক প্রধানতম ফল। অর্থাৎ যে অন্তঃকরণে সত্ত্বশুদ্ধির উদয় হয় আপনা আপনি তাহাতে সৌমনস্যের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। মন শুদ্ধ হইলে উহা স্বভাবতঃ স্থির হইয়া যায় এবং উক্ত অবস্থারই নাম একাগ্রতা। বিষয়সংশ্লিষ্ট না হইলেই ইন্দ্রিয়গণ পরাজিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ শৌচের দ্বারা যখন শরীরের প্রতি প্রীতিই নষ্ট হইয়া যায় তখন ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াসক্তি কিরূপে সম্ভবপর? এইরূপ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে পরাবৃত্ত করিয়া লওয়ার নাম ইন্দ্রিয়জয়। এইরূপে

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥ ৪১ ॥

যখন অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ নিশ্চল হইতে থাকে, সে সময় আপনা আপনি অন্তঃকরণে আত্মদর্শনযোগ্যতা উপস্থিত হয়। এই সূত্রের তাৎপর্য্যই এই যে শৌচ সাধন পূর্ণ হইলে কেবল পূর্ব্বসূত্রোক্ত ফলমাত্র লাভ হয় না, কিন্তু সত্ত্বশুদ্ধি, চিত্তপ্রসাদ, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয় ও আত্মদর্শন যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

অথচ—

সন্তোষ হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখলাভ হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

সন্তোষ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফললাভ হইয়া থাকে এইসূত্রে তাহাই বর্ণন করিতেছেন। শ্রীভগবান বেদব্যাস লিখিয়াছেন—

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখং।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥

সংসারে যে কামজনিতসুখ এবং স্বর্গে যে মহান্ দিব্যসুখ এই সমস্ত তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে বাসনাই নানাবিধ দুঃখের কারণ, সন্তোষ উদয় হইলে বাসনা যখন একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় তখন দুঃখ থাকিতেই পারে না সে অবস্থায় একমাত্র সুখই বর্ত্তমান থাকে। এই কারণ সন্তোষই পরম সুখস্বরূপ। সুখের রহস্য সম্বন্ধে বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, বিষয় হইতে কখন সুখ লাভ হয় না; কিন্তু বিষয়কে অবলম্বন করিয়া চিত্ত একাগ্র হইলে উক্ত একাগ্রনিষ্ঠ অন্তঃকরণে সুখময় আত্মার যে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, উহা হইতেই বিষয়ী লোক সুখ লাভ করিয়া থাকে। বিষয় পরিণামী এবং ক্ষণভঙ্গুর হওয়ায় উহাতে যে একাগ্রতা সাধন করা হয় তাহাও ক্ষণভঙ্গুর এবং পরিণামশীল হইয়া থাকে। সেই কারণ বশতঃ বিষয়ের সংযোগে আত্ম-প্রতিবিম্ব জনিত যে সুখোদয় হইয়া থাকে তাহাও ক্ষণভঙ্গুর হয়। কিন্তু বাসনাশূন্য চিত্তে সন্তোষের উদয় হইলে চিত্তের চাঞ্চল্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় ও চিত্তের একাগ্রতা সম্পূর্ণভাবে সুদৃঢ় হয় এবং উক্ত একাগ্রনিষ্ঠ চিত্তে আত্মার প্রতিবিম্ব সর্ব্বদা ভাসমান থাকে। সন্তোষী পুরুষ উহা হইতে অত্যুত্তম অবিনশ্বর সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥

তথাচ—

তপস্যার দ্বারা অশুদ্ধি ক্ষয় হইয়া গেলে কায়সিদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

তপস্যা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফলোদয় হইয়া থাকে তাহাই এই সূত্রে বর্ণিত হইতেছে। রজস্তমোগুণজনিত মলাবরণাদি অশুদ্ধির দ্বারা জীবের অভ্যন্তরীণ সমস্ত শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া থাকে; তপস্যার অনুষ্ঠান দ্বারা যখন উক্ত অশুদ্ধি সমূহ বিনষ্ট হইয়া যায় তখন যোগী অণিমা লঘিমাদি বিবিধ শরীর-সম্বন্ধীয় সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, ইহাকেই কায়সিদ্ধি বলে। এইরূপ তপস্যার সাধন দ্বারা অন্তঃকরণে দৃঢ়তা এবং শুদ্ধতা সম্পাদিত হইলে অন্তঃকরণ যখন একাগ্র হইতে থাকে তখন স্বভাবতঃই উক্ত যোগির ইন্দ্রিয়সমূহ পূর্ণশক্তি-সম্পন্ন হইয়া যায়, অর্থাৎ সে সময় যোগী দূরদর্শন, দূরশ্রবণ এবং ইন্দ্রিয়শক্তির পূর্ণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এইরূপ ঐশী সিদ্ধির অংশস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের পূর্ণতাই ইন্দ্রিয়সিদ্ধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তপঃসাধনার পূর্ণাবস্থায় এইরূপ অদ্ভুত কায়সিদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত রজস্তমোজনিত মল বিদ্যমান থাকে ততদিনই জীবভাব বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু অন্তঃকরণ যতই নির্ম্মল হইতে থাকে, উক্ত অন্তঃকরণ ততই ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব মলরহিত ও ঈশ্বরভাবরাজ্যে নিমগ্ন অন্তঃকরণে ঐশী সিদ্ধি, সমূহের প্রকাশ হওয়া সম্ভবপর। এইজন্যই এরূপ অধিকার সম্পন্ন যোগিগণের মধ্যে স্থূল কায়সিদ্ধি এবং সূক্ষ্মরাজ্য বিষয়ক জ্ঞানেন্দ্রিয় সিদ্ধির প্রকাশ হওয়া স্বাভাবিক ॥ ৪৩ ॥

তথাচ—

স্বধ্যায়ের দ্বারা অভীষ্টদেব লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

সম্প্রতি এই সূত্রের দ্বারা স্বাধ্যায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফলোদয় হইয়া থাকে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। বেদ অথবা বেদসম্মত মোক্ষশাস্ত্রের পঠন ও মনন অথবা মন্ত্রজপ করাকে স্বাধ্যায় বলা হয়। এইরূপ স্বাধ্যায়-সাধনের পূর্ণাবস্থায় অভিলষিত দেবতা লাভ হইয়া থাকে। গুরু মহাত্মা

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥ ৪৪ ॥

অথবা দেবতা যে কেহ মোক্ষ বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হ'ন তিনিই অভীষ্ট দেব। বেদ অথবা মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে অন্তঃকরণ যখন নির্মল হয় তখনই মহত্ত্ব সাধু, মহাত্মা অথবা গুরুদেবের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। বেদার্থ ও মোক্ষশাস্ত্রে মনন করিতে করিতে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া সাধক যখন প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হ'ন, তখনই সাধক ভক্তের হৃদয়ে ভক্তমনোরঞ্জন দেবাদিদেব অভীষ্টদেব শ্রীভগবান্ প্রকটিত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন প্রণবস্বরূপ মন্ত্র জপের দ্বারা কিরূপে ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে পূর্ব্বেই তাহা সবিস্তৃত ভাবে বর্ণন করা হইয়াছে। এইরূপে স্বাধ্যায়-সাধনা সিদ্ধ হইলে সাধক গুরু ও গোবিন্দ স্বরূপ অভিলষিত দেবতার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। ঐরূপ অপরদিকে নিজ সগুণোপাসনাতেও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গুরূপদিষ্ট মন্ত্রের জপ ও অর্থচিন্তন পূর্ব্বক নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গীতা শাস্ত্র পঠনের দ্বারা জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির সাহায্যে নিজ নিজ অভীষ্টদেবের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৪৪ ॥

তথাচ—

ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারাও সমাধি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বর প্রণিধান পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফললাভ হয়, তাহাই এই সূত্রে বর্ণন করা হইতেছে। ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারা নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া কিরূপে সাধক মুক্ত হইতে পারেন, প্রথম পাদে তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেজন্য এস্থলে তাহা পুনরুক্তি করা হইল না। ভক্ত সাধক যখন ঈশ্বরভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া পরাভক্তিরাজ্যে উপনীত হইয়া সমস্ত কর্ম্মফল নিজ প্রিয়তম হৃদয়নাথের প্রীতির জন্য অর্পণ করিয়া থাকেন; তাঁহারই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ভিতরে, বাহিরে, জড়ে, চেতনে, সুখে, দুঃখে, সত্যে, অসত্যে, উত্তমে, অধমে, যেখানে, সেখানে, সর্ব্বত্র পরমাত্মাকেই দর্শন করিয়া থাকেন, তখনই উক্ত ভক্তকুলতিলক কৈবল্যপদস্বরূপ সমাধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। অন্তবিধভাবেও এই বিজ্ঞান অবগত হওয়া যায়। ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারা কিরূপে একতত্ত্ব লাভ হইতে পারে, ইহার বিষয় পূর্ব্বেই বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। সমাধি ভূমিতে অগ্রসর হইবার সময় সংযমের দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্তি এবং একতত্ত্বের

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥

দ্বারা নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্তি বিষয়ে সরলতা ও সুগমতা হইয়া থাকে। এই জন্য যখন ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারা স্বাভাবিকরূপে একতত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে ও একতত্ত্বের সাহায্যে যোগীরাজ নির্ব্বিকল্প সমাধিভূমিতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তখন ইহা সিদ্ধ হইল যে, একতত্ত্বের প্রধান সহায়ক ঈশ্বরপ্রণিধান নির্ব্বিকল্প সমাধিরও প্রধান সহায়ক এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মহর্ষি সূত্রকার এ পর্য্যন্ত যম ও নিয়মরূপ দুইটি অঙ্গেরই বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সূত্র সমূহ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, যম এবং নিয়মের প্রত্যেক অঙ্গ পূর্ণরূপে অভ্যাস করিলে যে ফলোদয় হইতে পারে তাহাই পৃথক্ পৃথক্ রূপে সিদ্ধ করা হইয়াছে, এবং যম ও নিয়মের সাধনাবস্থাতে পূর্ব্বোল্লিখিত অবস্থাসমূহ পূর্ণ লাভ করিতে পারে না; অর্থাৎ যোগী যেরূপ সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইতে থাকেন, সেইরূপ ফললাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

যম এবং নিয়মের সাধন ও সিদ্ধির বিষয় বর্ণন করিয়া তৃতীয় যোগাঙ্গরূপ আসনের লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন—

যাহা স্থির এবং সুখকর তাহাকেই আসন বলা হয় ॥ ৪৬ ॥

শরীর যেরূপে রাখিলে সুখলাভ হইয়া থাকে এবং মনস্থৈর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, উক্ত রূপে শরীর স্থাপন করিবার পদ্ধতিকে আসন বলা হয়। এক অবস্থায় মানব কখন স্থির সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না, এইজন্য মনুষ্য কখনও হস্তপদ প্রসারণ করিয়া আকাশের দিকে বক্ষ রাখিয়া চিৎ হইয়া, কখন উবুড় হইয়া অর্থাৎ পৃষ্ঠ উপরের দিকে করিয়া, কখন এক পাশে, কখন বসিয়া কখন দাঁড়াইয়া থাকে। শরীর চঞ্চল হইলে মনও চঞ্চল হয়, সেই কারণ ত্রিকালদর্শী আচার্য্যগণ উপবেশন করিবার বহুবিধ এরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে যাহা অভ্যস্ত হইলে শরীরের শান্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও শান্তিলাভ হইয়া থাকে, এবং সেই সময়েই মন যোগের উপযোগী হইয়া থাকে। স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরের বিস্তার মাত্র। সেইজন্য স্থূল শরীর চঞ্চল হইলে তাহার মূলীভূত সূক্ষ্ম শরীরও চঞ্চল হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোনরূপ ক্রিয়ার দ্বারা স্থূল শরীর স্থির সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়, তবে মনের মধ্যেও স্থির সুখের উদয় হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ কি আছে? যোগশাস্ত্রের আচার্য্যগণ নানারূপ আসনের বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, এবং উহার প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৪৬ ॥

ফলও বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্ব্বিধ যোগ সাধনার মধ্যে হঠযোগের আচার্য্যগণ চুরাশী প্রকার আসন বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু লয়যোগের আচার্য্যগণ কেবল চারিপ্রকার আসন স্বীকার করিয়া থাকেন। এই আসন সমূহের অতিরিক্ত যোগশাস্ত্রে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার মুদ্রা বর্ণিত হইয়াছে, এই মুদ্রাসমূহের মধ্যে কতকগুলি প্রাণায়ামের সাহায্যে প্রয়োগ করা হয়, এবং কতকগুলি প্রত্যাহার ধারণা ও স্থূল এবং জ্যোতির্ধ্যানের সহায়ক হয়॥ ৪৬॥

আসনের লক্ষণ বর্ণন করিয়া তাহার সিদ্ধির উপায় বর্ণিত হইতেছে—

প্রযত্নের শৈথিল্যে এবং অনন্ত সমাপত্তির দ্বারা আসন সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ৪৭॥

এই সূত্রের দ্বারা আসন সিদ্ধির লক্ষণ এবং উপায় বর্ণিত হইতেছে। যে সময়ে প্রযত্ন শিথিল হইয়া যায় অর্থাৎ আসনাভ্যাস করিতে করিতে যখন উক্ত আসন সাধকের প্রকৃতিগত হইয়া যায়, অর্থাৎ দেহাধ্যাসের বিচার না থাকায় আসন সম্বন্ধে যখন পূর্ণরূপে প্রযত্নের শিথিলতা হইয়া যায় তখনই আসন সাধনের সিদ্ধাবস্থা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ শারীরিক সাধনের দ্বারা সাধক যখন মানসিক একাগ্রতা প্রাপ্ত হ'ন, তখনই যোগির চিত্তাকাশ চিদাকাশে এবং চিদাকাশ মহাকাশে বিলীন হইয়া যায় এবং যোগী অনন্তসাগররূপী অনন্ত আকাশ ও অনন্তশায়ী পরমাত্মা বিষ্ণুতেও চিত্তকে একাগ্র করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, সূত্রে উহাকেই অনন্ত সমাপত্তি বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। এবং এইরূপ আসনাভ্যাস দ্বারা শরীর ও মন স্থির হইয়া গেলে পূর্ব্বোক্ত অঙ্গমেজয়ত্বাদি যোগবিঘ্নসমূহ সম্পূর্ণরূপে শান্ত হইয়া যায়, ইহাই আসনসিদ্ধির উপায় এবং লক্ষণ। এইরূপ সাধন সিদ্ধির দ্বারা যোগ সাধন বিষয়ে সাধক যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৪৭॥

এখন আসন সিদ্ধির ফল বর্ণিত হইতেছে—

আসন জয় করিলে দ্বন্দ্ববিঘ্ন দূর হইয়া যায়॥ ৪৮॥

এই সূত্রে আসনসিদ্ধির ফল কথিত হইতেছে। একের মধ্যে অপরের যে অভাব তাহাকে দ্বন্দ্ব বলা হয়। অর্থাৎ শীতে গ্রীষ্মের অভাব এবং গ্রীষ্মে শীতের

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্॥ ৪৭॥

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ॥ ৪৮॥

অভাব। এইরূপ সুখে দুঃখের অভাব এবং দুঃখের মধ্যে সুখের অভাব ইত্যাদি ইত্যাদি দ্বন্দ্ববিঘ্ন। আসন সাধনার সিদ্ধিলাভ করিলে পর শরীর যখন সম্পূর্ণ স্থির ও নিশ্চল হইয়া যায় এবং মনও নিশ্চল হইয়া কোন অনন্তভাবে বিলীন হইয়া যায়, সে সময় উক্ত শরীর এবং মনের উপরে স্বভাবতঃই শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে না। এবং উক্ত আসনসিদ্ধ ধীর যোগী অনায়াসেই আধ্যাত্মিক মার্গে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে সমর্থ হ'ন। ইহাই আসনসিদ্ধির দ্বারা দ্বন্দ্ববিঘ্ন দূর হওয়ার তাৎপর্য্য ॥ ৪৮ ॥

এখন আসনসিদ্ধির সহিত প্রাণায়ামের সম্বন্ধ বর্ণন করিয়া তাহার লক্ষণ বলিতেছেন—

আসন স্থির হইয়া গেলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি অবরুদ্ধ হইয়া যায়, উহাকেই প্রাণায়াম বলা হয় ॥ ৪৯ ॥

সম্প্রতি প্রাণায়ামের বিষয় বলা হইতেছে। যে সাধক আসন সিদ্ধ করিতে অসমর্থ, মানসিক চাঞ্চল্য প্রযুক্ত তাহার বায়ুও চঞ্চল থাকে। সে কারণ তিনি প্রাণায়ামের অধিকারী হইতে পারেন না। শ্বাসের নির্গমণ এবং প্রবেশরূপ যে ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, উহার অবরোধ মূলক সাধনকে প্রাণায়াম বলা হয়। ইহা প্রত্যক্ষই উপলব্ধি হইয়া থাকে যে মানব দ্রুত গমন করিতে করিতে অথবা দ্রুত গমনকারী অশ্বে আরোহণ করিয়া যাইতে যাইতে কোন গভীর চিন্তা করিতে পারে না। মনঃসংযম করিতে হইলে শরীরকে অবশ্যই নিশ্চল করা প্রয়োজন। সুতরাং আসন সুদৃঢ় করিতে না পারিলে মনোজয়কারী প্রাণায়ামকার্য্যে সাফল্য লাভ করা অসম্ভব। শ্বাস প্রশ্বাসের সুকৌশলপূর্ণ সাধনের দ্বারা এই প্রাণায়াম সিদ্ধ হইতে পারে। পরবর্ত্তী সূত্রে উহা বিশদরূপে বিবরিত হইবে ॥ ৪৯ ॥

প্রাণায়ামের বিশেষতা বর্ণিত হইতেছে—

উক্ত প্রাণায়াম দেশ কাল ও সংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া বাহ্যবৃত্তি অর্থাৎ রেচক, আভ্যন্তর বৃত্তি অর্থাৎ পূরক এবং স্তম্ভবৃত্তি অর্থাৎ কুম্ভকের সহিত দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

পূরক অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ করা আভ্যন্তর বৃত্তি, রেচক অর্থাৎ শ্বাস পরিত্যাগ করা বাহ্যবৃত্তি, পূর্ব্বসূত্রে এই উভয়েরই বর্ণন করা হইয়াছে। যেখানে শ্বাস

তস্মিন্ সতি শ্বাস-প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥
বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

প্রশ্বাস উভয়েই থাকে না, ভিতরের উক্ত শূন্যবৃত্তিকে কুম্ভক বলা হয়। রেচক পূরক এবং কুম্ভক ক্রিয়ার দ্বারা প্রাণায়াম সাধন হইয়া থাকে, কিন্তু কুম্ভকের উপরই লক্ষ্য বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ প্রাণবায়ু যতই স্থির হইবে ততই প্রাণায়াম সিদ্ধ হইবে। প্রাণায়াম সাধনে শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে স্তম্ভন করিবার বিধি আছে সুতরাং প্রাণায়ামে দেশ আছে। রেচক, পূরক এবং কুম্ভকে সময়ের ভেদ রক্ষিত হইয়াছে এ কারণ প্রাণায়ামে কাল আছে, এবং সংখ্যা দ্বারা প্রাণায়াম সাধনাভ্যাসের নিয়ম রক্ষিত হয়, এজন্য প্রাণায়ামে সংখ্যাও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপ দেশ, কাল এবং সংখ্যার সাহায্যে কুম্ভক অভ্যাস করিতে করিতে সাধক প্রাণায়ামের অভ্যাস করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। প্রথম প্রথম প্রাণায়াম বিস্তার দীর্ঘ থাকে, অর্থাৎ প্রাণায়াম প্রবলবেগে প্রবহমান হইতে থাকে, কিন্তু যতই কুম্ভক অভ্যাস হইতে থাকে, ততই প্রাণবায়ুর গতি বেগহীন হইয়া সূক্ষ্ম হইয়া যায়। যতই উহার গতি সূক্ষ্ম হইতে থাকে ততই অন্তঃকরণে বৃত্তিসমূহ স্তম্ভিত হইয়া যায়। পরবর্ত্তী সূত্রে প্রাণায়ামের পরাবস্থার বিষয় প্রকাশ করা হইবে॥ ৫০॥

বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ বিষয় সমূহ যে সময়ে পরিত্যক্ত হয়, তাহাই চতুর্থাবস্থা॥ ৫১॥

প্রাণায়ামের ক্রিয়া যত প্রকারের হইতে পারে তাহাদের গতিকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ রেচকের গতি, পূরকের গতি, কুম্ভকের গতি এবং চতুর্থ উক্ত ত্রিবিধ বিচারশূন্য গতি। যোগশাস্ত্রের নানাবিধ গ্রন্থে প্রাণায়ামের আটপ্রকার ক্রিয়ার উল্লেখ দেখা যায়। তাহাদের নাম সহিত, সূর্য্যভেদী, ভ্রামরী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, উজ্জায়ী, মূর্চ্ছা এবং কেবলী। ইহাদের মধ্যে সকলেরই গতি উক্ত ত্রিবিধ সূত্রকথিত উপায়ের উপরে নির্ভর করিতেছে অর্থাৎ কাহারও মধ্যে নিয়মপূর্ব্বক রেচক পূরক করিবার বিধান আছে, কোন কোনটীতে কুম্ভকের উপরই অধিক বিচার করা হইয়াছে, এবং কোন কোন সাধনে কুম্ভকের পরাবস্থার উপস্থিত হইয়া রেচক, পূরক ও কুম্ভক হইতে উপরত হইয়া শান্তির অবস্থা লাভ করিবার উপরে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। প্রথম পাদে প্রাণায়ামের কিছু বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে, ও ইহার বিশেষজ্ঞান

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ॥ ৫১॥

শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে না, কেননা শ্রীগুরুদেবের উপদেশের দ্বারাই ক্রিয়া সিদ্ধাংশ লাভ হইতে পারে। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে রেচক, পূরক ও কুম্ভকরূপ প্রাণবায়ুর সুকৌশলপূর্ণ ক্রিয়া সাধন করিতে করিতে যখন প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায় তখন সে সময় সাধকের অন্তঃকরণ স্থির হইয়া বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বিষয় হইতে শূন্য হইয়া যায়, প্রাণায়ামের এই পূর্ণাবস্থা এবং রেচক পূরক কুম্ভকের এই পরাবস্থাই এই সূত্র কথিত প্রাণায়ামের চতুর্থাবস্থা ॥ ৫১ ॥

এখন প্রাণায়াম সাধনের ফল বর্ণিত হইতেছে—

প্রাণায়াম সিদ্ধির দ্বারা জ্ঞানের আবরণরূপ মল বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি সূত্রকার পূর্ব্বসূত্রে প্রাণায়ামের সবিস্তৃত বিবরণ বর্ণন করিয়া, এখন উহা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ফলোদয় হয়, তাহাই বর্ণন করিতেছেন। অন্তঃকরণের চাঞ্চল্যই জ্ঞানের আবরণ মলস্বরূপ। অর্থাৎ বুদ্ধি যতই চঞ্চল হইবে ততই উহার মধ্যে চৈতন্যরূপ জ্ঞানের প্রকাশ কম হইবে ও তমের প্রকাশ বর্দ্ধিত হইবে, কিন্তু অন্তঃকরণ যতই স্থির হইতে থাকিবে, ততই বুদ্ধি নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। এইরূপে যদি অন্তঃকরণে কোন বৃত্তি উত্থিত না হয়, তাহা হইলে অন্তঃকরণ একেবারে শান্ত হইয়া যায় ও ধীরে ধীরে বুদ্ধির আবরক তমোরূপ মল বিদূরিত হইয়া যায় এবং বুদ্ধি নিজ পূর্ণাবস্থায় উন্নীত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে অনেক স্থলেই মন, বায়ু এবং বীর্য্যের একত্বের বর্ণন করা হইয়াছে। প্রাণায়াম সাধনের দ্বারা প্রাণ এবং অপানের গতি রুদ্ধ হইলে প্রাণবায়ু যখন স্থির হইয়া যায়, মনের সহিত বায়ুর একত্ব সম্বন্ধ থাকায় অন্তঃকরণও সে সময় স্থির হইয়া যায়, এবং অন্তঃকরণের বৃত্তি যখন স্থির হইয়া যায় তখন স্বভাবতঃই বুদ্ধির উপরের স্থিত মল বিদূরিত হইয়া যাইবে ও বুদ্ধি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে থাকিবে ॥ ৫২ ॥

অন্যবিধ ফল বর্ণিত হইতেছে—

তখন ধারণাতে মনের যোগ্যতা হয় ॥ ৫৩ ॥

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥ ৫২ ॥

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাণায়াম সাধনের দ্বারা অন্তঃকরণ যখন শুদ্ধ হইয়া যায় সে সময় যোগির মানসিক শক্তি বর্দ্ধিত হওয়ায় ক্রমশঃ ধারণা অর্থাৎ মনকে একাগ্র করিবার শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া যায়। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণায়াম সাধনের পূর্ব্বে যোগী কেবল বহির্জগতেই বিচরণ করিতে থাকেন, কিন্তু প্রাণায়াম সাধনে যোগ্যতা লাভ করিতে পারিলে তিনি মনোরাজ্যরূপ অন্তর্জগতে স্বাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই সূত্রের ইহাও তাৎপর্য্য এই যে যদিও প্রাণায়ামভূমির পরেই প্রত্যাহারভূমি তথাপি প্রাণায়াম কেবল প্রত্যাহারেরই সহায়ক নহে। কিন্তু মনকে সুযোগ্য করিয়া ধারণারও সাহায্য করিয়া থাকে॥ ৫৩॥

ক্রমপ্রাপ্ত পঞ্চমাঙ্গরূপ প্রত্যাহার বর্ণিত হইতেছে—

ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যখন চিত্তের স্বরূপের অনুকরণ করে সেই অবস্থাকেই প্রত্যাহার বলা হয়॥ ৫৪॥

মহর্ষি সূত্রকার সম্প্রতি এই সূত্রের দ্বারা প্রত্যাহার অর্থাৎ পঞ্চম যোগাঙ্গ বর্ণন করিতেছেন। তন্মাত্রার শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মন যখন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়কে গ্রহণ করিয়া বিষয়বৎ প্রতীত হইতে থাকে উহাই অন্তঃকরণের বন্ধনাবস্থা। কিন্তু যে সময় এরূপ ক্রিয়া করা যায় যাহাতে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত না হয়, বরঞ্চ বিষয় হইতে পৃথক হইয়া বুদ্ধিতত্ত্বের অনুগমন করে উক্ত অবস্থার নাম প্রত্যাহার, কচ্ছপ যখন কোন কার্য্য করে, তখন সে নিজ উদর হইতে হস্ত পদ বাহির করিয়া কার্য্য করে, কিন্তু যখন সে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে না তখন নিজ হস্ত পদকে সঙ্কুচিত করিয়া লয়, ঐরূপ ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্তঃকরণের শুদ্ধস্বরূপের দিকে সঞ্চালিত করার নাম প্রত্যাহার। প্রাণায়াম সাধনের যেমন বহুবিধ ক্রিয়া আছে, তদ্রূপ প্রত্যাহার সাধনেরও নানারূপ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ সমস্ত ক্রিয়াসিদ্ধাংশ হওয়ায় শ্রীগুরুদেবের উপদেশ লভ্য। সমস্ত মধুমক্ষিকা যেমন রাণী মধুমক্ষিকার অধীন থাকে অর্থাৎ রাণী মক্ষিকা যেদিকে যায় সমস্ত মক্ষিকা সেই দিকেই ধাবিত হয়, তদ্রূপ অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন যেদিকে দৌড়িতে থাকে ইন্দ্রিয়গণও সেইদিকে ধাবিত হইয়া বিষয়ের

স্ববিষয়াঽসংপ্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ॥ ৫৪॥

সহিত সংযুক্ত হয়। প্রত্যাহার মনোরাজ্যের সাধন। সুকৌশলপূর্ণ প্রত্যাহারের ক্রিয়া সমূহের দ্বারা মনের, তন্মাত্রা সমূহের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায়, ইন্দ্রিয়গণ অন্তঃকরণে বিলীন হইয়া স্থির হইয়া যায়, ইহাই প্রত্যাহারের অবস্থা ॥ ৫৪ ॥

প্রত্যাহার সাধনের ফল বর্ণিত হইতেছে—

প্রত্যাহারের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্ত বশীভূত হইয়া যায় ॥ ৫৫ ॥

সম্প্রতি এইসূত্রে প্রত্যাহার পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে অত্যুত্তম ফলোদয় হইয়া থাকে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। শব্দাদি বিষয় সমূহে পূর্ণরূপে বিরক্তি হইয়া গেলে অর্থাৎ বিষয়বাসনা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয় জয় করা হয়। কিন্তু বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের অনাদিকাল হইতে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং আপনা আপনি সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়া অসম্ভব সেই কারণ বশতঃই ইন্দ্রিয়গণের স্বভাবসিদ্ধ বিষয়বর্তী শক্তিকে ব্যসন বলা হয়। ইন্দ্রিয়গণের এই ব্যসন তখনই দূর হইতে পারে যখন তাহাদিগকে এরূপভাবে একেবারে পুরুষার্থ হীন করিয়া দেওয়া যায় যাহাতে তাহারা চলায়মান হইতেই না পারে। তন্মাত্রা সমূহের উত্তেজনায় মন যখন ইন্দ্রিয়গণের সহিত আসিয়া মিলিত হয়, তখনই ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু প্রত্যাহার সাধনের দ্বারা অন্তঃকরণ যখন এরূপ বশীভূত হইয়া পড়ে, যে পূর্ণ বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় উহা বিষয় ভোগের জন্ত ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতেই ইচ্ছা করে না, তখন আপনা আপনি ইন্দ্রিয়গণ পুরুষার্থ হীন হইয়া যায়। ইহাই প্রত্যাহার সাধনার পূর্ণাবস্থা। এইরূপ অবস্থাতে যদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধও হইয়া যায় তাহা হইলে পুরুষার্থহীন হওয়ার জন্ত পূর্ব্বের স্তায় বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে না অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থায় যেমন বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া যাইত এই অবস্থায় আর সেরূপ হইতে পারে না। এইরূপ প্রত্যাহার সাধনের সিদ্ধাবস্থাতে সাধক বিষয়রাজ্য হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে পূর্ণভাবে আকৃষ্ট করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥৫৫॥

ততঃ পরমাবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত সাংখ্যপ্রবচন সম্বন্ধীয় যোগশাস্ত্রের
সাধনপাদের সংস্কৃত ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত হইল।

বিভুতি পাদ।

প্রথম পাদে যোগের স্বরূপ কি? তাহা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে যোগ সাধন, উহার অবান্তর ভেদ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে। সম্প্রতি এই পাদে উহার ফলাফল বর্ণন করা হইতেছে। যোগরূপ মহান্ কল্পবৃক্ষ। যমনিয়মাদির দ্বারা উহার বীজাধান হইয়া থাকে, আসন প্রাণায়ামাদি দ্বারা অঙ্কুরিত, প্রত্যাহারের দ্বারা কুসুমিত, এবং ধারণাধ্যানাদি দ্বারা উহা সুমধুর ফল প্রসব করে।

এইজন্য পূর্ব্বপাদে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার সাধন বর্ণন করিয়া সম্প্রতি ক্রমপ্রাপ্ত ধারণাঙ্গ বর্ণন করিতেছেন—

অন্তর্জ্জগতের বিশেষ বিশেষ স্থানে চিত্তকে আবদ্ধ করাকে ধারণা বলা হয়॥ ১॥

দ্বিতীয় পাদে অন্তঃশুদ্ধি, ক্লেশসমূহের বিনাশ এবং যোগাঙ্গসমূহের মধ্যে পঞ্চাঙ্গের বিষয় বর্ণন করিয়া মহর্ষি সূত্রকার সম্প্রতি তৃতীয় পাদ আরম্ভ করিয়াছেন এবং এই সূত্রে ষষ্ঠাঙ্গ ধারণার উপায় প্রথমে বর্ণন করিতেছেন। সাধক যখন পূর্ব্বোক্ত সাধনসমূহের দ্বারা বহির্জ্জগতকে পরাজিত করিয়া প্রত্যাহার সাধনের বলে অন্তর্জ্জগতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হ'ন তখনই তিনি অন্তর্জ্জগতে ভ্রমণ করিবার উপযুক্ত হইয়া থাকেন। অন্তর্জ্জগতের বিশেষ বিশেষ স্থানে অধিকার প্রাপ্ত হওয়াকে ধারণা বলে; যেমন প্রাণায়ামাদির নানারূপ সাধন আছে, তদ্রূপ ধারণাঙ্গেরও নানারূপ নিয়ম আছে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতেই উহা অবগত হইতে পারা যায়। ধারণাও দ্বিবিধ। যথা—স্থূলধারণা, এবং সূক্ষ্মধারণা, নাভি প্রভৃতি শরীরের স্থান বিশেষে যে ধারণা করা হয় তাহাকে স্থূল ধারণা, এবং পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতে যে ধারণা করা হয় উহাকে সূক্ষ্ম ধারণা বলা হয়। এইরূপ বাহ্য এবং আন্তর ভেদে ও উহার আরও দুইপ্রকার ভেদ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিবিধ ধারণাকে অন্তর্ধারণা এবং প্রথম অধিকারির পক্ষে বহির্দ্দিক হইতে যে ধারণার অভ্যাস করান হইয়া

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা॥ ১॥

থাকে তাহাকে বাহ্য ধারণা বলা হয়। ধারণার ক্রিয়াতে সফলকাম হইতে পারিলে পুনঃ পুনঃ যোগিকে প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে হয় না। সে অবস্থাতে তিনি বহির্জগত হইতে উপরত হইয়া অন্তর্জগতেই নিজ অন্তঃকরণকে স্থিত রাখিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, বহির্বিষয় সমূহ ধারণাবস্থাতে উন্নীত যোগির সমাধিমার্গে কোনরূপ বিঘ্ন প্রদান করিতে পারেনা। সমাধিভূমিতে প্রবিষ্ট হইবার পক্ষে এই ধারণা সাধনাই প্রথম দ্বার স্বরূপ ॥ ১ ॥

ক্রমপ্রাপ্ত ধ্যানের বিষয় বর্ণিত হইতেছে—

উক্ত ধ্যেয়বস্তুতে চিত্তের যে একতানতা তাহাকে ধ্যান বলা হয় ॥ ২ ॥

সম্প্রতি মহর্ষি সূত্রকার যোগাঙ্গের সপ্তমাঙ্গ ধ্যানের বিষয় বলিতেছেন। ধারণালব্ধ স্থানসমূহে ধারণ ক্রিয়াসাধনের অন্তে ধারণাগত ধ্যেয়বস্তুর সহিত মনের যে একতা, তাহাকে ধ্যান বলা হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহে ধ্যেয়কে অবলম্বন করিয়া তাঁহার জ্ঞানে বিলীন হইয়া যে অনুপমের জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, উক্ত জ্ঞানের সহিত স্থায়ী সম্বন্ধ রাখার নাম ধ্যান। যেমন পূর্ব্বোক্ত সাধনসমূহের বহুবিধ ভেদ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তদ্রূপ ধ্যানেরও নানাবিধ ভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে এই সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। যোগসাধনমার্গের যেরূপ চারিপ্রকার ভেদ পূর্ব্বে বর্ণন করা হইয়াছে; ধ্যানেরও সেইরূপ চারিপ্রকার ভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন স্থূল-ধ্যান, জ্যোতির্ধ্যান, বিন্দুধ্যান এবং ব্রহ্মধ্যান। যোগী যখন স্থূলধ্যান করিবার সময় নিজ অভীষ্টদেবের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনোময়ী স্থূল-মূর্ত্তি হৃদয়পটলে দর্শন করিতে থাকেন, তখন প্রথম উক্ত মূর্ত্তির ধারণা নিজ অন্তঃকরণে হইয়া থাকে, তদনন্তর উক্ত ধারণা হইতে যখন ধ্যেয়াকার বৃত্তির উদয় হয় তখন তাহাকে ধ্যান বলা হয়। জ্যোতির্ময় জ্যোতির্ধ্যান এবং বিন্দুময় বিন্দুধ্যান ও সগুণ, সুতরাং এই নিয়ম সেখানেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রহ্মধ্যান কিন্তু সম্পূর্ণ বিলক্ষণ ভাবে উদিত হইয়া থাকে। যোগিরাজ সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মধ্যান করিবার সময় প্রথমতঃ সচ্চিদানন্দময় ভাব ত্রয়ের দ্বারা নিজ অন্তঃকরণকে ব্রহ্মধারণার সহিত যুক্ত করিয়া থাকেন, তৎপরে ত্রিভাবকে অবলম্বন করিয়া উক্ত ত্রিভাবময়

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মধারণাযুক্ত অন্তঃকরণকে বিনাশ করিয়া চিন্তাময় ব্রহ্মস্বরূপের ধ্যানে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই ধ্যান-সাধনই সমাধিভূমিতে অগ্রসর হইবার দ্বিতীয় দ্বার স্বরূপ। অর্থাৎ ধ্যান সাধন সিদ্ধ হইয়া গেলে সমাধিভূমি লাভ হইয়া থাকে॥২॥

সম্প্রতি অন্তিম অঙ্গ সমাধির বিষয় বর্ণিত হইতেছে—

উক্ত ধ্যান যখন ধ্যেয় মাত্র স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয় এবং স্বরূপশূন্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতে থাকে তখন তাহাকে সমাধি বলা হয়॥ ৩॥

সম্প্রতি যোগের শেষ লক্ষ্য অষ্টাঙ্গযোগের শেষ অঙ্গ সমাধির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যাতা অর্থাৎ যিনি ধ্যান করিয়া থাকেন, ধ্যান অর্থাৎ ধ্যান করিবার শক্তি, ধ্যেয় অর্থাৎ যাহার ধ্যান করা হয়, এই ত্রিবিধ বস্তুই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে প্রতীত হইয়া থাকে, সেই সময় পর্য্যন্ত এই অবস্থাকে ধ্যান বলা হয়। কিন্তু যখন উক্ত ত্রিবিধ অবস্থাই মিলিত হইয়া যায়, অর্থাৎ এই তিনটীর পৃথক্ পৃথক্ সত্তা বর্ত্তমান্ থাকেনা তখনই তাহাকে সমাধি বলা হয়। সমাধির এই প্রথম অবস্থা এবং সম্প্রজ্ঞাতযোগ পূর্ব্বে যাহা বর্ণিত হইয়াছে এই উভয়বিধ অবস্থার মধ্যে প্রভেদ এই যে সমাধিতে চিত্ত বিনষ্ট হইয়া গেলে ধ্যেয়ের স্বরূপ ঠিক ঠিক ভাবে প্রকাশিত হয়না, কিন্তু সম্প্রজ্ঞাত যোগের অবস্থায় (যে অবস্থা এই সমাধির প্রথম অবস্থার পরে হইয়া থাকে) সাক্ষাৎকার উদিত হইলে সমাধি অবস্থার অগম্য বিষয়ও প্রতীত হইতে থাকে। সাক্ষাৎকারযুক্ত একাগ্রাবস্থায় উক্ত সম্প্রজ্ঞাত যোগ অর্থাৎ সবিকল্প সমাধির উদয় হইয়া থাকে। এইরূপে এই সমাধি অবস্থাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—প্রথম সাধারণ সমাধি অবস্থা, দ্বিতীয় সবিকল্প সমাধি অবস্থা এবং তৃতীয় নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা, (ইহা হইতে কৈবল্যপদ লাভ হইয়া থাকে) এই ত্রিবিধ অবস্থাই ক্রমান্বয়ে পরপর উদিত হইয়া থাকে। এই সূত্রে বর্ণিত সমাধির প্রথম অবস্থার উদয় তখনই হইয়া থাকে, যখন ধ্যান-রূপ স্বতন্ত্র বৃত্তি ধ্যেয়রূপে প্রতীত হইতে থাকে, অর্থাৎ সে সময়ে ধ্যানের স্বরূপ প্রতিভাত হয়না, ধ্যাতার মধ্যে ধ্যেয় স্বভাবের আবেশ হইয়া যাওয়ায় সমাধির প্রথম অবস্থায় সাধক প্রথমে এই ভূমি লাভ করিয়া পরে অগ্রবর্ত্তিনী ভূমিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন। সাধারণ সমাধি সমস্ত ব্যক্তিতেই উদিত হইতে পারে।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ॥ ৩॥

কোন কবি যখন কাব্য ভাবে ভাবান্বিত হইয়া কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হ'ন, সে সময়ে তিনি কখন কখন নিজ অগম্য বিষয়ও প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যোগী যখন অন্যের চিত্তে সংযম করিয়া থাকেন, (সংযমের লক্ষণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে) সেই সময়ে উক্ত সংযমে এই প্রথম সমাধির দ্বারাই তিনি অন্যের অন্তঃকরণতত্ত্বকে অবগত হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। সকল প্রকারের যোগসিদ্ধি বিষয়েই এই অবস্থার সমাধি কামপ্রদ হইয়া থাকে। সগুণ উপাসনার সমস্ত প্রকার ধ্যান প্রণালীর দ্বারা মহাভাব প্রাপ্ত হইয়া, অথবা হঠ যোগের বায়ু নিরোধ প্রণালী দ্বারা মহাবোধ লাভ করিয়া, কিম্বা লয়যোগ প্রণালির নাদবিন্দুর একীকরণে মহালয় লাভের দ্বারা যে সমাধি হইয়া থাকে ঐ সমস্তকে সবিকল্প সমাধি বলা হয়, এবং জ্ঞানময় রাজযোগের সাহায্যে আত্মজ্ঞান উপলব্ধির দ্বারা যে বিকল্পশূন্য সমাধির উদয় হয় তাহা নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপে আখ্যাত হইয়া থাকে। প্রথম সমাধি কেবল সংযম মূলক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমাধি একতত্ত্ব মূলক হইয়া থাকে। প্রথমে যে সমাধি হইয়া থাকে উহা স্বয়ং অনুভব করিতে পারা যায়না, সমাধির দ্বারা কার্য্য সম্পাদন মাত্র হইয়া থাকে। দ্বিতীয়াবস্থার সমাধি অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু উহা বিকল্পশূন্য ও চিরস্থায়ী হ'য়না, এবং তৃতীয় সমাধি বিকল্প রহিত ও চিরস্থায়ী হইয়া অদ্বৈত অবস্থা উৎপন্ন করিয়া থাকে। এস্থলে সূত্রকার কেবল প্রথম শ্রেণীর অবস্থা বিবৃত করিবার জন্যই সমাধির উক্তরূপ লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন॥ ৩॥

সম্প্রতি উক্ত ত্রিবিধ (ধারণা ধ্যান ও সমাধি) এক সঙ্গে প্রযুক্ত হইলে যেরূপ ফলোদয় হইয়া থাকে তাহাই বর্ণিত হইতেছে—

উক্ত তিনটী একত্রে মিলিত হইলেই সংযম হইয়া থাকে॥ ৪॥

পূর্ব্বকথিত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি (সাধারণ সমাধি) এই তিনটী একত্রীভূত হইয়া সংযমরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যখন কোন এক বিষয়ে এই ত্রিবিধ অঙ্গের একত্র সমাবেশ করা হয় সেই সময়ের উক্ত অবস্থাকে সংযমেরই অবস্থা বলা হইবে। একতত্ত্বের বর্ণন পূর্ব্বেই করা হইয়াছে এবং উক্ত বর্ণন প্রসঙ্গে একতত্ত্বের সহিত সমাধির সম্বন্ধ ও প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্প্রতি সংযমের স্বরূপ বর্ণন করিয়া এখন সমাধির সহিত সংযমের সম্বন্ধ-রহস্য

ত্রয়মেকত্রসংযমঃ॥ ৪॥

প্রদর্শিত হইতেছে। একতত্ত্বাভ্যাসের দ্বারা দ্বৈতভাব বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় সবিকল্প সমাধিভূমি হইতে সত্বর নির্ব্বিকল্প সমাধিভূমিতে উপস্থিত হইয়া অনায়াসেই অদ্বৈত আত্মস্বরূপোপলব্ধির অবকাশ লাভ করিয়া থাকেন, যেহেতু একতত্ত্বের দ্বারা অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হইয়া যায় ও অন্তঃকরণ দ্বৈতভাব-শূন্য হইয়া থাকে, কিন্তু সংযমের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সাধারণ সমাধিতে বিষয়ের ধারণা থাকে, ধ্যেয়ের ধ্যান বর্ত্তমান থাকে তথাপিও সমাধি হইয়া থাকে। যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে অলৌকিক সিদ্ধিসমূহ কিরূপে লাভ করিতে পারা যাইত? এইজন্য এইরূপ সমাধি দ্বৈতভাবের দ্বারা পূর্ণ। এই জটিল বিষয়টী অন্যভাবেও অবগত হইতে পারা যায়, যথা স্মৃতিশাস্ত্রে—

সংযমশ্চৈকতত্ত্বঞ্চ শক্তিদ্বয়মলৌকিকম্।
পুরো বো বর্ণিতং দেবাঃ? ময়া সম্যক্তয়াঽনঘাঃ॥
জায়তে সংযমস্তত্রধারণাভূমিতো ধ্রুবম্।
ধ্যানভূম্যাস্তু ভো দেবাঃ একতত্ত্বং প্রজায়তে॥
এবং হি ধারণা-ধ্যানসমাধীতি ক্রিয়াত্মকম্।
দৃশ্যাশ্রয়াৎপ্রযুক্তং সন্নির্জ্জরাঃ? সংযমো ভবেৎ॥
যদা আত্মানমুদ্দিশ্য এয়মেতৎ প্রযুজ্যতে।
একতত্ত্বং তদোদেতি হ্যেষা বৈদান্তিকী শ্রুতিঃ॥

হে নিষ্পাপ দেবগণ? আমি সংযম এবং একতত্ত্বরূপ যে অলৌকিক শক্তি-দ্বয়ের বিষয় বর্ণন করিয়াছি, হে দেবগণ তন্মধ্যে ধারণাভূমি হইতে সংযম, এবং ধ্যানভূমি হইতে সুনিশ্চিতভাবে একতত্ত্ব প্রকটিত হইয়া থাকে। ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই ত্রিবিধ ক্রিয়া যখন এই দৃশ্যকে অবলম্বন করিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে তখন উহাকে সংযম বলা হয়। এবং যখন কেবল আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে তখনই একতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে ইহাই উপনিষদের রহস্য। একতত্ত্ব-মূলক সমাধি সবিকল্পই হউক অথবা নির্ব্বিকল্পই হউক, উহার সহিত ধারণাভূমি এবং ধ্যানভূমির কোন সম্বন্ধ না থাকায় ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে ধ্যান ভূমির অবসানে একতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু সংযমের সহিত ধারণার সম্বন্ধ থাকায় ধারণাভূমি হইতেই সংযমের ক্রিয়া প্রকটিত হইয়া থাকে, এবং ক্রমশঃ ধ্যানভূমি ও সমাধিভূমির সহিত ধারণাভূমি, এই ত্রিবিধভূমিকে একত্রে

মিলিত করিয়া উক্ত ত্রিবিধভূমি হইতে একেবারে স্বীয় ক্রিয়াকে পূর্ণবলের দ্বারা যুক্ত করিয়া ফলোৎপাদন করিয়া থাকে। সংযম কেন করা হয়? এবং উক্ত ত্রিবিধভূমির একত্র অভ্যাসরূপ সংযম ক্রিয়া দ্বারা কিরূপে কি ভাবে দিব্যফল লাভ হইয়া থাকে? মহর্ষি সূত্রকার পরবর্ত্তী সূত্রে তাহাই বর্ণন করিতেছেন॥ ৪॥

সংযম অভ্যাসের ফল বর্ণিত হইতেছে—

উহাকে জয় করিতে পারিলে প্রজ্ঞার উদয় হইয়া থাকে॥ ৫॥

পূর্ব্বসূত্র কথিত সংযম সাধনার দ্বারা অর্থাৎ সংযম যখন পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হইয়া যায় তখন সমাধিবিষয়িণী বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া থাকে। সংযম যতই স্থির হইতে থাকে ততই পূর্ণজ্ঞানময় পরমাত্মার অনুকম্পায় সমাধিবিষয়িণী দিব্য বুদ্ধি প্রকাশিত হয় ও অবশেষে পূর্ণ হইয়া যায়। সমাধিবিষয়িণী বুদ্ধির তাৎপর্য্য এই যে, ভ্রমহীন বুদ্ধি যোগসিদ্ধি বিষয়ে কার্য্যকারিণী হইয়া থাকে, সংযম সিদ্ধির দ্বারা তাহাই উদিত হয়॥ ৫॥

এখন সংযমের প্রয়োগ বিধি বলা যাইতেছে—

যোগ ভূমিতে সংযম প্রযুক্ত হইয়া থাকে॥ ৬॥

দ্বিতল অট্টালিকাতে আরোহণ করিতে হইলে যেমন প্রথমে প্রথম তলা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় তদ্রূপ সংযমের দ্বারা প্রথম ভূমি জয় করিয়া তৎপরে যোগী যোগের দ্বিতীয় উত্তম ভূমিতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হ'ন। এইরূপে যোগী যখন নিম্নভূমি হইতে উচ্চতর ভূমিতে আরূঢ় হ'ন তখন তাঁহাকে আর নিম্নভূমিতে আগমন করিতে হয় না। যেহেতু, উক্ত বিষয় সমূহ তিনি স্বয়ং অবগত হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যোগাবস্থাতে যোগের দ্বারাই যোগলাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ উন্নত ভূমিতে ভগবৎ প্রকাশ-রূপ সমাধিজ্ঞানই সংযম ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া এক অবস্থা হইতে সাধককে দ্বিতীয় অবস্থাতে উন্নীত করিয়া দেয়। সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, সংযম ক্রিয়ার প্রয়োগস্থান কেবল ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ ভূমিতেই হইয়া থাকে। এবং সংযম ক্রিয়া ধারণা ভূমিতে বিষয় ধারণা দ্বারা প্রকটিত হইয়া বিষয়াকার বৃত্তির সাহায্যে ধ্যানভূমি হইতে সমাধি ভূমিতে গমন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া

তজ্জয়াৎপ্রজ্ঞালোকঃ॥ ৫॥

তস্যভূমিষু বিনিয়োগঃ॥ ৬॥

থাকেন। ফল সিদ্ধির পক্ষে সংযম ক্রিয়া ধারণা ভূমিতে অঙ্কুররূপে প্রকটিত হইয়া সমাধি ভূমিতে সিদ্ধিরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

অষ্টাঙ্গের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত তিনটির বিশেষত্ব বর্ণিত হইতেছে—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে এই তিনটি অন্তরঙ্গ ॥ ৭ ॥

এই বিভূতি পাদে ধারণা, ধ্যান, এবং সমাধি এই ত্রিবিধ অঙ্গই বর্ণিত হইয়াছে কেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে মহর্ষি সূত্রকার বলিতেছেন যে যোগসাধন যেমন অষ্টাঙ্গযুক্ত, তদনুসারে আট প্রকার ক্রিয়াভূমি হওয়াও স্বাভাবিক। উক্ত আট প্রকার যোগভূমির মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, এবং প্রত্যাহার এই পঞ্চাঙ্গের সাধন দ্বারা বহির্জগতকে জয় করিতে পারা যায়। অন্তর্জগতের সহিত উক্ত পঞ্চভূমির কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বর্ত্তমান নাই। যে হেতু যোগী প্রত্যাহারের দ্বারা বহির্জগতকে বিস্মৃত হইয়া অন্তর্জগতে উপনীত হইয়া থাকেন। অতএব প্রথম পাঁচ প্রকারের যোগভূমি অন্তর্জগতের কোনরূপ ক্রিয়াতেই সাক্ষাৎরূপে কার্য্যকারিণী হয় না। ধারণা, ধ্যান, এবং সমাধির যে ত্রিবিধ ভূমি আছে ঐ সমস্তই অন্তর্জগতের ভূমি। সংযমের সহিত উহাদেরই সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইতেছে, এবং ধারণা, ধ্যান, ও সমাধিভূমি পর্য্যন্তই যে সংযম ক্রিয়া বিস্তৃত হইয়া থাকে তাহাই প্রমাণিত করা হইয়াছে। যোগের অষ্টাঙ্গের মধ্যে প্রথম পঞ্চাঙ্গের সহিত বহির্জগতের এইরূপ অধিক সম্বন্ধ হওয়ায় পূর্ব্বে দ্বিতীয় পাদে ঐ সমস্ত বিষয় সবিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এবং ধারণা, ধ্যান, ও সমাধিরূপ ত্রিবিধ সাধনের সহিত অন্তর্জগতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই কারণবশতঃই এই তিনটীকে অন্তরঙ্গ সাধন বিবেচনা করিয়া সম্প্রজ্ঞাত সাধনরূপ বিভূতি পাদে নিবেশিত করা হইয়াছে। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে যোগের প্রথম পঞ্চাঙ্গ বহিরঙ্গসাধনের এবং পরের ত্রিবিধ অঙ্গ অন্তরঙ্গ রূপ সম্প্রজ্ঞাত যোগসাধনের অন্তর্গত ॥ ৭ ॥

সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সহিত উহাদের সম্বন্ধ নির্ণীত হইতেছে—

উহাও নির্বীজ অবস্থার বহিরঙ্গ ॥ ৮ ॥

যোগের পঞ্চাঙ্গভূমি বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট বলিয়া যেমন অন্তর্জগতের ধারণা ধ্যান এবং সমাধিরূপ ত্রিবিধাঙ্গ ভূমির বহিরঙ্গ রূপে

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য ॥ ৮ ॥

বিবেচিত হয়, তদ্রূপ ধারণা, ধ্যান, সমাধিরূপ সংযম ক্রিয়ালব্ধ সম্প্রজ্ঞাত যোগাবস্থাও নির্বীজরূপ অসম্প্রজ্ঞাত যোগাবস্থার বহিরঙ্গ। সম্প্রজ্ঞাত-যোগ অর্থাৎ সবিকল্প সমাধিতে ধ্যাতা, ধ্যেয়, এবং ধ্যানের বোধ থাকে, এবং কিছু না কিছু অবলম্বন ও থাকে সেই কারণই উহাতে প্রকৃতির বীজ নিহিত থাকে, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত যোগরূপ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে বীজের নাম পর্য্যন্ত থাকে না। এই সমাধি নির্বীজ বলিয়াই সম্প্রজ্ঞাতরূপ সবীজ সমাধি ইহার বহিরঙ্গ। এইজন্য স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

প্রোদ্বোধয়তি জীবেষু নানাশক্তি হি সংযমঃ।
ঐশীর্নৈবাত্র সন্দেহো নাহলং মোচয়িতুং হ্যসৌ॥
অবিদ্যা পাশসম্বদ্ধাঞ্জীবাংস্তান্ পাশবন্ধনাৎ।
একতত্ত্বস্তু শক্নোতি ভক্তান্ দৃশ্যপ্রপঞ্চতঃ॥
হঠাদাকৃষ্য তেভ্যো হি শিবত্বং দাতুমদ্ভুতম্।
সাধনং সংযমোপেতং যোগস্যাভ্যুদয়প্রদম্॥
কেবলং ত্বেকতত্ত্বস্য সাহায্যাৎ সাধ্যতে তু যৎ।
সাধনং তদ্ধিযোগস্য নিঃশ্রেয়সকরং ধ্রুবম্॥
এতদেবাস্তি যোগস্য রহস্যং শ্রুতিমূলকম্।
যোগস্য সাধনানাং হি তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশকম্॥

সংযমের দ্বারা এইরূপ অনন্ত ঐশীশক্তি জীবের মধ্যে প্রকটিত হইয়া থাকে, কিন্তু উহার দ্বারা পাশবদ্ধ জীব পাশমুক্ত হইতে সমর্থ হয় না। কেবল মাত্র একতত্ত্বের দ্বারা আমার প্রিয় ভক্তগণ দৃশ্যপ্রপঞ্চ হইতে নিজকে পৃথক করিয়া অপূর্ব্ব শিবত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। সংযমযুক্ত যোগসাধন অভ্যুদয়কর এবং একতত্ত্বের সাহায্যে সাধিত যোগ নিঃশ্রেয়সকর হইয়া থাকে। ইহাই শ্রুতিমূলক এবং সাধকগণেরপক্ষে যোগতত্ত্ব প্রকাশক যোগের রহস্য। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, সংযম ক্রিয়ার ফল সম্প্রজ্ঞাতসমাধির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট, নির্বীজ নির্ব্বিকল্প সমাধির সহিত উহার কোন সম্বন্ধই নাই। নির্বীজ সমাধির ফল মোক্ষরূপ পরাসিদ্ধিলাভ। কিন্তু দিব্য ঐশ্বর্য্যরূপ সকল রকমের নানাবিধ অপরাসিদ্ধি সমূহের সম্বন্ধ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সহিতই বর্ত্তমান থাকে।

এবং এই সমস্ত অবস্থা নির্বীজ সমাধির বহিরঙ্গ, মুমুক্ষু যোগিগণের সর্ব্বদা উহ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য ॥ ৮ ॥

সম্প্রতি নির্বীজ সমাধির অন্তরঙ্গরূপ নিরোধ পরিণাম বর্ণিত হইতেছে।

ব্যুত্থানসংস্কারের বিলয়, ও নিরোধসংস্কারের প্রাদুর্ভাব, এবং নিরোধ সময়ে চিত্তের ধর্ম্মীরূপে উভয়ের সহিত যে অন্বয়, উহাকে নিরোধ পরিণাম বলা হয় ॥ ৯ ॥

অন্তঃকরণ যে সময়ে নিজ স্বাভাবিক গুণ অথবা নিজ অভ্যাস ও সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নৃত্য করিতে থাকে, সেই সময়ের উক্ত অবস্থাকে ব্যুত্থান সংস্কার বলা হয়, এবং একতত্ত্বাভ্যাসের দ্বারা যখন অন্তঃকরণের স্বাভাবিক চাঞ্চল বিনষ্ট হইতে থাকে সেই সময়ের উক্ত অবস্থাকে নিরুদ্ধ সংস্কার বলা হয়। অন্তঃকরণে ব্যুত্থান সংস্কারের উদয় হইলেই নিরোধাবস্থা বিলীন হইয়া যায় এবং এইরূপে অন্তঃকরণে যখন নিরুদ্ধসংস্কার উদিত হইয়া থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গেই ব্যুত্থান সংস্কারের লয় হইয়া থাকে। এইরূপ নিশ্চল অন্তঃকরণে সূক্ষ্ম ভাবে যে সমস্ত পরিণামিনী অবস্থা বর্ত্তমান থাকে উক্ত অবস্থাসমূহকে নিরোধ পরিণাম বলা হয়। অন্তঃকরণ যখন চাঞ্চল্যময় ব্যুত্থান সংস্কার হইতে নিশ্চঞ্চলরূপ নিরোধ সংস্কারে পরিণত হইয়া যায়, সে অবস্থায় তাহার বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হইয়া গেলেও বীজরূপে কিছু না কিছু বর্ত্তমান থাকে এইরূপ কারণরূপ-স্থিত সবীজ অবস্থার নাম নিরোধ পরিণাম, অর্থাৎ ব্যুত্থান সংস্কার অন্তঃকরণে যখন বিলীন হয় ও নিরোধ সংস্কার উদিত হয়, সেই সময়ে অন্তঃকরণ উভয় সংস্কারের সহিত যুক্ত হইলেও নিরোধস্বরূপেই প্রতীয়মান হইতে থাকে, অন্তঃকরণের এই অবস্থার নামই নিরোধ-পরিণাম। জীবন্মুক্ত যোগিরাজ এইরূপ নিরোধ পরিণাম অবস্থাতে স্থিত হইয়া প্রারব্ধ ভোগ করিতে থাকেন। একতত্ত্বের সিদ্ধি দ্বারা ঋতম্ভরা উদিত হইলে জ্ঞানাগ্নির সাহায্যে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ সংস্কার সমূহ সে সময়ে তাঁহার বিনষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ সঞ্চিতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ও ক্রিয়মাণের সংস্কার সংগৃহীত হয় না। কেবল নিরোধ পরিণামের দ্বারা সমাগত যে সমস্ত শরীরসম্পাদক সংস্কার অন্তঃকরণে বর্ত্তমান থাকে, তাহাদেরই ফলরূপ কার্য্য হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধ পরিণামঃ ॥ ৯ ॥

নিরোধ পরিণামের ফল বর্ণিত হইতেছে—

নিরোধ-পরিণামের দ্বারা, অন্তঃকরণে শান্তিপ্রবাহ প্রবাহিত হয়॥ ১০ ॥

নিরোধ সংস্কারের অবস্থাতে জীবন্মুক্ত যোগিরাজের অতীত বিষয়ে আসক্তি অথবা অগ্রবর্ত্তী বিষয়ে ও কোনরূপ বাসনা থাকে না। কেন না আত্মজ্ঞানের দ্বারা আসক্তি দূর হইয়া যাওয়ায় পূর্ব্বের সম্বন্ধ বিনষ্ট হইয়া যায়। এবং বাসনা ক্ষয়ের দ্বারা ভবিষ্যতের ইচ্ছাও বিনষ্ট হইয়া যায়। সে সময় উক্ত নির্ব্বিকল্প সমাধি-স্থিত যোগিরাজের মধ্যে কেবল নিরোধ পরিণামের দ্বারা ক্রমপ্রাপ্ত শরীরের প্রারব্ধ ভোগের জন্য কতকগুলি সংস্কার কার্য্য করিতে থাকে। এইরূপ সর্ব্বোত্তম জ্ঞানরূপিণী ঋতম্ভরার অবস্থাতে রজোগুণ এবং তমোগুণের সম্পূর্ণভাবে লয় হইয়া যায়। এইজন্য তাঁহাদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জ্ঞান ও পরমানন্দপূর্ণ শান্তি-মন্দাকিনীর অবিচ্ছিন্নধারা প্রবাহিত হইতে থাকে॥ ১০ ॥

অসম্প্রজ্ঞাতকালে প্রকটিত নিরোধ পরিণামের স্বরূপ বর্ণন করিয়া সম্প্রতি সম্প্রজ্ঞাতকালে উদয়-যোগ্য সমাধি-পরিণামের বিষয় বর্ণিত হইতেছে—

সর্ব্বার্থতার ক্ষয় এবং একাগ্রতার উদয়ই অন্তঃকরণের সমাধি-পরিণাম॥ ১১ ॥

সংযমের লক্ষণ এবং তাহার উপযোগিতা বর্ণনান্তর মুমুক্ষু যোগিগণের লক্ষ্যস্থির রাখিবার উদ্দেশ্যে মহর্ষি সূত্রকার নির্বীজ সমাধিতে উপস্থিত হইবার জন্য নিরোধ পরিণাম ও তাহার ফল বর্ণন করিয়া সম্প্রতি সংযমের সাহায্যে সবীজ সমাধিতে লাভযোগ্য সমাধি পরিণামের বিষয় বর্ণন করিতেছেন। নানা বিষয়ের সংস্কার হইতে অন্তঃকরণে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তাহারই নাম সর্ব্বার্থতা। এই সর্ব্বার্থতাও অন্তঃকরণের গুণ এবং একাগ্রতাও অন্তঃকরণের গুণ। সর্ব্বার্থতা যে সময়ে বিলীন হইয়া যায় সেই সময়েই অন্তঃকরণে একাগ্রতার উদয় হইয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্বার্থতার ক্ষয়াবস্থা ও একাগ্রতার উদয়াবস্থা লাভের দ্বারা অন্তঃকরণে যে পরিণামের উদয় হইয়া থাকে তাহাকেই সমাধি পরিণাম বলা হয়। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে উন্নত ভূমিলব্ধ জ্ঞান

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ॥১০॥

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধি-পরিণামঃ॥ ১১ ॥

স্বাভাবিকরূপেই সাধককে উন্নততর শ্রেষ্ঠ ভূমিতে পঁহুছাইয়া দেয়। এরূপেই একাগ্রতার উন্নত ভূমিতে অন্তঃকরণ যখন উপস্থিত হয় তখন স্বভাবতঃই সমাধি-ভূমিতে অধ্যারূঢ় হইয়া যায়। সে সময় নিরোধ-পরিণাম লাভ না করিয়া বাসনাজনিত সংস্কাররূপ বীজের আশ্রয়ে সবিকল্প সমাধি অবস্থাতে অন্তঃকরণের যে পরিণাম হইয়া থাকে তাহাকেই সমাধি পরিণাম বলা হয়, উহাই ঐশীসিদ্ধি প্রাপ্তির মূলকারণ॥ ১১॥

সমাধি পরিণামের দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য সমাধি পরিণামান্তর অন্য অন্যবিধ পরিণাম বর্ণিত হইতেছে—

তৎপরে শান্ত উদিত প্রত্যয়ের সমানতারূপ চিত্তের যে স্থিতি তাহাকেই একাগ্রতা-পরিণাম বলা হয়॥ ১২॥

ধ্যান ভূমি হইতে একতত্ত্বের উৎপত্তি এবং ধারণাভূমি হইতে সংযমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব একতত্ত্বের সাহায্যে বাসনাবীজশূন্য হইয়া অন্তঃকরণ চিরস্থায়ী নির্ব্বীজ নির্ব্বিকল্প সমাধির উৎপাদক হইয়া থাকে, উহা হইতে পরাসিদ্ধিরূপ কৈবল্যপদ লাভ হইয়া থাকে। ধারণাভূমি হইতে বাসনার বীজ সঙ্গে লইয়া সংযম ক্রিয়া প্রকটিত হয়, এবং ধ্যানভূমি হইতে সমাধিভূমিতে উপনীত হইয়া সিদ্ধির বাসনা বীজকে গ্রহণ করতঃ সমাধি পরিণামের সাহায্যে একাগ্রতা সাধনার দ্বারা যোগী ঐশীসদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ঐশীসিদ্ধি বহুপ্রকারের হইয়া থাকে, এবং ইহাদিগকে অপরাসিদ্ধিও বলা হয়। সকামযোগী যে সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই সিদ্ধির স্বরূপ এবং উক্ত সিদ্ধি লাভ করিবার উপায়ের ধারণা, অন্তঃকরণে স্থাপন করিয়া ধারণা, ধ্যান, ও সমাধিরূপ সংযম ক্রিয়ার সাহায্যে সমাধিশক্তি সম্পন্ন হইয়া যোগির অন্তঃকরণ একাগ্রতা পরিণামের দ্বারা অপরাসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। উক্ত একাগ্রতা পরিণাম শান্তপ্রত্যয় ও উদিত প্রত্যয়ের সমতুল্য হইয়া থাকে। সিদ্ধিলাভেচ্ছু যোগির অন্তঃকরণ একাগ্রতা পরিণামে তরঙ্গরহিত জলাশয়ের ন্যায় বৃত্তিসর্ব্বার্থতাশূন্য হইয়া শান্ত হইয়া যায় এই অবস্থাকে শান্তপ্রত্যয় বলা হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গেই উহার অন্তঃকরণ সিদ্ধির ইচ্ছাজনিত বাসনাবীজের বেগ প্রভাবে সিদ্ধ্যুন্মুখ হইয়া থাকে, এই অবস্থার নাম উদিত প্রত্যয়। যুগপৎ

ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতা-পরিণাম॥ ১২॥

অর্থাৎ একই সঙ্গে এই উভয় অবস্থাকে ধারণ করিয়া একাগ্রতা পরিণামের সাহায্যে যোগী নানাবিধ ঐশীসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

এখন একাগ্রতা পরিণামান্তর্গত অন্যবিধ পরিণাম বর্ণিত হইতেছে—

ইহার দ্বারা স্থূল সূক্ষ্মভূত ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণ পরিণাম, এবং অবস্থা পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বসূত্রে যে চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণের পরিণাম বর্ণন করা হইয়াছে, উহা হইতে স্থূলভূত, সূক্ষ্মভূত, ও ইন্দ্রিয়গণের যে ত্রিবিধ পরিণাম তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ব্যুত্থান ও নিরোধরূপ ধর্ম্মের তিরোভাব ও আবির্ভাবের দ্বারা যে পরিবর্ত্তন হয় তাহাকে ধর্ম্ম পরিণাম বলা হয়। অর্থাৎ সেই সময়ে পূর্ব্ব ধর্ম্মের নিবৃত্তি ও উভয় ধর্ম্মের স্থিতি হইয়া যায়। অন্তঃকরণের লক্ষণ-পরিণাম ত্রিবিধ। অর্থাৎ যখন অনাগত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অতীত লক্ষণ অনুসরণ করে তাহার নাম ভূতলক্ষণ-পরিণাম, এই ভূতলক্ষণ-পরিণামে অতীত লক্ষণ পরিণাম, অন্য কালের পরিণাম হইতে অভিন্ন নয়, কেননা বর্ত্তমান-লক্ষণ পরিণাম ও অনাগত-লক্ষণ পরিণামের অংশও উহাতে রহিয়াছে। এই নিয়মানুসারে বর্ত্তমান লক্ষণ পরিণাম ও অনাগত-লক্ষণ-পরিণামকেও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কেননা যোগির চিত্ত যখন সমাধি অথবা নিরোধাবস্থা লাভ করিয়া থাকে, সে সময়ে যদি পুনরায় চাঞ্চল্যভাবের উদয় হয় তবে উহার ত্রিবিধ অবস্থা হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, এবং বর্ত্তমান এই তিন প্রকার নাম রাখা যাইতে পারে। যে সময়ে নিরোধ সংস্কারের উদয় হইলেই ব্যুত্থান সংস্কারের বল ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহাকে অবস্থা পরিণাম বলা হয়। উহাই নিরোধ সংস্কারের প্রবহমানা তৃতীয়াবস্থা। এইরূপ ধর্ম্মী অর্থাৎ অন্তঃকরণে উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ক্রিয়াযুক্ত ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণ পরিণাম এবং অবস্থা পরিণামরূপ ত্রিবিধ পরিণাম হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ইহাই অবগত হওয়া উচিত যে অন্তঃকরণ এই ত্রিবিধ পরিণাম রহিত হইয়া থাকিতেই পারে না। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির অধীন হওয়ায় উল্লিখিত ত্রিবিধ পরিণাম ভেদ স্বাভাবিক। ঐরূপ প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তুই ত্রিগুণাত্মক হওয়ায় প্রতিক্ষণ পরিণামী। অতএব চিত্তে ধর্ম্ম, লক্ষণ এবং অবস্থা ভেদে যেরূপ ত্রিবিধ পরিণাম

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥

বর্ত্তমান, তদ্রূপ স্থূল, সূক্ষ্ম সমস্ত ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যেও ধর্ম্ম ধর্ম্মীভাবে ধর্ম্ম, লক্ষণ, অবস্থা নামক ত্রিবিধ পরিণাম অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। পৃথ্বীরূপ ধর্ম্মের যে ঘটরূপ বিকার তাহাকে ধর্ম্মপরিণাম বলা হয়, কেন না উহাতে পিণ্ডাকার ধর্ম্মের তিরোধান ও ঘটাকার ভাবের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, এবং অনাগত লক্ষণ পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তমান লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া যাওয়া ঘটরূপ ধর্ম্মের লক্ষণ পরিণাম, ও বর্ত্তমান লক্ষণবিশিষ্ট ঘটের যে নূতনত্ব বা প্রতিক্ষণে পুরাণভাব, উহাকেই অবস্থা পরিণাম বলা হয়। ইহাই ভূতসমূহের মধ্যে ত্রিবিধ পরিণামের দৃষ্টান্ত। এইরূপে ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে ও বিচার করা যাইতে পারে। যেমন ইন্দ্রিয়গণের যে নীলাদিবিষয়ের আলোচনা অর্থাৎ জ্ঞান উহাই ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম্ম পরিণাম। এবং নীলাদি জ্ঞানের বর্ত্তমান লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া যাওয়াই লক্ষণ পরিণাম। এবং বর্ত্তমান অবস্থাতে যে স্ফুটত্ব; বাঅস্ফুটত্ব দেখিতে পাওয়া যায় উহার নাম অবস্থা পরিণাম। এইরূপ অন্তঃকরণের পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিবিধ পরিণামের ন্যায় স্থূল, সূক্ষ্ম, সমস্তভূত এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যেও ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম ও অবস্থা-পরিণাম নামক ত্রিবিধ পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পরিণাম একই, কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্মীর ভেদানুসারে এই সমস্ত ভেদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ধর্ম্মই রূপান্তরিত হইয়া যায়। যেমন সুবর্ণময় পাত্রকে গলাইয়া যদি কেহ অলঙ্কার অথবা অন্য কোন পদার্থ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে উহা উক্ত পদার্থের রূপেই পরিবর্ত্তিত হইবে মাত্র, বস্তুতঃ সুবর্ণের স্বরূপে কোন ভেদ প্রতীতি হইবে না। এস্থলে যদি কেহ এরূপ সন্দেহ করেন যে একই ব্যক্তিতে ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ও ভূত লক্ষণ হওয়া অসম্ভব, যদি এরূপ হয় তবে অন্য সংস্কারতা দোষ হইয়া যায়। ইহার উত্তরে এরূপ বলা যাইতে পারে যে পরিণাম সমূহ এক কালে হয় না, কিন্তু যথাক্রমে হইয়া থাকে। যেমন কোন মনুষ্যের যদি রাগের উদ্রেক হয় তাহা হইলে এরূপ বলা যাইতে পারে না, যে উক্ত মনুষ্যের মধ্যে ক্রোধ নাই; কিন্তু এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে এক সময়ে রাগ ও ক্রোধের উদয় হয় না। যেমন কোন কামী পুরুষ যদি কোন স্ত্রীতে অনুরক্ত হয় তবে সে অন্য স্ত্রীতে বিরক্তও হয় না, এইরূপ পূর্ব্বোক্ত পরিণামেও সঙ্কর দোষ হইতে পারে না। অর্থাৎ পরিণাম কেবল ধর্ম্মীর ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের লক্ষণেই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ দ্রব্য পরিণাম একই থাকে ॥ ১৩ ॥

সম্প্রতি যে ধর্ম্মে এত পরিণাম কথিত হইয়াছে তাহার লক্ষণ বলা হইতেছে—

শান্ত অর্থাৎ অতীত, উদিত অর্থাৎ বর্ত্তমান এবং অব্যপদেশ্য অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যে ধর্ম্ম, তাহাতে অনুপাতী অর্থাৎ যাহা অনুগত তাহাকে ধর্ম্মী বলে ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত চিত্ত পরিণামের দ্বারা কার্য্যের যে অতীতাবস্থা অর্থাৎ যাহা নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়া অতীত মার্গে প্রবিষ্ট হইয়াছে উহাদিগকে শান্ত বলা হয়। অর্থাৎ বর্ত্তমানকালেও উহারা কিছু করে না এবং ভবিষ্যতেও তাহাদের কোন কর্ত্তব্য নাই। যথা ভগ্ন ঘট বা অঙ্কুরিত বীজ। অঙ্কুরের শান্ত-ধর্ম্ম বীজ, এবং মৃত্তিকা খণ্ডের শান্ত-ধর্ম্ম ঘট। ভবিষ্যতে যাহা এখনও প্রকটিত হয় নাই এবং বর্ত্তমানে নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে তাহাদিগকে উদিত বলা হয়। যেমন ঘটকালে ঘট অথবা বীজকালে বীজ, উহাদের কার্য্য বর্ত্তমান থাকায় উদিত ধর্ম্ম বলা হয়। যাহা শক্তিরূপে স্থিত তাহাকে অব্যপদেশ্য বলা হয়। যেমন, সঞ্চিত ধন, অর্থাৎ স্থিত শক্তি, উহার দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। মৃত্তিকাখণ্ড অথবা বীজের মধ্যে যে প্রচ্ছন্নশক্তি নিহিত রহিয়াছে, ভবিষ্যতে যাহা দ্বারা মৃত্তিকা হইতে ঘট এবং বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে উক্ত শক্তির নাম অব্যপদেশ্যধর্ম্ম। যাহা নিয়মিত কার্য্যকারণরূপ শক্তি-সংযুক্ত তাহাকে ধর্ম্ম বলে। এই ত্রিবিধ ধর্ম্মকে যে ধারণ করে তাহাকে ধর্ম্মী বলা হয়, মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মী হইতে প্রথমে চূর্ণরূপ বিকার উৎপন্ন হয় ও পরে পিণ্ডরূপ ও ঘটরূপ হইয়া থাকে। এস্থলে যে সময় চূর্ণ হইতে পিণ্ড নির্ম্মিত হয়, সে সময়ের বর্ত্তমান দশা-প্রাপ্ত উক্ত পিণ্ড অতীতাবস্থাবিশিষ্ট উক্ত চূর্ণ হইতে ও অনাগতাবস্থাবিশিষ্ট ঘট হইতে পৃথক এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু মৃত্তিকা হইতে পৃথক বলা যাইতে পারে না, কেননা মৃত্তিকা সকলের মধ্যেই অনুস্যূত রহিয়াছে। এইজন্য চূর্ণ, পিণ্ড ও ঘটরূপ ধর্ম্ম পৃথক পৃথক হইলেও সকলের মধ্যে অভিন্নরূপে অনুগত যে মৃত্তিকা তাহাকে ধর্ম্মী বলা হয়। এই সূত্রের প্রয়োজন এই যে সিদ্ধিলাভেচ্ছু যোগী সংযম ক্রিয়াতে রত হইয়া ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মী উভয়কে পৃথক পৃথক বিবেচনা করিতে পারে। ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মিভাবের

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী-ধর্ম্মী ॥ ১৪ ॥

পার্থক্য অবগত হইতে না পারিলে অথবা ভ্রমবশতঃ একে অন্যের সম্বন্ধ হইয়া গেলে সংযম সম্পন্ন জ্ঞানদৃষ্টিবিনষ্ট হইয়া যায়। এই বিপত্তি হইতে যোগকে রক্ষা করিবার জন্য এই সমস্ত সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে॥ ১৪॥

এখন এক ধর্ম্মীর অনেক পরিণাম হইবার কারণ বর্ণিত হইতেছে—

ক্রমভেদই পরিণাম ভেদের কারণস্বরূপ॥ ১৫॥

একধর্ম্মীর একই পরিণাম হয়, অথবা সমস্ত পরিণাম এককালে হয়? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য মহর্ষি সূত্রকার এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ক্রমপরিবর্ত্তনানুসারেই পরিণামের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেমন প্রথমে মৃত্তিকার পরমাণু লয়, পুনরায় উহা হইতে মৃত্তিকার পিণ্ড হয়, উক্ত পিণ্ড হইতে ঘট হয়, ঘট ভগ্ন হইয়া কপাল হয়, কপাল খণ্ড হইয়া যায়, এবং খণ্ড হইতে পরমাণু হইয়া পুনরায় মৃত্তিকার রূপ ধারণ করে, এইরূপই পূর্ব্ববৃত্তি উত্তর বৃত্তির পূর্ব্বকারণ হইয়া ক্রমানুসারে ধর্ম্মান্তর পরিণামে পরিণত হইয়া যায়। ঘটের অনাগত ভাব হইতে বর্ত্তমান ভাবকে ক্রম বলা হয়, এবং বর্ত্তমান ভাব হইতে অতীত ভাবকে ক্রম বলা হয়, কিন্তু অতীত ভাবের কোন ক্রম নাই, কেন না পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ হইতে ক্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঘটের পরিণামেরন্যায় পূর্ব্বসূত্রে কথিত অতীতাদি পরিণামের ও হেতু ক্রম পরিণাম। অর্থাৎ প্রকৃতির সমস্ত তরঙ্গের পরিবর্ত্তন, ও অন্তঃকরণে সুখ দুঃখাদি ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন সমস্তই এই ক্রমানুসারে হইয়া থাকে॥ ১৫॥

সংযমের লক্ষণ ও বিধি বর্ণন করিয়া সংযম হইতে যে সমস্ত সিদ্ধির উদয় হইয়া থাকে পরবর্ত্তী সূত্রে তাহাই বর্ণিত হইতেছে—

ধর্ম্ম, লক্ষণ এবং অবস্থা নামক ত্রিবিধ পরিণামে সংযম করিলে ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের জ্ঞান হইয়া থাকে॥ ১৬॥

পূর্ব্বসূত্রে কথিত ধর্ম্মপরিণামে, এবং অবস্থা পরিণামে সংযম করিলে ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের জ্ঞান হইয়া থাকে। সংযমের বর্ণন ও পূর্ব্বে করা হইয়াছে, তদনুসারে সাধক যদি সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই ত্রিবিধ পরিণামে সংযমরূপ সাধন করিলেই কালের জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়া

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ॥ ১৫॥

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্॥ ১৬॥

থাকেন। অর্থাৎ ধর্ম্ম-পরিণামে সংযম করিলে ভূতকালের জ্ঞান, লক্ষণ পরিণামে সংযম করিলে বর্ত্তমান কালের জ্ঞান এবং অবস্থা পরিণামে সংযম করিলে ভবিষ্যৎ কালের জ্ঞানলাভ করিয়া যোগী ত্রিকালদর্শী হইতে পারেন। এইরূপে যোগী ত্রিকালজ্ঞান লাভের দ্বারা সৎ, অসৎ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হ'ন। এবং ভবিষ্যতের বিঘ্ন সমূহ অবগত হইয়া তাহা প্রতিবেধার্থ তীব্রপুরুষার্থ অর্থাৎ দৃষ্টকর্ম্মের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে—

সর্ব্বাস্বভ্যুদয়স্যাপি বীজেষুযোগসিদ্ধিষু।
মৎসাযুজ্যদশাপ্রাপ্তৌ বাধিকাস্তা ন সাধিকাঃ॥

যোগসিদ্ধি সমূহ অভ্যুদয়ের মূল হইলেও আমার সাযুজ্য দশা প্রাপ্তি বিষয়ে উহারা বাধক ভিন্ন সাধক নহে। এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে যদিও মুমুক্ষু যোগিগণের পক্ষে সিদ্ধিসমূহ একপ্রকার বাধকই, তথাপি সকাম সাধকগণের উহা হইতে অভ্যুদয় হওয়া সম্ভবপর। দ্বিতীয়তঃ, সিদ্ধি সমূহের অন্যান্য প্রবল যোগ-বিঘ্ন সমূহও বিনষ্ট হইয়া যায়। ত্রিকালজ্ঞানের দ্বারা অনেক যোগবিঘ্ন বিদূরিত হইয়া যাইতে পারে, ও সিদ্ধি সমূহের মধ্যে ত্রিকালজ্ঞান সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সেইজন্য প্রথমেই উহার বর্ণন করা হইয়াছে॥ ১৬॥

দ্বিতীয় সিদ্ধি বর্ণন করা হইতেছে—

শব্দ, অর্থ, এবং জ্ঞান, পরস্পর অধ্যাস বশতঃ সঙ্কর অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত। উহাদের বিভাগ সমূহে সংযম করিলে সমস্ত প্রাণির ভাষাজ্ঞান হইয়া থাকে॥ ১৭॥

শব্দ, অর্থ, এবং প্রত্যয়ের বিচারানুসারে বাক্যসমূহ অক্ষরেই অর্থযুক্ত হইয়া থাকে, কেননা ঠিক ঠিক ভাবে অক্ষর প্রযুক্ত না হইলে কোন শব্দেরই অর্থ প্রতীতি হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয় উক্ত বাক্যধ্বনিকে গ্রহণ করিয়া অন্তঃকরণে পঁহুছাইয়া দেয়, পরে বুদ্ধি ক্রমজ্ঞানের দ্বারা উক্তধ্বনির শব্দার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। শব্দের অক্ষর সমূহ একসময়ে উৎপন্ন হইতে পারে না, কেননা

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎসর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্॥ ১৭॥

প্রথম অক্ষর যখন নিজজ্ঞানকে উৎপন্ন করিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়তাহারই পরক্ষণে দ্বিতীয় অক্ষরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক অক্ষরের আবির্ভাব হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সমস্ত অক্ষর নিজ সহকারী অক্ষরের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। যেমন গো শব্দে গকার, ওকার এবং বিসর্গ, নিজ নিজ ক্রমানুসারে উচ্চারিত হইয়া শব্দরূপ ধারণ করতঃ নিজ নিজ স্বতন্ত্রশক্তিকে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলাইয়া যে এক ধ্বনি-বিশেষ উৎপন্ন করিয়া থাকে উক্ত ধ্বনিবিশেষের দ্বারা জীববিশেষের জ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন প্রত্যেক অক্ষরের ধ্বনির ব্যষ্টিরূপজাত সমষ্টিরূপ গো শব্দের ধ্বনির সহিত সম্বন্ধ বর্ত্তমান তদ্রূপ, গোঃ শব্দের ধ্বনির সহিত গোরূপ জীবেরও সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে বুঝিতে পারা যায় যে যদি কোন মূর্খকে গাভী লইয়া আইস, এইরূপ বলা যায় তাহা হইলে সে গোরূপ শব্দের দ্বারা গরুকে আনয়ন করিবে, কিন্তু যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, গোঃ শব্দে কি কি বর্ণ রহিয়াছে তবে সে তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম হইবে। ব্যষ্টিরূপে বর্ণের সহিত ধ্বনির যেরূপ সম্বন্ধ, সমষ্টিরূপে শব্দধ্বনির সহিত শব্দজ্ঞানেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। এই কারণ শব্দে, অক্ষরে এবং জ্ঞানে অভেদ সম্বন্ধ থাকায় উক্ত শব্দবিভাগে সংযম সাধন করিয়া যোগী বিবিধ দৈবী ভাষায় জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। মনুষ্য যেরূপ জীব, তদ্রূপ প্রাণীও জীব, মনুষ্যের মধ্যে কেবল জ্ঞানাধিক্যরূপ ভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। মনুষ্য যেরূপ স্বীয় অন্তঃকরণের ভাব বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, অন্যান্য জীবও তদ্রূপ স্বীয় অন্তঃকরণেরভাব নিজ নিজ ভাষার দ্বারা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। যেমন অঙ্গকম্পন, হাঁচি প্রভৃতির দ্বারা জীবের ভবিষ্যৎ বিষয়ক জ্ঞান হইয়া থাকে, তদ্রূপ বিবিধ জীবের উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারাও ভবিষ্যৎ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। জীবগণ সময়ে সময়ে জ্ঞানকৃত নিজমনোবৃত্তিকে প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু বুদ্ধির অভাববশতঃ বাহ্য প্রাকৃতিক শক্তির বশীভূত হইয়া সময়ে সময়ে প্রাকৃতিক ইঙ্গিত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। গুণ তারতম্যানুসারে এই প্রাকৃতিক ইঙ্গিত প্রকাশ করিবার শক্তি বিশেষ বিশেষ প্রাণির মধ্যে বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যোগিগণ এইরূপে জীবের উচ্চারিত ধ্বনি-বিভাগে সংযম করিয়া উক্ত জীবের স্বাভাবিক ধ্বনির দ্বারা উহার অন্তঃকরণের ভাব এবং অস্বাভাবিক ধ্বনির দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনার অনুমান করিয়া লইতে সমর্থ হ'ন। মনুষ্যগণের উচ্চারিত

শব্দ দুই প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম স্বাভাবিক এবং দ্বিতীয় অস্বাভাবিক। প্রণব ও বীজ-মন্ত্রাদি স্বাভাবিক শব্দ এবং অন্যান্য লৌকিক সাধারণ শব্দ, অস্বাভাবিক শব্দ। প্রভেদ এই যে অন্তঃকরণের দ্বারা অনুভূত প্রণবাদিশব্দ, অথবা অন্তঃকরণের ভাব দ্বারা বিশেষ বিশেষ রূপে স্বাভাবিক-রূপে প্রকট যোগ্য যে শব্দ তাহাকেই স্বাভাবিক শব্দ বলা হয়, এবং বাহ্য বিষয় অনুভব করিয়া তাহার জন্য যথাযোগ্য শব্দ প্রস্তুতের দ্বারা যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন গো প্রভৃতি শব্দ, উহাদিগকে অস্বাভাবিক বলা হয়। প্রথমে প্রত্যয়রূপ জ্ঞান অথবা ভাবের অনুভব আন্তরিক বিষয় হইতে হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, শব্দ সৃষ্টি হইবার সময় বিষয়ের অনুভব বাহ্য জগতে হয়, কিন্তু, জ্ঞান, অর্থ এবং শব্দ অথবা ভাব, বৃত্তি ও শব্দ এই ক্রমানুসারে এক শব্দ হইতে সেই শব্দের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ভাব অথবা জ্ঞানের বোধ হইয়া থাকে। মনুষ্য যখন কোন শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে তখন সেই সময়ে উহার শব্দের ধ্বনিবৈচিত্র্যের উপরে সংযম করিয়া জ্ঞানিপুরুষ উক্ত মনুষ্যের চিত্তের নানাবিধ ভাব একই শব্দের নানাপ্রকারের উচ্চারণের দ্বারা অবগত হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। অস্বাভাবিক শব্দতেই এরূপ হইতে পারে। এই দৃষ্টান্ত নানারূপ জীবজন্তুগণের শব্দেও অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। অন্যান্য জীব যখন নিজ কাম-ক্রোধাদি পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থাতে বর্ত্তমান থাকিয়া শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে, উহাই তাহাদের স্বাভাবিক শব্দ, এবং যখন উহারা সমষ্টি প্রকৃতির পরতন্ত্র হইয়া বিশেষ বিশেষ দেশ কালে, বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে উহাই তাহাদের অস্বাভাবিক শব্দ। এই সমস্ত অস্বাভাবিক শব্দের সহিত শাস্ত্রে শকুনাদির সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। মনুষ্যের স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক শব্দে সংযম করিলে যেরূপ শব্দার্থ প্রতিপাদক জ্ঞান অথবা শব্দ দ্বারা প্রণোদিত ভাবের অনুভব অপর ব্যক্তির হইয়া থাকে, তদ্রূপ, অন্যান্য নানাজীবের শব্দ দ্বারা তাহাদের স্বাভাবিক শব্দ হইতে তাহাদের অন্তঃকরণের ভাব ও জ্ঞান, অথবা তাহাদের অস্বাবিক শব্দ দ্বারা মূল প্রকৃতির ইঙ্গিতের জ্ঞান যোগী অবগত হইতে সমর্থ হ'ন। শব্দের দেশ, কাল, গুরুত্ব, লঘুত্ব, বলিবার প্রণালী প্রভৃতিতে চিত্ত সংযম করিতে করিতে পূর্ব্বকথিত সন্ধিস্থলে সংযম করিতে পারিলে সংযম জীবের প্রকৃতিতে উপস্থিত হয় এবং যোগী উক্ত জীবের ভাষাজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন॥ ১৭॥

তৃতীয় সিদ্ধির বিষয় বর্ণিত হইতেছে—

সংস্কার প্রত্যক্ষীভূত হইলে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয়॥ ১৮॥

পূর্ব্বজন্মের সংস্কার দ্বিবিধ, যথা প্রবল ও মন্দ। যাহা ফলোন্মুখ কর্ম্মসমূহকে বলপূর্ব্বক স্বকার্য্যে নিযুক্ত করে তাহাকে প্রবল সংস্কার বলে। ও যাহার দ্বারা মাত্র বাসনা উদিত হয় ও ইচ্ছারূপে জীবের অন্তঃকরণে ক্লেশ উৎপাদন করিয়া থাকে তাহাকে মন্দকর্ম্ম বলে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলরূপ সংস্কারে সংযম করিলে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান এবং পর সংস্কারে সংযম করিলে পরজন্মের জ্ঞান যোগী লাভ করিতে পারেন। যে হেতু কর্ম্ম হইতেই সংস্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ সংস্কার কৃতকর্ম্মের ছায়ারূপ চিহ্ন। যেমন যন্ত্রের দ্বারা মনুষ্যের ছায়ারূপ চিহ্ন ধারণ করিবার শক্তি লাভ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ ফটোগ্রাফে যথা-যথ ভাবে মনুষ্যমূর্ত্তিকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। তদ্রূপ সংস্কারে সংযম করিলে যোগী সংস্কারের কারণরূপ কর্ম্মের যথাযথ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যেমন এক বটবীজে সমস্ত বটবৃক্ষের শরীর অপ্রকাশিতরূপে বর্ত্তমান থাকে, ঠিক তদ্রূপ কর্ম্মবীজরূপ সংস্কারে উক্তকর্ম্মের সম্পূর্ণ স্বরূপ নিহিত থাকে, অতএব যোগী যদি নিজ জ্ঞানশক্তির দ্বারা মনুষ্যের বর্ত্তমান জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া উহার জীবনরূপ অঙ্কুরিত কর্ম্ম অথবা বৃত্তি প্রভৃতি দর্শন করিয়া সংস্কারকে অনুসন্ধান করিয়া লয়, তাহা হইলে উক্ত সংস্কারে সংযম করিলে তাহার পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। যেমন বৃক্ষ হইতে বীজ এবং বীজ হইতে পুনরায় বৃক্ষ হয়, সেইরূপ কর্ম্ম হইতে সংস্কার এবং সংস্কার হইতে কর্ম্ম এইরূপ ক্রম নিয়মিত ভাবে হইয়া থাকে। এইরূপ বিচারের দ্বারা যদি সংস্কারের অনুসন্ধান পাওয়া যায়, তবে উক্ত সংস্কারে সংযম করিলে যে কর্ম্মের দ্বারা উক্ত সংস্কার নির্ম্মিত হইয়াছে যোগী অনায়াসেই তাহা অবগত হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন॥ ১৮॥

চতুর্থ সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে—

জ্ঞানে সংযম করিলে পরচিত্তের জ্ঞান হইয়া থাকে॥ ১৯॥

সমস্ত অন্তঃকরণই একজাতীয়, এবং জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। অন্তঃকরণস্থিত জ্ঞান একজাতীয় হইলেও কেবল অহঙ্কার

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎপূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্॥ ১৮॥

প্রত্যয়স্ত পরচিত্তজ্ঞানম্॥ ১৯॥

বশতঃ পৃথক পৃথক প্রতীয়মান হইয়া থাকে এবং এইরূপ স্বতন্ত্রতা প্রযুক্তই একজ্ঞান অপরের জ্ঞানকে গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু যোগী যখন জ্ঞানে সংযম করিতে থাকেন, তখনই তিনি অপরের অন্তঃকরণের সহিত নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অপরের অন্তঃকরণের ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হ'ন। যোগী এই-রূপে বুদ্ধিতে সংযম করিয়া পরচিত্তের জ্ঞাতা হইতে পারেন। স্বরূপজ্ঞান যেরূপ পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তটস্থজ্ঞান ও তদ্রূপ জীব অর্থাৎ জীবের অন্তঃকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট। স্বরূপজ্ঞান আত্মার স্বরূপ এবং তটস্থজ্ঞান তদনুসারে জীবের অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। কেহ কেহ অন্তঃকরণের চারিটি অবয়ব স্বীকার করেন। যথা—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। কিন্তু এরূপ হইলেও সকলের উপরে বুদ্ধিরই প্রাধান্য রহিয়াছে। এইজন্য অন্তঃকরণে জ্ঞানের ব্যাপকতা নিত্যস্থিত। তটস্থ-জ্ঞানের সহিত ত্রিপুটীর স্বাভাবিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকায় জীবের যেরূপ অন্তঃকরণ অর্থাৎ যে অন্তঃকরণে গুণের যেরূপ পরিণাম হইয়া থাকে, সেইরূপেই উক্ত অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞানের স্থিতি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ যদি কোন জীব বিশেষের অন্তঃকরণের অবস্থা জানিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে উহার জ্ঞানের পর্য্যালোচনা করিয়া যোগী যদি উক্ত জ্ঞানবিশেষে যোগযুক্তভাবে সংযম করেন, তবে উক্ত জীবের অন্তঃকরণের সমস্ত ভাব অবগত হইতে সমর্থ হন ॥ ১৯॥

উহার মধ্যে বিশেষত্ব দেখান হইতেছে।—

উহার অবলম্বনের জ্ঞান হয় না, কেননা উহা এরূপ সংযম বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে জ্ঞানে সংযম করিলে অপরের অন্তঃকরণের জ্ঞান হইতে পারে। সম্প্রতি মহর্ষি সূত্রকার এইসূত্রে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে যদি উহার দ্বারা অপরের অন্তঃকরণের জ্ঞান হয় কিন্তু অন্তঃকরণের বিষয়ের ঠিক ঠিক জ্ঞান হইতে পারে না। যদিও বা সমষ্টিরূপ অন্তঃকরণের সাধারণ জ্ঞান হয় কিন্তু ব্যষ্টিরূপ বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য সংযমকে স্থানান্তরে বর্দ্ধিত করিতে হয়। যোগী যখন সংযমের দ্বারা অন্যের অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া সেই বিষয়ে পুনরায় সংযমকে বর্দ্ধিত করে তখনই বিস্তৃতভাবে উক্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভ হইতে পারে। এইরূপে প্রথমে জ্ঞানে সংযমপূর্ব্বক অন্যের অন্তঃকরণে

ন তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০

প্রবেশ করিয়া পুনরায় সেই বিষয়ে সংযম দ্বারা যোগী অপরের অন্তঃকরণের বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইতে সমর্থ হইতে পারেন। যেমন কোন যোগী যদি জানিতে ইচ্ছা করেন, যে অমুক ব্যক্তি এই পাপকর্ম্ম করিয়াছে কি না? তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির জ্ঞানে সংযম করিলেই তিনি তাহা অবগত হইতে পারেন। কিন্তু সেই যোগী যদি উক্ত পাপ-নিরত ব্যক্তির পাপকর্ম্ম সম্বন্ধে দেশ, কাল, ও পাত্রের বিচারানুসারে অধিক বিবরণ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে উক্ত কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ান্তরে তাঁহাকে পুনরায় সংযম করিতে হইবে॥ ২০॥

পঞ্চম সিদ্ধি কথিত হইতেছে—

কায়াগতরূপে সংযম করিলে উহার গ্রাহ্যশক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায় এবং অন্যের চক্ষুর প্রকাশ অসম্প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এইরূপে যোগির শরীরের অন্তর্ধ্যান হইয়া থাকে॥ ২১॥

এই পাঞ্চভৌতিক শরীর রূপবিশিষ্ট হওয়ায় নেত্রজন্য জ্ঞানের বিষয়ীভূত অর্থাৎ রূপ আছে বলিয়াই এই শরীর চক্ষুর্গ্রাহ্য, সুতরাং যোগী যখন নিজ শরীরগত রূপে সংযম করেন তখন তাঁহার রূপের গ্রাহ্যশক্তি অন্যের নেত্রপথে পতিত হয় না। এইভাবে যখন দ্রষ্টার দৃক্‌শক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায় তখন স্বভাবতঃই উক্ত দ্রষ্টা বা দ্রষ্টৃগণ যোগীকে দেখিতে পায় না। যোগী এইরূপে নিজকায়গত রূপে সংযম দ্বারা অপরের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া অন্তর্হিত হইতে পারেন। সংসারে দৃক্‌শক্তি স্তম্ভনের ক্রিয়া প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নেত্র খুলিয়া থাকিলে দৃষ্টিশক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায় এবং মনুষ্য কিছুই দেখিতে পায় না। ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াতে এরূপ ক্রিয়া প্রায়ই দেখা যায়। ঐন্দ্রজালিক পুরুষ যখন বহুপদার্থের সংযোজন বিযোজনরূপ ক্রীড়া প্রদর্শন করে, তখন স্বীয় বিদ্যা-প্রভাবে দর্শকগণের নেত্র স্তম্ভিত করিয়া দেয়, সেজন্য দর্শকগণ উক্ত পদার্থের সংযোগ বিয়োগের অন্বেষণ করিতে সমর্থ হ'ন না। যখন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার সাধারণ ক্রিয়া দ্বারা দৃষ্টিশক্তি এইরূপে স্তম্ভিত হইয়া যায় তখন যোগিরাজ মহাত্মার সংযম ক্রিয়ার দ্বারা কি না হইতে পারে? যেমন রূপ বিষয়ক সংযম করিলে যোগীর শরীরগত রূপ কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ শব্দবিষয়ক সংযম করিলে শব্দের শ্রোত্রগ্রাহ্যশক্তি রুদ্ধ হইয়া যায় এবং

কায়রূপসংযমাত্তদ্‌গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃ প্রকাশাসম্প্রয়োগেঽন্তর্ধ্যানম্॥ ২১॥

শব্দের সহিত শ্রোত্রের অসন্নিকর্ষ নিবন্ধন শব্দের অন্তর্ধান হইয়া যায় অর্থাৎ যোগিরাজের শব্দ কাহারও শ্রবণগোচর হয় না। এইরূপ স্পর্শ, রস ও গন্ধেরও পূর্ব্বোল্লিখিত রূপ সংযমের দ্বারা অন্তর্ধান হইতে পারে অর্থাৎ শব্দাদি পঞ্চবিষয়ে সংযমকরিলে যোগীর শরীরের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ সমীপস্থিত পুরুষ অবগত হইতে পারে না॥ ২১॥

ষষ্ঠ সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে—

সোপক্রম এবং নিরুপক্রম নামক দ্বিবিধ কর্ম্মে সংযম করিলে মৃত্যুর জ্ঞান হইয়া থাকে, অথবা ত্রিবিধ অরিষ্ট হইতে মৃত্যুজ্ঞান হইয়া থাকে॥ ২২॥

কর্ম্ম বিপাক হইতে যে আয়ুর নিশ্চয় হয় পূর্ব্বপাদের সূত্রে তাহা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত করা হইয়াছে। যে কর্ম্ম-ফলের দ্বারা আয়ুঃ স্থির হয় তাহাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা সোপক্রম এবং নিরুপক্রম। যেমন আর্দ্র বস্ত্রকে নিংড়াইয়া শুখাইতে দিলে উহা শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায়, যেমন শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নি সংযুক্ত করিলে উহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হয়। তদ্রূপ কর্ম্মবিপাকের তীব্রতা প্রযুক্ত যে কর্ম্ম শীঘ্র ফলদায়ক হইয়া থাকে উক্ত শীঘ্র কার্য্যকারিণী কর্ম্মাবস্থাকে সোপক্রম বলা হয়। যেমন আর্দ্রবস্ত্র না নিংড়াইয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখিলে অনেক বিলম্বে উহা শুষ্ক হয়। যেমন স্তূপীকৃত কাষ্ঠ রাশির একদিকে অগ্নি লাগাইয়া দিলে বহুবিলম্বে উহা ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মবিপাকের মাদকতা প্রযুক্ত উহা বিলম্বে ফল দায়ক হইয়া থাকে, বিলম্বে কার্য্যকারিণী কর্ম্মের এই অবস্থাকে নিরুপক্রম বলা হয়। এই উভয়বিধ কর্ম্মবিপাকে সংযম করিলে মৃত্যু কতদিনে কোনস্থানে কিরূপ ভাবে হইবে, যোগী তাহা অবগত হইতে সমর্থ হ'ন। মীমাংসা শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম ত্রিবিধ। যথা সহজ, ঐশ এবং জৈব। মনুষ্যগণের পক্ষে সহজ এবং ঐশ কর্ম্ম পরম্পরা সম্বন্ধে উপযোগী হইয়া থাকে। জৈব কর্ম্মই স্বাধীন জীব মনুষ্যের কর্ম্ম স্বীকৃত হইয়াছে। উক্ত জৈব কর্ম্মের ভেদ ত্রিবিধ। যথা সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ এবং প্রারব্ধ। সঞ্চিত কর্ম্ম ভবিষ্যৎ কালগর্ভে লুক্কায়িত থাকে। এবং আয়ু নির্ণয় করিবার জন্য প্রধানতঃ প্রারব্ধ কর্ম্ম, ও গৌণতঃ ক্রিয়মাণ কর্ম্ম এই উভয়বিধ কর্ম্মের

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম তৎসংযমাদপরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা॥ ২২॥

উপরেই যোগিকে সংযম করিতে হয়। ক্রিয়মাণ কর্ম্ম যখন প্রবল হয়, তখনই উহা সদসৎ কর্ম্মানুসারে আয়ুকে বর্দ্ধিত বা হ্রাসযুক্ত করিয়া থাকে, নতুবা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সঞ্চিত কর্ম্মের সহিত গিয়া মিলিত হয়। এইজন্য মনুষ্যের কোন্ কোন্ ক্রিয়মাণ কর্ম্ম প্রবল, তাহা জানিবার জন্য উহার গতির উপরে সংযম করিতে হয়। ঐরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের যে যে লক্ষণ মনুষ্যজীবনে প্রকটিত হয়, উহার লঘু গুরু বিচার করিয়া যোগিকে সংযম করিতে হয়। এইরূপ নিয়মানুসারে সংযম করিতে পারিলে মনুষ্যের মৃত্যুর বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। পূর্ব্বে যেরূপ জ্ঞানে সংযম করিয়া তৎপরে বিশেষ বিশেষ বৃত্তিসমূহে সংযম করতঃ জীবের অন্তঃকরণের ভাব সমূহ অবগত হইতে পারা যায়, তদ্রূপ সাধারণতঃ প্রারব্ধকর্ম্ম এবং প্রবল ক্রিয়মাণ কর্ম্মে সংযম করিলে মৃত্যুর সময় অবগত হইতে পারা যায়, তদনন্তর উহার আনুষঙ্গিক সূক্ষ্মতার উপরে বিচার করিলে মৃত্যুর সময়ের অবস্থা ও গতির তথ্য জানিতে পারা যায়। সোপক্রম এবং নিরুপক্রমরূপ কর্ম্ম-বিপাকে সংযম করিলে যোগী যেরূপ মৃত্যুজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হ'ন, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক অরিষ্ট সমূহে সংযম করিলেও মৃত্যুজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। আধ্যাত্মিক অরিষ্টের ফলে জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তির আন্তরিক অবস্থা দুর্ব্বল হইয়া যায়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন শ্রবণ আবদ্ধ করিলে সাধারণ ভাবে শ্রুত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না নেত্র বন্ধ করিলে যে নানা প্রকারের অন্তর্জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না ইত্যাদি আন্তরিক শক্তি হীনতাই আধ্যাত্মিক অরিষ্ট। যে সময়ে চিন্তা না করিলেও অথবা বিনা কারণে যমদূত ও পিতৃলোকের দর্শন হইতে থাকে সেই সময়ের উক্ত অলৌকিক লক্ষণকে আধিদৈবিক অরিষ্ট বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ঐরূপ যখন বিনা কোন বিশেষ কারণে অধিক সুখদায়ক অথবা দিব্য দেবশরীরিগণের দর্শন হয় সে সময়ে, উক্ত দৈব লক্ষণকে আধিদৈবিক অরিষ্ট বলা হয়। শারীরিক রোগাদির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ, আচার ব্যবহারের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রভৃতি আধিভৌতিক অরিষ্টের অন্তর্গত। এইরূপ শরীরের অসাধারণ পরিণাম, যেমন—বলবান পুরুষের একেবারে নির্ব্বল হইয়া যাওয়া, অথবা কৃশকায় পুরুষের একেবারে হৃষ্টপুষ্ট অতি স্থূল হইয়া যাওয়া, অথবা স্থূলকায় পুরুষের অতিকৃশ হইয়া যাওয়া এই সমস্ত আধিভৌতিক অরিষ্টরূপে স্বীকৃত

হইয়াছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক অরিষ্টে সংযম করিয়া বিশেষভাবে মৃত্যুজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু এই সমস্ত অরিষ্ট মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, এইজন্ত ইহার দ্বারা বহুপূর্ব্ব হইতে মৃত্যুজ্ঞান অবগত হইতে পারা যায় না। কিন্তু পূর্ব্ব কথিত সোপক্রম ও নিরুপক্রম বিপাকে সংযম করিলে যখন ইচ্ছা তখনই যোগী মৃত্যু জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

সপ্তম সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে--

মৈত্র্যাদিতে সংযম করিলে বললাভ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

মৈত্রী, মুদিতা, করুণা এবং উপেক্ষা এই চারি প্রকার শ্রেষ্ঠ ভাবনা। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সুখী প্রাণিগণের প্রতি প্রীতিভাবনা, দুঃখী জীবগণের প্রতি করুণা ভাবনা, ধর্ম্মাত্মাগণের প্রতি মৈত্রী ভাবনা এবং পাপিগণের প্রতি উপেক্ষা ভাবনা করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে যোগী যোগমার্গে উন্নীত হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। সম্প্রতি মহর্ষি সূত্রকার এইসূত্রে বর্ণন করিতেছেন যে উক্ত মৈত্র্যাদিতে সংযম করিলে যোগী মৈত্রীবল, করুণাবল, মুদিতাবল এবং উপেক্ষাবল লাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ অর্থাৎ আত্মবল লাভ করিতে পারেন। এবং পুনরায় যোগীর অন্তঃকরণে কোনরূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতে পারে না। আত্মবলই সমস্ত বলের মূল। আত্মবলকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মবল ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞান লাভ হওয়া অসম্ভব। উক্ত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যেরূপ আত্মবলের প্রয়োজন হয় উহাকেই শুদ্ধ তেজ বলা হয়। যে শক্তি ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে অন্তঃকরণকে পতিত হইতে না দিয়া নিয়মিতরূপে স্ব-স্বরূপের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে উহাকেই তেজ অথবা আত্মবল বলা হয়। পূর্ব্বকথিত শুদ্ধ শক্তিসমূহে যোগী যখন সংযম করিতে করিতে নিজ অন্তঃকরণে উহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া লন, সে সময়ে অন্তঃকরণকে নিম্নে অধঃপাতিত করিবার কেহ থাকেনা, ও সেই সময়েই আত্মবল লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৩ ॥

অষ্টম সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে—

বলে সংযম করিলে হস্তী প্রভৃতির বললাভ হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

বল দুই প্রকার, এক আত্মবল, দ্বিতীয় শারীরিক বল। আত্মবল প্রাপ্তি সম্বন্ধীয় সিদ্ধির বিষয় পূর্ব্বসূত্রে বর্ণন করিয়া সম্প্রতি এই সূত্রের দ্বারা স্থূল শারীরিক বল প্রাপ্তি বিষয়ক সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে। যদিও সমস্ত বলই একরূপ, তথাপি প্রকৃতি বিভিন্ন হওয়ায় বল-গত স্বাতন্ত্র্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন সিংহবল, হস্তিবল, বলবান খেচর পক্ষীগণের বল, এবং বলশালী জলচর মকরাদির বল ইত্যাদি। যেরূপ বলের প্রয়োজন হয় তদনুরূপ বলশালী জীবের বলে সংযম করিলে যোগী সেইরূপ বললাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ঐরূপে সমস্ত বলের আধার বায়ুতে সংযম করিলে অধিক বলবান হইতে পারা যায়। সাধারণ বল প্রাপ্তি পক্ষে বায়ুতে সংযম করা পরম হিতকর হইলেও বিশেষ বিশেষ পশুজাতীয় বললাভ করিতে হইলে তদনুরূপ পশুর বলসম্বন্ধীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বলে সংযম করিলে যোগী হস্তী প্রভৃতি বলবান পশুর বল সহায়ে স্থূলবল লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

নবম সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে—

পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির প্রকাশ সূক্ষ্মাদি বস্তু সমূহে ন্যস্ত করিয়া তাহার উপরে সংযম করিলে সূক্ষ্ম, গুপ্ত এবং দূরস্থ পদার্থ সমূহের জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

প্রথম পাদে যে সাম্যাবস্থাসম্পন্ন সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত প্রকৃতির দর্শন অর্থাৎ জ্যোতির্দর্শনের বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে, উক্ত অন্তর্জ্যোতিকে পদার্থ সমূহে ন্যস্ত করিয়া সংযম করিলে সূক্ষ্ম, গুপ্ত এবং দূরবর্ত্তী পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে। সত্ত্বগুণই পূর্ণ প্রকাশ স্বরূপ, যেখানে সত্ত্বগুণের পূর্ণ প্রকাশ, জ্ঞান সেইস্থলেই পূর্ণভাবে উদিত হইতে পারে। এইরূপ সাত্ত্বিক তেজে সংযম করিয়া তাহার সাহায্যে যোগী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও গুপ্তাতিগুপ্ত বিষয় এবং অতিদূরস্থিত পদার্থেরও জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন। অর্থাৎ সাত্ত্বিক প্রকাশরূপ জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি সাম্যবস্থারূপ সত্ত্বগুণের স্বরূপ। তাঁহার সাহায্যে যোগী যদি অন্বেষণ করিতে ইচ্ছা

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৪ ॥

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ ॥ ২৫ ॥

করেন, তাহা হইলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু পর্য্যন্ত দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে এবং ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত অতিগুপ্ত পদার্থ ও বহুদূরবর্ত্তী স্থানে স্থিত পদার্থেরও জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। যোগ সাধনের ক্রিয়া-সিদ্ধাংশের অনুসারে যোগসাধনকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ এবং রাজযোগ। এই চতুর্ব্বিধ সাধন পদ্ধতি অনুসারে মন্ত্রযোগে মনঃ কল্পিত স্থূল মূর্ত্তির ধ্যান, হঠযোগে মনঃকল্পিত স্থূল জ্যোতির ধ্যান, লয়যোগে বিশেষ বিশেষ সাধনের দ্বারা সত্ত্বগুণময়ী সূক্ষ্ম প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জ্যোতিষ্মতী নামক বিন্দুর ধ্যান, এবং রাজযোগে প্রজ্ঞা হইতে উৎপন্ন আত্মধ্যানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লয়যোগে যে বহু প্রকারের সাধন পদ্ধতি বর্ণন করা হইয়াছে, তদনুসারে লয়যোগী নিজ অন্তর রাজ্যে শরীরের দ্বিদল স্থানে শুদ্ধ তেজঃপূর্ণ বিন্দুর ধ্যান করিয়া থাকেন। এই জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি বিন্দুরূপে আবির্ভূত হইয়া যখন স্থির হইতে থাকে তখনই বিন্দুধ্যানের সিদ্ধাবস্থা। সকামযোগী যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে উক্ত বিন্দুর সাহায্যে নিজ নিজ শরীরের বিভিন্ন সূক্ষ্মনাড়ী এবং ষটচক্রাদি শরীরস্থ নানাবিধ পীঠ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ঐরূপ সকাম যোগী যদি ইচ্ছা করেন, তবে উক্ত বিন্দুর বিস্তারে বিলীন হইয়া স্বীয় সংযম শক্তির সাহায্যে জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির সহযোগিতায় বিবিধ গুপ্তবিষয়, জলমগ্ন ও ভূমধ্যস্থিত বিষয় অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

দশম সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে—

সূর্য্যে সংযম করিলে ভুবন জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

সূর্য্যের দ্বিবিধরূপে সংযম করিলে যথাক্রমে স্থূল ও সূক্ষ্মলোকের জ্ঞান হইয়া থাকে। স্থূললোক প্রধানতঃ মৃত্যুলোক, এবং সূক্ষ্মলোক সপ্তস্বর্গ ও সপ্তপাতাল লোক। অন্যান্য নিকটস্থ ব্রহ্মাণ্ড ও সূক্ষ্মলোকের অন্তর্ভুক্ত। ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি সপ্তসর্গের মধ্যে ভূলোক চারিভাগে বিভক্ত। স্মৃতি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে—

অহং চতুর্দ্দশানাং হি ভুবনানাং স্বধাভুজঃ।
পঞ্চানাঞ্চৈব কোষাণাং সম্বন্ধাদস্ত বো ব্রুবে ॥

ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ ॥ ২৬ ॥

প্রাধান্যং দেববৃন্দস্য শ্রূয়তাং সুসমাহিতৈঃ।
দৈবসৃষ্টিরহস্যং স্যাজ্‌জ্ঞাতং যেন যথার্থতঃ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাখ্যং ত্রিমূর্ত্তি ত্রিগুণাত্মকম্।
যদাহং পিতরোধৃত্বা স্বশক্তেরবলম্বনাৎ॥
আদদে সগুণং রূপং তিস্রস্তা এব মূর্ত্তয়ঃ।
প্রাধান্যং সর্ব্বদেবেষু ধরন্ত্যোহলং ভবন্তি তে॥
ব্রহ্মাণ্ডে কিল প্রত্যেকং মুখ্যা দেবা ন সংশয়ঃ।
আবহন্তস্ত্রিদেবাখ্যাং প্রাশস্ত্যং যান্তি সর্ব্বথা॥
অস্মমূর্ত্তিত্রয়স্যাস্তে প্রতিব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনঃ।
নৈব ভেদো ময়াসার্দ্ধং বস্তুতঃ কশ্চিদপ্যণু॥
এতদেবাধিদৈবং হি মুখ্যংমূর্ত্তিত্রয়ং মম।
প্রোচ্যতে পিতরো বিজ্ঞৈঃ প্রতিব্রহ্মাণ্ডমীশ্বরঃ॥
ব্রহ্মণ্যধ্যাত্মশক্তির্মে হ্যধি দৈব্যপি ভাতি বৈ।
লোকস্রষ্ট্‌ৃত্বতো যোহয়ং নায়কোঽস্তি তথাপ্যহো॥
তথা শিবেহধিভূতায়ামাধিদৈব্যাঞ্চ পূর্ণতঃ।
শক্তৌ বিকাশিতায়াং হি সত্যামপি স্বধাভুজঃ?
নায়কোজ্ঞানদাতৃত্বাদৃষীণামেষ মন্যতে।
সংবিকাশিতয়োঃ শক্ত্যোঃ পূর্ণাধ্যাত্মাধিভূতয়োঃ॥
বিষ্ণৌ সত্যোস্তথাপ্যেষ বর্ত্ততে দেবনায়কঃ।
দৈবশক্তিকদম্বস্য কেন্দ্রীভূতো যতোহস্ত্যয়ম্॥
পিতরঃ? যোহধিকারোঽস্তি স্থূলে জগতি কেবলম্।
পিণ্ডপুষ্টেঽপি মর্ত্ত্যানাং পিণ্ডেষেব বিশেষতঃ॥
কেবলং জ্ঞানি জীবেষ্বধিকারস্তথাস্ত্যলম্।
ঋষীণাং নাত্র সন্দেহঃ কিন্তু দেবগণস্য বৈ॥
ব্রহ্মাণ্ডানাং হি সর্ব্বেষাং ভোগেষ্বাস্তেঽখিলেষু চ।
অধিকারোঽস্ত্যতস্তেষাং দেবানাং সর্ব্বমান্যতা॥

পিতরঃ ? পঞ্চকোশাশ্চ ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
সমষ্টিব্যষ্টিরূপায়াং পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডসংহতৌ ॥
ওতপ্রোত স্বরূপেণ সংতিষ্ঠন্তে ন সংশয়ঃ।
মম ব্রহ্মাণ্ডরূপস্য বিরাড্‌দেহস্য কল্যদাঃ ? ॥
লোকাঃ সপ্তোর্দ্ধগানাভিমুপর্য্যুপরি সন্ত্যহো।
অধোহধঃ সপ্তবর্ত্তন্তে এবং নাভিঞ্চ সংস্থিতাঃ ॥
অতঃ সমষ্টিরূপেঽস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডে বৈ চতুর্দ্দশ।
ভুবনানি প্রধানানি বিদ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
পঞ্চকোষাস্তু তিষ্ঠন্তি ব্যাপ্তা গৌণতয়াঽত্র হি।
জীবদেহস্বরূপেষু কোষাঃ পিণ্ডেষু পঞ্চ চ ॥
প্রধানাঃসন্তি তেষাং হি সম্বন্ধাচ্চ চতুর্দ্দশ।
ভুবনান্যপ্রধানানি সংতিষ্ঠন্তে নিরন্তরম্ ॥
অতো যে জ্ঞানিনো ভক্তা ঐশীং শক্তিং সমাশ্রিতাঃ।
স্বপিণ্ডেঽপি তিষ্ঠন্তঃ সূক্ষ্মৈর্নানাবিধৈরুত্তম্ ॥
সংস্থাপয়িতুমর্হন্তি দেবলোকৈঃ সহান্বয়ম্।
অন্যান্যসূক্ষ্মলোকেষু নিবসন্তোঽপ্যতস্তথা ॥
সংস্থাপয়িতুমর্হন্তি স্বাধিপত্যং স্বধাভুজঃ ?।
দেবাসুরগণাঃ সর্ব্বে জীবপিণ্ডেষ্বনুক্ষণম্ ॥
পিতরঃ পঞ্চকোষা হি সর্ব্বপিণ্ড-প্রতিষ্ঠিতাঃ।
আবৃণ্বন্তো বিরাজন্তে মৎস্বরূপং ন সংশয়ঃ ॥
মধ্যমাসু নিকৃষ্টাসু তথোচ্চৈর্দেবযোনিষু।
সর্ব্বাস্বপ্যবতিষ্ঠন্তে পঞ্চকোষা ন সংশয়ঃ ॥
এতাবাঁস্তত্র ভেদোঽস্তি নূনং নিম্নাসু যোনিষু।
পঞ্চকোষা বিকাশন্তে নৈব সামান্যতোঽখিলাঃ ॥
নিখিলানান্তু কোষাণাং মর্ত্ত্যপিণ্ডেষু নিশ্চিতম্।
বিকাশঃ সর্ব্বতঃ সম্যগ্ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥

ততোঽপি দেবপিণ্ডেষু বিকাশস্তে হি শক্তয়ঃ।
অধিকং খলু পঞ্চানাং কোষানাং নাত্র সংশয়ঃ॥
পাঞ্চকৌষিকভূমীনাং সমানানাং স্বভাবতঃ।
সম্বন্ধঃ সর্ব্বপিণ্ডানাং ভূমিভিঃ সহবর্ত্ততে॥
ঋষয়োঽতো স্তবন্তশ্চ মমোপাসক-যোগিনঃ।
দেবাঃ শক্তিবিশেষৈশ্চ বিধাতুং শক্নুবন্ত্যলং॥
কার্য্যং কোষবিশেষস্য পিণ্ডেষন্যেষু চৈকতঃ।
নৈবাত্র সংশয়ঃ কশ্চিৎ সত্যং জানীত সত্তমাঃ ?॥
বসন্তি দেবাঃ পিতরঃ ? ঊর্দ্ধলোকেষু সপ্তসু।
সন্তিষ্ঠন্তেঽসুরাঃ সর্ব্বে হ্যধোলোকেষু সপ্তসু॥
তমো মুখ্যতয়া সৃষ্টেরসুরাণাং হি সপ্তমে।
লোকেঽস্ত্যসুররাজস্য রাজধানীত্বধস্তনে॥
দৈব্যাঃ সত্ত্বপ্রধানত্বাৎসৃষ্টে রাজানুশাসনম্।
উচ্চৈর্দেবেষু লোকেষু নৈবাবশ্যকমস্ত্যহো॥
অস্ত্যতো দেবরাজস্য রাজধানীতৃতীয়কে।
ঊর্দ্ধলোকে স্থিতা নিত্যং নাত্রকার্য্যা বিচারণা॥
বিশেষতোঽসুরাঃ সর্ব্বেসদাপ্রাবল্যসঙ্ঘর্ষঃ।
কুর্ব্বাণা বিপ্লবং দৈবে রাজ্যসৃষ্টেঃ প্রবাধিতুম্॥
সামঞ্জস্যং বিচেষ্টন্তে নিতান্তং সন্ততং . বহু।
অতোঽপি দেবরাজস্য রাজধানী তৃতীয়কে॥
ঊর্দ্ধলোকে স্থিতা নিত্যং বিদ্যতে পিতরো ধ্রুবম্।
উন্নতেষূর্দ্ধলোকেষু প্রবেশোঽপ্যস্ত্যসম্ভবঃ॥
অসুরাণামতোঽপ্যেষু দেবরাজানুশাসনম্।
নাবশ্যকত্বমাপ্নোতি বিশেষেণ কদাচন॥
বিভিন্নোপাসকেভ্যো হি স্বরূপং সগুণং ধরন্।
সালোক্যঞ্চৈব সামীপ্যং সারূপ্যং পিতর স্তথা॥

দাতুং মোক্ষঞ্চ সাযুজ্যং নানারূপৈর্হি সপ্তমে।
ঊর্দ্ধলোকে তথাষষ্ঠে বিরাজেঽহমনুক্ষণম্॥
উন্নতেষূর্দ্ধলোকেষু সাত্ত্বিকেষু স্বধাভুজঃ ?।
রাজানুশাসনস্যাতঃ কা বার্ত্তা বর্ত্ততে খলু॥
শব্দানুশাসনস্যাপি নাস্তিকেষু প্রয়োজনম্।
বিচিত্রো মধ্যবর্ত্ত্যস্তি মৃত্যুলোকো বিভূতিদাঃ!॥
যথা গার্হস্থ্যমাশ্রিত্য পুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্ব আশ্রমাঃ।
মৃত্যুলোকং সমাশ্রিত্য ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥
স্বাতন্ত্র্যং পূর্ণমাত্রাস্তি কর্ম্মসম্পাদনে যতঃ।
মৃত্যুলোকপ্রতিষ্ঠাঽতো বিদ্যতে নিখিলোপরি॥
যদ্যপ্যুৎপদ্যতে মোক্ষফলমূত্থান উত্তমে।
মৃত্যুলোকে ন সন্দেহস্তদ্বীজং কিন্তু লভ্যতে॥
আর্য্যাবর্ত্তপ্রদেশে হি কর্ম্মভূমি-স্বরূপিণি।
বিশুদ্ধে যাজ্ঞিকে রম্যে সর্ব্ববর্ত্মব্রাত শোভিতে॥
কা বার্ত্তা হতোঽস্তি দেবানামবতারীয়বিগ্রহম্।
আবির্ভবিতুমিচ্ছাম্যপ্যার্য্যাবর্ত্তেঽহমাশ্রয়ন॥
মৃত্যুলোকস্য ভূলোকান্তর্গতস্যাস্তি বিস্তৃতিঃ।
মহতী নাত্র সন্দেহস্তদ্বিভাগশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
একো বঃ পিতৃলোকোঽস্তি মৃত্যুলোকো দ্বিতীয়কঃ।
প্রেতলোকস্তৃতীয়োঽস্তি চতুর্থো নরকাভিধঃ॥
ভূলোকে ভবতামেব লোকঃ স্বর্গসুখপ্রদঃ।
বস্তুতো নাত্র সন্দেহো বিধাতবাঃ স্বধাভুজঃ ?॥
কর্ম্মভূর্ম্মৃত্যুলোকোঽস্তি কর্ম্মক্ষেত্রঞ্চ যৎ জগুঃ।
প্রেতলোকস্তথৈব স্তো লোকোঽপি নরকাভিধঃ॥
দুঃখদাবানল জ্বালাপূরিতো ভীষণাবলম্।
প্রেতলোকোঽস্তি সংশ্লিষ্টো মৃত্যুলোকেন সর্ব্বথা॥

ভুবর্লোকাদয়োঽন্যে যে লোকাভূর্দ্ধমবস্থিতাঃ ।
অত্যাতশ্চোর্দ্ধলোকানামধোলোকত্রয়স্য চ ॥
বৈলক্ষণ্যেন সার্দ্ধং বঃ সম্যক্ পরিচয়ো নহি ।
যদ্যপ্যস্যাঞ্চভূর্লোক্যাং ধর্ম্মরাজানুশাসনম্ ॥
বরীবর্ত্তেব বিস্তীর্ণং নাস্তিকোঽপ্যত্র সংশয়ঃ ।
দৃঢ়ং কুর্য্যাত চেদ্যত্নং পিতরো যূয়মন্বহম্ ॥
যমদণ্ডস্য সাহায্যমন্তরেণৈব তদ্বলম্ ।
কৃতার্থা ভবিতুং শক্তৈঃ সামঞ্জস্যস্য রক্ষণে ॥
দণ্ডেনৈব প্রজাঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তুং ধর্ম্মপরায়ণাঃ ।
যত্নো যদ্যপি বর্ত্তেত নিঃসন্দেহং শুভাবহঃ ॥
কিন্ত্বহো যেন যত্নেন প্রজাঃ সর্ব্বাঃ কদাচন ।
দণ্ডার্হা এব নৈব স্যুঃ স যত্নো জ্ঞানি-সন্নিধৌ ॥
প্রজাকল্যাণ-বৃদ্ধ্যর্থমধিকং স্যাৎ সুখপ্রদঃ ।
নাস্তি কোঽপ্যত্র সন্দেহঃ সত্যমেতদ্ব্রবীমি বঃ ॥
মৃত্যুলোকাধিকারোঽস্তি সর্ব্বলোক-হিতপ্রদঃ ।
যতো দেবাসুরৈঃ সর্ব্বৈঃ পিতরঃ কর্ম্মভূমিতঃ ॥
মানবাল্লোকতো গত্বা প্রাপ্যন্তে চোক্ত যোনয়ঃ ।
ভোগাবসানকে জাতে পাতে তেষাং স্বলোকতঃ ॥
ভূয়োঽপ্যভ্যুদয়ং প্রাপ্তুং মৃত্যুলোকোঽয়মেব বৈ ।
ভবেদাশ্রয়ণীয়ো হি সর্ব্বথৈব ন সংশয়ঃ ॥
অন্ত্যজং প্রেতলোকস্তু মৃত্যুলোকশ্চ নিশ্চিতম্ ।
মৃত্যুলোকেন সম্বদ্ধৌ লোকৌ চ দ্বিবিধৌ পরৌ ॥
ঊর্দ্ধাধঃ সংস্থিতৌ পিতৃনরকাখ্যৌ যথাক্রমম্ ।
আশ্রয়ে মৃত্যুলোকস্য সংস্থিতৌ নাঽত্র সংশয়ঃ ॥
আসাতে খলুতৌ কস্মাদ্ভোগলোকাবুভাবপি ।
মৃত্যুলোকব্যবস্থাতো জায়ন্তেঽতঃ স্বধাভুজঃ ?

স্বতো ব্যবস্থিতানীহ ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
পূর্ণধর্ম্মস্বরূপস্য বিকাশেন নিরন্তরম্॥
আত্মজ্ঞানপ্রকাশস্য সহজং স্থানমুত্তমম্।
নম্বার্য্যাবর্ত্ত এবাস্তে কর্ম্মভূমির্নসংশয়ঃ॥

হে পিতৃগণ! এই সমস্ত জগৎ কর্ম্মমূলক, কর্ম্মজড় হওয়ায় উহার সঞ্চালন ক্রিয়ায় দেবতাদিগের সাহায্য প্রয়োজন, এই নিমিত্ত দেবতাগণের অতিশয় প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, ইহাতে কখনও বিস্ময় বা সন্দেহ করা কর্ত্তব্য নহে। হে পিতৃগণ! অধুনা আমি চতুর্দ্দশ ভুবন ও পঞ্চকোষের সাহায্যে দেবতাগণের প্রাধান্য সম্বন্ধে আপনাদের নিকটে বর্ণন করিতেছি, সমাহিত অন্তঃকরণে শ্রবণ করুন, যেহেতু ইহা দ্বারা আপনারা দৈবীসৃষ্টির যথার্থ রহস্য অবগত হইতে পারিবেন। হে পিতৃগণ! যখন আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশরূপী ত্রিগুণাত্মক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিজশক্তি-প্রভাবে সগুণ হই, তখন ঐ ত্রিমূর্ত্তি সর্ব্বদেব প্রধান হইয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রধান দেবতারূপে গণ্য হ'ন এবং উক্ত ত্রিবিধ নাম ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হ'ন। যথার্থতঃ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত এই ত্রিমূর্ত্তির সহিত আমার কোন পার্থক্য নাই। হে পিতৃগণ! এই ত্রিবিধ অধিদৈব মূর্ত্তিই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বররূপে অভিহিত হ'ন। ব্রহ্মার মধ্যে আমার অধ্যাত্মশক্তি ও অধিদৈবশক্তির পূর্ণবিকাশ থাকিলেও তিনি লোকস্রষ্টা হওয়ায় আপনাদের নায়ক বলিয়া কথিত হ'ন। সেইরূপ হে পিতৃগণ! শিবের মধ্যে আমার অধিভূতশক্তি ও অধিদৈবশক্তির পূর্ণবিকাশ থাকিলেও তিনি জ্ঞানপ্রদাতা হওয়ায় ঋষিগণের নায়করূপে গণ্য হ'ন। এবং এই প্রকার বিষ্ণুর মধ্যে আমার অধিভূতশক্তি ও অধ্যাত্মশক্তির পূর্ণবিকাশ থাকিলেও তিনি দৈবীশক্তি সমূহের নায়ক। হে পিতৃগণ! আপনাদের অধিকার কেবল স্থূলজগৎ ও পিণ্ডের মধ্যে মনুষ্য পিণ্ডের উপরেই বিশেষরূপে রহিয়াছে। ঋষিগণের অধিকার কেবল জ্ঞানী মনুষ্যের উপরেই বিদ্যমান ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেবতাদিগের অধিকার প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিভাগে বর্ত্তমান থাকায় তাঁহারা সর্ব্বমান্য। হে পিতৃগণ! পঞ্চকোষ ও চতুর্দ্দশভুবন সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ডসমূহে ওতপ্রোত রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডরূপী আমার বিরাটশরীরের নাভির উপরে সপ্ত ঊর্দ্ধলোক এবং নাভির নিম্নে সপ্ত অধোলোক

অবস্থিত। এই কারণ সমষ্টিরূপ ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশভুবন প্রধান এবং পঞ্চকোষ উহাতে গৌণরূপে ব্যাপ্ত। এবং. এই প্রকার জীবদেহরূপী পিণ্ডে পঞ্চকোষ প্রধান ও উক্ত পঞ্চকোষের সহায়তায় চতুর্দ্দশভুবনের সম্বন্ধ অপ্রধানরূপে বিদ্যমান থাকে। এই নিমিত্তই আমার ঐশী শক্তি প্রাপ্ত হইয়া আমার জ্ঞানী ভক্ত স্বীয় পিণ্ডে থাকিয়াও বিবিধ সূক্ষ্ম দৈবী লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন। এবং এই নিমিত্তই হে পিতৃগণ? দেবতাগণ অথবা অসুরগণ অন্যান্য সূক্ষ্মলোকে থাকিলেও জীবপিণ্ডের উপর সর্ব্বদা আপন আপন অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ। হে পিতৃগণ! পঞ্চকোষ সকল প্রকার জীবপিণ্ডে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমার স্বরূপকে আবরণ করিয়া রাখে। নিকৃষ্ট যোনি, মধ্যম মনুষ্য যোনি ও উন্নত দেব যোনি সর্ব্বত্রই পঞ্চকোষ বিদ্যমান। তবে পার্থক্য এই যে নিকৃষ্ট যোনি সমূহে সকল কোষের সমান বিকাশ হয় না, মনুষ্য পিণ্ডে সমস্ত কোষের সম্যক্ বিকাশ হইয়া থাকে, এবং দেবপিণ্ডে এতদতিরিক্ত পঞ্চকোষের শক্তিসমূহের অধিক বিকাশ হইয়া থাকে। সকল পিণ্ডের ভূমির সহিত পঞ্চকোষের সমান ভূমির স্বাভাবিক সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় আমার উপাসক যোগিগণ, আপনারা, ঋষিগণ এবং দেবতাগণ বিশেষ বিশেষ শক্তি দ্বারা এক পিণ্ড হইতে অপর পিণ্ডে বিশেষ বিশেষ কোষের কার্য্য করিতে পারেন। ইহা নিঃসংশয় সত্য বলিয়া জানিবেন। হে পিতৃগণ? ঊর্দ্ধ সপ্তলোকে দেবতাগণের নিবাস এবং অধঃ সপ্তলোকের অসুরগণের নিবাস। অসুরগণের সৃষ্টি তমঃ প্রধান হওয়ায় অসুররাজের রাজধানী সপ্তম অধোলোকে অবস্থিত, কিন্তু, দৈবীসৃষ্টি সত্ত্বপ্রধান হওয়ায় এবং উন্নত দেবলোকে রাজানুশাসনের আবশ্যক না থাকায় দেবরাজের রাজধানী তৃতীয় ঊর্দ্ধলোকে অবস্থিত, ইহাতে সন্দেহের কথা কিছুই নাই। বিশেষতঃ হে পিতৃগণ! অসুরগণ সর্ব্বদা প্রবল হইয়া দৈবরাজ্যে বিপ্লব উৎপাদন করিয়া সৃষ্টি সামঞ্জস্যে বিঘ্ন সাধন করিতে সচেষ্ট থাকে এই হেতু নিবন্ধন ও দেবরাজের রাজধানী সর্ব্বদা তৃতীয় ঊর্দ্ধ লোকেই স্থিত থাকে; হে পিতৃগণ? উন্নত ঊর্দ্ধ লোকে অসুরগণ প্রবেশ করিতে পারে না সেই কারণপ্রযুক্তও সেখানে দেবরাজের রাজানুশাসনের প্রয়োজন হয় না। হে পিতৃগণ! আমি সগুণ রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন উপাসকগণকে সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিবার জন্য ষষ্ঠ ও সপ্তম লোকে নানারূপে বিরাজমান থাকি। এই হেতু ঐ সকল উন্নত লোকে

রাজানুশাসন দূরে থাকুক শব্দানুশাসনেরও অধিকার নাই। হে পিতৃগণ? মধ্যবর্ত্তী মৃত্যুলোক অতিশয় বিচিত্র। যে প্রকার গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের পোষক সেই প্রকার মৃত্যুলোকও চতুর্দ্দশ ভুবনের পোষক। যেহেতু মৃত্যুলোকে কর্ম্ম করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকায় উহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা রহিয়াছে। মৃত্যুলোকরূপ উদ্যানে মোক্ষরূপ ফলের উৎপত্তি হইলে ও বিশুদ্ধ যজ্ঞোপযোগী সকল প্রকার ঋতুর দ্বারা সুশোভিত কর্ম্মভূমি আর্য্যাবর্ত্তে উহার বীজ সর্ব্বদা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই হেতু দেবগণ এবং আমি সর্ব্বদা অবতার বিগ্রহ ধারণ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে আবির্ভূত হইতে ইচ্ছা করি। হে পিতৃগণ? মৃত্যুলোক ভূলোকের অন্তর্গত হওয়ায় ভূলোকের বিস্তারই অধিক। ভূলোক চারি ভাগে বিভক্ত। যথা—আপনাদের পিতৃলোক, মৃত্যুলোক, প্রেতলোক ও নরক-লোক। বস্তুতঃ হে পিতৃগণ? আপনাদের লোকই ভূলোকের মধ্যে সুখপ্রদ স্বর্গলোক বলিয়া গণ্য। মৃত্যুলোক কর্ম্মভূমি, ইহাকে কর্ম্মক্ষেত্রও বলা হয়। প্রেতলোক ও নরকলোক ঘোর দুঃখদাবানলে পূর্ণ বস্তুতঃ প্রেতলোক মৃত্যুলোকের সহিত সর্ব্বদা সংশ্লিষ্ট। হে পিতৃগণ? ভুবর্লোক প্রভৃতি অন্যান্য লোক আপনাদের লোকের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ঐ সকল ঊর্দ্ধলোক ও অধোলোকের বৈচিত্রের সহিত আপনাদের বিশেষ পরিচয় নাই। হে পিতৃগণ? যদিও ধর্ম্মরাজের অনুশাসন এই চতুর্ব্বিধ লোকেতে বিস্তৃত তথাপি যদি আপনারা দৃঢ় প্রযত্ন করেন তাহা হইলে যমদণ্ডের সাহায্য ব্যতীতও সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। দণ্ডের দ্বারা মনুষ্যকে ধার্ম্মিক করিবার প্রযত্ন নিশ্চিতই শুভ সন্দেহ নাই, তথাপি যদি এইরূপ ব্যবস্থা হয় যে মনুষ্য দণ্ডযোগ্যই না হয় তবে এইরূপ ব্যবস্থা মনুষ্যের কল্যাণের নিমিত্ত দণ্ড অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ইহা আপনাদের নিকটে সত্য বলিতেছি। হে পিতৃগণ? মৃত্যুলোকের অধিকার সর্ব্বলোকহিতকর। যেহেতু দেবতা ও অসুর সকলই কর্ম্মভূমি মনুষ্যলোক হইতে যাইয়া উক্ত যোনি লাভ করে এবং ভোগাবসানে পতন হইলে পুনর্ব্বার অভ্যুদয় লাভের নিমিত্ত তাহাদিগকে মনুষ্যলোকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। প্রেতলোক মৃত্যুলোকের অঙ্গস্বরূপ এবং মৃত্যুলোকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নর-লোক ও প্রেতলোক নামে অভিহিত অন্য দুই ঊর্দ্ধ ও অধোলোক মৃত্যুলোকের উপরেই অবস্থিত যেহেতু এই দুই লোক ভোগলোক মাত্র। এই নিমিত্ত হে

পিতৃগণ! মৃত্যুলোক সুব্যবস্থিত হইলে স্বভাবতঃই চতুর্দ্দশভুবনের সুব্যবস্থা সংসাধিত হইয়া থাকে। কর্ম্মভূমি আর্য্যাবর্ত্তই ধর্ম্মের স্বরূপের পূর্ণ বিকাশের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রকাশের শ্রেষ্ঠ স্থান। জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে সূর্য্যই নিজ সৌরজগতের পৃথিবী এবং গ্রহগণের কেন্দ্রস্বরূপ; এবং তাঁহার প্রকাশের দ্বারাই নিজ সৌর জগৎ অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল লোকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্বয়ং সূর্য্য যেমন স্বীয় সৌরজগতের কেন্দ্র, তদ্রূপ অনেক সৌরজগতের কেন্দ্র এক বৃহৎ সূর্য্য। ঐরূপ অসংখ্য বৃহৎ সৌরজগতের কেন্দ্র এক বিরাট সূর্য্য, এইরূপে উত্তরোত্তর বিস্তৃত হইয়া সৃষ্টির অনন্ত প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে। যদিচ বিরাট-সূর্য্যের সহিত বৃহৎ সূর্য্যের এবং বৃহৎ সূর্য্যের সহিত আমাদের সূর্য্যের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তথাপি আমাদের সৌরজগতের গ্রহ এবং উপগ্রহগণ আমাদের সূর্য্য হইতেই প্রকাশ লাভ করিয়া থাকে। স্বয়ং সূর্য্যদেবই স্বীয় সৌরজগতের কেন্দ্রস্বরূপ, ও সৌরজগৎরূপ ত্রিভুবনে শক্তি এবং তেজের প্রকাশক। এই কারণ যোগী যদি উঁহাতে সংযম করেন তাহা হইলে উক্ত সংযমের দ্বারা ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোকে যত ভুবন, অর্থাৎ গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি আছে, উক্ত সমস্ত পদার্থের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। সূর্য্যের অনুভব ত্রিবিধ প্রকারে হইয়া থাকে। অধ্যাত্ম সূর্য্যরূপ অর্থাৎ যাহা সমস্ত জ্যোতিঃসমূহের জ্যোতিঃ জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির কারণস্বরূপ শুদ্ধ প্রকাশ। অধিভূত সূর্য্যরূপ অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল, স্থূলনেত্রের দ্বারা যাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং উহাতে পরিব্যাপ্ত যে অধিদৈবশক্তি উহাই অধিদৈব সূর্য্য। পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপ এই সংসারও দুই ভাগে বিভক্ত। যথা স্থূল জগৎ এবং সূক্ষ্মজগৎ। আমাদের পৃথিবীতে অথবা প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে যে স্থূল মৃত্যুলোক আছে উহাই স্থূল লোক এবং সপ্তস্বর্গ সপ্তপাতাল প্রভৃতি সূক্ষ্মলোক। সূর্য্যদেবের অধ্যাত্মস্বরূপে সংযম করিলে সূক্ষ্মজগতের সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং অধিভূত স্বরূপে সংযম করিলে স্থূল জগতের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইতে পারা যায়। সংযমে যোগিকে ঐরূপ নিয়মই অবলম্বন করিতে হয় যেমন জ্ঞানে সংযম করিলে পরচিত্তের জ্ঞান হইয়া থাকে। এস্থলে যোগী সেরূপ পরচিত্তের সাধারণ স্থূল জ্ঞান লাভ করিবার জন্য সংযম আরম্ভ করেন বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রকারান্তরে পুনর্বার সূক্ষ্মরাজ্যে সংযম করিয়া

থাকেন, তদ্রূপ উন্নত যোগী সিদ্ধিলাভেপ্সু হইয়া প্রথমে স্বীয় ব্রহ্মাণ্ডের সূর্য্যমণ্ডলে সংযম করিবার যোগ্যতা লাভ করতঃ তদনন্তর অধ্যাত্ম স্বরূপে সংযম করিলে সূক্ষ্মজগৎ দেখিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ২৬॥

একাদশ সিদ্ধির বিষয় বর্ণিত হইতেছে—

চন্দ্রে সংযম করিলে নক্ষত্রব্যূহের জ্ঞান হইয়া থাকে॥ ২৭॥

নক্ষত্রলোক কিরূপ? ইহা অবগত হইবার জন্য যদিও অন্যরূপ উপায় আছে, তথাপি চন্দ্রে সংযম করিলে নক্ষত্রব্যূহের রূপ, অর্থাৎ তারাগণের শ্রেণীর বোধ হইতে পারে। তারাগণের সহিত আমাদের সৌরজগতের ধারাবাহিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে অর্থাৎ গ্রহগণের সহিত সূর্য্যের যেরূপ সম্বন্ধ সূর্য্যের সহিত নক্ষত্রগণেরও সেইরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে কেবলমাত্র সূর্য্যে সংযম করিলেই সমস্ত নক্ষত্রের জ্ঞান হইতে পারিত। নক্ষত্রসমূহের সহিত চন্দ্রের কিছু বিলক্ষণ সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে, এই কারণ নক্ষত্রসমূহ সম্বন্ধে যোগী যদি কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে চন্দ্রে সংযম করিলেই তাহা অবগত হইতে পারা যায়। পৃথিবী কেবল একদিনে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত দ্বাদশ রাশিকে এক প্রকার দেখিয়া থাকে, কিন্তু চন্দ্র উপগ্রহ প্রতিদিন পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এবং নিজ কেন্দ্রে ও কয়েকবার আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক দিনে চন্দ্র চতুর্দ্দিক হইতে অনেকবার রাশিসমূহকে দর্শন করিতে পারে। এই জন্য চন্দ্রমণ্ডলে সংযম করিলে যোগী সুগমোপায়ে সহজভাবে রাশিচক্রের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন। রাশি-বিচার বিষয়ে চন্দ্রের ইহাই বিশেষত্ব। জ্যোতিষশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, যে সমস্ত গ্রহ আছে, সকলের মধ্যে চন্দ্র এক রাশিতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময় বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ নিয়মেও প্রত্যেক তারা-ব্যূহরূপ রাশির আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তির সহিত চন্দ্রের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে, অতএব উক্ত আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তিকে অবলম্বন করিয়া তারাব্যূহের অনুসন্ধান করিতে হইলেও চন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করাও বিশেষ প্রয়োজনীয়॥ ২৭॥

দ্বাদশ সিদ্ধির বিষয় বর্ণিত হইতেছে—

ধ্রুবে সংযম করিলে তারাসমূহের গতির জ্ঞান হইয়া থাকে॥২৮॥

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্॥ ২৭॥
ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্॥ ২৮॥

যেমন আমাদের সূর্য্যের সহিত আমাদের গ্রহগণের সম্বন্ধ, তদ্রূপ ধ্রুব নামক মহাসূর্য্যের সহিত গ্রহগণের সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই কারণ ধ্রুবে সংযম করিলে উক্ত নক্ষত্রগণের গতির জ্ঞান হইতে পারে। নিশ্চল ভাবে ধ্রুব উত্তর দিকে বর্ত্তমান রহিয়াছে, যদিও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে গ্রহ, উপগ্রহ সূর্য্য, মহাসূর্য্য, নক্ষত্র ও ধূমকেতু প্রভৃতি সমস্ত গ্রহ এবং মহাগ্রহগণ, নিজ নিজ নিয়মানুসারে নিজ নিজ পথে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, এবং প্রকৃতির দুর্দ্দমনীয় নিয়মানুসারে উহাদের যথাযথভাবে ভ্রমণ করাও স্বতঃসিদ্ধ, তথাপি ধ্রুবলোক আমাদের সৌরজগতের এত দূরবর্ত্তী স্থানে স্থিত যে উক্ত দূরত্ববশতঃ আমরা উহাকে স্থির দেখিতেছি। যেমন দূরবর্ত্তী স্থানে স্থিত কোন প্রচণ্ড অগ্নিশিখা স্বাভাবিকরূপে চঞ্চল হইলেও অচঞ্চল জ্যোতিম্ময়রূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, ঐরূপ ধ্রুব গতিমান হইলেও উক্ত গতির সহিত আমাদের লোকের কোন সম্বন্ধ না থাকায় এবং পারস্পারিক অনেক দূরত্বনিবন্ধন আমরা ধ্রুবকে অচঞ্চল ধ্রুবরূপেই নিশ্চয় করিয়া থাকি। কিন্তু ধ্রুবের সহিত নক্ষত্রসমূহের নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, প্রত্যেক নক্ষত্র এবং প্রত্যেক রাশির অন্তর্গত যে সমস্ত তারা রহিয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই এক এক ব্রহ্মাণ্ডের সূর্য্য। এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে স্থিত। এই জন্য আমাদের পৃথিবীর সহিত রাশি ও নক্ষত্রের সম্বন্ধ, জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়া থাকে। আমাদের পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে গোলাকাররূপে স্থিত নিকটস্থিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ একত্রিত হইয়া মহাসূর্য্যরূপ ধ্রুবের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতেছে। অতএব ধ্রুবলোকের সহিত আমাদের পৃথিবী অথবা আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের যেরূপ সম্বন্ধ তারাগণের সহিতও সেই সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকায় ও ধ্রুবলোক সকলের কেন্দ্রস্থানীয় হওয়ায় উহাতে সংযম করিলে সুন্দররূপে নক্ষত্রসমূহের গতির জ্ঞান হইয়া থাকে। ২৮॥

ত্রয়োদশ সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে—

নাভিচক্রে সংযম করিলে শরীরের যাবতীয় বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ২৯॥

শরীরের সপ্তস্থানে সাতটী কমল অর্থাৎ সাতটী চক্র আছে। উহাদের মধ্যে ষট্চক্রে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে পরে সপ্তম চক্রে

নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্॥ ২৯

উপস্থিত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। এই জন্য চারি প্রকার যোগমার্গের মধ্যে লয়যোগে ষট্‌চক্রভেদন ক্রিয়াকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার করে। উক্ত ছয় চক্রের মধ্যে নাভির নিকটস্থিত যে তৃতীয় চক্র রহিয়াছে, উক্ত চক্রে সংযম করিলে শরীর সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শরীরের মধ্যে কিরূপ পদার্থ কিরূপ ভাবে আছে, বায়ু, পিত্ত, কফ, এই ত্রিবিধ দোষ কিরূপ ভাবে রহিয়াছে, চর্ম্ম, রুধির, মাংস, নখ, অস্থি, বসা, এবং শুক্র, এই সপ্ত প্রকার ধাতু কিরূপ ভাবে রহিয়াছে, নাড়ীসমূহ কোথায় কিরূপ ভাবে আছে, নাভিচক্রে সংযম করিলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঐ সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। নাভিস্থান, প্রাণ-বায়ু এবং অপান-বায়ুর অর্থাৎ উর্দ্ধশক্তি ও অধঃশক্তির মধ্যস্থান। এই জন্য উক্ত কেন্দ্রস্থানে সংযম করিলে সরলরীতিতে সুন্দররূপে শরীরের সমস্ত পদার্থের জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। বায়ুর বিকারের দ্বারাই শরীরে নানাবিধ ধাতুবিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ জীবনীশক্তিই বায়ু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নাভিচক্র উক্ত জীবনীশক্তির অধঃ এবং ঊর্দ্ধগতির কেন্দ্রস্থল, সুতরাং নাভিচক্রে সংযম করিলে জীবনীশক্তির গতির জ্ঞানের দ্বারা উত্তমরূপে শারিরীক সমস্ত পদার্থের জ্ঞানলাভ হইতে পারে। ২৯ ॥

চতুর্দ্দশ সিদ্ধির বিষয় বলা হইতেছে।—

কণ্ঠকূপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হয় ॥ ৩০ ॥

শাস্ত্রে সকাম ব্যক্তিগণের উপযোগী নানাবিধ সিদ্ধি ও তাহার বহুবিধ ভেদ বর্ণিত হইলেও কোন কোন স্থলে ত্রয়স্ত্রিংশৎ ভেদ উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অষ্টসিদ্ধি মুখ্য যাহাদের বর্ণন আগের সূত্রে করা হইবে। উক্ত ত্রয়স্ত্রিংশৎ সিদ্ধির নাম স্মৃতিশাস্ত্রে যথা—

> অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
> বশিত্বং সবিশেশিত্বং তথাকামাবসায়িতা ॥
> দুরশ্রবণমেবালং পরকায়প্রবেশনং।
> মনোযায়িত্বমেবেতি সর্ব্বজ্ঞত্বমভীপ্সিতম ॥

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

যতদিন পর্য্যন্ত বুদ্ধি তরঙ্গায়িত হইতে থাকে, দ্রষ্টারূপী পুরুষ ততদিন পর্য্যন্ত স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারেন না। সমাধির অবস্থাতে পুরুষার্থের চরমদশা লাভ করিয়া পূর্ণভাবে একতত্ত্বের উদয়ের দ্বারা যোগীরাজ পুরুষার্থের সীমা অতিক্রম করিয়া যান। পুরুষার্থের দ্বারা বৈষম্যাবস্থাতে স্থিত উক্ত যোগীরাজের অংশের প্রকৃতি সেই সময়ে সাম্যাবস্থা লাভ করিয়া থাকে। এবং উহার মধ্যস্থিত গুণত্রয় স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ বিলোম দশা লাভ করিয়া স্বভাবেই বিলীন হইয়া যায়। তখন তাঁহার অংশের প্রকৃতি মূল প্রকৃতির সহিত মিলিত হয়, এবং পুরুষ দ্রষ্টারূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই দর্শন শাস্ত্রোক্ত বিজ্ঞান পুরুষ এবং প্রকৃতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্তা এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতি পুরুষের জন্যই কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, যখন এইরূপ কৈবল্যপদের উদয় হয় পুরুষ তখন স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া যান; এবং স্বাভাবিকরূপে প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় প্রকৃতি আপনা আপনি ক্রিয়াশূন্য হইয়া বিলীন হইয়া যায়। এই অবস্থাই বেদান্তের অদ্বৈত ভাব, অন্যান্য শাস্ত্রের ইহাই অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি, ইহাই জ্ঞানমার্গের ব্রহ্মসদ্ভাব, ইহাই ভক্তিমার্গের পরাভক্তি, এবং ইহাই এই শাস্ত্রের কৈবল্য পুরুষের স্বস্বরূপে অবস্থিতি, সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি যেরূপ ছিলেন সৃষ্টির লয়াবস্থাতেও তাঁহার সেইরূপ হইয়া যাওয়া অর্থাৎ স্বীয় পূর্ণরূপ লাভ করাকেই মোক্ষ অথবা কৈবল্য বলে। এই তটস্থ জ্ঞানাতীত পূর্ণজ্ঞানময় দ্বৈতভাব রহিত অদ্বৈত অবস্থাকে কৈবল্য বলা হয়, এই অবস্থা লাভ করিয়া স্বল্পজ্ঞানী জীব যখন সর্ব্বজ্ঞ পরমপুরুষের সাক্ষাৎকারের দ্বারা "সমুদ্রতরঙ্গ যেমন সমুদ্রেই বিলীন হইয়া যায়" তদ্রূপ যখন পরমপুরুষভাব লাভ করিয়া পরমপুরুষেই বিলীন হইয়া যায় সে সময়ের উক্ত নংপরোনাস্তি অবস্থাকেই কৈবল্য বলা হয়। এই কৈবল্যাবস্থাই সমস্ত সাধনার লক্ষ্য, ইহাই বেদের সিদ্ধান্ত, এবং এই কৈবল্যাবস্থাই যোগ সাধনের চরমসীমা ॥ ৩৪ ॥

পাতঞ্জলে সাংখ্যপ্রবচনে যোগশাস্ত্রে কৈবল্যপাদঃ।

ইতি যোগদর্শনং সমাপ্তম্ ॥

শ্রীশ্রীমহর্ষি পতঞ্জলিকৃত সাংখ্যপ্রবচন সম্বন্ধীয়
যোগশাস্ত্রের কৈবল্যপাদের সংস্কৃতভাষ্যের
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল।

দেখাইয়া দিতে পারিলে অভ্রান্তরূপে অনুভব হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত কণ্ঠকূপে কচ্ছপাকৃতি একটী নাড়ী আছে, উক্ত নাড়ীর সহিত শরীরের গতির বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেই জন্য উক্ত কূর্ম্ম নাড়ীতে সংযম করিলে শরীরের স্থিরত্ব লাভ হয়, এবং শরীর স্থির হইয়া গেলেই মন স্থির হইয়া যায়। কণ্ঠকূপের সমস্থলে মেরুদণ্ডস্থিত পঞ্চমচক্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহারই নিকটে ঊর্দ্ধদেশে কূর্ম্মনাড়ীর স্থান। কূর্ম্মদেব যেরূপ মন্দরাচল ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মস্তককে ধারণ করিবার পক্ষে এই নাড়ী পরম সহায়ক। লয়যোগশাস্ত্রে এই নাড়ীর সাহায্যে নানাবিধ লয়যোগের ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শরীর পরিত্যাগ করিবার সময় যোগী বিচলিত না হন, অর্থাৎ মৃত্যুর এই ঘোর সন্ধিস্থলে ধৈর্য্য লাভ করিবার যে ক্রিয়া আছে তাহাও আজ্ঞাচক্র ও কূর্ম্মনাড়ীর সাহায্যেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। মেরুদণ্ডই শরীরকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাতে ধৈর্য্য উৎপন্ন করিবার পক্ষে কূর্ম্মনাড়ীর শক্তিই সর্ব্বপ্রধান। অতএব মস্তিষ্কের সহিত, মেরুদণ্ডের সহিত এবং সমস্ত শরীরের বায়বীয় শক্তির সহিত বিশেষ সম্বন্ধ নিবন্ধন, উক্ত নাড়ীতে সংযম করিলে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের ধৈর্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। আচার্য্যগণ বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন সর্প অথবা গোসাপা প্রভৃতি নিজ নিজ বিবরে প্রবেশ করিয়া চাঞ্চল্য ও ক্রূর ভাব পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ যোগির মন কূর্ম্মনাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্রই স্বীয় স্বাভাবিক চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

ষোড়শ সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে—

কপাল জ্যোতিতে সংযম করিলে সিদ্ধগণের দর্শন হইয়া থাকে ॥৩২॥

মস্তকের ভিতরে কপালের নিম্নে একটী ছিদ্র আছে উহাকে ব্রহ্মরন্ধ্র বলা হয়, উক্ত ব্রহ্মরন্ধ্রে মনকে উত্তোলিত করিলে জ্যোতির দিব্য প্রকাশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, উহাতে সংযম করিয়া যোগী সিদ্ধ মহাত্মাগণের দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হ'ন। পূর্ব্বে যে সাত্ত্বিক প্রকাশের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহা ব্রহ্মরন্ধ্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রকাশের অংশ নিত্য বিরাজিত থাকে, বহিঃপ্রকাশের নিত্যতার সহিত অন্তঃপ্রকাশের নিত্যতার নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। মহর্ষি সূত্রকার যে সমস্ত সিদ্ধ মহাত্মাগণের উল্লেখ

মূর্দ্ধ জ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩২

করিতেছেন; উহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐশী বিভূতিসম্পন্ন সিদ্ধ মহাত্মাগণ অর্থাৎ যাঁহারা জীবকোটী হইতে উপরত হইয়া সৃষ্টির কল্যানবিধানের জন্য ঐশীশক্তি ধারণ করিয়া এক লোক হইতে লোকান্তরে গমনাগমন করিয়া থাকেন। সিদ্ধ মহাত্মাগণ চতুর্দ্দশ ভুবনেই বিরাজিত রহিয়াছেন। যেরূপ ঊর্দ্ধ সপ্তলোকে দেবতাগণ, ভূলোকের অন্তর্গত পিতৃলোকে পিতৃগণ, ঐরূপ জ্ঞানরাজ্যের প্রবর্ত্তক ঋষিগণ চতুর্দ্দশ ভুবনেই গমনাগমন করিতে পারেন। সমস্ত ভুবনেই তাঁহাদের অপ্রতিহত গতি। ঐরূপ সিদ্ধমহাত্মা এবং ঋষিকোটির মহাপুরুষ প্রায়শঃ উচ্চতর লোকে বর্ত্তমান থাকিলেও স্ব স্ব ইচ্ছায় ভুবনান্তরেও ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সমষ্টি ও ব্যষ্টির বিচারে ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ডের একত্ব সম্বন্ধ থাকায় ব্রহ্মরন্ধ্র জ্যোতিতে তাঁহাদের দর্শন লাভ হইয়া থাকে। বহির্জ্যোতির সহিত অন্তর্জ্যোতির সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকায় ব্রহ্মরন্ধ্র স্থিত জ্যোতিতে সংযম করিলে উক্ত মহাত্মাগণের দর্শন লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

সপ্তদশ সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে।—

প্রাতিভে সংযম করিলে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

যোগসাধন করিতে করিতে ধ্যানাবস্থাতে একটী তেজোময় নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ নক্ষত্রকে প্রাতিভ বলা হয়। উক্ত জ্যোতির্ম্ময় প্রাতিভ নক্ষত্রে সংযম করিয়া যোগী পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণন পাওয়া যায় যে, চঞ্চল বুদ্ধি-সম্পন্ন মনুষ্যগণ প্রাতিভ দর্শন করিতে সমর্থ হ'ন না। গুরুদেবের অনুগ্রহে সাধক যখন যোগমার্গে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, তখনই তাঁহার বুদ্ধি স্থির হইতে থাকে। এই প্রাতিভদর্শন, বুদ্ধি স্থির হইবার পূর্ব্বলক্ষণ। এই কারণ, প্রাতিভে সংযম করিয়া যোগী সত্বর জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। নাদশ্রবণ যেরূপ যোগযুক্ত যোগির মন স্থির হইবার লক্ষণ (অর্থাৎ যোগির মন যখন স্থির হয়, তখনই উক্ত পিণ্ডে নাদ শ্রুত হয়) তদ্রূপ যোগির বুদ্ধি যখন স্বচ্ছ হইয়া সত্বগুণ লাভ করিতে থাকে তখন যোগির উক্ত প্রাতিভ দর্শন এবং অন্তররাজ্যে প্রাতিভের স্থিতি হইয়া থাকে। মনঃস্থৈর্য্য-

---

প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্ ॥ ৩৩ ॥

দর্শন নাম শ্রবণের সহিত যেরূপ উচ্চকোটির সিদ্ধিসমূহের সম্বন্ধ সেইরূপ প্রাতিভের স্থিরতার সহিত বুদ্ধিসম্বন্ধীয় সিদ্ধিসমূহের সম্বন্ধ, বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রাতিভকে স্থির করিয়া উহাতে সংযম করিলে যোগী যথাক্রমে জ্ঞান-রাজ্যের সিদ্ধিসমূহ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই প্রাতিভ সিদ্ধির দ্বারাই পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ মন্ত্রদ্রষ্টা হইতে পারিতেন, এবং করতলামলকবৎ জ্ঞানরাজ্যে অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইতেন ॥ ৩৩ ॥

অষ্টাদশ সিদ্ধি বর্ণন করা হইতেছে।—

হৃদয়ে সংযম করিলে চিত্তের জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

ষট্‌চক্রের মধ্যে চতুর্থ চক্র হৃদয়ের সমান্তরালে অবস্থিত, উহাকে হৃৎকমলও বলা হয়। এই কমলের সহিত অন্তঃকরণের বিলক্ষণ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই হৃদয় চক্রে সংযম করিলে যোগী স্বীয় অন্তঃকরণের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। পূর্ব্বসূত্রে দ্বিদলে প্রাতিভের দর্শন, এবং উহাতে সংযম করিয়া বুদ্ধিরাজ্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের উপায় বর্ণন করিয়া সম্প্রতি এই সূত্রের দ্বারা হৃদয়-চক্রে সংযমপূর্ব্বক মনোরাজ্যের জ্ঞানলাভের উপায় মহর্ষি বর্ণন করিতেছেন। চিত্ত এবং মন উভয়েই পারস্পরিক সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট। চিত্তে নবীন এবং প্রাচীন উভয়বিধ সংস্কার বর্ত্তমান থাকে। চিত্ত চঞ্চল হইলে মনও চঞ্চল হয়, অতএব মনের ক্রিয়াতে চিত্তই প্রধান। চিত্ত নিজের সূক্ষ্মশরীরের অঙ্গ হইলেও মহামায়ার মায়াতে উহার পূর্ণস্বরূপ জীবের উপরে প্রকটিত হয় না। চিত্তের সহিত বিলক্ষণ সম্বন্ধবিশিষ্ট এই চক্রে যোগী যখন সংযম করেন, তখন স্বীয় চিত্তের পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

ঊনবিংশতি সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে—

অত্যন্ত ভিন্ন বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদ জ্ঞানের দ্বারা ভোগের উৎপত্তি হয়। পরপ্রয়োজনমূলিকা বুদ্ধির ভিন্ন স্বার্থ অহঙ্কারশূন্য চিৎ প্রতিবিম্বে সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৪ ॥

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষাদ্ভোগঃ পরার্থাত্স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৫ ॥

রজঃ এবং তমোগুণ-প্রধান বুদ্ধি-সত্বে, বৈধর্ম্মভাবের আধিক্য বশতঃ উহা পুরুষ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ; এবং সত্বগুণযুক্ত বুদ্ধির উপরে আত্মা প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকিলেও পরিণামাদি বিকারের বশবর্ত্তী হওয়ায়, উহাও কূটস্থ পুরুষ হইতে অত্যন্ত অসংকীর্ণ অর্থাৎ অত্যন্ত ভিন্ন। এইরূপ অত্যন্ত অসংকীর্ণ বুদ্ধি ও পুরুষের যে পরস্পর প্রতিবিম্ব সম্বন্ধ দ্বারা অভেদজ্ঞান উহাকেই পুরুষনিষ্ঠ ভোগ বলা হয়। বুদ্ধি দৃশ্য বলিয়া উহার ভোগরূপ প্রত্যয় পরার্থ অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনই হইয়া থাকে। এই পরার্থ হইতে পৃথক যে স্বার্থ প্রত্যয়, যাহা বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চিৎ সত্বাকে অবলম্বন করিয়া চিন্মাত্ররূপ, উহাতে সংযম করিলে যোগী নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব পুরুষের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। পুরুষও প্রকৃতি উভয়েই স্বতন্ত্র। উভয়ের সম্বন্ধ হইতেই দৃশ্যরূপ জগতের উৎপত্তি হয়, উহাই দ্বৈতরূপ বন্ধনের হেতু। পুরুষ নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার, কিন্তু প্রকৃতি পরাধীনা, লিপ্তা পরিণামিনী এবং বিকারময়ী হওয়ায়, উহার প্রথম পরিণামস্বরূপ মহত্তত্বই বুদ্ধি-পদ বাচ্য। নির্লিপ্ত পুরুষকে আবদ্ধ করিবার জন্যই মহত্তত্বরূপ বুদ্ধির সৃষ্টি। ঐ মহত্তত্বরূপ বুদ্ধি পুরুষ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও যখন অঘটনঘটনাপটীয়সী প্রকৃতির নিজ স্বভাব বশতঃ পুরুষ-প্রকৃতির অভেদভাব প্রতীত হইতে থাকে তখনই ভোগরূপ বন্ধন-দশার উৎপত্তি হয়। ইহাই সৃষ্টির রহস্য ও বন্ধনদশার বৈজ্ঞানিক স্বরূপ। মহত্তত্বরূপ বুদ্ধির স্বাতন্ত্র্য না থাকায় উহা পর প্রয়োজনের নিমিত্তই হইয়া থাকে, কেননা, পুরুষের জন্যই প্রকৃতির সমস্ত পরিণাম। পুরুষের স্বার্থ-দশা তাহা হইতে পৃথক ; অথবা এরূপও বলা যাইতে পারে যে, অবিদ্যা জনিত ভোগের যে পরার্থদশা তাহা হইতে বিলক্ষণ, বিদ্যার কৃপা হইতে উৎপন্ন, জৈব অহঙ্কার শূন্য চিদ্বিলাসের যে এক স্বাভাবিকী দশা উহাকে স্বার্থ-দশা বলা যাইতে পারে। বুদ্ধির মালিন্য-রহিত শুদ্ধভাবময় জৈব অহঙ্কার-শূন্য আত্মজ্ঞানপূর্ণ চিদ্ভাবদশা, অবগত হইয়া যোগী যখন উহাতে সংযম করেন তখনই তাঁহার স্বরূপের বোধ হইয়া থাকে। এই সিদ্ধি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির মধ্যে উত্তম ও পরাসিদ্ধির কারণ যথা স্মৃতিশাস্ত্রে—

অতো বিজ্ঞবরা অত্র প্রকৃতের্ম্মে দশাদ্বয়ে।
মম সিদ্ধিস্বরূপস্য বিকাশোঽপি দ্বিধাভবেৎ ॥

অপরা সিদ্ধিরেকাস্তি দ্বিতীয়া চ পরাভিধা।
নৈকোক্তসিদ্ধিরূপাণি নানারূপাণি বিভ্রতী॥
সিদ্ধির্মেঽস্ত্যপরানাম্নী নাত্র বঃ সংশয়ো ভবেৎ।
জ্ঞানাধিকারিণো বিপ্রাঃ পূজ্যা সিদ্ধিঃ পরাভিধা॥
চিন্ময়ী সাত্বিকী নিত্যা হিতাঽদ্বৈতবিধায়িনী।
স্বরূপানন্দসন্দোহদ্যোতিনী সা প্রকীর্ত্তিতা॥

এইজন্য হে বিজ্ঞগণ? আমার প্রকৃতির পরাপরনাম্নী এই দ্বিবিধ দশাতে আমার সিদ্ধির স্বরূপের বিকাশও দ্বিবিধ হইয়া থাকে। এক পরাসিদ্ধি ও দ্বিতীয় অপরাসিদ্ধি। পূর্ব্বে সিদ্ধির যে বহুবিধরূপ বর্ণন করা হইয়াছে উক্ত নানারূপ-ধারিণী সিদ্ধিই আমার অপরাসিদ্ধি, এবিষয়ে আপনাদের সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। হে জ্ঞানাধিকারী ব্রাহ্মণগণ? পূজ্যা পরানাম্নী যে পরাসিদ্ধি উহাকে চিন্ময়ী, সাত্বিকী, নিত্যা, হিতা, অদ্বৈতকারিণী এবং স্বরূপানন্দ-সন্দোহ-প্রকাশিনী বলা হইয়াছে॥ ৩৫॥

পূর্ব্বসূত্র কথিত পরাসিদ্ধির উপযোগী সামর্থ্য লাভ করিয়া ব্যুত্থান দশাগত যোগী যে সমস্ত সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হ'ন তাহাই বর্ণিত হইতেছে—

প্রাতিভ, শ্রাবণ, বেদন, আদর্শ, আস্বাদ এবং বার্ত্তানামক ষট্‌সিদ্ধি যোগিগণ লাভ করিয়া থাকেন॥ ৩৬॥

পূর্ব্বসূত্রে যে স্বার্থ-সংযম-জনিত সিদ্ধির বিষয়ে বর্ণন করা হইয়াছে, তদনন্তর সম্প্রতি এই সূত্রে মহর্ষি সূত্রকার অবান্তর ফলসমূহ বর্ণন করিতেছেন। পূর্ব্বসূত্রে বর্ণিত অহঙ্কাররহিত চিন্মাত্র স্বার্থ প্রত্যয়ে সংযম করিয়া যোগী যখন অগ্রসর হইতে থাকেন সেই সময়ে এই ষট্‌সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহর্ষি এই ষট্‌সিদ্ধিকে প্রাতিভ, শ্রাবণ, বেদন, আদর্শ, আস্বাদ এবং বার্ত্তারূপে বর্ণন করিয়াছেন। প্রাতিভ সিদ্ধির দ্বারা অতীত, অনাগত, বিপ্রকৃষ্ট ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। এবং শ্রাবণসিদ্ধির দ্বারা দিব্য শ্রাবণ জ্ঞানের পূর্ণতা, বেদনসিদ্ধির দ্বারা দিব্য স্পর্শজ্ঞানের, আদর্শ-সিদ্ধির দ্বারা দিব্যদর্শনজ্ঞানের আস্বাদসিদ্ধির দ্বারা দিব্য রসজ্ঞানের এবং বার্ত্তাসিদ্ধির

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণ বেদনাদর্শাস্বাদবার্ত্তা জায়ন্তে॥ ৩৬॥

দ্বারা দিব্য গন্ধজ্ঞানের পূর্ণতা স্বাভাবিক রূপেই হইয়া থাকে। এই সমস্ত সিদ্ধি স্বার্থসংযমের আনুষঙ্গিক ফল। তাৎপর্য্য এই যে যোগসাধনের দ্বারা স্বরূপজ্ঞানরূপ পুরুষজ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া গেলেও যোগী যখন পূর্ব্ব-সংস্কারজন্ম ব্যুত্থানদশা লাভ করেন তখন তিনি স্বভাবতঃই এই সমস্ত সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যোগিগণের পক্ষে এই সমস্ত প্রায় স্বাভাবিক সিদ্ধির মধ্যে গণ্য। স্বস্বরূপপ্রাপ্ত পুরুষের উপলব্ধি করিতে সমর্থ আত্মজ্ঞানী যোগিগণের ত্রিবিধ দশার বর্ণন শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই সমস্ত পূর্ব্বসংস্কার জন্ম হইয়া থাকে। এই সমস্ত অবস্থার তারতম্যানুসারে পূর্ব্ব কথিত ব্যুত্থান দশারও তারতম্য হইয়া থাকে। এই সমস্ত সিদ্ধিলাভ প্রারব্ধ সংস্কার জনিত হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

যোগিগণকে সতর্ক করা হইতেছে—

সমাধির পক্ষে ঐ সমস্ত বিঘ্নকারক, কিন্তু ব্যুত্থানদশাতে সিদ্ধি ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বসূত্রকথিত স্বাভাবিক সিদ্ধিসমূহ যোগিগণের মুক্তিপথের বিঘ্নকারক। জীবগণের পার্থিব ঐশ্বর্য্যই হোক অথবা দেবতাগণের দৈবীসিদ্ধিই হোক সমস্তই মায়াময়ী প্রকৃতির লীলা। কিন্তু প্রত্যেকেরই রুচি ভিন্ন ভিন্ন। এবং যতদিন পর্য্যন্ত বাসনা থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহা পূর্ণ করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জন্যই চঞ্চলচিত্ত যে সমস্ত যোগিগণ মধ্যে অবস্থিত হইয়া সিদ্ধির অপেক্ষা করিতে থাকেন, মহর্ষি সূত্রকার তাঁহাদেরই জন্য এই অধ্যায়ে সিদ্ধির বিবিধ ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। বিশেষতঃ ব্যুত্থানদশাতেই যোগী পূর্ব্বকথিত স্বাভাবিক সিদ্ধিসমূহ স্বভাবতঃই লাভ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত প্রাকৃতিক পরিণামজনিত এবং ক্ষণভঙ্গুর হওয়ায় সমাধির নিত্যানন্দ শুদ্ধ অদ্বৈত দশাতে বিঘ্নকারক হইয়া থাকে। এই কারণবশতঃ মহর্ষি সূত্রকার যোগিরাজ বিশেষ সাবধান করিবার জন্য এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। যদিও পুরুষের স্বস্বরূপের উপলব্ধির পরে যোগিরাজকে আর সাধারণতঃ প্রকৃতির লীলাতে আবদ্ধ হইতে হয় না, কিন্তু ব্যুত্থানদশাজনিত পূর্ব্বকথিত সিদ্ধিসমূহে অধিক আকৃষ্ট হইলে জড়ভরতের ন্যায় কদাচিৎ বিপন্ন হওয়া সম্ভব। এইজন্য প্রধানতঃ যোগিকে সাবধান

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

করিবার জন্যই এরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ সিদ্ধি লৌকিকই হোক, আর পারলৌকিকই হোক, পার্থিবই হোক অথবা অলৌকিকই হোক সমস্তই মুমুক্ষুগণের হেয়। এ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে যেমন শ্রীঈশ গীতাতে—

অঘট্যঘটনায়াং যা প্রকৃতির্ম্মেপটীয়সী।
জগদ্বিমোহিনী সৈব মহামায়া পরাভিধা॥
মহতো জ্ঞানিনশ্চৈবং যোগিনোঽপি তপস্বিনঃ।
সিদ্ধিসার্থৈরনেকৈর্হি মোহয়ন্তী নিরন্তরম্॥
আবাগমনচক্রেঽস্মিন্ স্ববিলাসাত্মকে মুহুঃ।
মোক্ষমার্গং চ রুন্ধানা ঘূর্ণয়েত সমন্ততঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ! প্রকৃতির্ম্মেঽসো মহামাযা পরাভিধা।
কিন্তু মে জ্ঞানিনো ভক্তান্ মোহিতং ন কদাপ্যলম্॥
কুলাঙ্গনানাং সাধ্বীনামঙ্গানামিব দর্শনম্।
জ্ঞানিনাং মম ভক্তানাং ভবেৎ সিদ্ধিপ্রকাশনম্॥
পুরুষাংশ্চ পরান্ কাঁশ্চিৎ যথা কাশ্চিৎকুলাঙ্গনাঃ।
দর্শনায় নিজাঙ্গানাং ন ক্ষমন্তে কদাচন॥
ভবন্তুাৎকণ্ঠিতাঃ কিন্তু সর্ব্বথা জন সংসদি।
দর্শনায় নিজঙ্গানাং নির্লজ্জাঃ কুলটা মুহুঃ॥
সর্ব্বসামর্থ্যবন্তোঽপি মদ্ভক্তা জ্ঞানিন স্তথা।
সিদ্ধিং স্বাং নৈব তো বিপ্রাঃ ছোতয়ন্তে কদাচন॥
যোগিনো ভক্তিহীনাস্তু লক্ষ্যহীনাস্তপস্বিনঃ।
সাধকা উগ্রকর্ম্মাণো জ্ঞানহীনাস্তথা দ্বিজাঃ॥
স্বীয়াঃ সিদ্ধির্বণিগ্‌বৃত্ত্যা সম্প্রকাশ্য পতন্ত্যলম্।
প্রকাশ্যা সিদ্ধয়ো নৈব সর্ব্বথাঽতো মহাত্মভিঃ॥
কদাচিৎ ভ্রাতরঃ পুত্রা আত্মীয়াঃ স্বজনা উত।
দৈবাদনিচ্ছয়েক্ষেরন্ যথাঙ্গানি কুলস্ত্রিয়াঃ॥

জ্ঞানিনাং মম ভক্তানাং সিদ্ধীনাং বৈভবং তথা।
প্রকটত্বং হঠাদ্যাতি দৈবাল্লোকে কদাচন ॥

অঘটন ঘটনপটীয়সী জগদ্বিমোহিনী আমার প্রকৃতি যিনি মহামায়া নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন, তিনি নানাবিধ সিদ্ধির দ্বারা তপস্বী যোগী এবং শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানিগণকেও সর্ব্বদা বিমুগ্ধ করিয়া মুক্তিমার্গকে,আবদ্ধ করতঃ স্বীয় বিলাসরূপ আবাগমন চক্রের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রামিত করিতে থাকে। কিন্তু হে ব্রাহ্মণগণ! মহামায়া নামে আমার প্রকৃতি কদাপি আমার জ্ঞানিভক্তগণকে বিমোহিত করিতে পারে না।আমার জ্ঞানিভক্তগণের সিদ্ধিপ্রকাশ করা কুলকামিনী-গণের অঙ্গপ্রদর্শনের সমান। যেরূপ হে বিপ্র! কোন কুলকামিনীই কদাপি পর-পুরুষকে নিজ অঙ্গ দেখাইতে পারেনা, কিন্তু নির্লজ্জা কুলটা অর্থাৎ ব্যভিচারিণী স্ত্রী জনসমাজে সর্ব্ববিধভাবে নিজ অঙ্গসমূহ পুনঃ পুনঃ দেখাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতে থাকে, তদ্রূপ, আমার জ্ঞানিভক্তগণ শক্তিসম্পন্ন হইলেও নিজ সিদ্ধি কথন প্রকাশ করেননা, কিন্তু হে ব্রাহ্মণগণ। লক্ষ্যহীন তপস্বী, ভক্তিহীন যোগী এবং জ্ঞানহীন উগ্রকর্ম্মা সাধক বণিক-বৃত্তির দ্বারা নিজ সিদ্ধি প্রকাশ করিয়া অত্যন্ত পতিত হইয়া যায়। এইজন্য মহাত্মাগণের সিদ্ধি সমূহ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যেরূপ ভ্রাতা, পুত্র, আত্মীয় এবং স্বজনগণ অনিচ্ছাবশতঃ দৈবাৎ কুলকামিনীগণের অঙ্গদর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমার জ্ঞানিভক্তগণের বৈভব দৈবাৎ কথন কখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, কিন্তু উন্নত নিষ্কাম মুমুক্ষুগণের কদাপি সেদিকে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩৭ ॥

বিংশতি সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে—

বন্ধনের হেতু শিথিল হইয়া গেলে এবং চিত্তের গমনাগমন মার্গরূপ নাড়ীর জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে চিত্ত পরশরীরে প্রবেশ করিতে পারে। ৩৮ ॥

সম্প্রতি মহর্ষি সূত্রকার অন্যবিধ সিদ্ধি বর্ণন করিতেছেন, শরীরে দ্বন্দ্ব অর্থাৎ আসক্তি জন্যই চঞ্চল মনের বন্ধন হইয়া থাকে। সমাধি প্রাপ্তি হইলে ক্রমশঃ স্থূলশরীর হইতে সূক্ষ্মশরীরের এই বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। এবং

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৮ ॥

এইরূপ সংযমের সাহায্যে চিত্তের গমনাগমনমার্গীয় নাড়ীজ্ঞানের দ্বারা স্বভাবতঃই সূক্ষ্মশরীরকে কোন স্থলে পৌঁছাইয়া দেওয়ারূপ প্রবেশক্রিয়া এবং পুনঃ পুনঃ উহাকে আনয়নরূপ নির্গম ক্রিয়ার জ্ঞান যোগী লাভ করিতে পারেন। সেই সময়ে যোগী যখন ইচ্ছা করেন তখনই নিজ শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া অন্যের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন। যোগী প্রথমে সবিকল্প সমাধিতে অগ্রসর হইয়া বিতর্ক এবং বিচাররূপ সমাধিভূমি অতিক্রম করতঃ যখন অস্মিতানুগত সমাধিভূমিতে উপস্থিত হ'ন, তখন তিনি এইরূপ অধিকারের যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন। সে সময়ে যম নিয়মাদিজনিত আত্মবল লাভ করিয়া শারীরিক দ্বন্দ্ব ও শারীরিক আসক্তিকে জয় করিতে সমর্থ হইতে পারেন। তখন যদি এইরূপ সিদ্ধির বাসনা হয়, তবে আসন জয়ের দ্বারা স্থূলশরীরকে জয় করিয়া প্রাণায়ামের শক্তির সাহায্যে প্রাণ জয় করতঃ প্রাণময় কোষের সহিত সূক্ষ্মশরীরকে বর্ত্তমান স্থূল শরীর হইতে বাহির করিয়া প্রাণশক্তির দ্বারা অন্য শরীরে প্রবেশ এবং সেখান হইতে স্বীয় শরীরে আনয়ন করিবার যোগ্যতা যোগী লাভ করিতে পারেন। যেমন রাণী মধুমক্ষিকা যেখানে যায় অন্যান্য মধুমক্ষিকাও তাহার পশ্চাৎ অনুধাবন করে, তদ্রূপ জীব অন্য শরীরে প্রবেশ করিলে, ইন্দ্রিয়গণও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। যোগী অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়াও স্বীয় শরীরের ন্যায়ই ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। কেননা, চিত্ত এবং আত্মা ব্যাপক, যখন উহার ভোগ-তৃষ্ণা বিদূরিত হইয়া যায় তখন সর্ব্বত্রই তিনি আনন্দলাভ করিতে পারেন, যেহেতু ভোগসাধক কর্ম্ম শিথিল হইয়া যাওয়ায় তিনি সর্ব্বত্র স্বতন্ত্রভাবে সুখলাভ করিতে পারেন। এইরূপ সংযম ক্রিয়ার দ্বারা বন্ধন শিথিল হইয়া গেলে যোগী পরকায়ে প্রবেশের শক্তিলাভ করিতে পারেন॥ ৩৮॥

একবিংশতি সিদ্ধি কথিত হইতেছে—

উদান বায়ু পরাজিত হইলে জল, পঙ্ক, কন্টকাদি পদার্থের স্পর্শ হয় না ও মৃত্যুও বশীভূত হয়॥ ৩৯॥

বায়ুর দ্বারাই শরীরের স্থিতি হইয়া থাকে, সম্পূর্ণ শরীর এবং ইন্দ্রিয়গণের

উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ॥ ৩৯॥

মধ্যে স্থিত বায়ু পাঁচভাগে বিভক্ত, যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। নাসিকাতে প্রবহমান নাসিকা হইতে নাভি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত যে বায়ু তাহাকে প্রাণবায়ু বলা হয়। নাভির অধোভাগে নাভি হইতে আরম্ভ করিয়া পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত স্থিত বায়ুকে অপানবায়ু বলে। এই প্রাণ এবং অপানবায়ুর পরস্পরের আকর্ষণের দ্বারা প্রাণ ক্রিয়া সঞ্চালিত হইতে থাকে। নাভির চতুর্দ্দিকে ব্যাপক সমতা প্রাপ্ত যে বায়ুর দ্বারা জীবনক্রিয়া সাম্যাবস্থাতে বর্ত্তমান থাকে তাহাকে সমানবায়ু বলে। কণ্ঠ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপক ঊর্দ্ধগমনশীল বায়ুকে উদানবায়ু বলে। এবং সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত সাধারণবায়ুকে ব্যানবায়ু বলা হয়। শাস্ত্রে এরূপ বর্ণন পাওয়া যায় যে, হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে উদান এবং সমস্ত শরীরে ব্যানবায়ু ব্যাপ্ত রহিয়াছে, অনুসন্ধান করিলে তন্মধ্যেই এই সমস্ত অন্তর্ভূত হইয়া থাকে।

উদানবায়ু ঊর্দ্ধগমনশীল, এই কারণ উহাতে সংযম করিলে জল, পঙ্ক কণ্টকাদি হইতে শরীরের কোন অনিষ্ট হইতে পারেনা অর্থাৎ শরীর এরূপ লঘু ও দৃঢ় হয় যে উহা জল বা পঙ্কে নিমগ্ন হয় না, এবং কণ্টকাদির দ্বারা ও বিদ্ধ হয় না। প্রাণবায়ুর দ্বারা যেমন স্থূলশরীর জীবিত থাকে, এবং স্থূলশরীরের যাবতীয় ক্রিয়া সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ উদানবায়ুর দ্বারা সমস্ত স্নায়বিক ক্রিয়া নিয়মিত ভাবে হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ঠিকভাবে থাকিয়া চেতনের ক্রিয়াকে ঠিক ঠিক ভাবে সুনিষ্পন্ন করিয়া দেয়। এছাড়া উদানবায়ুর দ্বারা প্রাণময় কোষের সহিত সূক্ষ্মশরীরের উপরে আধিপত্য হইয়া থাকে, সুতরাং উদানবায়ুকে জয় করিলে এই সমস্ত সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। উদানবায়ুকে অধীন করিতে পারিলে যোগী উৎক্রান্তি অর্থাৎ ইচ্ছানুসার শরীর হইতে প্রাণোৎক্রমণরূপ ইচ্ছামৃত্যু লাভ করিতে পারেন। এস্থলে ইচ্ছামৃত্যুর তাৎপর্য্য এই যে, পিতামহ ভীষ্মদেব যেমন নিজমৃত্যু সন্নিহিত জানিয়াও স্বীয় ইচ্ছানুসারে উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন যোগীও তদ্রূপ কালের পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। অদৃষ্টজন্ম-বেদনীয় কর্ম্মকে অপসারিত করিয়া অথবা অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মকে দৃষ্টজন্মবেদ-নীয় কর্ম্মে পরিণত করিয়া আয়ুবর্দ্ধন করিবার যে পদ্ধতি রহিয়াছে তাহার নিয়ম পৃথক। অতএব এস্থলে ইচ্ছামৃত্যুশব্দে পিতামহ ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুর ন্যায়ই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য॥ ৩৯॥

দ্বাবিংশতি সিদ্ধি বলা হইতেছে—

সমানবায়ুকে বশীভূত করিতে পারিলে যোগীর শরীর জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে ॥ ৪০ ॥

শারীরিক তেজঃশক্তির দ্বারা জীবনীক্রিয়া সাম্যাবস্থাতে অবস্থিত থাকে। যখন সমান বায়ুর সহিত শারীরিক সমতার প্রধান সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে তখন উক্ত তেজঃশক্তি যে সমান বায়ুর অধীন, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। সুতরাং সংযমের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমান বায়ুকে জয় করিতে পারিলে যোগীর শরীর তেজঃপুঞ্জময় হইয়া উঠে। সমান বায়ু সমত্ব উৎপাদন করিয়া দেয়। যেখানে সমতা, সেই স্থানেই অনুরূপ শক্তির আকর্ষণ হইতে পারে। যেরূপ মর্য্যাদাসম্পন্ন সমভাবাপন্ন সমুদ্র পৃথিবীস্থ জলরাশিকে নদীরূপে আকর্ষণ করিয়া থাকে, যেরূপ সমদর্শী সূর্য্য নিজ সমভাবাপন্ন কিরণসমূহের দ্বারা অসমান-ভাবে স্থিত ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রস সমূহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পিণ্ডস্থিত সমান বায়ু যথার্থভাবে নিযুক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ তেজঃশক্তিকে আকর্ষণ করতঃ যোগির শরীরকে জ্যোতিস্ময় করিয়া দেয় ও সেই সময়ে দৈব জ্যোতির ন্যায় কিরণসমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। যোগী যদি ইচ্ছা করেন তবে সমান বায়ুকে পরাজয় করিয়া উক্তরূপ দৈবতেজ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

ত্রয়োবিংশতি সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে—

শ্রবণেন্দ্রিয় এবং আকাশের আশ্রয়াশ্রয়িরূপ সম্বন্ধে সংযম করিলে দিব্য শ্রবণ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

আকাশই নিখিল জীবের কর্ণেন্দ্রিয়ের আধার। এবং সমস্ত শব্দেরও আধার আকাশ। শব্দ একস্থানে উচ্চারিত হইলে অন্যস্থানেও যে শ্রুত হইয়া থাকে, আকাশই তাহার কারণ। কেননা উভয় স্থলের মধ্যে আকাশ ভিন্ন আর অন্য কোন পদার্থ নাই; এই জন্য আকাশই যে শব্দের আধার ইহা প্রমাণিত হইল। এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আকাশের সহিত কর্ণেন্দ্রিয়ের

সমান জয়াজ্জ্বলনম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥ ৪১ ॥

সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনরূপে কোন উক্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়কে আবরিত করিয়া দিলে উক্ত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আকাশের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের পূর্ণ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত কারণে আকাশে যে কোনরূপ আবরণ নাই তাহাও সিদ্ধ হয়। উহার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও চিরপ্রসিদ্ধ। এই কারণ কর্ণেন্দ্রিয় ও আকাশের যে আশ্রয়াশ্রয়িরূপ সম্বন্ধ, উহাতে সংযম করিলে যোগী দিব্য শ্রবণশক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তখন তিনি সূক্ষ্ম হইতে অতিসূক্ষ্ম, গুপ্ত হইতে অতি গুপ্ত, দূর হইতে অতি দূরবর্ত্তী ও নানা প্রকারের দিব্য শব্দ শুনিতে সমর্থ হ'ন। যেখানে যাহা কিছু শব্দ হইয়াছে, হইতেছে অথবা হইবে উক্ত সমস্ত শব্দের সহিত আকাশের সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। গুণের স্থিতি গুণীতেই বর্ত্তমান থাকে। দিব্য অথবা লৌকিক যে কোন শব্দই হউক না কেন, আকাশই সে সকলের আধার। উক্ত আকাশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সীমার সহিত পিণ্ডস্থিত শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। যোগী উক্ত সীমাস্থিত আশ্রয়াশ্রয়ি সম্বন্ধে সংযম করিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিব্য শ্রবণ যে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে॥ ৪১॥

চতুর্ব্বিংশতি সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে—

শরীর ও আকাশের সম্বন্ধে এবং লঘু তুলাদি পদার্থে সংযম করিলে আকাশে গমন করিতে সমর্থ হওয়া যায়॥ ৪২॥

শরীর যে যে স্থলে গমন করে সেই সেই স্থলে সর্ব্বব্যাপক আকাশের স্থিতি স্বতঃসিদ্ধ। গমনাগমনরূপ ক্রিয়াতে আকাশ অবকাশ প্রদান করিয়া থাকে। অর্থাৎ আকাশের সহিত শরীরের ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ। আকাশই সমস্ত ভূত অপেক্ষা লঘু এবং সর্ব্বব্যাপী। এই হেতু যোগী যখন আকাশ ও শরীরের সম্বন্ধে সংযম করিয়া থাকেন এবং সেই সময়ে লঘুভাব বিচারে তুলা প্রভৃতি অতি লঘু পদার্থের ধারণাও করিয়া থাকেন তখনই এই ক্রিয়ার দ্বারা তাঁহার লঘুভাবের সিদ্ধি হইয়া থাকে। স্থূল শরীর এবং আকাশের সম্বন্ধে সংযম করিলে ইচ্ছানুসারে শরীর লইয়া যাইবার শক্তি এবং সে সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা

কায়াকাশয়োঃসম্বন্ধসংযমাল্লঘুতুলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্॥ ৪২॥

অধিক লঘুপদার্থের ধারণাবশতঃ ইচ্ছানুযায়ী লঘু হইবার ক্ষমতা যোগী লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সে সময়ে যোগী যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানেই অবস্থান করিতে পারেন ও আকাশমার্গে যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। মহাত্মাগণ এই সিদ্ধির দ্বারা আকাশমার্গে বিচরণ করতঃ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন করেন ॥ ৪২ ॥

পঞ্চবিংশতি সিদ্ধি কথিত হইতেছে—

শরীরের বাহিরে মনের যে স্বাভাবিকী বৃত্তি তাহাকে মহাবিদেহ ধারণা বলে, উহার দ্বারা প্রকাশের আবরণ বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪৩ ॥

শরীরের বাহিরে যে মানসিক বৃত্তি শরীরের অপেক্ষা না করিয়া অবস্থিত থাকে উহাকে মহাবিদেহ বলা হয়। যেহেতু উহা হইতে অহঙ্কারের বেগ প্রশমিত হইয়া যায়। সে যোগী উক্ত বৃত্তিতে সংযম করিয়া থাকেন, উক্ত সংযমের দ্বারা তাঁহার প্রকাশের আবরণ বিদূরিত হইয়া যায়। অর্থাৎ সাত্বিক অন্তঃকরণের আবরণ অবিদ্যাদি কর্ম ও ক্লেশ সে সময়ে বিলীন হইয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরীরের অহঙ্কার বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনের বাহ্যবৃত্তিও বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু যখন শারীরিক অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে মনোবৃত্তি বহির্ভাগে অবস্থান করে তখনই যোগির অন্তঃকরণ মলরহিত এবং নিঃসঙ্গ হইয়া যায়। অর্থাৎ শরীর সংশ্লিষ্ট মনের যে বাহ্যবৃত্তি উহাকে কল্পিতা বলা হয়। কিন্তু শরীরের অপেক্ষা না করিয়া দেহধ্যাস রহিত মনের যে স্বাভাবিকী ও আশ্রয়হীনা বাহ্যবৃত্তি উহাকে অকল্পিত আখ্যা প্রদান করা হয়। এই উভয় বৃত্তির মধ্যে কল্পিতবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অকল্পিত মহাবিদেহবৃত্তির সাধন করা হইয়া থাকে। উহাকে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে প্রকাশ স্বরূপ বুদ্ধি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে অহঙ্কার জাত ক্লেশ, কর্ম, ও কর্মফলাদি হইতে সাধক মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হ'ন। তমোগুণ ও রজোগুণ হইতে উৎপন্ন আবরণ সমূহ সে সময়ে পৃথক হইয়া যায় ইহা উচ্চাবস্থা। পূর্ব্বসূত্রে মহর্ষি সূত্রকার ইচ্ছানুসারে স্থূলশরীরের পরিচালন বিষয়ে সিদ্ধির বর্ণন করিয়া সম্প্রতি এইসূত্রে অন্তঃকরণকে যথেচ্ছ পরিচালনা করিবার সিদ্ধি বর্ণন

বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥

করিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহর্ষি সূত্রকার সিদ্ধি সমূহকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বেই প্রথম সিদ্ধি সমূহ বর্ণন করিয়া পুনরায় সিদ্ধি সমূহে যোগিগণকে আবদ্ধ হইতে নিষেধ করিয়া তৎপরে মধ্যম সিদ্ধির বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। ইহার পরে উত্তম সিদ্ধি সমূহের বিবিধ উপায় বর্ণন করিবেন ॥ ৪৩ ॥

ষড়বিংশতি সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে—

স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ব এই পাঁচটী পঞ্চতত্ত্বের অবস্থা বিশেষ। এই সমস্ত বিষয়ের উপরে সংযম করিলে ভূতজয় করিতে পারা যায় ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চভূত সৃষ্টিপ্রকাশিনী অনাদিকারণরূপা প্রকৃতির বিস্তার মাত্র। এই পঞ্চভূতের সম্বন্ধ এবং বিস্তারের দ্বারা নিখিল বস্তুর সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই কারণ এই পঞ্চভূতের জয়ের দ্বারাই প্রকৃতির জয় হইয়া থাকে। যদি সূক্ষ্মভাবে বিচার করা হয় তাহা হইলে পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—স্থূলাবস্থা, স্বরূপাবস্থা, সূক্ষ্মাবস্থা, অন্বয়াবস্থা এবং অর্থবত্বাবস্থা। যাহা দৃষ্টি গোচর হয় তাহাই স্থূলাবস্থা, স্থূলপদার্থে গুণরূপে যাহা অদৃশ্যভাবে থাকে তাহাই সূক্ষ্মাবস্থা, যেমন তেজের মধ্যে উষ্ণতা, তৃতীয়-তন্মাত্রা সমূহের অবস্থা, ব্যাপক সত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের অবস্থা চতুর্থ, এবং পঞ্চম-ভোগাপবর্গ রূপ ফল প্রদায়িনী অবস্থা। অন্যভাবে ও ইহা বোধগম্য হইতে পারে যথা—পৃথিবী প্রভৃতি স্থূল ভূত যাহা অনুভূত হইয়া থাকে উহাই প্রথমাবস্থা। দ্বিতীয় যেমন উষ্ণতা হইতে তেজের অনুমান করা হয়, ইহাই দ্বিতীয়াবস্থা, ভূত সমূহের সূক্ষ্মাবস্থা অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রা যেমন শব্দের দ্বারা আকাশ অনুভূত হইয়া থাকে, ইহাই তৃতীয়াবস্থা। তত্ত্বসমূহের খ্যাতি-প্রকাশ-ক্রিয়া এবং স্থিতি স্বভাববিশিষ্ট যে গুণ উহাই অতিসূক্ষ্ম চতুর্থাবস্থা, এবং পঞ্চভূতের ভোগ-মোক্ষপ্রদায়িনী শক্তিমতী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে অবস্থা তাহাই পঞ্চমাবস্থা, ইহাদের মধ্যে প্রথম তিন অবস্থা স্থূল এবং পরের দ্বিবিধাবস্থা সূক্ষ্ম হওয়ায় স্থূল অবস্থা সাধারণ বুদ্ধিগম্য এবং সূক্ষ্মাবস্থা যোগবুদ্ধিগম্য হইয়া থাকে। যোগী যখন পঞ্চভূতের অবস্থা সমূহ সুন্দররূপে অবগত হইয়া বিচারপূর্ব্বক উক্ত ভূতসমূহে

স্থূলস্বরূপ সূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদ্ভূতজয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

সংযম করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হ'ন তখন স্বভাবতঃই প্রকৃতি তাঁহার অধীন হইয়া পড়েন। গাভী যেমন আপনা আপনি বৎসকে দুগ্ধ প্রদান করে, তদ্রূপ পঞ্চভূতকে জয় করিতে পারিলে প্রকৃতি বশীভূত হইয়া আপনা আপনি উক্ত যোগির সেবায় নিযুক্ত হইয়া যান। প্রকৃতি জয় করিতে পারিলে অদ্ভুত ঐশী সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। যেমন সর্ব্বশক্তিমান ভগবান অথবা তাঁহার সাক্ষাৎ বিভূতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশের অধীনে তাঁহাদের প্রকৃতির স্থিতি হয়, তদ্রূপ, ঐশী সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগীর প্রকৃতি তাঁহার অধীন হইয়া যায়। এই সমস্ত সিদ্ধিকেই ঐশীসিদ্ধি বলে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে বর্ণন করা হইবে ॥ ৪৪ ॥

সম্প্রতি ভূত জয় করিতে পারিলে যে ফলোদয় হয় তাহাই বর্ণিত হইতেছে—

তদনন্তর অণিমাদি (অষ্টসিদ্ধি) সিদ্ধিসমূহের প্রকাশ শরীর-সম্বন্ধীয় সমস্ত সম্পত্তির প্রাপ্তি এবং শরীরের রূপাদিধর্ম্মের অনভিঘাত হইয়া যায় ॥ ৪৫ ॥

ভূত জয় করিতে পারিলে অষ্টপ্রকারের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যথা—অণিমা, লঘিমা, মহিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব এবং ঈশিত্ব। অণিমা সিদ্ধির উদয়ে যোগী ইচ্ছামাত্র নিজের শরীরকে সূক্ষ্ম অণু হইতেও সূক্ষ্মতর করিতে পারেন। লঘিমা সিদ্ধির প্রভাবে যোগিরাজ ইচ্ছামাত্রেই নিজ স্থূল শরীরকে লঘু হইতেও লঘুতর করিতে সমর্থ হ'ন এবং আকাশমার্গে যেখানে সেখানে গমনাগমন করিতে পারেন। মহিমা সিদ্ধির দ্বারা যোগী ইচ্ছানুসারে নিজ শরীরকে বর্দ্ধিত করিতে পারেন। গরিমা সিদ্ধির প্রভাবে শরীরকে গুরু হইতে গুরুতর করিতে পারা যায়, প্রাপ্তি সিদ্ধির প্রভাবে যোগী ইচ্ছানুসারে এক লোক হইতে লোকান্তরে অর্থাৎ গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য্য অথবা মহাসূর্য্যমণ্ডলে যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানেই গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। প্রাকাম্যসিদ্ধির যখন উদয় হয় তখন যোগী যে পদার্থের ইচ্ছা করেন সেই পদার্থই লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ত্রিলোকের কোন বস্তুই তাঁহার অলভ্য থাকে না। বশিত্ব সিদ্ধি লাভ করিলে সমস্ত পঞ্চভূত

ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পত্তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ ॥ ৪৫ ॥

এবং নিখিল পদার্থসমূহ যোগীর বশীভূত হইয়া যায়। সে সময়ে তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন পঞ্চভূতের দ্বারা সেইরূপই কার্য্য করিতে সমর্থ হ'ন। অথচ তিনি কোন পদার্থের অধীন হ'ন না। এবং ঈশিত্ব সিদ্ধি উদিত হইলে যোগিগণ ভূতসমূহ এবং ভৌতিক পদার্থসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় করিবার শক্তি লাভ করিতে পারেন। অর্থাৎ সে সময়ে তিনি ইচ্ছা করিলে নূতন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হ'ন। এই অষ্ট প্রকারের সিদ্ধিকে অষ্টসিদ্ধি বলা হয়। এই সমস্তই ঐশী সিদ্ধি। যোগী যখন ঈশ্বরের স্বরূপ হইয়া যা'ন, তখনই ঈশ্বরানুগ্রহে এই অষ্টবিধ সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হ'ন। এই সমস্ত সিদ্ধি পূর্ব্ব কথিত অন্যান্য সিদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ। যদি এরূপ প্রশ্ন করা যায় যে, যোগী ঐশী সিদ্ধি লাভ করিয়া কি দ্বিতীয় ঈশ্বর হইয়া যান। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যোগী সে সময়ে অন্য ঈশ্বর হ'ন না, কিন্তু ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া যান। যোগী যখন ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন, তখন তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নিয়মের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহার ঐশী বিভূতির দ্বারা যদিও কোন কার্য্য হইয়া থাকে তাহা ঈশ্বরের নিয়ম অথবা আজ্ঞানুসারেই হইয়া থাকে। এই সমস্ত সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে যোগী যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তিনি কঠিন হইতে কঠিনতর পাষাণের মধ্যে প্রবেশ এবং আবরণ হীন আকাশে আত্মগোপনও করিতে সমর্থ হ'ন, পঞ্চভূতের মধ্যে কোন ভূত তাঁহাকে ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না। প্রকৃতি মাতা যেরূপ প্রভুভাবে সর্ব্বদা পরমপিতা পরমেশ্বরের সেবা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ঐশীশক্তিসম্পন্ন যোগিকেও তিনি জননীর ন্যায় সর্ব্বদা প্রতিপালন করিতে থাকেন। ভূত জয়ের দ্বারা কায়সম্পৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আগে ইহা সবিস্তৃত বর্ণিত হইবে। সে সময়ে যোগী রূপাদি শারীরিক ধর্ম্মের অনভিঘাতও লাভ করিতে পারেন অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি প্রভৃতি ভূতসমূহ তাহার শারিরীক ধর্ম্মকে ধ্বংস করিতে পারে না। সেই জন্য পৃথিবী তাহার শারিরীক ক্রিয়াতে বাধা প্রদান করিতে পারে না, তিনি অনায়াসেই শিলাদির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, জল তাঁহার শরীরকে আর্দ্র করিতে পারেনা, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারেনা, বায়ু শুষ্ক বা কম্পিত করিতে পারে না। এই সমস্তই ভূত জয়কৃত সিদ্ধি ॥ ৪৫ ॥

সম্প্রতি কায়-সম্পৎ কাহাকে বলে? তাহাই বলা হইতেছে—

রূপলাবণ্য, বল, বজ্রতুল্যদৃঢ়তা, এই সমস্তই কায়সম্পৎ ॥ ৪৬ ॥

ভূতসমূহকে পরাজিত করিয়া যোগী প্রকৃতি বিমুক্ত হইয়া প্রকৃতিকে পরাজিত করতঃ যে অদ্ভুত ঐশীশক্তি অর্থাৎ অন্তঃকরণের ক্ষমতালাভ করেন তাহা পূর্ব্ব সূত্রে বিশেষরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। সম্প্রতি মহর্ষি সূত্রকার পঞ্চভূতকে পরাজিত করিয়া যোগী যে স্বভাবতঃ শারীরিক বিশেষ যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হ'ন তাহাই বর্ণন করিতেছেন। রূপ শব্দের অর্থ দিব্য-সৌন্দর্য্য এবং লাবণ্য শব্দের অর্থ মাধুর্য্য। রূপলাবণ্যযুক্ত শরীর দর্শন মাত্রেই দর্শক মুগ্ধ হইয়া যান। তাহাতে দর্শক দেবতা, মানব, পশু বা যে কোন জীবই হউন না কেন, দর্শন করিবা মাত্রই আকৃষ্ট হইয়া যান। বল শব্দের অর্থ শক্তি অর্থাৎ যোগী যখন পরম বলশালী হইয়া উঠেন, যখন তাঁহার শক্তির নিকট প্রকৃতিই পরাজয় স্বীকার করে তখন তাঁহার বলের আর তুলনা কি হইতে পারে? বজ্রতুল্য দৃঢ়তা (বজ্র সংহননত্ব) শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্ববিধ শস্ত্র হইতে কঠিন বজ্রের ন্যায় তাঁহার শরীর দৃঢ় হইয়া যায়। এইরূপে যোগী তখন দিব্য শরীর লাভ করিতে সমর্থ হন। পূর্ব্ব সূত্রে যে সমস্ত সিদ্ধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের অবতারণা করিবার জন্য যোগিরাজকে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ও সংযম করিতে হয়, কিন্তু এই সূত্রোক্ত সিদ্ধি লাভের জন্য এরূপ প্রযত্ন করিবার প্রয়োজন হয় না। যিনি পূর্ব্বকথিত সিদ্ধিসমূহের অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হ'ন, এই সূত্রোক্ত অধিকার সমূহ স্বতঃই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্যই স্বতন্ত্ররূপে এই সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

সপ্তবিংশতি সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে—

গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয়; এবং অর্থবত্ত্ব, এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়-গণের বৃত্তি, সুতরাং উহাদের মধ্যে সংযম করিলে ইন্দ্রিয় জয় হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

সামান্য এবং বিশেষরূপে শব্দাদি যত প্রকার বিষয় আছে, ঐ সমস্ত বহির্ব্বিষয়কে গ্রাহ্য বলা হয়। উক্ত গ্রাহ্য বিষয় সমূহে ইন্দ্রিয় সমূহের যে বৃত্তি

রূপলাবণ্য বলবজ্রসংহননত্বানি কায়-সম্পৎ ॥ ৪৬ ॥

গ্রহণস্বরূপাঽস্মিতাঽন্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

তাহাকে গ্রহণ বলা হয়। অবিচারিতভাবে কোন বিষয় অকস্মাৎ গৃহীত হইলে প্রথমে তাহাতে যে বিচার উৎপন্ন হয় তাহাকে স্বরূপবৃত্তি বলা হয়। উক্ত অবস্থাতে যে অহঙ্কারের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই অহঙ্কার-মিশ্রিত ভাবকে অস্মিতাবৃত্তি বলা হয়। পুনরায় বুদ্ধির দ্বারা উক্ত স্বরূপের বিচার অর্থাৎ বুদ্ধি যখন সৎ, অসৎ, সামান্য এবং বিশেষের বিচার করিতে থাকে, সেই সময়ের উক্ত বৃত্তিকে অন্বয় বলা হয়। অহঙ্কারের সহিত ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে যাহা ব্যাপকরূপে স্থিত ও স্থিতিশীল এবং যাহা নানাবিধ বিষয়কে প্রকাশিত করিয়া থাকে, উক্ত প্রবহমানা বৃত্তিকে অর্থবত্ব বৃত্তিবলে, উহাই পঞ্চমবৃত্তি। ইন্দ্রিয় সমূহের এই পঞ্চবিধ বৃত্তিতে সংযম করিয়া উহাদিগকে নিজের অধীন করিয়া লইতে পারিলে ইন্দ্রিয়গণ পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় জয়ের সম্বন্ধে যাহা বর্ণন করা হইয়াছে তাহা অন্যরূপে সাধিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সামান্যরূপে ইন্দ্রিয় দমনের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই রীতি অনুসারে যে সিদ্ধি লাভ হয় তাহা পূর্ব্ব হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। অর্থাৎ এরূপ সাধনাসিদ্ধ যোগিগণ কোনরূপ বিষয়ের সম্পর্কে বিচলিত হ'ন না ও জিতেন্দ্রিয়তার পূর্ণাবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হ'ন ॥ ৭৪॥

ইন্দ্রিয় জয়ের ফল বর্ণিত হইতেছে—

ইন্দ্রিয় জয়ের পর মনোজবিত্ব, বিকরণ ভাব, ও প্রধান জয় হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

মনের গতির ন্যায় শরীরের উত্তমগতি লাভ করাকে মনোজবিত্ব বলে। অর্থাৎ মনের ন্যায় শরীরেরও বহুদূরবর্ত্তী স্থলে সত্বর গমনের যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাই মনোজবিত্ব। শরীরের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তি লাভ করাকে বিকরণ ভাব বলা হয়। অর্থাৎ কোন দেশ, কাল অথবা বিষয়-প্রাপ্তির বাসনা উপস্থিত হইবামাত্র শরীরের কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ না করিয়া কেবলমাত্র চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের যে গতি হইয়া থাকে উহাই বিকরণ ভাব। ইহার ফলে যোগী এক স্থানে অবস্থান করিয়া অন্য দূরবর্ত্তী স্থানের দৃশ্য অবলোকন করিতে পারেন। প্রকৃতিবিকারের মূল কারণকে জয় করার নাম প্রধানজয়ত্ব; ইহার দ্বারা সর্ব্ববশিত্ব লাভকরিতে পারা যায়। এইরূপে মনোজবিত্ব, বিকরণ ভাব এবং প্রধান জয়লাভ করিয়া যোগী পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ

ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৮ ॥

হইয়া থাকেন। এই অবস্থাকে মধুপ্রতীক বলা হয়। মধু স্বভাবতঃই মধুর এবং এই সিদ্ধিও মধুর, এই জন্য সিদ্ধির পূর্ণ অবস্থার নাম মধুপ্রতীক। পূর্ব্ব সূত্রোক্ত উন্নত সিদ্ধিসমূহ লাভকরিতে পারিলে এই সিদ্ধি স্বভাবতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইজন্য মহর্ষি সূত্রকার এই সিদ্ধিপ্রাপ্তির উপায় বর্ণন করেন নাই ॥ ৪৮ ॥

অষ্টাবিংশতি সিদ্ধির বিষয় বলা হইতেছে—

বুদ্ধি ও পুরুষের পার্থক্যজ্ঞান অবগত হইতে পারিলে সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব লাভ করিতে পারা যায় ॥ ৪৯ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বসূত্রে মহর্ষি সূত্রকার সিদ্ধিসমূহের বিষয় বর্ণন করিয়া সম্প্রতি বর্ণন করিয়া দেখাইতেছেন যে সাধনা করিতে করিতে ক্রমশঃ অন্তঃকরণ এরূপ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হইয়া যায় যে, তাহাতে আপনাআপনি পরমাত্মার নির্ম্মল প্রকাশ প্রকাশিত হইতে থাকে, ও উহা হইতে বুদ্ধিরূপ দৃশ্য ও পুরুষরূপ দ্রষ্টার মধ্যে যে তাত্ত্বিক ভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যোগী তাহা সুস্পষ্ট অনুভব করিতে সমর্থ হ'ন, এবং এরূপ অবস্থা লাভ করিয়া যোগী নিখিল ভাবের স্বামী ও সকল বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে পারেন। পূর্ব্ব বর্ণনানুসারে যোগিরাজ যখন যথার্থরূপে ইন্দ্রিয়সমূহকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রিয়গণের প্রভু হইতে পারেন, সে অবস্থাতে তিনি স্বভাবতঃই বুদ্ধি এবং তাহারও পরপারে স্থিত পুরুষ উভয়েরই পার্থক্য প্রত্যক্ষানুভব করিতে সমর্থ হ'ন। ইহাই পরাসিদ্ধি। সিদ্ধি দ্বিবিধ—পরা ও অপরা। বিষয় সম্বন্ধীয় উত্তম, মধ্যম, অধমাদি সকল প্রকারের সিদ্ধিই অপরাসিদ্ধি, মুমুক্ষু যোগিগণের পক্ষে উহা সর্ব্বদা হেয়। এবং স্বস্বরূপ অনুভবের উপযোগী যে সিদ্ধি তাহাকে পরাসিদ্ধি বলে। এইরূপ পরাসিদ্ধির উপযোগী সিদ্ধিই যোগিগণের উপাদেয়। পথারূঢ় পথিক যেরূপ পথের উভয় পার্শ্বস্থিত উত্তম উত্তম ভোগ্যবস্তু দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়, যোগমার্গে গমনশীল সাধকের পক্ষেও তদ্রূপ সিদ্ধিসমূহ মোহকর হইয়া থাকে। সাধক পথিক যদি তীব্র-বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া মানসিক দৃঢ়তা সহকারে গমনমার্গের উভয়পার্শ্বস্থিত ঐশ্বর্য্যসমূহ উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আপনা আপনি শান্তিময় স্থানে উপস্থিত হইতে সমর্থ হ'ন। সে স্থলে উপনীত হইবামাত্র

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥ ৪৯ ॥

মানসিক বাসনাসমূহ স্বাভাবিক রূপেই পূর্ণ হইয়া যায় ও সহজেই ভগবদ্দর্শন লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ যখন সত্ত্বগুণের প্রভাবে তমঃ এবং রজোগুণরূপ মল বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন স্বতঃই অন্তঃকরণ মলশূন্য হইয়া যায়। এবং তখনই উক্ত অন্তঃকরণে ঋতম্ভরা নামক পূর্ণজ্ঞানময় বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। মলপ্রযুক্তই অন্তঃকরণ ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হ'য় না, মল বিনষ্ট হইয়া গেলে ভগবদ্দর্শনের বাধক আর কিছুই থাকে না, যোগির এই অবস্থার নাম বিশোক অর্থাৎ শোকরহিত অবস্থা ॥ ৪৯ ॥

বিশোক অবস্থার ফল বর্ণিত হইতেছে—

বিবেকখ্যাতি-জনিত বৈরাগ্যবশতঃ দোষসমূহের বীজ বিনষ্ট হইয়া গেলে কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

সাধন এবং বৈরাগ্যরূপ উভয় পক্ষের দ্বারা উড্ডীয়মান হইয়া সাধক যখন বিশোক অবস্থাতে উপস্থিত হওতঃ আত্মদর্শন করিতে সমর্থ হ'ন, তীব্র বৈরাগ্য প্রযুক্ত পথিমধ্যে কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত হ'ন না, তখন তিনি ধীরে ধীরে ভগবৎতত্ত্বোপলব্ধির সাহায্যে ভগবৎকৃপার অধিকারী হইয়া মুক্তিরূপ কৈবল্য পদে উপস্থিত হইতে সমর্থ হ'ন। যোগী যখন পূর্ব্বোক্ত অবস্থা লাভ করিয়া ক্লেশরূপ কর্ম্ম হইতে পৃথক্ হইয়া যান, এবং পূর্ণসত্ত্বরূপ অভ্রান্তবুদ্ধি লাভ করিয়া জৈবী অবস্থা হইতে দ্বিতীয় অবস্থাতে উপনীত হইতে সমর্থ হ'ন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণ সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত হইয়া পূর্ণানন্দময় হইয়া যায়। এবং পুনরায় তাঁহাকে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক-রূপ ত্রিবিধ দুঃখে আবদ্ধ হইতে হয় না, তিনি পরম কল্যাণরূপ কৈবল্যপদে অধিরূঢ় হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। সাধক ত্রিবিধ যথা,—উত্তম, মধ্যম, এবং অধম। অধমসাধক সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইতে সিদ্ধিসমূহ ভোগ করিতে থাকেন, মধ্যমসাধক সিদ্ধিসমূহ অবলোকন করিতে থাকেন, কিন্তু ভোগ করেন না; বৈরাগ্যবুদ্ধির প্রভাবে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হ'ন। কিন্তু উত্তমসাধক সিদ্ধিসমূহের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না। এই কারণ পর বৈরাগ্যসম্পন্ন উত্তম সাধকই মুক্তিপদের যথার্থ অধিকারী, ও শীঘ্রই তিনি কৈবল্যপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫০ ॥

সমাধিভূমি প্রাপ্ত বিঘ্নসমূহ বর্ণিত হইতেছে—

উচ্চস্থানপ্রাপ্ত দেবতাগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিবার সময় আসক্তি অথবা অভিমান প্রকট করা সঙ্গত নহে, কেননা তাহাতে পুনরায় অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে ॥ ৫১ ॥

যোগী চারি প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—কল্পিক, মধুপ্রতীক, ভূতেন্দ্রিয়জয়ী এবং অতিক্রান্তভাবনীয়। যোগী যখন প্রথমে অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকেন সেই অবস্থার নাম কল্পিক। যখন ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হ'ন, সেই অবস্থার নাম মধুপ্রতীক যখন ভূতসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে পারেন সেই অবস্থার নাম ভূতেন্দ্রিয়জয়ী, এবং যোগী যখন পূর্ণাবস্থা লাভ করিয়া কৈবল্যভূমিতে অগ্রসর হ'ন, সেই অবস্থার নাম অতিক্রান্ত-ভাবনীয়। এই চতুর্থ অবস্থা সপ্ত ভূমিকাতে বিভক্ত। প্রথম অবস্থা হইতেই বিঘ্ন-ভয় বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেজন্য বৈরাগ্য ব্যতিরেকে, সাধক অগ্রগামী হইতে পারেন না। কিন্তু এই চতুর্থাবস্থায় সপ্তভূমিকাতে সাধকের বিশেষ ভয়ের সম্ভাবনা আছে। শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সময়ে দেবতাগণ নানারূপ দিব্যপদার্থ, নানাপ্রকারের ভোগ্য বস্তু, মনোহারিণী স্ত্রী, মনোহর স্থান, মনোহর পদার্থ এবং অনেক সিদ্ধ ঔষধাদি প্রদান করিয়া উক্ত যোগিকে নিজের দলভুক্ত করিয়া লইতে ইচ্ছা করেন। সেসময়ে যোগী যদি তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়েন ও অভিমানবশে উহাতেই নিজকে কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে পুনরায় তাঁহার অধোগতি হইয়া থাকে। এবং ঐ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে, পর বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া যোগী সপ্তভূমিকে অতিক্রম করিতে করিতে কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইয়া যান। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দ্দশ ভুবনে বিভক্ত। চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে ঊর্দ্ধসপ্তলোকে দেবতাগণের নিবাস এবং অধঃসপ্তলোক অসুরগণের আবাস স্থান। অসুরগণও একরূপ দেবতা বিশেষ। ব্রহ্মাণ্ডের সহিত যেমন চতুর্দ্দশ ভুবনের সম্বন্ধ, তদ্রূপ, প্রত্যেক পিণ্ডের সহিত ও সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং পঞ্চকোষ ও মনুষ্যপিণ্ড ও দেবপিণ্ড উভয়ের মধ্যেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব যোগিরাজ যখন পঞ্চকোষের উপরে

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥

আধিপত্য করিতে থাকেন তখন প্রাণময়াদি কোষের সাহায্যে আপনারই পিণ্ডে দেবলোক সমূহের অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। উন্নত যোগিরাজের অন্তঃকরণ যখন স্বভাবতঃই দৈবলোকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, সে সময়ে উক্ত যোগিরাজ ঐরূপ দৈবসৃষ্টি দ্বারা নানারূপ ভোগপ্রদ দেবগণের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হ'ন। পর বৈরাগ্যের উদয়ে ঐরূপ দেবাদি দর্শনের দিকে যোগির চিত্ত প্রধাবিত হয় না। ইহা উন্নত দশা॥ ৫১॥

উনত্রিংশৎ সিদ্ধি বর্ণিত হইতেছে—

ক্ষণ এবং ক্রমে সংযম করিলে বিবেকজ অর্থাৎ অনুভব-সিদ্ধ জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে॥ ৫২॥

কোন পদার্থ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে যখন এরূপ অবস্থায় গিয়া উপস্থিত হয় যে আর তাহা হইতে সূক্ষ্ম হইতে পারে না উক্ত অবস্থার নাম পরমাণু; যেমন ভৌতিক পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগকে পরমাণু বলা হয়, ঐরূপ কালের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগকে ক্ষণ বলা হয়। এস্থলে ক্ষণ শব্দে মহর্ষি সূত্রকারের তাৎপর্য্য এই যে, একটী পরমাণু যে সময়ের মধ্যে পূর্ব্বস্থানকে পরিত্যাগ করিয়া পরস্থানে গমন করে সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কালের অবস্থাকে ক্ষণ বলে। এবং উক্ত পরমাণুর গতি অর্থাৎ প্রবাহের যে রূপ তাহাকে ক্রম বলা হয়। ক্ষণ এবং উহার ক্রমকে একত্র করা অসম্ভব। কিন্তু ক্ষণাদি ব্যবহার বিশিষ্ট বুদ্ধিই নিজ স্থিরতার দ্বারা মুহূর্ত্ত, দিন, রাত্রি এবং বর্ষাদি কালাকালের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। সেইকারণ এই কাল যথার্থই বস্তুশূন্য-দ্রব্য এবং কেবল বুদ্ধির পরিণাম মাত্র। উক্তকাল বস্তুশূন্য হইলেও শব্দ জ্ঞানের দ্বারাই সাধারণ মনুষ্যের নিকটে বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কিন্তু যোগিগণের নিকটে উহা বিলক্ষণরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ক্ষণের দ্বারাই ক্রম অবগত হওয়া যায়, কালজ্ঞ যোগিগণ উহাকেই ক্ষণরূপে অভিহিত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কাল একই, কেননা, বর্ত্তমান ক্ষণের পূর্ব্বক্ষণ এবং উত্তরক্ষণ উভয়েই বর্ত্তমানক্ষণের ভেদমাত্র। অথবা এরূপও বলিতে পারা যায় যে, ভূতক্ষণের পরিণাম বর্ত্তমানক্ষণ এবং বর্ত্তমানক্ষণের পরিণাম ভবিষ্যৎক্ষণ হইবে, ইহার দ্বারা তিনই এক, এবং একই তিন। এইরূপ বিচারের দ্বারা সমস্ত কাল একই

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানং॥ ৫২॥

ক্ষণের পরিণাম, এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিক্রিয়া একই ক্ষণের পরিণাম ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এইরূপ যোগ বুদ্ধির দ্বারা ক্ষণ এবং ক্রমে সংযম করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উহাদের জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে অভ্রান্ত, পূর্ণ এবং সর্ব্বব্যাপক বিবেক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। এই অভ্রান্ত এবং পূর্ণ জ্ঞানের উদয় হইলে যোগির অন্তঃকরণ হইতে সন্দেহ সমূহ বিলুপ্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ সে সময়ে যোগী যে বিষয় অবলোকন করেন উহারই যথার্থ এবং পূর্ণরূপ দেখিতে সমর্থ হ'ন। যতদূর পর্য্যন্ত যোগির জ্ঞানদৃষ্টি পতিত হয়, ততদূর পর্য্যন্ত উহার অভ্রান্ত বুদ্ধি দেশ কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়া উপস্থিত হয়, যোগির এই অবস্থাই ত্রিকালদর্শীর অবস্থা ॥ ৫২ ॥

• বিবেকজ্ঞানের ফল বর্ণিত হইতেছে—

জাতি, লক্ষণ, এবং দেশের দ্বারা সমান পদার্থে একের অন্য হইতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু বিবেকজ্ঞানের দ্বারা উহার ভেদ নির্ণয় হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

জাতি, লক্ষণ, এবং দেশই পদার্থসমূহের ভেদের হেতু অর্থাৎ এই তিনের দ্বারাই পদার্থসমূহের ভেদ অবগত হইতে পারা যায়। কোথাও জাতির দ্বারা ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন গো ও মহিষ। অর্থাৎ গো এবং মহিষ বলিলে গোত্ব ও মহিষত্বরূপ জাতিভেদের দ্বারা পদার্থসমূহের ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। কোথাও লক্ষণ ভেদেও ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে—যেমন দুইটী গরুর মধ্যে লক্ষণ ভেদে একটী কৃষ্ণ অপরটী রক্ত বুঝিতে পারা যায়। উভয়ই গো, কিন্তু লক্ষণভেদে স্বতন্ত্র পদার্থের অনুভব হইয়া থাকে। এইরূপ কোথাও দেশভেদে বস্তুভেদ হয়, যেমন—দুইটী পদার্থে জাতি এবং লক্ষণের একত্ব প্রাপ্ত হইলেও যে পার্থক্য থাকে উহা দেশের দ্বারাই হইয়া থাকে। যেমন সমপরিমিত দুইটী আমলকীর দেশভেদে গুণভেদ হয়। কিন্তু একদেশে যখন দুই পরমাণু একই জাতি এবং একই লক্ষণযুক্ত হয়, তখন উহাতে ভেদজ্ঞান হওয়া কঠিন, কিন্তু পূর্ব্বসূত্রে যে বিবেকজ্ঞানের বিধি বর্ণিত হইয়াছে উহারই সাহায্যে জাতি, লক্ষণ এবং দেশের পূর্ণ ভেদজ্ঞান লাভ হইতে পারে। অর্থাৎ এই নিয়মে উক্ত ভেদে সংযম করিলে যোগী তত্ত্বসমূহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদসমূহও পূর্ণরূপে অবগত হইতে

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাৎ তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

সমর্থ হ'ন। সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় উহার বিশেষ সংজ্ঞা আগে বর্ণন করা হইবে॥ ৫৩॥

বিবেকজ্ঞানের বিশেষত্ব বর্ণিত হইতেছে—

যাহা সংসারসিন্ধুর উদ্ধারক, সর্ব্ববিধভাবে সকল পদার্থের জ্ঞাপক, ও ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান ক্রমের যুগপৎ প্রকাশক তাহাকে বিবেকজ জ্ঞান বলা হয়॥ ৫৪॥

যাহার দ্বারা জীব সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়, তাহাকে তারক বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত বিবেক জ্ঞানের দ্বারা সংসারসিন্ধু পার হইতে পারা যায় বলিয়া উহাকে তারক বলা হইয়াছে। বিবেকজ জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিধভাবে নিখিল পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাকে সর্ব্ববিষয় ও সর্ব্বথাবিষয় বলা হইয়াছে। অক্রম শব্দের অর্থ এই যে, পূর্ব্বোক্ত বিবেকজ্ঞানের দ্বারা ক্রম ব্যতিরেকে যে সমস্ত পদার্থের কার্য্য জগতে হইতে পারে, ঐ সমস্ত যোগী পূর্ণরূপে অবগত হইতে সমর্থ হ'ন। অর্থাৎ অতীতকালে যাহা কিছু হইয়াছিল, বর্ত্তমানকালে যাহা কিছু হইতেছে এবং ভবিষ্যৎকালে যাহা কিছু হইবে যোগী এই সমস্তই যুগপৎ অবগত হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ এই জ্ঞান লাভ করিয়াই বেদের সংগ্রহ এবং বিভাগ করিয়া গিয়াছেন, এই জ্ঞান লাভ করিয়াই পূজ্যপাদগণ দর্শন, উপবেদ, স্মৃতি, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি বিবিধ শাস্ত্র জীবগণের উপকারের জন্য নিজনিজ রীতি ও লক্ষ্যানুসারে প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই বিবেকজ পূর্ণজ্ঞানই নিঃসহায় জীবগণকে সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া ভগবৎপদে উন্নীত করিয়া দেয়। এই কারণবশতঃই উক্ত জ্ঞানের নাম তারক, ও ইহাই পরাসিদ্ধি॥ ৫৪॥

পরম্পরা সম্বন্ধে কৈবল্যের হেতুভূত সংযমের বিষয় নিরূপণ করিয়া অবশেষে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কৈবল্যের সাধনীভূত বিষয় বর্ণন করা হইতেছে—

বুদ্ধি এবং পুরুষের শুদ্ধির দ্বারা সমত্ব হইয়া গেলেই মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে॥ ৫৫॥

তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথাবিষয়ক্রমং চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্॥ ৫৪॥

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি॥ ৫৫॥

পূর্ব্বোক্ত তারকবুদ্ধি লাভ করিলে যে ফলোদয় হয় মহর্ষি সূত্রকার সম্প্রতি তাহাই বর্ণন করিতেছেন। সত্বগুণের প্রবল প্রবাহের দ্বারা যখন রজোগুণ ও এবং তমোগুণের মল সম্পূর্ণভাবে বিধৌত হইয়া যায় এবং উহার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট না থাকায় বুদ্ধি সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয়, তখন পুরুষাতিরিক্ত যাহা কিছু অধিকার ছিল সমস্তই বিলীন হইয়া যায়; এবং তখনই পুরুষ স্বীয় যথার্থরূপে স্থিত হন। ভোগের অভাবই পুরুষের মুক্তাবস্থা। ভোগের অভাবে পুরুষ মুক্ত হইয়া গেলে সে অবস্থায় দ্বৈতের ভানমাত্র থাকে না কেবল একই অবশিষ্ট থাকে। যখন দ্বৈতই থাকিল না তখন বিষয়ের ভান কিরূপে থাকিবে। বিষয়ের নিবৃত্তি হইয়া গেলে স্বভাবতঃই সমস্ত ক্লেশের লয় হয় এবং ক্লেশসমূহ বিনষ্ট হইয়া গেলে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলসমূহও নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন একমাত্র পুরুষই বর্ত্তমান থাকেন। এইসূত্রে বুদ্ধির শুদ্ধি অর্থে বুদ্ধিতে বৃত্তির অভাব; এবং পুরুষের শুদ্ধি অর্থে পুরুষে চিত্তধর্ম্মের অনারোপের দ্বারা স্বরূপাবস্থিতি। এই উভয়বিধ শুদ্ধির সমতা হইলেহ কৈবল্যপদ লাভ হইয়া থাকে। এই বিষয়টী এরূপভাবেও অবগত হইতে পারা যায় যে তটস্থ এবং স্বরূপজ্ঞানের অনুসারে বুদ্ধি দুই প্রকারের হইয়া থাকে। যতক্ষণপর্য্যন্ত দ্বৈধ অহঙ্কারের সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণপর্য্যন্ত জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপে ত্রিপুটীর দ্বারা অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ বর্ত্তমান থাকে। যোগীর অন্তঃকরণে রজঃ এবং তমোগুণ দমিত হইয়া যেমন যেমন সত্বগুণের বিকাশ হইতে থাকে তত্তই ত্রিপুটী বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়া থাকে। অবশেষে পূর্ণসত্বগুণের উদয় হইলে ত্রিপুটী বিনষ্ট হইয়া যায় ও স্বরূপজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। অপরদিকে যতক্ষণপর্য্যন্ত বুদ্ধি নির্ম্মল ও অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ পূর্ণরূপে বিকাশ না হইয়াছিল, ততক্ষণপর্য্যন্ত বৃত্তিসমূহের প্রতিবিম্বপ্রযুক্ত পুরুষ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। যোগীর এই উন্নতাবস্থায় বৃত্তিসমূহ বর্ত্তমান না থাকায় যথার্থভাবে পুরুষের স্ব-স্বরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। তখন দ্রষ্টা নিজ স্বরূপে অদ্বৈতভাবে স্থিত হইয়া যান। এই অবস্থাকে বুদ্ধির শুদ্ধি ও পুরুষের শুদ্ধি বলা যাইতে পারে। পুরুষের এই অবস্থার নাম কৈবল্যপদ. উহাই যোগসাধনার লক্ষ্য এবং উহাই পরম পুরুষার্থ। এই কৈবল্যপাদের বিস্তারিত বিবরণ পর অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে। ইতি শব্দ পাদসমাপ্তির বোধক।

মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত সাংখ্য প্রবচন সম্বন্ধীয় যোগশাস্ত্রের বিভূতিপাদের সংস্কৃত ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল।

কৈবল্য পাদ।

প্রথম তিন পাদে যথাক্রমে সমাধির স্বরূপ, তদনুকূল সাধন ও যোগৈশ্বর্য্যের বিষয় বর্ণন করিয়া সম্প্রতি যোগের অন্তিমফল কৈবল্য-লাভের নিমিত্ত কৈবল্য-পাদ বর্ণিত হইতেছে। কিন্তু যতক্ষণপর্য্যন্ত কৈবল্যোপযোগিচিত্ত ক্ষণিক-বিজ্ঞানাতিরিক্ত আত্মা ও প্রসংখ্যানের পরাকাষ্ঠাদি বিষয় প্রতিপাদিত না হয়, ততক্ষণপর্য্যন্ত কৈবল্যের যথার্থস্বরূপ নির্ণয় হইতে পারে না, এই কারণ এই পাদে ক্রমশঃ এই সমস্ত বিষয় নিরূপিত হইতেছে—

জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপস্যা এবং সমাধি হইতে সিদ্ধি উৎপন্ন হয়॥ ১॥

পূর্ব্বপাদে নানাবিধ সিদ্ধি বর্ণিত হইয়াছে। মুক্তিমার্গে গমন করিতে করিতে যদিও যোগিগণ স্বভাবতঃই ঐ সমস্ত লাভ করিয়া থাকেন, তথাপি যে সমস্ত উপায় দ্বারা সিদ্ধিসমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সম্প্রতি মহর্ষি সূত্রকার সেই সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিতেছেন। জন্ম হইতেই সিদ্ধির উদয় হইয়া থাকে, যেমন পরমহংস শুকদেব এবং মহর্ষি কপিল প্রভৃতি জন্ম হইতেই সিদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। ঔষধি হইতেও সিদ্ধির উৎপত্তি হয় যেমন রসায়নাদি ঔষধির দ্বারা তাম্রকে সুবর্ণরূপে পরিণত করা, অথবা কল্পাদি ঔষধের দ্বারা জরাদি বিনষ্ট করতঃ দীর্ঘায়ু প্রদান করা ইত্যাদি। মন্ত্রের দ্বারাও সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে যেমন গুটিকাসিদ্ধি দ্বারা আকাশমার্গে গমন, তান্ত্রিক মন্ত্র সাধনের দ্বারা, মারণ, বশীকরণ, উচ্চাটন প্রভৃতি কার্য্য করা ইত্যাদি। তপস্যার দ্বারাও সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, যেমন—তপস্যার দ্বারা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ, ভক্তপ্রধান নন্দিকেশ্বরের মনুষ্য হইতে দেবযোনি প্রাপ্তি ইত্যাদি। এবং সমাধি দ্বারা যে সমস্ত সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে তৃতীয় পাদে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র এবং তপস্যার দ্বারা যে সমস্ত সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে সমাধিসিদ্ধি হইতে উক্ত সিদ্ধিসমূহ নিকৃষ্ট। অথবা এরূপও বলা যাইতে পারে যে, সমাধিই উক্ত সিদ্ধিসমূহের পূর্ব্ব অথবা

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ॥ ১॥

সাহায্যকারী সাধন। জন্মগত যে সিদ্ধিলাভ হয়, জন্মান্তরীয় সমাধি সাধনই তাহার পূর্ব্ব কারণ হইয়া থাকে। কেননা শুকদেবাদি পূর্ব্বজন্মে সাধনসম্পন্ন ছিলেন। সেই কারণ বর্ত্তমানজন্মে স্বভাবতঃই সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধিজনক সমাধির দ্বারা শরীরের যাদৃশ উপযোগিতা সাধিত হয়, ঔষধাদি দ্রব্য সংযোগ জন্য সিদ্ধির দ্বারাও শরীর তাদৃশ উপযোগী হয়। মন্ত্র এবং তপঃসিদ্ধি সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে। অর্থাৎ কেবল মন্ত্র এবং তপঃ সাধনার দ্বারা ও ধীরে ধীরে সাধকের শরীর এবং মন পূর্ব্ববৎ উপযোগী হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা এই—

জন্মৌষধিপদোপাস্তিতপোমন্ত্রসমাধিভিঃ।
সংযমেনাঽপি লভ্যন্তে সিদ্ধয়োঽলৌকিকা দ্বিজাঃ॥
অষ্টোপায়াঃ প্রধানা হি সন্তী মে সিদ্ধিলব্ধয়ে।
সন্তি জাতিস্মরত্বাদি সিদ্ধয়ো জন্মসিদ্ধয়ঃ॥
যা সিদ্ধগুটিকা কায়কল্পশ্চৈব রসায়নম্।
অন্যা চৈবংবিধা সিদ্ধিরোষধীসিদ্ধিরুচ্যতে॥
নৈমিত্তিকাশ্চ যা দেবশক্তয়ো রাজশক্তয়ঃ।
অন্যাশ্চৈবং বিধাঃ সর্ব্বাঃ শক্তয়ঃ পদসিদ্ধয়ঃ॥
উপাস্তে সিদ্ধয়ঃ সন্তি দেবতাদর্শনাদয়ঃ।
যাসু সিদ্ধিষু লব্ধাসু জায়তেঽভ্যুদয়োধ্রুবম্॥
ষড়্বশীকরণাদীনি যানি কর্ম্মাণি সন্তি চ।
অন্যান্যন্তর্ভবন্ত্যেবং মন্ত্রসিদ্ধৌ ন সংশয়ঃ॥
নৈবা-ত্ত্যেবংবিধা সিদ্ধি দৈবী বা কাঽপি লৌকিকী।
যা সংযমসমাধিভ্যাং লভ্যেত তপসা ন বা॥
চতুর্ব্বিধা হি লভ্যন্তে সিদ্ধয়ো নিশ্চিতং দ্বিজাঃ!।
উপায়ৈরষ্টভিঃ প্রোক্তৈ র্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
অনন্তাঃ সিদ্ধয়ো যাশ্চ লোকে মচ্ছক্তিসম্ভবাঃ।
বিভক্তাঃসন্তিতাস্সর্ব্বা শ্চতুর্দ্ধৈব ময়া পুরা॥

তাসাঞ্চলব্ধয়ে নূনমুপায়া অষ্টনির্ম্মিতাঃ।
তৈরেব তাশ্চ প্রাপ্যন্তে নিশ্চিতং বিপ্রপুঙ্গবাঃ॥
কুর্ব্বাণা লৌকিকং কার্য্যং সন্তি যাঃ সিদ্ধয়োঽখিলাঃ।
তা জ্ঞেয়া নিখিলা বিপ্রা আধিভৌতিকসিদ্ধয়ঃ॥
যা দৈব-কার্য্যকারিণ্যঃ সিদ্ধয়ঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তা জ্ঞেয়া আধিদৈবিক্যঃ সিদ্ধয়ো নিখিলাঃ খলু॥
সিদ্ধয়ো জ্ঞানবিজ্ঞান-প্রকাশিন্যশ্চ যা ইহ।
নৈবাত্রবিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবদ্ভির্বিপ্রপুঙ্গবাঃ! ॥
সহজাখ্যা তু যা সিদ্ধি র্বর্ত্ততে বিজসত্তমাঃ! ।
এতাভ্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিভ্যঃ সা নিতান্তমলৌকিকী॥
মমাবতার-বৃন্দেঽসৌ স্বত এব প্রকাশতে।
তত্বজ্ঞানৈর্মহাত্মানো মনোনাশেন বৈ ধ্রুবম্॥
নির্ব্বাসনতয়া চৈবোন্মূলয়ন্তঃ স্বজীবতাম্।
শিবরূপীভবন্তশ্চ সমাধৌ নির্ব্বিকল্পকে॥
তিষ্ঠন্তো যান্তিময্যেব লয়মেকান্ততো যদা।
মদিচ্ছয়া তদা তেষু সহজা কর্হিচিৎ ভবেৎ॥

হে ব্রাহ্মণগণ! জন্ম, পদ, ঔষধি, মন্ত্র, উপাসনা, তপ, সংযম এবং, এবং সমাধি দ্বারা অলৌকিক সিদ্ধিসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিদ্ধিলাভের পক্ষে এই অষ্টবিধ উপায়ই প্রধান। জাতিস্মরত্বাদি সিদ্ধিসমূহ জন্মগত সিদ্ধি। সিদ্ধগুটিকা, কায়াকল্প, রসায়ন এবং এইরূপ অন্যান্য সিদ্ধিসমূহ ঔষধিসিদ্ধি। রাজশক্তি, নৈমিত্তিক দেবশক্তি, এবং অন্যান্য এইরূপ সমস্ত শক্তিই পদসিদ্ধি। দৈব দর্শনাদিকে উপাসনাসিদ্ধি বলে। ইহা লাভ করিতে পারিলে অবশ্য অভ্যুদয় হইয়া থাকে। বশীকরণাদি ষট্‌কর্ম্ম ও ঐরূপ সিদ্ধিসমূহ মন্ত্রসিদ্ধির অন্তর্গত। তপ, সংযম এবং সমাধি দ্বারা দৈবী অথবা লৌকিকী এরূপ কোন সিদ্ধিই নাই যাহা লাভ করিতে পারা যায় না। হে বিপ্রগণ! এই অষ্টবিধ উপায়ের দ্বারা চতুর্ব্বিধ সিদ্ধি অবশ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বিচার করা

নিষ্প্রয়োজন। আমার শক্তি হইতে উৎপন্ন সংসারে যে অনন্ত প্রকারের সিদ্ধি আছে, পূর্ব্ব হইতেই এই সমস্ত মৎকর্তৃক চারি শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। এবং ঐ সমস্ত লাভ করিবার জন্য অষ্টবিধ উপায়ও বিহিত হইয়াছে। হে ব্রাহ্মণগণ! এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা উহা অবশ্য প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। লৌকিককার্য্যকারিণী সিদ্ধিসমূহকে আধিভৌতিক সিদ্ধি, দৈবকার্য্যকারিণী সিদ্ধিসমূহকে আধিদৈবিক সিদ্ধি এবং জ্ঞানবিজ্ঞান প্রকাশক সিদ্ধিসমূহকে পণ্ডিতগণ আধ্যাত্মিক সিদ্ধি বলিয়া থাকেন। কিন্তু হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! সহজ নামক সিদ্ধি এই সমস্ত সিদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ অলৌকিক। আমার অবতারসমূহে স্বভাবতঃই এই সহজ সিদ্ধির বিকাশ হইয়া থাকে, এবং মহাপুরুষগণ যখন তত্ত্বজ্ঞান, বাসনাক্ষয় ও মনোনাশের দ্বারা সুনিশ্চিত ভাবে স্বীয় জীবভাবকে বিনষ্ট করিয়া শিবস্বরূপ নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়া আমাতেই একেবারে বিলীন হইয়া যায়, তখন আমার ইচ্ছানুসারে কখন কখন তাঁহাদের মধ্যে সহজসিদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে। যাহা কিছু হউকনা কেন, সিদ্ধি সিদ্ধিই। মুমুক্ষুগণের সে সম্বন্ধে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১ ॥

যদি জন্ম জন্মান্তরে পরিপাক প্রাপ্ত সুকৃতিবশতঃ সিদ্ধিসমূহের উদয় হইয়া থাকে তাহা হইলে একই জন্মে নন্দীশ্বরাদির জাত্যন্তরপরিণাম কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল এইরূপ আশঙ্কার সমাধানের জন্য বলা হইতেছে যে—

শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বিতীয় পরিণাম প্রকৃতির অনুপ্রবেশ বশতঃই হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে যে সমস্ত সিদ্ধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে যে অসাধারণ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে যদি উক্ত পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন যে, প্রকৃতির মধ্যে কিরূপে ঐরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর? এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি সূত্রকার বলিতেছেন যে প্রকৃতির পরিণামের দ্বারাই ঐ সমস্ত হইয়া থাকে। প্রকৃতির মধ্যে পরিণাম হইলে ইন্দ্রিয়সমূহেও পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। শরীরের উপাদানকারণরূপ পঞ্চভূত এবং ইন্দ্রিয়সমূহের উপাদান কারণরূপ সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুপ্রবেশ দ্বারা একই জন্মে অন্য শরীর ও অন্য জাতি প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। যখন এক জন্ম হইতে জন্মান্তরের লাভ হয়,

---

জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥

তখন এক প্রকৃতি অন্য প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন হইয়াই থাকে। অর্থাৎ কোনও জীব প্রথম জন্মে মনুষ্য ছিলেন। এখন দ্বিতীয় জন্মে দেবতা হইয়াছেন, এরূপস্থলে তাহার জন্ম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবীয়প্রকৃতি দৈবপ্রকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই কারণ জন্মের দ্বারা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হওয়া স্বতঃসিদ্ধ। যেরূপ এক প্রকৃতির যোগে অন্য প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, যেমন বিষের প্রয়োগে সুন্দর শরীর বিগলিত হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ দ্রব্যযোগ-রূপ ঔষধের দ্বারা মনুষ্য এক প্রকৃতি অন্য প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হ'ন। মন্ত্র এবং তপঃ সাধন-দ্বারা প্রকৃতির উপরে আধিপত্য লাভ করিয়া অথবা সমাধিসিদ্ধির দ্বারা আধিপত্য বিস্তার ক'রিয়া কিরূপে এক প্রকৃতিকে অন্য প্রকৃতিতে পবিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে, ইহা সহজে অনুমেয় এবং পূর্ব্বে ইহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণ, সকল প্রকারের সিদ্ধিই প্রকৃতির দ্বারা উহার পরিণাম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং অসাধারণ পরিণামের দ্বারা নন্দীশ্বরের ন্যায় একই জন্মে জাতি ও শরীরের পরিবর্ত্তন হইতে পারে ইহাও ইহার দ্বাবা প্রমাণিত হয়। এই বিষয়টি অন্যরূপেও বুঝিতে পারা যায় যে, এক জীব যখন জন্মান্তরে মনুষ্য হইতে দেবতা, অথবা ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ যোনি লাভ করে, সে সময় উহার কর্ম্মবেগ প্রভাবে দ্বিতীয় শরীর লাভ হইবার সময়ে পরিবর্ত্তিত অবস্থানুসারে স্থুল শরীর প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে হেতু স্থুল শরীর গুণসমূহের আধার। জীবের ক্রমোন্নতির এই ক্রম সাধারণ। যোগী যদি সিদ্ধিসমূহের দ্বারা স্বীয় প্রকৃতির অসাধারণ পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন এবং একই জন্মে মনুষ্য হইতে দেবতা অথবা ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণপ্রকৃতি ও তদনুযায়ী গুণলাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে এই জন্মেই মানস সৃষ্টির ন্যায়, অন্তঃকরণের প্রবল বেগের দ্বারা জন্মান্তর প্রাপ্তির ন্যায়, শারীরিক পরমাণু সমূহকেও পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হ'ন। তখন তদনুরূপ প্রকৃতিও গুণ স্বভাবতঃই প্রকটিত হইয়া থাকে॥ ২॥

ধর্ম্মাদি এইরূপ প্রকৃতির পূর্ত্তির প্রবর্ত্তক অথবা অন্য কোন, এইরূপ আশঙ্কার সমাধান করা হইতেছে—

ধর্ম্মাদি নিমিত্তই প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজক নহে, উহা দ্বারা কৃষকের ন্যায় আবরণের ভেদ মাত্রই হয়॥ ৩॥

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ॥ ৩॥

পূর্ব্ব সূত্রে ইহা সিদ্ধ করা হইয়াছে যে, সিদ্ধির দ্বারা যে সমস্ত ঐশ্বর্য্যলাভ হইয়া থাকে উক্ত সমস্তই প্রকৃতির পরিণামবশতঃ হইয়া থাকে। এখন যদি বিচারবান্ পুরুষগণের মধ্যে এরূপ সন্দেহ হয় যে, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মরূপ নিমিত্ত প্রকৃতি পরিণামের প্রয়োজক হইতে পারে কি না? প্রকৃতির সহিত উহার সম্বন্ধই বা কি? এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ কার্য্যের দ্বারা কিরূপেই বা উৎপন্ন হইয়া থাকে? এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি সূত্রকার বলিতেছেন,—যে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্ত প্রকৃতির প্রয়োজক নহে। কেননা, কার্য্য হইতে কারণের উৎপত্তি হইতে পারে না। যেমন যদি কোন কৃষক উচ্চ অথবা নিম্ন ক্ষেত্রে জল লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে উক্ত স্থলের উচ্চতা বা নীচতার অনুপাতে আলি বাঁধিয়া দেয়। পরে আলি কাটিয়া ইচ্ছানুসারে জল লইয়া যাইতে পারে, তদ্রূপ প্রকৃতির ধর্ম্ম যখন প্রকৃতির আবরণস্বরূপ অধর্ম্মকে কাটিয়া প্রকৃতির মার্গকে সরল করিয়া দেয়, তখন আপনা আপনি প্রকৃতি কার্য্যোপযোগী অবস্থানুরূপ পরিণাম ধারণ করিয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়। অধর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধক দূর হইলে ধর্ম্মের সাহায্যে প্রকৃতিপরিণামিনী হইয়া থাকে। সুতরাং ধর্ম্মই অধর্ম্ম-নিবৃত্তির হেতু, ধর্ম্মের দ্বারা অধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া গেলে প্রকৃতি সিদ্ধির ঐশ্বর্য্য লাভ করিবার উপযোগিনী হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ধর্ম্মাদি ইহাতে কারণ হইতে পারে না। ধর্ম্ম অধর্ম্মনিবৃত্তির সাক্ষাৎ কারণ, কিন্তু প্রকৃতি-পরিণামের সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে না ॥ ৩ ॥

অনেক শরীরের সহিত অনেক চিত্ত কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহাই বর্ণিত হইতেছে—

অস্মিতা হইতেই চিত্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

এখন যদি এরূপ প্রশ্ন করা হয় যে যোগী যখন তত্ত্বসমূহের উপর আধিপত্য লাভ করিয়া, একই সময়ে অনেক কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য অনেক শরীর ধারণ করিবার ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার এক অন্তঃকরণ হইতে অনেক অন্তঃকরণের কিরূপে উৎপত্তি হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি সূত্রকার বলিতেছেন যে কেবল অস্মিতাই অন্তঃকরণের কারণকে অবলম্বন করিয়া অন্তঃকরণ উৎপন্ন করিয়া থাকে। অর্থাৎ জীব অস্মিতা হইতেই অন্তঃকরণযুক্ত হইয়া থাকে। এই কারণবশতঃই যেমন এক অগ্নিশিখা হইতে অনেক অগ্নিশিখা

নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ ॥ ৪ ॥

উৎপন্ন হইতে পারে, ঐরূপ এক অন্তঃকরণের দ্বারা যোগপ্রভাবে অনেক অন্তঃকরণেরও উৎপত্তি হইতে পারে। যোগী যখন মহত্তত্ত্বের উপরে আধিপত্য লাভ করেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি ইচ্ছানুসারে অন্তঃকরণের সৃষ্টি করিতে পারেন। নানারূপ শরীরধারণ করা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে, সম্প্রতি এই সূত্রের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, ইচ্ছানুসারে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হইতে পারে। সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ এবং প্রারব্ধ এই ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে প্রারব্ধই মনুষ্য পিণ্ডের কারণ, সেই কারণ, ইহাই সাধারণ নিয়ম যে এক পিণ্ড অর্থাৎ এক শরীরের অবসানে দ্বিতীয় শরীরের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু কোন দর্শনের সিদ্ধান্তানুসারে যোগিরাজ যখন অদৃষ্টবেদনীয় কর্ম্মকে দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মরূপে পরিণত করিতে পারেন, তখন একই জন্মে সঞ্চিতকর্ম্মকে প্রারব্ধ কর্ম্মরূপে পরিণত করিয়া অনেক শরীর ধারণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হ'ন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এস্থলে এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, স্থূলশরীর নির্ম্মিত হইলেও অন্তঃকরণ উহার কেন্দ্র কিরূপে হইতে পারে! এইসূত্রে তাহারই সমাধান করা হইয়াছে। আত্মা সর্ব্বদাই ব্যাপকরূপে অবস্থান করিতেছেন, কেবল স্বতন্ত্রস্বতন্ত্র আত্মার প্রতিবিম্বগ্রাহক যন্ত্র যদি নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে আত্মার পৃথক্ পৃথক্ প্রতিবিম্ব তন্মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া স্বতন্ত্রস্বতন্ত্ররূপে প্রকাশমান হইতে পারে। স্বীয় অন্তঃকরণে সংযম করিয়া যোগী যদি স্বীয় অন্তঃকরণে অস্মিতাকে অনেকভাবে বিভক্ত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে স্বভাবতঃই অনেকানেক অন্তঃকরণ নির্ম্মিত হইয়া যাইবে ও তাহাদের মধ্যে আপনা আপনি পৃথকপৃথকরূপে চিৎপ্রতিবিম্ব পতিত হইবে এবং উক্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কেন্দ্রসমূহে সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলশরীর সঞ্চালনের উপযোগী কর্ম্ম অদৃষ্টজন্মবেদনীয়কর্ম্ম হইতে আকর্ষিত হইয়া দৃষ্টজন্মবেদনীয়রূপে পরিণত হইয়া যাইবে, এইরূপে অস্মিতার দ্বারা পৃথক পৃথক কারণশরীর নির্ম্মিত হইতে পারে তাহা প্রমাণিত হইল ॥ ৪ ॥

চিত্ত অনেক হইলে অভিপ্রায় ও ভিন্ন ভিন্ন হইবে, সুতরাং ব্যবহার কিরূপে হইতে পারে সেইজন্য বলিতেছেন—

প্রবৃত্তিভেদে একই চিত্ত অনেক চিত্তের প্রয়োজক হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥

যখন একজন যোগির সিদ্ধির দ্বারা বহুজীবের উৎপত্তি হইল, এবং উক্ত প্রাণিগণের অন্তঃকরণ ও পৃথক্ পৃথক্ হইল, তখন এইরূপ প্রশ্নের উদ্ভব হইতে পারে যে, উক্ত অন্তঃকরণসমূহের কার্য্য সম্পাদনের জন্য হয় প্রত্যেকের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ সংস্কার বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিম্বা যোগীই কোনরূপে তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি সূত্রকার বলিতেছেন যে নবসৃষ্ট অন্তঃকরণে পৃথক্ পৃথক্ সংস্কার হওয়া অসম্ভব, কিন্তু একই অন্তঃকরণ অনেক অন্তঃকরণের প্রযোজক হইতে পারে। অর্থাৎ যোগির অন্তঃকরণ সমস্ত অন্তঃকরণেরই অধিষ্ঠাতা। যোগির শক্তির দ্বারাই যেমন অনেক ইন্দ্রিয়, অনেক শরীর এবং অনেক অন্তঃকরণ নির্ম্মিত হইতে পারে, তদ্রূপ তাঁহার অন্তঃকরণ ও অন্যান্য অন্তঃকরণের কার্য্যসমূহ আরম্ভ করিতে সমর্থ হয়। এই অবস্থাতে যোগিরাজ স্বীয় সংযম শক্তির দ্বারা নিজ কর্ম্মাশয় হইতে সঞ্চিত কর্ম্মের অনেকাংশ আকর্ষণ করিয়া প্রারব্ধরূপে পরিণত করিয়া দেন। তৎপরে উক্ত নবাগত প্রারব্ধসমূহকে নিজ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ শরীরে ভোগের উপযুক্ত বিভাগে বিভক্ত করিয়া দেন। সুতরাং যোগিরাজের একই অন্তঃকরণ প্রথমে সংযমশক্তি ও তদনন্তর ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দ্বারা স্বীয় কর্ম্মের বিভাগানুসারে অনেক শরীরের প্রয়োজক হইতে পারে ॥ ৫ ॥

পরাসিদ্ধির অধিকারলব্ধ সমাধিসংস্কৃতচিত্তের বৈলক্ষণ্য বর্ণিত হইতেছে—

উহাতে ধ্যান হইতে উৎপন্ন চিত্ত রাগ-দ্বেষ-রহিত হইতে পারে ॥৬॥

ধারণা ভূমি হইতে সংযম এবং ধ্যান ভূমি হইতে একতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। সকাম যোগী যখন অপরাসিদ্ধি সাধনে প্রবৃত্ত হ'ন, তখন ধারণা হইতে উৎপন্ন ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ সংযম শক্তির প্রভাবে অপরাসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু যিনি নিষ্কাম ও উন্নত যোগী তিনি সংযমের প্রয়োগ না করিয়া কেবল একতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া ধ্যান যোগের দ্বারা সমাধির উচ্চাবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হ'ন। ইহাই পরাসিদ্ধি। এই অবস্থায় রাগ দ্বেষ থাকা অসম্ভব। সমাধিসিদ্ধির দ্বারা যোগযুক্ত অন্তঃকরণ রাগদ্বেষাদি-বৃত্তি-শূন্য হয়। যেহেতু সমাধিতেই ক্লেশসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই কারণ যোগযুক্ত অন্তঃকরণ যখন পাপ

তত্রধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

এবং পুণ্যের অভিমান, সুখ ও দুঃখের অনুভব, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হয় সেই সময়েই তাহাতে পূর্ব্বোক্ত উন্নতসিদ্ধিসমূহের উদয় হইতে পারে। অর্থাৎ এই অবস্থাতে সেই মুক্ত যোগী ঈশ্বরশক্তি লাভ করিয়া ঈশ্বরেচ্ছার দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। এইরূপ যোগিরাজ ও পরাসিদ্ধির অধিকারী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের সংযমক্রিয়াজাত অপরাসিদ্ধির প্রয়োজন হয়না। তাঁহাদের মধ্যে যদি কখন কোন সিদ্ধির আবির্ভাব হয় তাহা হইলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সহজরূপেই হইয়া থাকে। ইহা এক বিলক্ষণ দশা॥ ৬॥

চিত্তের ন্যায় কর্ম্মের ও বিশেষত্ব বর্ণিত হইতেছে—

যোগিগণের কর্ম্ম অশুক্ল ও অকৃষ্ণ, তদ্ভিন্ন ব্যক্তিগণের কর্ম্ম তিন প্রকার॥ ৭॥

পূর্ব্বসূত্রে সমাধিস্থ যোগিগণের অন্তঃকরণের অপূর্ব্বতা বর্ণন করিয়া সম্প্রতি এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি সূত্রকার সমাধিস্থ যোগির কর্ম্মের অপূর্ব্বতা বর্ণন করিতেছেন। পূর্ব্বে ইহা বর্ণন করা হইয়াছে যে, যদিও জন্মাদি পঞ্চবিধ রূপে নানা প্রকারের সিদ্ধির উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু সমাধিস্থ যোগির অন্তঃকরণে যে বৈলক্ষণ্যের উদয় হয়, উহা অন্যান্য সিদ্ধিতে উদিত হইতে পারে না। এখন প্রমাণ করা হইতেছে যে, অন্যান্য জীবগণ যেরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, পরাসিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগিগণ সেরূপ করেন না। তাঁহাদের কর্ম্ম কিছু বিলক্ষণ রূপেই হইয়া থাকে। সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণের ভেদানুসারে সাধারণ জীবগণ তিন প্রকারেরই কর্ম্ম করিয়া থাকেন, যথা শুক্ল, মিশ্রিত এবং কৃষ্ণ। সাত্ত্বিক পুণ্যাত্মাগণের কর্ম্ম শুক্ল কর্ম্ম, রাজসিক মধ্যবর্ত্তীগণের কর্ম্ম মিশ্রিত কর্ম্ম এবং তামসিক অধম মনুষ্যগণের কর্ম্মকে কৃষ্ণ কর্ম্ম বলা হয়। এই ত্রিবিধ গুণের বিচারানুসারে ঊর্দ্ধলোকাদিরও সৃষ্টি হইয়াছে, যথা—শুক্লকর্ম্মবিশিষ্ট ঊর্দ্ধলোক, মিশ্রকর্ম্মবিশিষ্ট মৃত্যুলোক এবং কৃষ্ণকর্ম্মবিশিষ্ট অধোলোক। এইরূপে গুণভেদানুসারে কর্ম্মের বিভাগ হইয়া থাকে। এবং বাসনা হইতেই সংস্কারের স্থিতি ও উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যোগিগণের মধ্যে এরূপ হয় না, সমাধি সাধনের দ্বারা, যখন তাঁহাদের

কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাং॥ ৭॥

অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়া যায়, তখন বাসনাশূন্য হওয়ায় ত্রিবিধ কর্ম্মের নাম মাত্রও অবশিষ্ট থাকে না, সে সময় তাঁহাদের কর্ম্মের এক বিলক্ষণ অবস্থা উপস্থিত হয়। অস্মিতা হইতেই অন্তঃকরণে সংস্কারসমূহ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ অস্মিতা-বশতঃ জীবগণ শরীর এবং অন্তঃকরণাদিকে আপন বলিয়া মানিয়া লয়, এই কারণ তাঁহাদের কৃত সমস্ত কর্ম্মের সংস্কার চিত্তে সংগৃহীত হইয়া থাকে; এই ত্রিবিধ কর্ম্মই সৃষ্টির কারণ। কিন্তু সমাধিস্থ জীবন্মুক্ত মহাত্মাগণের মধ্যে এরূপ হয় না, অস্মিতা বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাঁহাদের অন্তঃকরণ নপুংসক হইয়া যায় এবং পুনরায় বাসনা বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় সংস্কার সংগ্রহও হইতে পারেনা। সমাধিস্থ মহাত্মাগণ যাঁহাই কিছু করুন না কেন, তাঁহাদের কর্ম্ম দগ্ধবীজের ন্যায় ইয়া যায়। তাহা হইতে অঙ্কুরোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকেনা। অর্থাৎ সবীজ ৰ্ম্ম হইতে জীবগণের চিত্ত সংস্কারাবদ্ধ হইয়া যায়, কর্ম্মসমূহ নিবীজ হইয়া ।য়ায় তাহা যোগির চিত্তকে আশ্রয় করিতে পারেনা। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

> কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
> স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥

যিনি নিষ্কাম কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে (মনে বাসনা থাকিলেও বলপূর্ব্বক কর্ম্মকে নিরোধ করাতে) কর্ম্ম বিবেচনা করেন, তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান-যুক্ত এবং সমস্ত কর্ম্মকৃৎ বিবেচিত হইয়া থাকেন। আর:—

> যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
> সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥
> ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
> লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

যিনি যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা ও বিজিতেন্দ্রিয় এবং সমস্তভূতে একই আত্মা অবলোকন করিয়া থাকেন এরূপ পুরুষ কর্ম্ম করিলেও তাহাতে আবদ্ধ হ'ন না। ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত ও সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া যিনি কর্ম্ম করিতে থাকেন, জলস্থিত কমল পত্রের ন্যায় তাঁহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। এই কারণ সূত্রে তাঁহাদের কর্ম্মকে অশুক্ল বলা হইয়াছে, এবং তাঁহাদের সুবিমল বুদ্ধির প্রভাবে নাম মাত্রও তামসিক কর্ম্ম অবশিষ্ট না থাকায়

অরূপও বলা হইয়াছে। ভগবদ্বিভূতি সম্পন্ন মহাত্মাগণ ভগবদ্-স্বরূপ হইয়া যান। যেমন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান বিদ্যমান ও ঈশ্বরই ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্ম ঈশ্বরকে আশ্রয় করিতে পারে না, তদ্রূপ, নিষ্কামী জিতেন্দ্রিয় অস্মিতাশূন্য জীবন্মুক্ত যোগিগণকে তাঁহাদের কৃত কোন কর্ম্মই আশ্রয় করিতে পারে না, সেই কারণ যোগিগণের কর্ম্ম কিছু বিলক্ষণ রূপেই হইয়া থাকে। শারীরিক কর্ম্ম, আধ্যাত্মিক কর্ম্ম, বিবিধ বিভূতি এবং নানারূপ ঐশী সিদ্ধির প্রকাশ যাহাই কিছু তাঁহাদের দ্বারা কৃত হউক না কেন, বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত উক্ত সমস্ত কর্ম্মই তাঁহাদের ইচ্ছা-নিবন্ধন অর্থাৎ ভগবদিচ্ছা হইতে সম্পন্ন হইয়া সংসারের কল্যাণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। ঈশকোটির মহাত্মাগণের সম্বন্ধে সেইরূপ ভগবদ্বাক্য পাওয়া যায় যথা—

ত ঈশ প্রতিমাঃ সন্তো ভগবৎকার্য্যরূপতঃ।
সংরক্তা বিশ্বকল্যাণে সন্তিষ্ঠন্তে মহীতলে॥
বিশ্বমেবস্বিধৈরেব হ্যেকমাত্রং স্বধাভুজঃ।
ভবত্যুপকৃতং ধন্যং জীবন্মুক্তৈর্মহাত্মভিঃ॥
সন্তি ভাগবতা এবং ভগবদ্রূপিণোধ্রুবম্।
তেষাং সততযুক্তানাং ময্যেব পিতৃপুঙ্গবাঃ॥
চিত্তে সর্ব্বজ্ঞতা-বীজং ভবত্যারোপিতং খলু।
মৎকার্য্যতৎপরাংস্তাংশ্চ সর্ব্বথা মৎপরায়ণান্॥
দেশকালৌ ন বাধেতে কথঞ্চিৎ কিলকর্হিচিৎ।
জীবন্মুক্তা মহাত্মান ঈশকোটীং সমাশ্রিতাঃ॥
যৎকিঞ্চনেহসংসারে কার্য্যং কুর্ব্বন্তি সন্ততম্।
কার্য্যং মমৈব তৎসর্ব্বং কুর্ব্বতে পিতৃপুঙ্গবাঃ॥
যতোহন্তঃকরণং তেষাং জৈবাহঙ্কার-বর্জ্জিতম্।
পূর্য্যতে সমদর্শিত্বনিরাসক্ত্যাদিভিস্তদা॥
ভগবৎকার্য্যবুদ্ধ্যৈব নিরীক্ষ্যন্তে নিরন্তরম্।
সর্ব্বস্মিন্ সময়ে তে চ পরার্থে কেবলং রতাঃ॥

ঈশকোটির জীবন্মুক্তগণ ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ভগবৎকার্য্যের দ্বারা বিশ্বকল্যাণে রত হইয়া থাকেন। কেবলমাত্র এইরূপ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের উপকারের দ্বারা উপকৃত হইয়া জগৎ ধন্য হইয়া যায়। হে পিতৃগণ। ভাগবৎ মহাত্মাগণ এইরূপে ভগবৎস্বরূপ হইয়া যান। আমার সহিত সর্ব্বদা সংযুক্ত থাকা নিবন্ধন তাঁহাদের অন্তঃকরণে সর্ব্বজ্ঞতার বীজ আরোপিত হইয়া যায়। সর্ব্ববিধভাবে মৎপরায়ণ এবং আমার কার্য্যতৎপর হওয়ায় দেশ এবং কাল হইতে তাঁহাদের কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। ঈশকোটির জীবন্মুক্তগণ এই সংসারে যাহা কিছু কার্য্য করিয়া থাকেন উক্ত সমস্ত কর্ম্মই আমার। যে হেতু সে সময়ে তাঁহাদের অন্তঃকরণ সমদর্শিতা ও নিরাসক্তিপূর্ণ এবং জৈব অহঙ্কারশূন্য হইয়া যায়। তখন তাঁহারা সকল অবস্থাতেই ভগবানের কার্য্য বিবেচনা করিয়া কেবল পরার্থ কার্য্যেই সর্ব্বদা নিরত হ'ন ॥ ৭ ॥

ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল বর্ণিত হইতেছে—

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মের বিপাকানুসারে বাসনার উদয় হয় ॥ ৮ ॥

যোগিগণের কর্ম্মের বিশেষত্ব বর্ণন করিয়া মহর্ষি সূত্রকার সম্প্রতি এই সূত্রে কর্ম্মের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণন করিতেছেন। কর্ম্মগতি অনুসারে কর্ম্ম ত্রিবিধ। যথা সহজ, ঐশ এবং জৈব। উদ্ভিজ্জাদির স্বাভাবিক সৃষ্টিপ্রদ কর্ম্মকে সহজ কর্ম্ম, ঐশী শক্তির সম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মকে ঐশ কর্ম্ম এবং মনুষ্যাদির সম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মকে জৈব কর্ম্ম বলা হয়। সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ, এবং প্রারব্ধ ভেদে জৈব কর্ম্মও ত্রিবিধ। উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মই আবার কৃষ্ণ, শুক্ল এবং মিশ্র ভেদে তিন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট নামক কর্ম্মের দ্বিবিধ ভেদের বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করা হইয়াছে। কর্ম্মের বীজকে সংস্কার বলে। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে পুনরায় বীজের সৃষ্টি হয় ও তাহা হইতে সৃষ্টির প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে, এইরূপে কর্ম্ম হইতে সংস্কার এবং সংস্কার হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। সংস্কাররূপ বীজ হইতে অঙ্কুরাদি উৎপত্তির যে ক্রম তাহাকে বিপাক বলে। উক্ত বিপাকের ক্রম এই যে, প্রথমে বাসনার উৎপত্তি হয় ও তৎপরে প্রবৃত্তির উদয় হয়। যেখানে বাসনা প্রবল হয়না সে স্থলে প্রবৃত্তিও অগ্রসর হয়না।– স্মৃতির উদয়ও সংস্কার হইতেই হইয়া থাকে।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্ ॥ ৮ ॥

প্রবৃত্তি যখন অগ্রগামিনী হয় তখনই কর্ম্মবিপাক হইতে ফলোদয় হইয়া থাকে। অদৃষ্ট হইতে যখন দৃষ্ট কর্ম্মের উদয় হয় তখনই এই সমস্ত হইয়া থাকে। এইরূপে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণবিশিষ্ট শুক্ল, মিশ্রিত ও কৃষ্ণকর্ম্ম নবীন বাসনা ও কর্ম্মের সৃষ্টি করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। ইহাই বাসনারূপ কর্ম্মের অনন্ততা। এইরূপ আবাগমন চক্র হইতে বহির্গত হওয়া জীবের পক্ষে অসম্ভব, তবে বহির্গত হইতে পারিলেই মুক্তিপদ লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায় ॥ ৮ ॥

শক্তির ভেদানুসারে সংস্কারের উদয়-ক্রম বর্ণিত হইতেছে—

কর্ম্মের বাসনাসমূহ জন্ম, দেশ এবং কালের দ্বারা ব্যবহিত হইয়া যথাক্রমে উদিত হয়, কেননা, স্মৃতি এবং সংস্কার একই প্রকার ॥ ৯ ॥

ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তীব্রতা এবং মন্দতাপ্রযুক্ত কর্ম্ম যেরূপ দৃষ্ট ও অদৃষ্টরূপে পরিণত হয় শক্তিভেদানুসারেও তদ্রূপ সমস্ত কর্ম্ম স্মৃতি এবং সংস্কারদশা লাভ করিয়া থাকে। জীব যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে চিত্তে তাহার সংস্কার অঙ্কিত হইয়া যায়। যদিও এই দর্শনে চিত্তকে অন্তঃকরণরূপে বর্ণন করা হইয়াছে বস্তুতঃ সংস্কাররূপ বীজ যেখানে সঞ্চিত হয় অন্তঃকরণের উক্ত বিভাগকেই চিত্ত বলা হয়। উক্ত বীজেরই স্মৃতিরূপ দৃশ্য হইয়া থাকে। উক্ত স্মৃতিরূপ দৃশ্য কোনও অবস্থাতে উদিত হয় আবার কোনও অবস্থাতে হয়ও না। যেমন বহুপূর্ব্বের কথা জীব ভুলিয়া যায়। অথবা জন্মান্তরীয় কর্ম্মের স্মৃতি জীবের বর্ত্তমান থাকে না; কিন্তু উক্ত সংস্কারের লোপ হয় না। স্মৃতি এবং সংস্কারের ইহাই ভেদ। এইরূপ অবস্থাভেদ কেবল কর্ম্মশক্তির ভেদানুসারেই হইয়া থাকে। এইজন্য মহর্ষি সূত্রকার বলিতেছেন যে যদিও জন্ম, দেশ ও কালের প্রভেদ বশতঃ কর্ম্মসমূহ পৃথক হইয়া যায়, তথাপি স্মৃতি এবং সংস্কার-দৃষ্টির ঐক্যতা নিবন্ধন উহারা নিজ নিজ ক্রমানুসারে উদয় হইতে থাকিবে। দৃষ্টান্তস্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি এক জীব গুণভেদানু-সারে শুক্ল অর্থাৎ দেবশরীরোপযোগি কর্ম্ম, মিশ্রিত অর্থাৎ মনুষ্যযোনির উপযোগি কর্ম্ম, কৃষ্ণ অর্থাৎ পশ্বাদিযোনির উপযোগি কর্ম্ম সংগ্রহ করিতে করিতে কর্ম্মাশয়কে পূর্ণ করিতে থাকে, এবং যেরূপ উষ্ণতার প্রভাবে আকাশস্থিত

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥

বায়ুর তরলাংশ উপরে এবং ঘনাংশ নিম্নে বর্ত্তমান থাকে তদ্রূপ, কর্ম্মশক্তির তারতম্যানুসারে কোন কর্ম্ম প্রবল ও কোন কর্ম্ম দুর্ব্বল হয় এবং উক্ত কর্ম্মসমূহের মধ্যে জন্ম, দেশ ও কালের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এরূপ স্থলে সংস্কার তীব্রই হউক অথবা মন্দই হউক, কিন্তু উহা সংস্কার ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই কারণবশতঃ উক্ত কর্ম্মসমূহ নিজ সময় ও ক্রমানুসারেই উদিত হইতে থাকে। এক জীবের মধ্যে দেবযোনির কিছু কর্ম্ম, মনুষ্যযোনির কিছু কর্ম্ম, এবং পশুযোনির কিছু কর্ম্ম এইরূপে সর্ব্ববিধ কর্ম্মই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু এক শরীর হইতে শরীরান্তর গ্রহণ করিবার সময় তীব্র সংস্কার প্রযুক্ত তিনি মনুষ্যশরীর লাভ করিলেন ও সেই সময়ে মিশ্রিত কর্ম্মসমূহেরই ভোগ হইতে লাগিল, এবং যদিও এই মিশ্রিত কর্ম্মসমূহের প্রাবল্যবশতঃ উক্ত জীবের অন্যান্য শুক্ল এবং কৃষ্ণ কর্ম্মের সহিত এই মিশ্রিত কর্ম্মসমূহের জন্ম, দেশ, ও কালানুসারে অনেক পার্থক্য হইয়া গেল, তথাপি যখন কোন সময়ে এই তরঙ্গের ক্রমানুসারে পুনরায় তিনি দেবতা বা পশু শরীর লাভ করিবেন তখনই—প্রচ্ছন্ন এই শুক্ল কৃষ্ণ কর্ম্ম নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে উদিত হইয়া ফল প্রকাশ করিতে থাকিবে। এইরূপে সংস্কার হইতে স্মৃতি ও স্মৃতি হইতে সংস্কার এবং স্মৃতির তরঙ্গের পর সংস্কারের তরঙ্গ ও সংস্কারের তরঙ্গের পর স্মৃতির তরঙ্গ উত্থিত হইয়া জীবগণকে অনাদ্যনন্ত কর্ম্মসমুদ্রে প্রবাহিত করিতে থাকে, ইহাই অনন্ত সৃষ্টির অনন্ত বিস্তার॥ ৯॥

ক্রমবিন্যাস সিদ্ধির জন্য বাসনার স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে—

স্বীয় মঙ্গলেচ্ছা নিত্য, এই জন্যই বাসনা অনাদি॥ ১০॥

ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, যেমন তরঙ্গসমূহের ঘাত প্রতিঘাতে অনন্ত তরঙ্গ উত্থিত হয়, তরঙ্গসমূহের দ্বারা জলাশয় আচ্ছাদিত হইয়া যায় এবং পুনঃ পুনঃ ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারা ক্রমাগত তরঙ্গ উত্থিতই হইতে থাকে, ঐরূপ বাসনার উৎপত্তি হইবামাত্র দৃষ্ট এবং অদৃষ্টকর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাতে জীব কর্ম্মস্রোতে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু যদি এরূপ প্রশ্ন হয় যে, পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ-নিবন্ধন সর্ব্বপ্রথমে যে বাসনার উদয় হইয়াছিল, উহার কারণরূপ বাসনা কি ছিল? এতদুত্তরে মহর্ষি সূত্রকার বলিতেছেন যে বাসনা অনাদি।

তাসামনাদিত্বঞ্চাশিষো নিত্যত্বাৎ॥ ১০

কেননা প্রত্যেক জীবের মধ্যে স্বীয় কল্যাণেচ্ছারূপ বাসনা স্বভাবতঃই উদিত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা বাসনার অনাদিত্ব সপ্রমাণ হইয়া থাকে। 'আমি সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকি' 'আমার কল্যাণ হোক' এইরূপ যে আত্ম-শুভকারিণী বাসনার উদয় হয়, উহা মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া পিপীলিকা পর্য্যন্ত, মুমূর্ষু বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া সদ্য প্রসূত বালকের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ স্বাভাবিক সর্ব্বব্যাপক বাসনার আদি কারণ কি? এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই আত্ম-শুভকারিণী বাসনাই অনাদি। বাসনার অনাদিত্ব স্বীকৃত হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রশ্নের অবকাশই থাকেনা। কোন কোন বুদ্ধিমান এইরূপ সৃষ্টির আদিকারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ঈশ্বর এরূপ সৃষ্টি করিলেন কেন? তাহার হেতু কি? কিন্তু বাসনার অনাদিত্ব স্বীকার করিলে উক্ত বিদ্বদ্গণের এইরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারেনা। যেমন ঘটের মধ্যে দীপ স্থাপন করিলে উহার জ্যোতি ঘটাকাশকেই প্রকাশিত করিয়া থাকে, কিন্তু জ্যোতিঃ ব্যাপক, এই কারণ যখন ঘট হইতে উহা বাহির করা হয় তখন চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অন্তঃকরণও তদ্রূপ সঙ্কুচিত ও বিকাশিত হইয়া থাকে। যোগিগণেরও ইহাই অভিমত যে মন অর্থাৎ অন্তঃকরণ ব্যাপক, কেবল মাত্র গতির প্রভাবানুসারে উহা সঙ্কুচিত ও বিকাশিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি যেরূপ অনাদি, বাসনাও তদ্রূপ অনাদি। বাসনা যতদিন, সংসারের অস্তিত্বও ততদিন। এইরূপে বাসনা এবং প্রকৃতির অনাদিত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ১০ ॥

অনাদি হইলেও বাসনার অভাব হইতে পারে না, এইরূপ শঙ্কা সমাধানের জন্য বলিতেছেন—

হেতু, ফল আশ্রয় এবং অবলম্বনের দ্বারা উহা সংগৃহীত হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ সমস্তের অভাব হইলেই উহারও অভাব হয় ॥ ১১ ॥

বাসনা যে অনাদি ইহা পূর্ব্বসূত্রে বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং যদি এরূপ প্রশ্ন করা হয় যে অনাদি বাসনার নাশ কিরূপে হইতে পারে। এবং বাসনার নাশ না হইলে মুক্তি হওয়াও অসম্ভব। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি সূত্রকার বলিতেছেন যে যদিও বাসনা অনাদি তথাপি হেতু,

---

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে-তদভাবঃ ॥ ১১ ॥

ফল, আশ্রয় এবং অবলম্বনের দ্বারা উক্ত বাসনা সংগৃহীত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং হেতু কালাদি যখন সংগৃহীত হইবার কারণ, তখন ঐ সমস্তের নাশ হইয়া গেলেই বাসনাও বিনষ্ট হইয়া যায়। যেমন স্থূলশরীরে যে চৈতন্য বিদ্যমান রহিয়াছে, উহা অজর এবং অমর, কিন্তু চেতনের সম্বন্ধ শরীরের সহিত এবং শরীরের সম্বন্ধ অন্নের সহিত বর্ত্তমান থাকায় যদি স্থূল শরীরকে অন্নের দ্বারা পুষ্ট না করা হয়, তাহা হইলে চেতনযুক্ত উক্ত স্থূলশরীরেও মৃত্যু হইয়া থাকে। তদ্রূপ যদিও বাসনা অনাদি, তথাপি হেতু, ফল, আশ্রয় এবং অবলম্বনের দ্বারা উহা পুষ্ট হইয়া থাকে, যদি উহার পোষণের কারণ নিবৃত্ত হইয়া যায় তাহা হইলে উহা আপনা আপনি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। বাসনার হেতু অনুভব, অনুভবের হেতু রাগাদি এবং রাগাদির হেতু (মূল কারণ) অবিদ্যা। এইরূপ বাসনার ফল শরীরাদি, স্মৃতি এবং সংস্কার উক্ত বাসনার আশ্রয় এবং বুদ্ধিই অবলম্বন, এইরূপে বাসনা অনাদি এবং অনন্ত হইলেও উহা হেতু, ফল, আশ্রয় এবং অবলম্বনের দ্বারাই জীবিত থাকে, কিন্তু যখন সমাধি দ্বারা বাসনার এই পোষকগণের নাশ হইয়া যায় তখন তাহাদের অভাবে উহাও বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে বাসনা নাশের দ্বারা কৈবল্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অবিদ্যা যেরূপ অনাদিও শান্ত, বাসনাও তদ্রূপ অনাদিও শান্ত। জ্ঞান-হীন জীবগণের মধ্যে অনাদি বাসনা সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। কিন্তু আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বাসনা বিনষ্ট হইয়া যায়। বাসনার নাশ হইবা মাত্র মনের মনত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। মনের নাশে চিত্তবৃত্তি সমূহেরও নাশ হইয়া যায়, বৃত্তি-রহিত চিত্তে স্বস্বরূপের উদয় হওয়াও স্বতঃসিদ্ধ। ইহাই মুক্তিপদ ॥ ১১ ॥

সৎস্বরূপে বর্ত্তমান বাসনা সমূহের নাশ কিরূপে হইতে পারে! এই শঙ্কা সমাধানের জন্য বলা হইতেছে—

অতীতানাগতধর্ম্ম ধর্ম্মীর স্বরূপে সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকে, কেননা ধর্ম্মের অতীত, অনাগত এবং বর্ত্তমান স্বরূপ কাল অথবা অবস্থায় ভেদ মাত্র ॥ ১২ ॥

অতীতানাগতস্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম্ ॥ ১২ ॥

এখন যদি এইরূপ প্রশ্ন করা হয় যে, কার্য্য-কারণরূপে স্থিত বাসনা এবং বাসনাফল সম্পূর্ণ বিভিন্ন, উহাদের একত্ব কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ বাসনার উৎপত্তি এবং লয়ের দ্বারা অন্তঃকরণ যখন প্রতিক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন উহা একই ভাবে বর্ত্তমান থাকিবে ইহা কিরূপে সম্ভব? অথবা যখন অতীত বাসনার সহিত ভবিষ্যৎ বাসনার কার্য্য কারণ ভাব সম্বন্ধ সর্ব্বদা বর্ত্তমান, তখন একেবারে বাসনাসমূহ বিনষ্ট হইয়া মুক্তিলাভ হইবে, ইহাই বা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হয়। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি সূত্রকার বলিতেছেন যে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানকাল গুণবশতঃই বিভিন্ন। বস্তুতঃ কাল একই। যে অন্তঃকরণে উক্ত কাল প্রকাশিত হয় উক্ত অন্তঃকরণও একই, এবং মোক্ষ পর্য্যন্তও উহা একইরূপে বর্ত্তমান থাকিবে। গুণভেদ বিনষ্ট হইয়া গেলে ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান কাল ভূত কালেই বর্ত্তমান থাকে এবং সেই সময়েই মুক্তি পদের উদয় হয়। কেননা, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বাসনা বিনষ্ট হইয়া গেলে যখন বর্ত্তমান কাল এবং ভবিষ্যৎ কালের জন্য কোনরূপ ইচ্ছাই যোগির অন্তঃকরণে উদিত হয় না, তখন তত্ত্বতঃ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল ভূতকালেই বিলীন হইয়া যায় এরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কাল আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত পদার্থ। যেমন অন্য তত্ত্বের সম্বন্ধ বশতঃ আকাশ নীল বর্ণ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বস্তুতঃ উহাতে কোন রূপ রঙই নাই, তদ্রূপ ধর্ম্মের দ্বারাই ত্রিবিধ কাল-রূপে প্রতীয়মান হইলেও তত্ত্বতঃ ত্রিবিধ কালই এক। সে সময়ে ধর্ম্মের অভাব হইয়া যাওয়ায় তিনই এক হইয়া যায়। গতকাল অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত কালকে ভূতকাল বলা হয়, যাহার কার্য্য চলিতেছে এখনও সম্পন্ন হয় নাই তাহাই বর্ত্তমান কাল, এবং অনাগত কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। বস্তু জ্ঞানের পূর্ব্বেই এই ত্রিবিধ কালের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। কেননা, কাল-জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন বস্তুরই জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু বিচার করিলে ইহাই অনুভব হয় যে, গুণী কোন অপূর্ব্ব গুণের উৎপাদক হয় না, একই গুণে অনেক গুণ প্রকাশিত হইয়া থাকে, এবং এইরূপে ভূত-কালের গুণ বর্ত্তমান কালে ও বর্ত্তমান কালের গুণ ভবিষ্যৎ কালে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য এই যে প্রত্যেক কাল প্রত্যেক-কালে বর্ত্তমান থাকে। কারণ হইতে যখন কার্য্যের উৎপত্তি হয় সেই সময়েই অন্তঃকরণ কালের ভেদানুসারে গুণের ভেদ উপলব্ধি করিয়া

থাকে। কিন্তু এই অবস্থাভেদ আর অন্য কিছুই নহে, কেবল ভবিষ্যৎ যে ভূতকালের পরিণাম তাহাই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যদি সমাধি সাধনের দ্বারা এরূপ পরিণামই না হয়, অর্থাৎ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কাল ভূতকালেই লয় হইয়া যায়, তাহা হইলে দগ্ধবীজ যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির উপযোগী হয় না, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বাসনা হইতে বাসনান্তর উৎপন্ন করিবার শক্তি পূর্ব্ব বাসনাতেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই পরিণাম-ক্রমের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে ধর্ম্মী মোক্ষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের নানারূপ অবস্থা লাভ করিলেও একই রূপে বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ অন্তঃকরণ যদিও নানাবিধ বৃত্তি ধারণ করে তথাপি কার্য্যকারণ ভাবে মোক্ষাবস্থালাভ পর্য্যন্ত উহা একইরূপে বর্ত্তমান থাকে। এছাড়া ইহাও প্রমাণিত হইল যে উহা গুণবিকার রহিত হওয়ায় কালকৃত বিকার হইতেও রহিত, এই অবস্থাকেই মনোনাশের অবস্থা বলে। অর্থাৎ যখন ভূতকালই বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎকালের উৎপাদক তখন চিত্তের বিমুক্তি অবস্থাতে যে সময়ে ভূতকাল হইতে বাসনার পরিণামই সম্ভব হয়না, সেই সময়ে আপনা আপনি বাসনা পূর্ণভাবে বিলীন হইয়া যায়; এই অবস্থাতে অন্তঃকরণ পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া যায় এবং এই অবস্থা হইতেই কৈবল্য-পদ লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মের স্বরূপ কথিত হইতেছে—

ধর্ম্মসমূহ ব্যক্ত সূক্ষ্ম এবং ত্রিগুণাত্মক ॥ ১৩ ॥

মহর্ষি সূত্রকার এইসূত্রে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মীর বিস্তৃত স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। পদার্থ গত যে সত্তার অভাবে তাহার অস্তিত্বই থাকে না তাহাকে ধর্ম্ম বলে। এইরূপে জড় হইতে চেতন পর্য্যন্ত ও পরমাণু হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই ধর্ম্ম-সত্তা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ধর্ম্মের সত্তার দ্বারাই সমস্ত পদার্থে ধর্ম্মের সত্তা অনুভূত হইয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মের বিরাট স্বরূপও প্রকারান্তরে এই বিজ্ঞানের দ্বারা নির্ণীত হইল। যে বস্তুর সত্তা স্থায়ী রাখিবার জন্য যে শক্তি কার্য্যকারিণী হইয়া থাকে তাহাকেই ধর্ম্ম বলা হয়। এবং যাহার দ্বারা উক্ত সত্তা বিনষ্ট হয় তাহাই অধর্ম্ম। ধর্ম্মীর ধর্ম্ম যখন বীজরূপে বর্ত্তমান থাকে তখন তাহাকে সূক্ষ্ম বলে। এবং যখন বৃক্ষরূপে বিস্তারিত হয় তখন

তে ব্যক্তসূক্ষ্মা-গুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥

তাহাকে ব্যক্ত বলে। পূর্ব্বসূত্রে ধর্ম্মে স্থিত ত্রিবিধ মার্গের বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে। এস্থলে পুনরায় বলা হইতেছে যে ধর্ম্ম পূর্ব্ব কথিত নিয়মানুসারে প্রত্যক্ষ এবং সূক্ষ্মভাবে সত্ব রজঃ এবং তমোগুণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদেরই পরিণামও স্বভাব লাভ করিয়া থাকে। কেন না রজঃ এবং তমোগুণের দ্বারাই ধর্ম্মীর মধ্যে ধর্ম্ম ব্যক্ত (প্রকট) ও অব্যক্ত (সূক্ষ্ম) ভেদে প্রকটিত হইয়া থাকে। যে যাহার অনুগামী হয় সে তাহারই পরিণাম লাভ করিয়া থাকে। যেমন, মৃত্তিকার সহিত ঘটের সম্বন্ধ। ঘট মৃত্তিকারই পরিণাম। এই প্রকার সত্ব রজঃ এবং তমোরূপ গুণ পরিণামের দ্বারা ধর্ম্মেরস্বরূপে উদিত হইয়া ধর্ম্মেই প্রকটিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম সমূহও ব্যক্ত ও সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া ত্রিগুণাত্মক হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ত্রিগুণ পরিণাম জন্ত হইলে ও বস্তুর একত্ব কিরূপে সম্ভব হয়! এই আশঙ্কার সমাধান করা হইতেছে—

পরিণামের একত্বের দ্বারা বস্তুর তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় ॥ ১৪ ॥

পরাসিদ্ধি প্রাপ্ত যোগিরাজের বুদ্ধিকে শুদ্ধসত্বের দিকে অগ্রসর করাইয়া একতত্বের সাহায্যে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে উপস্থিত করাইবার অভিপ্রায়ে ত্রিগুণের দ্বারা ধর্ম্মের একতা এবং তৎপরে ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মী ও ধর্ম্মী হইতে পুরুষের স্বরূপে পহুঁছাইবার জন্ত এই পাদের অবতারণা। পূর্ব্ব সূত্রে ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, সত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিবিধ গুণই কারণরূপে নিখিল কার্য্যে বর্ত্তমান থাকে। সম্প্রতি এইসূত্রে মহর্ষি সূত্রকার বলিতেছেন যে যদিও গুণ ত্রিবিধ, তথাপি উহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভাবে একে অপরকে ধারণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ কখন সত্বগুণ অঙ্গী, রজঃ ও তমোগুণ অঙ্গ, কখন রজোগুণ অঙ্গী, সত্ব ও তমোগুণ অঙ্গ, কখন তমোগুণ অঙ্গী এবং রজঃ ও সত্বগুণ অঙ্গ হইয়া থাকে। এই রূপেই সকলের পরিণামের একত্ব হয়। তাৎপর্য্য এই যে একগুণ কখন স্বতন্ত্ররূপে কার্য্যকারী হয় না। ত্রিবিধ গুণই পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে। পার্থক্য এই যে যেগুণ প্রধান

পরিণামৈকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

হয় উহাই অঙ্গী এবং সে সময়ে অন্য দুইগুণ অঙ্গরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেমন যদিও পৃথিবীর সহিত অন্যান্য তত্ত্ব ও মিলিত হইয়া রহিয়াছে তথাপি প্রাধান্যবশতঃ পৃথিবী পৃথিবীতত্ত্বই। যেমন মহৎতত্ত্বে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকায় রজঃ এবং তমোগুণ তাহাতে অপ্রাধান্য ভাবে থাকে, তৎপরে মহৎ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইলে যখন সৃষ্টির বিস্তার হয়, তখন রজঃ এবং তমোগুণ ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করে, সত্ত্বগুণ তখন স্বভাবতঃই দমিত হইয়া যায়। এইরূপে ত্রিবিধ গুণ পরস্পর সম্মিলিত থাকিয়াও নিজ নিজ প্রাধান্যবশতঃ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাব ধারণ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। এই সমস্ত যুক্তির দ্বারা ইহাই নির্ণীত হইল যে সমস্ত গুণই এক। এই ত্রিবিধ গুণেরই পরস্পর সহায়ক ভাবে ত্রিবিধ পরিবর্ত্তন একই বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, কেননা ইহাতে পরিণামের একত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। গুণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্ত্বাতে বুদ্ধি যতক্ষণ পর্য্যন্ত আবদ্ধ হইয়া থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এক তত্ত্বের উদয় সম্বন্ধে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারে না এবং বস্তুর যথার্থ স্বরূপও অনুভূত হইতে দেয় না, এই কারণ গুণ-পরিণামের-একতার দ্বারা বস্তুর যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

পুনরায় সূক্ষ্মরাজ্যের দিকে অগ্রসর করাইবার জন্য বস্তু এবং জ্ঞানের পার্থক্য বর্ণিত হইতেছে—

বস্তুর একত্ব হইলে ও চিত্তের ভেদানুসারে বস্তু এবং জ্ঞানের পথ পৃথক্ ॥ ১৫ ॥

বস্তুসমূহের মধ্যে একত্ব হইলেও অন্তঃকরণের ভেদবশতঃ তন্মধ্যে ভেদ প্রতীত হইয়া থাকে। যেমন—কোন রূপলাবণ্যবতী স্ত্রীকে দেখিবামাত্রই কেহ কেহ সুখলাভ করিয়া থাকে, কেহ ঈর্ষা এবং লোভাদির বশীভূত হইয়া দুঃখানুভব করিয়া থাকে, এবং কেহবা বিচারযুক্ত হইয়া বৈরাগ্যরূপ নিরপেক্ষ বৃত্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। সুন্দরী যুবতীএকই পদার্থ, কিন্তু অন্তঃকরণের ভেদ প্রযুক্ত ভোগলোলুপ কামী উহাকে সুখের কারণ বিবেচনা করিয়া থাকে, উহার সপত্নী উহাকে দেখিয়া দুঃখানুভব করিয়া থাকে, এবং সন্ন্যাসী

বস্তুসাম্যেঽপি চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ ॥ ১৫ ॥

ঐ একই পদার্থকে অবলোকন করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত অন্তঃকরণে ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া উঠেন। সুতরাং অন্তঃকরণের ভেদানুসারেই প্রত্যেক বস্তুতে নানাত্ব প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এইরূপে এক বস্তুতে বিবিধ প্রকারের ভান করাই সৃষ্টির বিলক্ষণতা। কার্য্যভেদ স্বীকার না করিলে, জগতের বৈলক্ষণ্যও থাকিতেও পারে না এবং যদি অন্তঃকরণ ভেদ স্বীকার না করা হয় তাহা হইলে জগৎ হেতুশূন্য হইয়া যায়। বস্তুতঃ বিষয় যেরূপ ত্রিগুণাত্মক, অন্তঃকরণ ও তদ্রূপ সত্ব, রজঃ এবং তমোগুণযুক্ত। অন্তঃকরণে পদার্থের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধর্ম্মাদি উক্ত জ্ঞানের সহায়ক কারণ। অর্থাৎ উক্ত ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাবানুসারে অন্তঃকরণ ও উক্ত ধর্ম্মের স্বরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। এইরূপে বস্তুর একত্ব হইলেও অন্তঃকরণের ভেদবশতঃ উহার পন্থারও ভেদ হইয়া থাকে। পুরুষ এক এবং প্রকৃতি ও এক। পুরুষ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সঙ্গ বশতঃ প্রকৃতির ভাবকে অবলম্বন করিয়া অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট ধর্ম্মীরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী সুতরাং প্রত্যেক অন্তঃকরণ এবং অন্তঃকরণের বহির্বিষয় সমূহ সমস্তই ত্রিগুণময়। এই কারণ, যদিও পূর্ব্ব প্রমাণের দ্বারা বস্তুর একত্ব প্রতিপন্ন হয়, তথাপি অন্তঃকরণের ভেদ প্রযুক্ত বস্তু এবং জ্ঞানের মার্গ ও পৃথক পৃথক বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। মহর্ষি সূত্রকার পূর্ব্বসূত্রে ধর্ম্ম সম্বন্ধের দ্বারা একভাবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তৎপরে ত্রিগুণ বিষয়ে ঐক্য সমাধান করিয়া একতত্ত্বের স্থাপনা করিয়াছেন, সম্প্রতি বস্তুর ঐকত্ব সিদ্ধ করিয়া অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট ধর্ম্মী জ্ঞানের সহিত বস্তুর পার্থক্য প্রদর্শন করতঃ অন্তর্জগতে বিশেষরূপে একতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

পুনরায় একতত্ত্বকে সূক্ষ্মরাজ্যের দিকে অগ্রসর করান হইতেছে—

বস্তু একচিত্ততন্ত্র নহে, কেন না, এরূপ হইলে সেস্থলে বিষয়ান্তরে চিত্তের আসক্তি অথবা বৃত্তিরহিত অবস্থাতে প্রমাণ রহিত বস্তুর কি অবস্থা হইবে! অর্থাৎ উক্ত বস্তু বিনষ্ট হইয়া যাইবে অথবা পূর্ব্ববৎ অবস্থা উৎপন্ন করিবেনা ॥ ১৬ ॥

ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তুতদপ্রমাণকং তদা কিংস্যাৎ ॥ ১৬ ॥

বৃত্তির স্বরূপাবস্থাতে চিদাভাসপূর্ণ ধর্ম্মী নানাস্বভাব ধারণ করিয়া অন্তঃকরণে অবস্থান করিতে থাকে। উক্ত নানাস্বভাবপূর্ণ অন্তঃকরণ তরঙ্গোপরি তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে চঞ্চল জলাশয়ের ন্যায় আলোড়িত ও চঞ্চলিত হইয়া থাকে। এই কারণ নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার পুরুষের স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে। এক তত্ত্বের সাহায্যে যোগ সাধনের দ্বারা যোগিরাজ ক্রমশঃ উক্ত নানাত্বের বিস্তার যথা ক্রমে হ্রাস করিতে থাকেন। তৎপরে সমাধি ভূমিতে উপনীত হইয়া সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মতর রাজ্যে একতত্ত্বকে পহুঁছাইয়া সম্পূর্ণভাবে একতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। অন্তঃকরণ এইরূপে নির্ম্মল হইয়া গেলে আত্মা স্বস্বরূপে অবস্থিত হ'ন। মহর্ষি সূত্রকার নির্ব্বিকল্প সমাধির পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মরাজ্যে উপনীত হইয়া জ্ঞানরাজ্যে একতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। পূর্ব্ব কথিত বিজ্ঞানকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মহর্ষি সূত্রকার বলিতেছেন যে বহির্ব্বিষয় যে একই অন্তঃকরণের বিষয় এরূপ বলা যায়না। কোন সময়ে যখন এক অন্তঃকরণ কোন বিষয়কে অবলোকন করে অন্য অন্তঃকরণ ও উক্ত বিষয়কে সেই রূপেই দেখিতে পারে, এবং যখন এক অন্তঃকরণ উক্ত বস্তুকে অনুভব করিতে সমর্থ হ'য় না, অন্য অন্তঃকরণ সেই বস্তুকে অনুভব করিতে সমর্থ হয়। এবং ইহাও সম্ভবপর হইতে পারে যে একই অন্তঃকরণ প্রথমে উক্ত পদার্থ অনুভব করিয়া তৎপরে অনুভব শূন্য হইয়া যায় ও পুনরায় অপর অন্তঃকরণ সেই পদার্থকে অনুভব করিতে সমর্থ হয়। এই সমস্ত যুক্তির দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, বিষয় সমূহ অন্তঃকরণের পরিণাম ও নয় এবং অন্তঃকরণ হইতে কোন পৃথক পদার্থ ও নয়। ত্রিগুণাত্মক বিষয় ও স্বতন্ত্র এবং ত্রিগুণাত্মক অন্তঃকরণও স্বতন্ত্র। এই উভয়ের সম্বন্ধে যে বিলক্ষণ বোধোদয় হয় উহাই পুরুষের ভোগ। জ্ঞানরাজ্যে বিষয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাই অনুভূত হইবে যে ত্রিগুণাত্মক হওয়ায় বিষয় এবং অন্তঃকরণ বহুবিধ, সুতরাং বিষয় এবং অন্তঃকরণের সহিতই অনেকত্ব ভাবের সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। জ্ঞান বশতঃই পুরুষের ভোগ সম্বন্ধ। সুতরাং পুরুষের ভোগজন্য জ্ঞান একই, যোগী যখন এইরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হ'ন সেই অবস্থাতে জ্ঞানরাজ্যে একতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া যায়॥ ১৬॥

নিত্য জ্ঞানময় পুরুষের অনুভব করাইবার জন্য অন্তঃকরণ সম্বন্ধীয় জ্ঞানাজ্ঞানদশা বর্ণিত হইতেছে—

জ্ঞেয় বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হইলে চিত্ত জ্ঞানাজ্ঞানাবস্থাপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ চুম্বক প্রস্তরের সমান, এবং অন্তঃকরণ লৌহ-সদৃশ। চুম্বক প্রস্তর যেরূপ লোহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইবামাত্র লোহাকে আকর্ষণ করিয়া নিজের সহিত মিলাইয়া লয়, তদ্রূপ বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ হইবামাত্র বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া অন্তঃকরণ বিষয়বিশিষ্ট হইয়া যায়। রক্তবস্ত্রের বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া দর্পণ রক্ষিত হইলে যেমন তাহার স্বাভাবিক স্বচ্ছতা সুরক্ষিতা হয়, ও রক্তবস্ত্রের সম্মুখে দর্পণ স্থাপন করিলে তাহা রক্তবর্ণবিশিষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ অন্তঃকরণ এবং বিষয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেও অবিদ্যাবশতঃ অন্তঃকরণ বিষয়কে দেখিবামাত্র বিষয়ের রূপ ধারণ করিয়া থাকে। রক্তবর্ণের পদার্থ যেরূপ স্বচ্ছ দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব প্রদান করিয়া উহাকে রক্তবর্ণবিশিষ্ট করিয়া তোলে, বিষয়ও তদ্রূপ স্বচ্ছ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া অন্তঃকরণকে বিষয়বিশিষ্ট করিয়া দেয়। দর্পণের সম্মুখে রক্তবর্ণের পদার্থ থাকিলে দর্পণ যেরূপ রক্তবর্ণবিশিষ্ট হয়, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহার সম্মুখে রক্তবর্ণকে অপসারিত করিয়া অন্যবর্ণ রক্ষিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা রক্তবর্ণই থাকে, অন্য বর্ণ ধারণ করিতে পারে না, ঐরূপ অন্তঃকরণে যেরূপ বিষয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, অন্তঃকরণও সেই বিষয়কেই অবগত হয়, এবং সে সময়ে যে বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হ'য়না তাহা সে অবগত হইতে পারেনা। এই নিয়মানুসারে জ্ঞেয়রূপী বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হওয়া এবং না হওয়ায় অন্তঃকরণ বস্তুর জ্ঞান এবং বস্তুর অজ্ঞান উভয়ই লাভ করিয়া থাকে। অন্তঃকরণ ব্যাপক, এবং পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হয় যে, বিষয় অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। এইহেতু যদি এরূপ সন্দেহ হয় যে, অন্তঃকরণ একই সময়ে সমস্ত বিষয়কে গ্রহণ করিতে পারেনা কেন! এই সূত্রে সেই প্রশ্নেরই সমাধান করিয়া বলা হইতেছে যে এরূপ বলিতে পারা যায় না, কেননা, অন্তঃকরণের

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তুজ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৭ ॥

সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ হয় অন্তঃকরণ সেই বিষয়কেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হ'য়। বস্তুতঃ, একদিকে পুরুষের প্রকাশের দ্বারা যখন অন্তঃকরণ প্রকাশিত হয় এবং অন্যদিকে যখন বিষয়ের প্রতিবিম্ব উক্ত অন্তঃকরণরূপ প্রকাশিত যন্ত্রে পতিত হয়, তখনই অন্তঃকরণে বিষয়-জ্ঞানের উদয় হইতে পারে, এবং পুনরায় উক্ত প্রতিবিম্বের যে সংস্কার অর্থাৎ চিহ্ন থাকিয়া যায় উহাকেই কর্ম্ম-সংস্কার বলা হয়। অন্তঃকরণে যখন উক্ত সঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কারের অনুভব হয় উহাকেই স্মৃতি বলে। এস্থলে ইহা অবশ্য প্রণিধান যোগ্য যে, অন্তঃকরণ যখন স্থিরভাবে অবস্থান করে সেই সময়ে যদি তাহার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলেই অন্তঃকরণে বিষয়ের অনুভব হইতে পারে, এবং সেই সময়েই সংস্কার ও স্মৃতিরও উদয় হইতে পারে, নতুবা কিছুই হইতে পারেনা। এই কারণবশতঃ জ্ঞেয়বস্তু প্রতিবিম্বিত হইলেই অন্তঃকরণে বস্তুর জ্ঞান ও প্রতিবিম্বিত না হইলেই বস্তুর অজ্ঞান হয়। পূর্ব্বসূত্রে জ্ঞানরাজ্যে একতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার স্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া অন্তঃকরণ হইতে পুরুষের স্বাতন্ত্র্য "অর্থাৎ যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ" এই শ্রুতিবচনের চরিতার্থতা সম্পাদনের জন্য এই সূত্রে ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, জ্ঞানাজ্ঞান-দ্বন্দ্বের যে অবস্থা উহাই অন্তঃকরণের অবস্থা এবং পুরুষ তাহার উপরে স্থিত ॥ ১৭ ॥

নিত্য জ্ঞানের স্থিতি কোথায় হয়। ইহাই বর্ণিত হইতেছে—

পুরুষ বৃত্তিসমূহের প্রভু ও পরিণামরহিত, সেই কারণ সর্ব্বদা বৃত্তিসমূহের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ .

পূর্ব্ব সূত্রে অন্তঃকরণ এবং বিষয়রূপ প্রকৃতির বিস্তার সুস্পষ্ট বর্ণন করিয়া মহর্ষি সূত্রকার সম্প্রতি এই সূত্রে জ্ঞানের সম্বন্ধে নিত্য জ্ঞানময় পুরুষের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন এবং পুরুষ, সকল সময়েই একরূপ ও পরিণাম-রহিত হওয়ায় চঞ্চল স্বভাব অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ যে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন ইহাও প্রমাণিত করিতেছেন। যদি বিপরীত ভাবে বিবেচনা করা যায় যে, অন্তঃকরণের ন্যায় অন্তঃকরণের স্বামী আত্মা ও পরিণামী, অর্থাৎ যেমন বিষয়ের সঙ্গ এবং বৃত্তিসমূহের প্রভাববশতঃ অন্তঃকরণ নানা ভাব ধারণ করে, তদ্রূপ যদি আত্মাও চঞ্চল হয়, তাহা হইলে ইহা সুনিশ্চিত যে তাহার জ্ঞান-বৃত্তিও

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং এরূপ হইলে যথাযথভাবে চিত্তবৃত্তিসমূহ অবগত হইতেও পারিবেনা। কিন্তু যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, পুরুষ অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ উপলব্ধি করিতেছেন, তখন তাহার মধ্যে যে কোনরূপ বিকার হইতে পারে না ইহা সুনিশ্চিত। কেননা, পুরুষ যদি অবিকারী না হইতেন তাহা হইলে অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইতেন না। সত্বরূপী চৈতন্য সর্ব্বদা অপরিণামী ও একরস। তিনি নিত্য এবং একরূপে অবস্থিত থাকায় অন্তঃকরণে নির্ম্মল সত্ব সর্ব্বদা বিরাজিত থাকে। কেননা, নিত্যবস্তুর গুণ ও নিত্য। উক্ত সত্বরূপ প্রকাশ একরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া সেস্থলে যাহা কিছু হইতে থাকে সমস্তই সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্য দিক্ দিয়া আলোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্ত স্ফুটতর হইয়া থাকে। যেমন—অন্তঃকরণ যখন প্রকৃতিময় তখন উহা অবশ্যই জড় স্বরূপ। জড়ে চেতন সত্বা থাকিতেই পারে না। জ্ঞান পুরুষরূপ চৈতন্যেরই স্বরূপ। তাঁহার জ্ঞানরূপ প্রকাশের দ্বারা অন্তঃকরণ যখন প্রকাশিত হয়, তখনই অন্তঃকরণে চৈতন্য উপস্থিত হয়। বৃত্তিসমূহ অন্তঃকরণের তরঙ্গমাত্র, এবং জ্ঞান অচঞ্চল সদা একরূপে অবস্থিত পুরুষের প্রকাশ স্বরূপ। এই হেতু অন্তঃকরণ চলায়মান হইলে ও পুরুষ সর্ব্বদা অচঞ্চল হওয়ায় অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ তরঙ্গ সমূহ যথাবৎ পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা সিদ্ধ হইল যে, অপরিণামী একরূপে অবস্থিত পুরুষের প্রভাবানুসারেই অন্তঃকরণের নানাবিধ বৃত্তিসমূহ যথাযথভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

চিত্তই স্বাভাস এবং বিষয়াভাস হইতে পারে অতিরিক্ত পুরুষ স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কার সমাধান করা হইতেছে—

চিত্ত স্বতঃ প্রকাশ নহে, কেননা উহা দৃশ্য। ১৯ ॥

পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অপরিণামী নিত্য পুরুষ অন্তঃকরণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এখন এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি সূত্রকার বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন যে, আপনা আপনি প্রকাশিত হইবার শক্তি অন্তঃকরণের নাই, পুরুষ কর্ত্তৃকই উহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এবং সেই কারণবশতঃই উহা পুরুষের দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয়। মন এবং বুদ্ধি অন্তঃকরণের দুইটি প্রধান অঙ্গ।

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

আমার মন এবং বুদ্ধি এই সময়ে ঠিক আছে অথবা নাই, যখন এইরূপ বিচার উদিত হয়, তখন স্বভাবতঃই ইহা সিদ্ধ হয় যে, এইরূপ বিচারকর্ত্তা মন বুদ্ধি ও অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। সুতরাং অন্তঃকরণ যে পুরুষের দৃশ্য ইহা সুনিশ্চিত। ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রা সমূহ অন্তঃকরণের দ্বারা অবগত হইতে পারা যায় বলিয়া উহাকে যেরূপ স্বতঃপ্রকাশ বলা যাইতে পারে না, তদ্রূপ অন্তঃকরণও পুরুষের দ্বারা অবগত হইতে পারা যায়, এইজন্য উহাও স্বতঃপ্রকাশ হইতে পারে না। প্রকাশরহিত অগ্নি যেরূপ নিজ স্বরূপকে প্রকাশিত করিতে পারে না, সেইরূপ অন্তঃকরণ ও আপনা আপনি প্রকাশিত হইতে পারে না। প্রকাশ্য এবং প্রকাশকের সংযোগবশতঃই প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; স্বরূপ মাত্রেই প্রকাশককে দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরুষের সহিত অন্তঃ-করণের এইরূপ প্রকাশ্য প্রকাশক সম্বন্ধ। আগের সূত্রে ইহা সবিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে ॥ ১৯ ॥

পুনঃ সমাধান করা হইতেছে—

এক সময়ে উভয়ের জ্ঞান হয় না ॥ ২০ ॥

একই সময়ে অন্তঃকরণে উভয়বিধ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। কেননা, একই সময়ে অন্তঃকরণ এবং পদার্থ এই উভয়েরই জ্ঞান হইতে পারে না। হয় বিষয়রূপ পদার্থেরই জ্ঞান হইবে নতুবা স্বীয় মনেরই জ্ঞান হইবে। যদি ক্ষণবাদীগণ এরূপ বলেন যে, যাহা উৎপত্তি তাহাই ক্রিয়া ও তাহাই কারক, অর্থাৎ অন্তঃকরণ ক্ষণিক, তাহা হইলে সেরূপ প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে এক চিত্ত অন্য চিত্ত হইতে অথবা অপর কোন চিত্ত হইতে সংগৃহীত হইত, কিন্তু যদি এক চিত্তকে অন্য কোন অপর চিত্তের প্রকাশকরূপে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত চিত্ত এক সময়ে নিজ এবং অপরের চিত্তকে প্রকাশিত করিবে। কিন্তু এই সূত্রের যুক্তি অনুসারে তাহা অসম্ভব, সেজন্য ঐরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। পূর্ব্ব সূত্রোক্ত বিচারসমূহকে দৃঢ় করিবার জন্য আরও বিচার করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারসমূহকে উৎপন্ন করিয়া চিত্ত যখন উহার জন্য জ্ঞান হইতে বহির্ম্মুখ হইয়া বিস্তৃত হয়, সে অবস্থাতে ইহাই বোধগম্য হয় যে, বুদ্ধির জ্ঞানই

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ২০ ॥

সুখ অথবা দুঃখ অনুভবের হেতু। আমি এই সুখ অথবা অসুখ দুঃখ ভোগ করিব। এইরূপ জ্ঞানদায়ক জ্ঞান, বুদ্ধির হইতে পারে না, কেননা, সুখ ও দুঃখ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ; এবং এককালে উভয়ের অনুভব হইতেই পারেনা, কিন্তু চিত্তবৃত্তিতে সুখ এবং দুঃখ উভয়ের এককালে পরীক্ষা হইয়া থাকে। এই জন্য চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ যখন এক সময়ে এই বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট বৃত্তির পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিল না, তখন উহা কিরূপে হইয়াছিল। ইহা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইল যে, এইরূপ বিচারকারক কেহ অন্য আছে। অন্তঃকরণ স্বয়ং প্রকাশিত হইতেই পারে না। উহার প্রকাশকারক কেহ অন্য আছে, যাহার দ্বারা এইরূপ অবস্থাভেদসমূহ অনুভূত হইয়া থাকে তিনিই অন্তঃকরণের প্রকাশক এবং অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন সচেতন পুরুষ। এই সূত্রোক্ত বিচারের দ্বারা প্রথমে স্বপক্ষ ও বিপক্ষের বিচারসমূহের সিদ্ধান্ত করিয়া, পুনরায় আরও বিচার করা যাইতে পারে যে, অন্তঃকরণের দ্বারাই বিষয়সমূহ অনুভূত হইতে থাকে, এবং পুরুষের দ্বারা অন্তঃকরণের অনুভব হয়। যদি বলা যায় কমল অতি সুন্দর পুষ্প, অন্তঃকরণ তখন কমল পুষ্পকে অনুভব করিল। এবং যদি বলা যায় আমার মন আজ ঠিক নাই, তখন পুরুষই অন্তঃকরণকে অনুভব করিল, কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে এই উভয়বিধ ভাবই স্বতন্ত্র এবং উভয়ের অনুভব এক সময়ে হইতে পারেনা, তখন ইহা হইতে পুরুষ যে স্বতন্ত্র তাহা একরূপ স্থির সিদ্ধান্তই হইয়া যায়॥ ২০॥

এস্থলে যদি এরূপ শঙ্কা হয় যে, যদিও উক্ত চিত্ত স্বপ্রকাশ নহে কিন্তু অন্য চিত্তের দ্বারা উহার গ্রাহ্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে এবং এরূপ হইলে পৃথক পুরুষ স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজনই হয় না। ইহার সমাধানের জন্য বলা হইতেছে—

একচিত্তকে চিত্তান্তরের দৃশ্যরূপে স্বীকার করিলে বুদ্ধিজ্ঞানের অতি প্রসঙ্গদোষ এবং স্মরণ শক্তিতে শঙ্কর দোষ উৎপন্ন হয়॥ ২১॥

পূর্ব্বোক্ত বিচারসমূহকে স্পষ্ট করিবার জন্য মহর্ষি সূত্রকার বলিতেছেন যে, যদি অন্তঃকরণকে অনেক ও এককে অপরের দৃশ্যরূপে স্বীকার করা যায় তাহা হইলে বুদ্ধিতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ এবং স্মরণশক্তিতে শঙ্কর দোষ উৎপন্ন

চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ॥ ২১॥

হইবে। সেকারণ এরূপ হইতেই পারে না। এক চিত্ত যদি অপর চিত্তকে গ্রহণ করে তাহা হইলে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বাড়িয়াই যাইবে। অর্থাৎ এক চিত্তকে দ্বিতীয় চিত্ত গ্রহণ করিবে এবং দ্বিতীয়কে তৃতীয় তৃতীয়কে চতুর্থ ইত্যাদি। এক অন্তঃকরণ অপর অন্তঃকরণের দ্বারা গৃহীত হয় এরূপ স্বীকার করিলে এক বুদ্ধি ও অন্য বুদ্ধির দ্বারা গৃহীত হইতে পারে। এইরূপে বুদ্ধিতে অতি প্রসঙ্গ-দোষ হইয়া পড়ে। এইরূপ বিচারে অন্তঃকরণও অসংখ্য হইয়া যায়। এবং অন্তঃকরণ যদি অসংখ্য হয় তাহা হইলে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ও কোন সংখ্যা নিশ্চিত হয় না। স্মৃতিশক্তিতেও বিরোধ উৎপন্ন হয়। এবং স্মৃতির ঠিক ঠিক ভাবে উদয় হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। যে বিষয়ের সংস্কার নূতন ভাবে এক অন্তঃকরণে বর্ত্তমান থাকে, অতি প্রসঙ্গ-দোষবশতঃ এক হইতে অপর স্থানে উক্ত সংস্কারের স্মৃতিরূপে উদয় হওয়া সকল সময়ে অসম্ভব হয়। যত প্রকারের বুদ্ধি, অনুভবও যদি তত প্রকারেরই হয় তাহা হইলে স্মরণশক্তি আপনা আপনি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অন্যদিক দিয়াও বিবেচনা করিতে পারা যায় যে, রূপ রসাদি জ্ঞান প্রসবিনী বুদ্ধির যখন উদয় হয়, বুদ্ধির আনন্ত্যবশতঃ অনন্ত স্মৃতিরও উদয় হইয়া থাকে। অনেক বুদ্ধি এবং অনেক স্মৃতি যখন এক সময়ে উৎপন্ন হয়, তখন কোন্ স্মৃতি রস বিষয়ক অথবা কোন্ স্মৃতি রূপ বিষয়ক তাহা নিশ্চয় করা অসম্ভব হয়; এবং এইরূপ অনুভব স্বীকার করিলে সত্ত্বগুণাবলম্বী একজন যোগী দ্বিতীয় ক্ষণে তমোগুণাশ্রিত ঘোর নাস্তিক হইয়া যাইতে পারেন। বুদ্ধি এবং স্মৃতির বিস্তারাধিক্যে পূর্ব্বাপর কোনরূপ শৃঙ্খলাই নিয়মিতভাবে চলিতে পারেনা। অতএব এক চিত্তকে অপর চিত্তের দৃশ্য স্বীকার করা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। ২১ ॥

তবে বুদ্ধির জ্ঞান কিরূপে হইবে?

চিদ্রূপ পুরুষের বৃত্তিরূপে সঞ্চার না হইলেও প্রতিবিম্ব দ্বারা বৃত্তি সারূপ্য লাভ করিতে পারিলেই বুদ্ধিবৃত্তির জ্ঞান হয়। ২২ ॥

বুদ্ধি যে স্বয়ং প্রকাশ বা বিবিধ বুদ্ধির কল্পনাস্বরূপ নহে, পূর্ব্বসূত্রে মহর্ষি সূত্রকার ইহা প্রমাণিত করিয়া দেখাইয়াছেন, এস্থলে জিজ্ঞাসুগণের যদি এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, এরূপ স্বীকার করিলে বিষয়ের জ্ঞান কিরূপে হইতে

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্। ২২ ॥

পারে? এই সূত্রে এইরূপ প্রশ্নেরই সমাধান করা হইতেছে। পুরুষ চৈতন্যের স্বরূপ, এবং তাঁহার চেতনসত্বাতে কখন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এক গুণ যখন অপর প্রধান গুণের অঙ্গীভূত হয়, তখন সেই অঙ্গসমূহে সাদৃশ্য অবশ্যই হইবে, কিন্তু পুরুষের চৈতন্যভাবে এইরূপ ভেদ হইতেই পারে না। চাঞ্চল্য, বিকার এবং বিস্তৃতি লাভ করা যেরূপ প্রকৃতির স্বভাব, পুরুষের কিন্তু সেরূপ নহে, তিনি সর্ব্বদা একরূপ এবং চৈতন্যযুক্ত, এই কারণ বুদ্ধি যখন তাঁহার চিৎশক্তির সম্মুখে উপস্থিত হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ স্থির হইয়া গেলে পুরুষের প্রকাশ বুদ্ধিতে যখন যথাযথভাবে ভাসমান হইতে থাকে, সেই অবস্থাতেই স্বীয় রূপের জ্ঞান হইয়া থাকে এবং এই রূপেই সংবেদন হইয়া হইয়া থাকে। ভোক্তা অর্থাৎ পুরুষের শক্তি পরিণামরহিত, কিন্তু পরিণামী ও চঞ্চল বিষয়ে পুরুষের দৃষ্টি পতিত হইলে তিনিও চঞ্চলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকেন, এই কারণ উক্ত বৃত্তির সংযোগবশতঃ বুদ্ধিবৃত্তি বিমলীন হয় বলিয়া বুদ্ধিবৃত্তি হইতে জ্ঞানবৃত্তি বিভিন্নরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বুদ্ধির পরপারে স্থিত পুরুষের সহিতই বুদ্ধির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। বেদাদি নানা শাস্ত্রে ইহা প্রমাণিত করা হইয়াছে। শ্রীভগবান বেদব্যাস আলঙ্কারিক ভাষায় বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্ম কোন স্থানবিশেষে বসিয়া থাকেন না, যে, ইচ্ছা করিলেই জীব তাঁহাকে দেখিতে পারিবে; কিন্তু বুদ্ধির নির্ম্মলতার দ্বারাই তিনি অনুভূত হইয়া থাকেন।" যতক্ষণ পর্য্যন্ত বুদ্ধি বিমলীন থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বুদ্ধিতে প্রকাশের ন্যূনতা প্রযুক্ত নানারূপ বিকারের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অন্তঃকরণ স্থির হইয়া গেলে বুদ্ধি যখন পুরুষের সমীপে তদাকারতা লাভ করে, তখনই বুদ্ধি স্বীয় রূপের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, স্থিরতা এবং নির্ম্মলতাবশতঃ বুদ্ধি চৈতন্যময় পুরুষের সমীপে উপস্থিত হয়, সেই অবস্থাতে উক্ত বুদ্ধিতে পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বসূত্রে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অন্তঃকরণ পুরুষ হইতে পৃথক। সম্প্রতি এই সূত্রে বিস্তৃতভাবে অন্তঃকরণের জ্ঞান-শক্তির বিষয় বর্ণন করা হইতেছে। পুরুষ চৈতন্যযুক্ত ও অপরিবর্ত্তনশীল, তিনি কেবল অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া অন্তঃকরণকে চৈতন্যযুক্ত অর্থাৎ প্রকাশিত করিয়া থাকেন। তাঁহারই শক্তিতে অন্তঃকরণ পুনরায় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া নানাবিধ বৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। পুরুষের প্রতিবিম্বের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া অন্তঃকরণস্থিত বুদ্ধি চৈতন্যযুক্ত

জ্ঞানক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। পুরুষের এই প্রতিবিম্বকে সাধারণরূপে প্রতিবিম্ব বিবেচনা না করিয়া যদি চুম্বক প্রস্তরের ন্যায় আকর্ষণ-শক্তিবিশিষ্ট প্রতিবিম্ব বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বিচার করিতে সুবিধা হইবে, অর্থাৎ যেমন যেমন বুদ্ধি নির্ম্মল হইতে থাকে, তদনুরূপ পুরুষ বুদ্ধিকে স্বীয় সমীপবর্ত্তী করতঃ তন্মধ্যে স্বীয় রূপ প্রকাশিত করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

এই বিজ্ঞানকে অধিকতর সুস্পষ্ট করিবার জন্য চিত্তের সর্ব্বার্থতা প্রতিপাদন করা হইতেছে—

দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া চিত্ত সর্ব্বাবভাসক হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

যেমন, যে স্ফটিক অথবা দর্পণ নির্ম্মল হয়, তাহাই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ রজস্তমোগুণ রহিত শুদ্ধসত্ত্বগুণযুক্ত হইলে বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়া যথার্থ প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এস্থলে এরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, রজঃ এবং তমোগুণ যখন শুদ্ধসত্ত্বগুণে বিলীন হইয়া যায়, তখনই নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় নিশ্চল বুদ্ধি সর্ব্বদা একরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ভগবানের রূপ দর্শনে সমর্থ হইয়া থাকে; এবং উহার এই নিশ্চল ভাব মুক্তি পদে উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। অন্তঃকরণের অবস্থা ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়সমূহকে অবলম্বন করিয়া বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করতঃ বিষয়বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ রক্তবস্তুর সম্মুখস্থিত স্বচ্ছ স্ফটিক মণির ন্যায় অন্তঃকরণ বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া বিষয়বিশিষ্ট জড়রূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। অন্তঃকরণ যখন নির্ম্মল হইয়া ভগবদ্দর্শন লাভ করে উহাই একতত্ত্বমূলক চেতনাবস্থা। পূর্ব্বে এই অবস্থার বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এবং অন্তঃকরণ যখন বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া জড়রূপে প্রতীয়মান হয় উহাকে অচেতনা অবস্থা বলা হয়। পুরুষ এবং বিষয়ের মধ্যস্থলে অন্তঃকরণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অন্তঃকরণ উভয়ের সহিতই সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে গ্রহীতৃ গ্রহণ গ্রাহ্যমূলক সর্ব্ববিধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ চতুর্ম্মুখ ধারণ করিয়া সৃষ্টি কার্য্য করিয়া থাকেন, তদ্রূপ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার এই চতুর্ব্বিধ অঙ্গকে ধারণ

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্ ॥ ২৩ ॥

করিয়া অন্তঃকরণ ও সৃষ্টি কার্য্যে রত থাকেন। কিন্তু এই অন্তঃকরণ যখন নীচের দিকে বিষয়ে আবদ্ধ হয় তখন অচেতন বিশিষ্ট হইয়া যায়। এবং যখন যোগসাধনরূপ পুরুষার্থের দ্বারা ঊর্দ্ধদিকে লক্ষ্য রাখিয়া নীচের মল সমূহ হইতে উপরত হয়, তখনই, একতত্বের সাহায্যে চেতনযুক্ত হইয়া পরমাত্মদর্শন করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৩ ॥

যদি চিত্তের দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সুনিষ্পন্ন হয় তাহা হইলে স্বতন্ত্র পুরুষ স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কা নিরসনের জন্য বলা হইতেছে—

অসংখ্য বাসনার দ্বারা চিত্রিত হইলেও চিত্ত অন্যের (পুরুষের) ভোগাপবর্গের জন্যই হইয়া থাকে, যেহেতু অপরের সহিত মিলিত হইয়াই উহা কার্যকারী হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্ব সূত্রে সিদ্ধ করা হইয়াছে যে, অন্তঃকরণই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, জিজ্ঞাসুগণের এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, তাহা হইলে পুরুষের প্রয়োজন কি আছে? ইহার সমাধানের জন্য মহর্ষি সূত্রকার এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। অন্তঃকরণ সংখ্যাতীত বাসনার দ্বারা পূর্ণ হইলেও যাহা কিছু করিয়া থাকে, সমস্তই সেবকের ন্যায় প্রভুর জন্যই করিয়া থাকে। যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিচারের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, প্রকৃতি যাহা কিছু করিয়া থাকে সমস্তই পুরুষের ভোগের জন্য, তখন ইহাও সুনিশ্চিত যে, অন্তঃকরণ যাহা কিছু বাসনা করিয়া থাকে পুরুষের নিমিত্তই সমস্ত হইয়া থাকে, বাস্তবিকরূপে উক্ত কার্য্যে উহার স্বার্থপরতা কিছুই প্রতীত হয়না। পূর্ব্ব বিচারের দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট অনুভূত হইয়াছে যে, যদিও নানারূপ-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ নানাবিধ ভোগোৎপাদন করিয়া থাকে, তথাপি উহা যাহা কিছু করিতে পারে, পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াই করিতে পারে, এবং যাহা কিছু সম্পন্ন করে তাহাও পুরুষেব ভোগসাধন জন্য। অন্তঃ-করণ কেবল পুরুষের ভোগসাধক মাত্র। শয্যা আসনাদি পদার্থ যেরূপ গৃহস্থের ভোগের জন্য হয়, অন্তঃকরণও তদ্রূপ পুরুষের ভোগ-সাধনের জন্যই হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ জড়, সুতরাং উহা যাহা কিছু কার্য্য করে পুরুষের চৈতন্যযুক্ত হইয়াই করিয়া থাকে। এই কারণ উহার

তদসঙ্খ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

যাহা কিছু কার্য্য সমস্তই স্বীয় প্রভু পুরুষের জন্ত সম্পাদিত হইয়া থাকে। মহর্ষি সূত্রকার যে চিত্ত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন উহার তাৎপর্য্যার্থ অন্তঃকরণ। মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনের বহুস্থলে যেরূপ প্রকৃতিশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন মহর্ষি সূত্রকারও তদ্রূপ এই শাস্ত্রের যেখানে সেখানে চিত্ত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ অন্ত আর কিছুই নহে কেবলমাত্র বাসনাসমূহের আগার,—পুরুষের ভোগোৎপাদকের স্থান ও পুরুষরূপ চেতনের প্রতিবিম্ব-ধারক যন্ত্র বিশেষ। কৈবল্যেচ্ছু যোগিকে একতত্ত্বের সাহায্যে বুদ্ধিরাজ্য পর্য্যন্ত অগ্রসর করাইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে বহুবিধ শঙ্কার সমাধান করা হইয়াছে। স্বরূপজ্ঞানযুক্ত পুরুষ বুদ্ধির পরপারে স্থিত, ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত। অতএব বুদ্ধিরাজ্যের পরপারে স্থিত পুরুষের স্বরূপ প্রথমে অবগত হইলে মুমুক্ষুগণ যদি বিচলিত হ'ন, এবং সেই সময়ে যেরূপ বিচারের দ্বারা বিচলিত হওয়া সম্ভবপর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে তাহারই সমাধান করা হইয়াছে। পূর্ব্বসূত্রে মহর্ষি সূত্রকার নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিচারের নির্ণয়, অন্তঃকরণ ও পুরুষের স্বরূপ এবং উভয়ের স্বতন্ত্রতা প্রভৃতির বিশেষভাবে বর্ণন করিয়া সম্প্রতি পরসূত্রে বিস্তৃতভাবে কৈবল্যপদরূপ যোগির লক্ষ্যের বিষয় বর্ণন করিতেছেন। শুদ্ধ, মুক্ত, চেতনযুক্ত পুরুষ যদিও অন্তঃকরণ হইতে পৃথক্, তথাপি অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিজেকে নিজেই অন্তঃকরণরূপে মানিয়া উক্ত অন্তঃকরণকে প্রতিবিম্বিত করিয়া থাকেন, পুরুষের আবদ্ধ হইবার ইহাই একমাত্র কারণ। এ ছাড়া অন্তঃকরণ যদিও পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র, তথাপি উহা যাহা কিছু করিয়া থাকে সমস্তই পুরুষের ভোগের জন্ত। ইহার দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হয় যে, অন্তঃকরণই পুরুষকে আবদ্ধ করিয়া থাকে ও অন্তঃকরণই বিষয়ের সহিত পুরুষের সংযোগ করিয়া দেয়। এই সমস্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা মহর্ষি সূত্রকার এরূপ অভিপ্রায় প্রকট করিয়াছেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষের এবং অন্তঃকরণের যথার্থরূপ, উভয়ের সম্বন্ধ ও স্বতন্ত্রতার বিষয় জিজ্ঞাসুগণের সম্মুখে ঠিক ঠিক ভাবে বর্ণন না করা যাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষের মুক্তাবস্থা অর্থাৎ কৈবল্য পদের মর্ম্ম যথাযথভাবে বুদ্ধিগম্য হইতে পারিবে না। এইহেতু মহর্ষি প্রথমে ঐ সমস্ত বিষয় সবিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়া পরসূত্রে কৈবল্যপদের অবস্থা বর্ণন করিতেছেন। এই বিষয়ে পূর্ব্বেও কিছু কিছু বর্ণন করা হইয়াছে, তথাপি কৈবল্যপদের বিরুদ্ধে পুরুষের সহিত উক্ত অবস্থা সমূহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকায়

প্রথমে উক্ত বিঘ্নসমূহ বর্ণন করিয়া, এখন যোগ সাধনের লক্ষ্য ও মুক্তিরূপ কৈবল্যপদের বর্ণন করা হইবে। প্রথমে প্রতিকূল অবস্থার বর্ণন করিয়া পরে অনুকূল স্বাভাবিক অবস্থা বর্ণন করিলে উহা শীঘ্রই বোধগম্য হইবে, এই কারণবশতঃই প্রথমে উহার বিস্তারিত রূপ বর্ণন করাইয়া এখন মুক্তিপদরূপ কৈবল্যের রূপ প্রদর্শন করাইতেছেন ॥ ২৪ ॥

চিত্ত এবং পুরুষের বিবেকশীল যোগিগণের কি হইয়া থাকে তাহা বর্ণিত হইতেছে—

বিশেষদর্শীর শারীরিক ভাবের ভাবনা নিবৃত্তি হইয়া যায় ॥ ২৫ ॥

নানা বিষয়ে বদ্ধ সাধারণদর্শী অর্থাৎ জীব এবং বিশেষদর্শী অর্থাৎ একতত্ত্বের সাহায্যে পরাসিদ্ধি প্রাপ্তযোগী। সাধারণ জীবগণ সংসারকে যেরূপ অনুভব করিয়া থাকেন, যোগিগণ সেরূপ বিবেচনা করেন না। আত্মদর্শী যোগিগণ পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে সংসারকে কিছু অন্যরূপে দেখিয়া থাকেন, এইজন্য ইঁহাদিগকে বিশেষদর্শী বলা হয়। যোগ সাধনের দ্বারা অন্তঃকরণবৃত্তি নির্ম্মল হইয়া গেলে, যোগিগণের মধ্যে যখন পূর্ণজ্ঞানের উদয় হয় তখন তাঁহারা চিত্ত ও পুরুষ উভয়ই স্বতন্ত্র, এইরূপ জ্ঞান লাভ করেন, এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে তাঁহাদের অন্তঃকরণের মিথ্যাশরীরাদি বিষয়িণী ভাবনা বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। শ্রীভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন যে বর্ষাকালে যেরূপ নবনীরদপতিত বারিবিন্দু হইতে যখন নবদূর্ব্বাদল অঙ্কুরিত হয়, সেই সময়ে উক্ত দূর্ব্বাদলের পুনরুৎপত্তি হইতে উহার সত্তা অর্থাৎ উহার মূল যে বিনষ্ট হয় নাই তাহা অনুভূত হইতে থাকে, তদ্রূপ মোক্ষ মার্গের জ্ঞাতা প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞ যোগিগণের অন্তর বহির্ভাবের দ্বারা অবগত হইতে পারা যায়। প্রকৃতি-পুরুষকে স্বতন্ত্র ভাবে অনুভব করায় তাঁহাদের দেহাধ্যাস অর্থাৎ শরীরাদি বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ বিনষ্ট হইয়া যায়, সংসারকে তাঁহারা তুচ্ছ ও মিথ্যা বলিয়া বিবেচনা করিতে থাকেন, এবং কেবল মাত্র পরমাত্মাকেই সত্য ও নিত্য বলিয়া অবগত হ'ন। সেই কারণবশতঃ পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান চর্চ্চা, ভগবৎ কথা প্রভৃতি উপাসনা, ভক্তি কার্য্যে নিত্য রুচি ও নিষ্কাম জগৎ সেবাদিতে তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মাগণের মধ্যে যখন দেখিতে

বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৫ ॥

পাওয়া যায় যে তাঁহাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা আত্মজ্ঞান-বিচার, তত্ত্বউপদেশ, ভগবৎগুণগান এবং ভগবৎমহিমা প্রচারেই রত; মোক্ষমার্গের বর্ণন, ভগবৎগুণ শ্রবণ অথবা ভগবানের গুণানুবাদ করিতে করিতে তাঁহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইতে থাকে, পরমানন্দরূপ ভগবদ্ভাবের স্মরণমাত্রেই যখন তাঁহাদের নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, পরমানন্দময় পরমাত্মার জ্যোতি উক্ত মহাত্মাগণের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এবং তাঁহারা মায়ার অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া পরমেশ্বর পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দময় অধিকারে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। এই অবস্থাতে উপনীত হইয়া যোগী কৈবল্যরূপ মুক্তি পদের অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই অবস্থাতেই পূর্ণজ্ঞানের উদয় হইলে যোগী অবগত হইতে পারেন যে 'আমি কে ছিলাম,' কি হইয়া গিয়াছিলাম, এখন আমি কে এবং আমাকে কোথায় উপস্থিত হইতে হইবে, যোগীর এই অবস্থাকে বিশেষ দর্শনাবস্থা বলা হয়। এই অবস্থাতে অবিদ্যারূপ ভ্রমজ্ঞান বিনষ্ট হয়এবং যোগী দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া চিত্তধর্ম্ম হইতে উপরত হওতঃ কৈবল্য ভূমিতে উপনীত হইতে সমর্থ হ'ন। যোগী যখন অবগত হ'ন যে, ইহা পুরুষ ও ইহা অন্তঃকরণ, তখন স্বভাবতঃই তাঁহার অনুরাগ পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, এবং সে সময়ে তাঁহার দৃষ্টি সংসারের দিক্ হইতে একবারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কৈবল্যরূপ মুক্তিপদের অভিমুখে প্রধাবিত হয়, পরাবৈরাগ্যের দ্বারা অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ যখন একেবারে দমিত হইয়া যায়, অন্তঃকরণ সে সময়ে আপনা আপনি শান্ত হইয়া যায়। এবং পুরুষ স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যান ॥ ২৫ ॥

সে সময়ে চিত্তের অবস্থা কিরূপ হয়—

সে সময়ে তাঁহার চিত্ত বিবেকমার্গ প্রবাহী-হইয়া কৈবল্যের সহিত যুক্ত হইতে থাকে ॥ ২৬ ॥

সেই সময়ে অর্থাৎ যোগী যখন বিশেষদর্শী হ'ন, চিত্ত যখন জ্ঞান পূর্ণ হইয়া যায়, তখন তিনি বিবেক নিম্ন অর্থা বিবেকপথবাহী হইয়া কৈবল্য প্রাগ্‌ভার অর্থাৎ, কৈবল্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। যে চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ উক্ত পূর্ব্বকথিত অবস্থার পূর্ব্বে নানাবিধ বিষয়ের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া দমিত হইয়াছিল,

---

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং চিত্তং ॥ ২৬ ॥

বিষয় বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহা এখন লঘু হইয়া জ্ঞানরূপ আকর্ষণের তেজে আকর্ষিত হওতঃ কৈবল্যপদরূপ পরমাত্মার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। এই বিজ্ঞানটি সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অন্য দিক দিয়াও আলোচনা করা যাইতে পারে। যেমন—অন্তঃকরণের একদিকে বিষয় এবং অপরদিকে পরমাত্মা। যতদিন পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ বিষয়ের দিকে আকর্ষিত হইয়া থাকে ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি পুরুষের দিক হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া বিষয়রূপ সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু অন্তঃকরণের বিষয় বাসনা যখন পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন উক্ত বিশেষদর্শী যোগির চিত্ত বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নির্ণিমেষ-লোচনে কৈবল্যপদরূপ পরমাত্মার দিকে চাহিয়া থাকে। সেই অবস্থার চিত্তকে কৈবল্যভোগী বলা হয়। শ্রীগীতোপনিষদে—

আরুরুক্ষো র্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণ মুচ্যতে॥

কৈবল্য ভূমির দিকে অগ্রগামী কৈবল্য লক্ষ্যযুক্ত যোগিগণের পক্ষে কর্ম্মই কারণ। এবং যোগারূঢ় অর্থাৎ পরাসিদ্ধি প্রাপ্ত যোগিরাজের পক্ষে সমাধিই কারণ। সমাধির এই উন্নতদশায় ত্রিবিধ অবস্থা হইয়া থাকে। যথা মহর্ষি অঙ্গিরা—

তদেবেদম্।
ইদন্তৎ।
তদেবাহম্।

প্রথম অবস্থাতে জগতই ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অবস্থাতে ব্রহ্মই জগৎ। এবং তৃতীয় অবস্থাতে আমিই সচ্চিদেকং ব্রহ্ম অর্থাৎ আমিই পুরুষ এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে॥ ২৬॥

এই অবস্থাতে অন্যরূপ দশাও হইয়া থাকে—

এই সমাধি অবস্থাতে যোগী পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ কখন কখন মিথ্যাজ্ঞান ও লাভ করিয়া থাকেন॥ ২৭॥

এই সমাধি অর্থাৎ কৈবল্যপদের প্রথমাবস্থাতে যদিও যোগী জ্ঞানরাজ্যের সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়া যান, তাহা হইলেও এই সমাধি অবস্থাতে অন্তঃকরণস্থিত

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ॥ ২৭॥

সংস্কারসমূহের প্রভাবে ভগবৎ ভাবনা অর্থাৎ কৈবল্যানুভবের অতিরিক্ত অন্তবিধ ব্যুত্থিসম্বন্ধীয় মিথ্যাজ্ঞানও তাঁহার মধ্যে প্রকটিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত যোগ সমাধির বিঘ্নস্বরূপ হইলেও যোগিগণের বিশেষ কোন হানি হয় না, এই সমস্ত সংস্কার দগ্ধবীজের স্তায় নিস্তেজ হইয়া যাওয়ায় কার্য্যকারী হইতে পারে না। সমাধিস্থিত পুরুষের মধ্যে নানাবিধ পূর্ব্বসংস্কার হইতে যে ক্ষণিক মিথ্যাজ্ঞানের উদয় হয়, সে অবস্থাতে বহির্লক্ষণে যোগী বদ্ধজীবের স্তায়ই প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। কিন্তু পক্ষী-পালকগণের হস্তস্থিত সূত্রে আবদ্ধপক্ষী আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইলেও যেমন পুনরায় সেই হস্তের উপরে আসিয়াই বিশ্রাম করে, তদ্রূপ সমাধি সিদ্ধ যোগির অন্তঃকরণে পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ বিষয় প্রবৃত্তি জাগ্রত থাকিলেও দ্বিতীয় ক্ষণেই উহার বিষয়মুখিনী গতি বিনষ্ট হইয়া যায়। এস্থলে যদি এরূপপ্রশ্ন উত্থিত হয় যে, উহার হানের উপায় করিবার প্রয়োজন আছে কিনা? ইহার উত্তর পরসূত্রে প্রদান করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

এই অবস্থার নাশ কিরূপে হইতে পারে।

ক্লেশের স্থায়ই ইহাদের নাশ হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

প্রথমপাদে যেরূপ অবিদ্যাদি ক্লেশনাশের উপায় বর্ণন করা হইয়াছে, তদ্রূপ বিষয়াকার বৃত্তির অবস্থার নাশে ও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। বীজ বিনষ্ট হইলে ক্লেশ যেমন পুনরায় উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিতে সংস্কাররূপ বীজ সমূহ দগ্ধ হইয়া গেলে, উক্ত দগ্ধ সংস্কার সমাধিস্থিত যোগীর অন্তঃকরণে পুনরায় নবীন সংস্কার উৎপন্ন করিতে পারে না। নির্ব্বিকল্প সমাধিভূমিতে আরূঢ় আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত যোগীরাজের অন্তঃকরণে সম্পূর্ণভাবে বিদ্যার বিকাশ বিদ্যমান। সেইজন্য পূর্ব্ব সংস্কারের প্রভাবে যদিও সময়ে সময়ে তাঁহার মধ্যে বিষয়াকার বৃত্তির উদয় হয়, তাহা হইলেও বিদ্যার নিত্য স্থিতি নিবন্ধন দ্বিতীয় ক্ষণে আপনা আপনি উক্ত বিষয়াকার বৃত্তির নাশ হইয়া যায়। এই হেতু উহা হইতে কোনরূপ ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না ॥ ২৮ ॥

তদনন্তর সমাধির উদয় হইয়া থাকে।

প্রসংখ্যান অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানেও অকুসীদ অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত যোগীর চিত্তে সর্ব্ববিধভাবে বিবেকখ্যাতির প্রকাশ থাকিলেও তাঁহাদের

হানমেষ ক্লেশবদুক্তম্ ॥ ২৮ ॥

উপরে যাহাতে অপবর্গ সাধক অশুক্ল ও অকৃষ্ণরূপ ধর্ম্মের বর্ষা হয় সেইরূপ ধর্ম্মমেঘ তাঁহারা লাভ করিয়া থাকেন॥ ২৯॥

এইরূপে পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে যোগী যখন বিবেকের পূর্ণতা লাভ করেন, এবং পরবৈরাগ্যবশতঃ উক্ত পূর্ণজ্ঞানের অবস্থাতেও অকুসীদ অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত হইয়া থাকিতে পারেন, তখনই পূর্ব্বকথিত সংস্কারমিশ্রিত অবস্থা পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইতে থাকে, এবং সেই সময়েই যোগী নিশ্চল অদ্বিতীয় ভাব ধারণ করিয়া জ্ঞানস্বরূপে স্থিত হইয়া যান। মহর্ষি সূত্রকার এই অবস্থাকেই ধর্ম্মমেঘ নামে অভিহিত করিয়াছেন। মেঘ হইতে যেরূপ জল বর্ষিত হয় তদ্রূপ উক্ত সমাধি হইতেও ক্লেশকর্ম্মাদি-ক্ষয়কারী অবিদ্যানাশক ও অপবর্গ সাধক ধর্ম্মবর্ষিত হয়। এই কারণ এই সমাধিকে ধর্ম্মমেঘ সমাধি বলা হইয়াছে। এইরূপ উন্নত অধিকারিগণের লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে—

তদন্তিকে তদা সর্ব্বে ধর্ম্মমার্গা ভজন্ত্যহো।
বাৎসল্যং হি যথা পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ সন্নিধৌ পিতুঃ॥
মমৈব জ্ঞানিনো ভক্তা ধর্ম্মং সাধারণং কিল।
অধিকর্ত্তুং ক্ষমন্তে বৈ পূর্ণতো নাত্র সংশয়ঃ॥
মদ্ভক্তা জ্ঞানিনো বিজ্ঞাঃ ধর্ম্মজ্ঞানাব্ধিপারগাঃ।
সার্দ্ধং কেনাপি ধর্ম্মেন বিরোধং নৈব কুর্ব্বতে॥
সাধারণে বিশেষে চ ধর্ম্মেঽহ সাধারণে তথা।
সম্প্রদায়েষু সর্ব্বেষু ভক্তা জ্ঞানিন এব মে॥
মমৈবেচ্ছাস্বরূপিণ্যা ধর্ম্মশক্তেঃ স্বধাভুজঃ।
সর্ব্বব্যাপকমদ্বৈতরূপং নন্বীক্ষিতুং ক্ষমাঃ॥
সংসারেঽত্রাভিধীয়ন্তে শ্রীজগদ্গুরবো ধ্রুবম।

পুত্র পৌত্রগণ পিতার নিকটে যেরূপ বাৎসল্য লাভ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত ধর্ম্মমার্গই বাৎসল্যভাব লাভ করিয়া থাকেন। আমার জ্ঞানী ভক্তগণই সুনিশ্চিতভাবে সাধারণ ধর্ম্মের পূর্ণাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই। হে বিজ্ঞগণ! আমার ধর্ম্মজ্ঞানরূপ

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ॥ ২৯॥

সমুদ্রের পরগামী জ্ঞানীভক্তগণ কোন ধর্ম্মের সহিতই বিরোধ করেন না। হে পিতৃগণ! আমার জ্ঞানীভক্তই বিশেষধর্ম্ম; সাধারণধর্ম্ম, অসাধারণধর্ম্ম ও সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে আমারই ইচ্ছা স্বরূপিণী ধর্ম্মশক্তির এক সর্ব্বব্যাপক অদ্বৈতরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া এই সংসারে জগদ্‌গুরু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই সমাধি, পূর্ণজ্ঞান এবং সার্ব্বভৌমরূপ পূর্ণধর্ম্মের হেতু, এই ভূমিই কৈবল্য পদের দ্বার স্বরূপ ও এই অবস্থাই পরাবৈরাগ্যের ফল। এই অবস্থাতে আর কোনরূপ যোগবিঘ্ন অবশিষ্ট থাকে না, ও এই ভূমির পরেই কৈবল্য ভূমি॥ ২৯॥

তাহার পরে কি হইয়া থাকে।

তৎপরে ক্লেশ ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া যায়॥ ৩০॥

মহর্ষি সূত্রকার সম্প্রতি এই সূত্রে পূর্ব্বকথিত ধর্ম্মমেঘ সমাধি হইতে যাহা ফলোদয় হইয়া থাকে সবিস্তৃত ভাবে তাহা বর্ণন করিতেছেন। এই ধর্ম্মমেঘ সমাধি লাভ করিতে পারিলে পূর্ব্বকথিত জীবগণের সমস্ত ক্লেশ এবং সমস্তকর্ম্ম-স্বাভাবিকরূপেই বিনষ্ট হইয়া যায়। কর্ম্মক্লেশ বিনষ্ট হইয়া গেলে যোগী জীব-মুক্ত হইয়া যান। ক্লেশ ও কর্ম্মের সবিস্তৃত বর্ণন পূর্ব্বেই করা হইয়াছে, এইজন্য এস্থলে তাহার পুনরুক্তি করা হইল না। এই জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করিয়া যোগিগণ পূর্ণরূপে মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান। সে অবস্থাতে তিনি সমস্ত করিয়া থাকেন, অথচ কিছুই করেন না॥ ৩০॥

তৎপরে কি হইয়া থাকে?—

আবরণরূপ মলসমূহ বিদূরিত হইয়া গেলে আনন্ত্যপ্রাপ্ত তাঁহার অন্তঃকরণে জানিবার যোগ্য বিষয় স্বল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ কিছুই থাকে না॥ ৩১॥

সমাধিস্থ যোগিগণের যখন সমস্ত আবরণ অর্থাৎ মল বিদূরিত হইয়া যায়, তখন তাঁহার অন্তঃকরণ অনন্ত জ্ঞানে পূর্ণ হইয়া যায়। রজ এবং তমোগুণ যখন পূর্ণরূপ শুদ্ধ সত্ত্বগুণে বিলীন হইয়া যায়, তখন তাঁহার অন্তঃকরণে জ্ঞানবিঘ্নকারক আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ইহাই জ্ঞানের অনন্ত এবং পূর্ণাবস্থা। এই অবস্থাতে জানিবার যোগ্য কোন

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ॥ ৩০॥

তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্‌ জ্ঞেয়মল্পম্॥ ৩১॥

বিষয়ই যোগির অবশিষ্ট থাকে না। জ্ঞানের পূর্ণতাবশতঃ জানিবার বাসনা বিলীন হইয়া যায়। ইহাই যোগির সর্ব্বজ্ঞাবস্থা। যোগী সে সময়ে যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সেই দিকেই সমস্ত কিছু দেখিতে পান। পূর্ব্বে এই সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে বর্ণন করা হইয়াছে। সেই কারণ এস্থলে তাহার পুনরুক্তি করা হইল না, কেবল কৈবল্যপাদ বর্ণন করিতে যাহা প্রয়োজন ইঙ্গিতে তাহাই মাত্র প্রদর্শন করা হইল ॥ ৩১ ॥

তৎপরে কি হইয়া থাকে।—

তখন কৃতার্থ গুণসমূহের পরিণামক্রমও সমাপ্ত হইয়া যায় ॥ ৩২ ॥

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত পূর্ণজ্ঞানেরযখন উদয় হয়, তখন প্রকৃতির সত্ব, রজ এবং তমোগুণের ক্রমও সমাপ্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ বন্ধনাবস্থাতে যেরূপ সত্ব, রজ এবং তমোগুণ ভোগাদি প্রয়োজন উৎপাদন করিয়া পরিণামবশতঃ অনুলোম বিলোম ভাবের দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিত, এই মোক্ষাবস্থাতে সেরূপ হইবে না, একতত্ত্বের পূর্ণভাবে উদয় হইলে যোগিরাজের বুদ্ধিতত্ত্ব মল রহিত হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানপূর্ণ হয়, সেই সময়ে তিনি শিবসাজুয্য লাভ করিয়া প্রকৃতির দ্রষ্টা হইতে সমর্থ হ'ন। সে সময়ে প্রকৃতির তিনগুণ তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে অসমর্থ হয়। প্রত্যেক গুণের উৎপত্তি ও বিলয় এবং উহার ক্রম যখন যোগিরাজের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়না, তখন উক্ত গুণসমূহ উক্ত মহাপুরুষকে আবদ্ধও করিতে পারে না। অর্থাৎ এই ত্রিবিধ গুণের শক্তির হীনতা ও ক্রমের লয় হইয়া যায়, এবং পুরুষ ত্রিগুণমুক্ত হইয়া যান। পুরুষের এই অবস্থাকে প্রকৃতি-বিমুক্ত অবস্থা বলে ॥ ৩২ ॥

এই ক্রমবস্তু কি?

কালের সূক্ষ্মভাগের দ্বারা নিরূপণ-যোগ্য এবং পরিণামের অবসান হইতে যাহা বোধগম্য হয় তাহাকে ক্রম বলা হয় ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বকথিত সূত্রার্থ সরল ও সুস্পষ্ট করিবার জন্য মহর্ষি সূত্রকার ক্রমের লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন। অত্যন্ত সূক্ষ্মকালকে ক্ষণ বলা হয়, উক্ত ক্ষণের দ্বারা যাহা অনুমিত হয়, অর্থাৎ একের পরে অপরক্ষণ গ্রহণ করাকে ক্ষণের ক্রম

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রম সমাপ্তি গুর্ণানাম্ ॥ ৩২ ॥

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥

বলে। এস্থলে কয়েক প্রকার শঙ্কার উদয় হইতে পারে তাহার সমাধান করা হইতেছে। বর্ত্তমান ক্ষণের পরে যে কালের পরিণাম হয় তাহার পূর্ব্বাপর গতিকে ক্রম বলে। ইহাতে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে যেমন বস্ত্রের পুরাতনত্ব বস্ত্রের নাশরূপ পরিণামে অবগত হইতে পারা যায় না, ক্রমের লক্ষণ ও তদ্রূপ যুক্তিবিরুদ্ধ হইতে পারে। ইহার উত্তরে এরূপ বলা যাইতে পারে যে অনিত্য পদার্থের ক্রমে যেরূপ বিরুদ্ধভাব পরিলক্ষিত হয়, নিত্য পদার্থের ক্রমে সেরূপ হয় না। কেননা নিত্যত্ব প্রযুক্ত নিত্য পদার্থের ক্রম ঠিক ঠিক ভাবে অবগত হইতে পারা যায়। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে বস্ত্রাদি নাশবান্ পদার্থ বিনষ্ট হইলে উহা মৃত্তিকার স্বরূপ ধারণ করে, কিন্তু ত্রিগুণের পরিণাম এরূপ হয় না, ত্রিগুণ পরিণামে এক গুণ প্রধান ও অপর গুণ অপ্রধান থাকে এবং যথাক্রমে উত্থিত ও দমিত হইয়া থাকে। এখন এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে নিত্যপদার্থের যে ক্রম তাহা কিরূপে নিত্য হইতে পারে? ইহার সমাধান এই যে, নিত্যতা দুই প্রকারের হইয়া থাকে, এক কূটস্থ নিত্যতা দ্বিতীয় পরিণাম নিত্যতা, কূটস্থ নিত্যতা পুরুষের এবং পরিণাম নিত্যতা গুণ সমূহের। পুরুষের নিত্যতা বিষয়ে কোনরূপ বিচারের প্রয়োজনই হয় না কিন্তু গুণসমূহের নিত্যতা সম্বন্ধে এতটুকু বিচার করা আবশ্যক যে যখন পরিণামের দ্বারা তত্ত্বসমূহ বিনষ্ট হয় না, তখন উহাদিগকে নিত্যই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যে কার্য্য বা কারণ রূপ তত্ত্বের নাশ হয় না, তাহাই নিত্য। যাহা পরিণামশীল বস্তু তাহা কিরূপে নিত্য হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে নিত্যতা গুণ সমূহে বর্ত্তমান থাকে এবং বুদ্ধি প্রভৃতিতে শেষ অবস্থাতে বোধগম্য ক্রম বর্ত্তমান থাকে। প্রকৃতি নিত্য, কেবল সাম্যাবস্থাতে ত্রিবিধ গুণ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে এবং প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থাতে বিবিধগুণ পৃথক পৃথক ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুনর্ব্বার ইহাও বিবেচ্য যে, অগ্নিতে দাহিকা শক্তির ন্যায় প্রকৃতির মধ্যে গুণ সমূহের স্থিতি ও অবশ্যম্ভাবী। কেবল ত্রিবিধ গুণের মধ্যে এক গুণ প্রধান হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে বুদ্ধি তাহাই গ্রহণ করে, কিন্তু নিত্য গুণ সমূহের যে ক্রম বর্ত্তমান থাকে তাহার অবসান হইয়া যায়। গুণ সমূহ নিত্য বলিয়া উহার পরিণামকেও নিত্য বলা যাইতে পারে। কূটস্থ অর্থাৎ নিত্য পদার্থে যে ক্রম বর্ত্তমান থাকে উক্ত ক্রমের নিত্যতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ হইতেই পারে না। এখন এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, সংসারের

স্থিতি ও লয় কালে গুণসমূহে যে ক্রম বর্ত্তমান থাকে তাহার লয় হয় কিনা। এরূপ প্রশ্ন এক দেশীয়, এইজন্য ইহার উত্তরও এক দেশীয় হইবে, গুণের ক্রমানুসারে যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, সৃষ্টির পরে স্থিতি, স্থিতির পরে লয়, এবং লয়ের পরে পুনরায় সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে ও হইতে থাকিবে। এস্থলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, যাঁহার বিষয়-সম্বন্ধিনী তৃষ্ণা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে সেরূপ জ্ঞানবান যোগী পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন না, তাঁহার বিভাগীয় ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ক্রমের সহিত বিলীন হইয়া যাইবে। এই সমস্ত বিচারের দ্বারা যদিও বহুবিধ শঙ্কা নিরসন করা হইল, তথাপি এরূপ মহতী শঙ্কার উদয় হইতে পারে যে, যদি কূটস্থের নিত্যতা ও পরিণামের নিত্যতা উভয়ই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এই সংসারকে অনন্ত অথবা সান্ত বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির খেলা এই সৃষ্টিক্রিয়া নাশবান বা নিত্য? যদিও এই শঙ্কা অতীব গহন ও জটিল, জিজ্ঞাসুগণের মধ্যে প্রায়ই এরূপ শঙ্কার উদয় হইয়া থাকে, এবং এই শঙ্কা হইতেই নানাবিধ সাম্প্রদায়িক বিরোধ উৎপন্ন হওয়া থাকে মনুষ্যগণের বুদ্ধি বিচলিত হইয়া যায়, তথাপি ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই, জীবের হিতসাধনের জন্য তাঁহারা সমস্তই বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, যে কিছু ভ্রান্তি, বোধবৈক্লব্য বা বৃথা শঙ্কার উদয় হইয়া থাকে সমস্তই জীবগণের অজ্ঞানতাবশতঃ এবং অবিশ্বাসী অধিকারিগণের অবহিতচিত্তে শাস্ত্রবিচার না করার ফল প্রসূত। যদিও পূর্ব্বে এইরূপ প্রশ্ন কিছু কিছু উত্থাপিত হইয়াছে, তথাপি শঙ্কা সমাধানের জন্য এরূপ বলা যাইতে পারে যে কৈবল্যপদ-ভোগী মুক্ত যোগির পক্ষে সংসারের পরিসমাপ্তি হইয়া যায়, কিন্তু সাধারণ জীবের পক্ষে উহার নিত্যতাই বর্ত্তমান থাকে, পুরুষার্থ প্রভাবে জীব যখন অবিদ্যা-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়, তখন তদীয় অংশের প্রকৃতি শান্ত হইয়া মহা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, ইহাই প্রকৃতির অন্ত এবং সংসারের নাশ হওয়া। এক যোগীর প্রকৃতি বিলীন হইয়া গেলেও অনন্ত স্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবের প্রকৃতি যেরূপ অনন্ত সেইরূপ অনন্তই থাকে। ইহাই প্রকৃতির অনন্তত্ব ও মহামায়ারূপিণী মহাশক্তির নিত্যত্ব। এই জন্য মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন যে—

"অনাদ্যনন্তাধ্যাত্মিকী সৃষ্টিঃ"

"প্রকৃতেশ্চ তথাত্বম্"

"আধিদৈবিকাধিভৌতিকসৃষ্টিঃ সাদিসান্তা"
"ততো ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডে নশ্বরে"

ব্রহ্মের প্রকৃতি অনাদি ও অনন্ত, সেইজন্য সৃষ্টি ক্রিয়াময় অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড-লীলা ও অনাদি ও অনন্ত, এবং পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডাত্মক ব্যষ্টি সৃষ্টি সাদিও সান্ত। এই কারণ প্রত্যেক পিণ্ড ও প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেরই আদি ও অন্ত রহিয়াছে সুতরাং সংসারকে সান্ত ও অনন্ত উভয়ই বলা যাইতে পারে। এই বিচারের দ্বারা সৃষ্টির নিত্যতা ও অনিত্যতা উভয়ই স্পষ্টরূপে সিদ্ধ করা হইল। অথবা এরূপও বলা যাইতে পারে যে, এই বিচারের দ্বারা সংসারকে সান্তও বলা যাইতে পারে না, অনন্তও বলা যাইতে পারে না, এবং সৃষ্টির ও আদিত্ব বা অনাদিত্ব অবগত হওয়া কঠিন। ক্ষণের ক্রম সম্বন্ধে বিচার করিলে পূর্ব্বাপরক্ষণ অনু-সন্ধান করিতে করিতে সর্ব্ব প্রথমে এক আদিক্ষণের প্রয়োজন হয়, যদিও পূর্ব্বে ইহার বিচার বিশেষরূপে করা হইয়াছে, তথাপি মূল সন্দেহ নিবারণের জন্য এস্থলেও বলা হইতেছে। বিচার করিলে সৃষ্টি যে অনাদি ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, যেহেতু সৃষ্টির কারণ প্রকৃতি অনাদি। কিন্তু নিগূঢ় বিজ্ঞান অবগত হইবার জন্য ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি, উহারই সহিত সৃষ্টির আদিত্ব স্বীকার করিতে হয়, যেস্থলে আমাকে যাইতে হইবে, সেস্থল হইতে আপনার নিকট পর্য্যন্ত পথ যদি যথার্থরূপে অনুভব না হয়, তাহা হইলে কদাপি গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইতে পারা যায় না। এইরূপ বেদোক্ত বিচার সম্বন্ধে গবেষণা করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, মত বিরোধ কোথাও নাই, লক্ষ্যশূন্যবাক্য কোন শাস্ত্রেই পরিদৃষ্ট হয় না। বৈষম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিবিধ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতিতে তিন গুণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য ইহা বিজ্ঞানসিদ্ধ যে সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতির অবস্থাতে গুণ-পরিণাম-ক্রমের অস্তিত্ব থাকে না। মুক্তাত্মা পুরুষের প্রকৃতি যখন সাম্যাবস্থা লাভ করে, সে অবস্থাতে তাঁহার মধ্যে গুণ-পরিণাম-ক্রমের সম্ভাবনাই থাকে না। উক্ত সাম্যা-বস্থা প্রকৃতি লাভ করিয়া প্রকৃতিস্থ যোগীরাজ স্বরূপোপলব্ধির দ্বারা জীবগণের পরমারাধ্য যে অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন, পরের সূত্রে তাহাই বর্ণিত হইতেছে ॥ ৩৩ ॥

এখন চরমফল কৈবল্যের স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে—

পুরুষার্থ রহিত গুণ সমূহের প্রতিলোম পরিণামের দ্বারা যে লয়, অথবা পুরুষের যে স্বরূপাবস্থিতি, উহাকে কৈবল্য বলে ॥ ৩৪ ॥

মোক্ষ এবং কৈবল্য একই পর্য্যায়বাচক শব্দ। জীব যে সমস্ত গুণের ফল-ভোগ করিয়া থাকে, উক্ত সৃষ্টিকারক গুণসমূহকে প্রতিলোমের দ্বারা বিলীন করিয়া তাহা হইতে উপরত হওয়াকে মোক্ষ বলে। এই সূত্র কথিত স্বরূপ প্রতিষ্ঠার অর্থ এই যে, বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ রহিত কেবল মাত্রপুরুষের যে সত্তা উহাই পুরুষের স্বতন্ত্রতা এবং উহাই পুরুষের নিজরূপে অবস্থানরূপ কৈবল্য। পূর্ব্বসূত্র-কথিত অবস্থাসমূহে প্রবেশ করিয়া যোগী অবশেষে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধির পূর্ণাবস্থাতে উপস্থিত হইয়া থাকেন, এই অবস্থাকেই মোক্ষাবস্থা বলা হয় এবং ইহাই কৈবল্যপদ। একতত্ত্বের সাহায্যে যোগিরাজ ক্রমশঃ আপনার দিকে অন্তঃকরণকে অগ্রসর করাইয়া, স্বীয় বৈষম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতিকে যেরূপ সাম্যাবস্থাতে পরিণত করিয়া ল'ন, তদ্রূপই তৎক্ষণাৎ স্বরূপের প্রতিষ্ঠার দ্বারা তিনি কৈবল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। সমাধি ভূমিতে কিরূপে একতত্ত্বের বৃদ্ধি করা হয়, সুন্দররূপে ইহার বর্ণন করিয়া তৎপরে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠার জন্য যেরূপ বিচারের প্রয়োজন তাহার সিদ্ধান্তসমূহ নিশ্চয় করতঃ সম্প্রতি এই সূত্রে কৈবল্যপদের যথার্থ স্বরূপ বর্ণন করা হইতেছে। পুরুষার্থশূন্য গুণসমূহের যে বিলয় তাহাকেই কৈবল্য বলে। এই বিজ্ঞান অবগত হইবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে ইহাই বিচারণীয় যে, পুরুষার্থযুক্ত গুণসমূহের স্থিতি কিরূপে হইতে পারে? যতদিন পর্য্যন্ত জীব-সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ হইতে ব্যষ্টিরূপে স্বীয় স্বতন্ত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অদ্বিতীয় পূর্ণচেতনময়-ব্রহ্মাণ্ড হইতে আপনাকে পৃথক বিবেচনা করতঃ পৃথক্ এক জীবকেন্দ্র স্থাপন করিয়া লয়, এবং যতদিন পর্য্যন্ত উক্ত কেন্দ্র স্থায়ীরূপে বর্ত্তমান থাকে, পুরুষার্থের স্থিতিও ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে, নির্লিপ্ত দ্রষ্টারূপী পরমপুরুষে পুরুষার্থের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞান জনিত-জৈব ভাবের স্থিতি ততদিন পর্য্যন্তই পুরুষার্থের স্বতন্ত্রতা। অন্তঃকরণবৃত্তি সমূহের চাঞ্চল্যের দ্বারা

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥ ৩৪ ॥

নিবেদন পত্র।

ধর্ম্মপ্রেমী সজ্জন মাত্রই অবগত আছেন যে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সঞ্চালক কর্ত্তৃপক্ষগণ বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার কল্পে কলিকাতা নগরীতে শ্রীবঙ্গধর্ম্ম-মণ্ডল নামক শাখা-সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহুকাল হইতে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জনসাধারণের সেবা করিয়া আসিতেছেন। স্থানে স্থানে বক্তৃতা প্রদান, সহজ সরল ভাষায় ধার্ম্মিক পুস্তক প্রণয়ন ও ধর্ম্মপ্রচারক নামক মাসিক পত্রিকার সঞ্চালন করিয়া এই ঘোর বিপ্লবের সময়েও হিন্দু সনাতন ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা অক্ষুণ্ণ ভাবে উড্ডীয়মান রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। কলিকাতা নগরীতে বঙ্গমণ্ডলের নিজের প্রেস না থাকায় নিয়মিত ভাবে শাস্ত্র প্রচারের অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। সম্প্রতি ৺কাশীধামস্থ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের নিজের প্রেস স্থাপিত হওয়ায়, শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের শাস্ত্র প্রকাশের কার্য্যালয় ৺কাশী প্রধান কার্য্যালয়ে আনা হইয়াছে।

শ্রীমহামণ্ডলের মন্ত্রীসভা শ্রীবঙ্গমণ্ডলের সঞ্চালকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে "ধর্ম্ম-প্রচারক" আর মাসিকপত্র রূপে বাহির হইবে না এবার হইতে উহা "ধর্ম্মপ্রচারক-গ্রন্থমালা" রূপে প্রকাশিত হইবে। শ্রীমহামণ্ডলের অনুসন্ধান বিভাগ হইতে বহু অপ্রকাশিত এবং এযাবৎ লুপ্ত এরূপ সংস্কৃত গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে যাহা ভারতে কুত্রাপি এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। উহা ব্যতীত হিন্দুধর্ম্ম এবং বৈদিক দর্শনাদি সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গ্রন্থ সংস্কৃত এবং হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। ঐ সকল অপূর্ব্ব গ্রন্থরত্নের বাঙ্গলা সংস্করণ এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী ও বিদ্বদ্বর্গ কর্ত্তৃক সুলিখিত বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থরত্ন এই ধর্ম্ম-প্রচারক গ্রন্থ-মালাতে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টি এবং বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের যথার্থ সেবা করিতে সমর্থ হইবে। ধর্ম্ম-প্রচারক গ্রন্থমালার মূল্য অগ্রিম দেয়। সাধারণের পক্ষে ডাকমাশুল ব্যতীত বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা। আশ্বিন মাস হইতে বৎসর আরম্ভ।

দেশের হিতচিন্তক ধর্ম্মপ্রেমী মাত্রেই অবগত হইতে পারিয়াছেন যে বর্ত্তমান সময়ে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের কিরূপ সঙ্কট সময় উপস্থিত হইয়াছে। কিরূপে এই করাল কবল হইতে বিনষ্ট-প্রায় সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইতে পারে তাহা একটি অতি জটিলতর সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। আশা করি, সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী সজ্জন মাত্রেই এই সুমহৎ ধর্ম্ম কার্য্যে, স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে কায়িক, বাচিক ও আর্থিক সাহায্য করিয়া সনাতন ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী-পতাকা চির স্থির রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন এবং আমাদের এই প্রবলতম উদ্যমের সহকারী হইয়া চিরকৃতার্থ করিবেন। নিজে ইহার সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়া নিজ নিজ বন্ধু বান্ধবগণকেও এবিষয়ে উৎসাহিত করিল ঐহিক পারলৌকিক জীবন আনন্দময় হইবে এবং আমরাও চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইব।

বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত অমূল্য পুস্তকরত্ন প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডল-শাস্ত্রপ্রকাশ-গ্রন্থমালা।

১। মন্ত্রযোগ-সংহিতা। (সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ সহ) এই পুস্তকে মন্ত্রযোগ-লক্ষণ, মন্ত্রযোগ-বিজ্ঞান, দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা, গুরু-লক্ষণ, দীক্ষা-বিবরণ, দীক্ষোপযোগী কাল ও দেশ, মন্ত্র-নির্ণয়, উপাস্যনির্ণয়, আসন-বর্ণন সপ্ত অধিকার, মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার, মাতৃকাযন্ত্র, মুদ্রা বর্ণন, জপ বর্ণন, ক্রম-সিদ্ধির উপায়, মালাবিচার, ধ্যান, সমাধি, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি সাধনার অতি গুহ্য রহস্য-পূর্ণ আশীটী বিষয় বর্ণিত হইয়াছে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রেরই ইহার একখানি পুস্তক সাধনার সহায়ক রূপে সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য। মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

২। জাতীয় মহাযজ্ঞসাধন। ইহাতে চির-গৌরবান্বিত আর্য্যজাতির এই অভাবনীয় অবস্থা কিরূপে হইল, বর্ত্তমান সময়ে আর্য্যজাতির মধ্যে কি, কি, ব্যাধি প্রবিষ্ট হইয়াছে, কোন্ কোন্ ঔষধ প্রয়োগ ও সুপথ্য সেবন করিলে, তাঁহারা আবার প্রাচীন উজ্জ্বলময় অবস্থায় উন্নত হইতে পারিবেন ইত্যাদি বহুবিধ শিক্ষাপ্রদ ও দেশকালোপযোগী বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দেশ ও সমাজের উন্নতি-কামী ব্যক্তি মাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

৩। দৈবী মীমাংসা দর্শন। ইহা বৈদিক উপাসনাকাণ্ড সম্বন্ধীয় মীমাংসা দর্শন। ভক্তির সহজ, সরল ও সুন্দর সিদ্ধান্তসমূহ নিরপেক্ষ ভাবে বেদ, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিই এই শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও সমস্ত সম্প্রদায়ের সহিত একটী সুন্দর সামঞ্জস্য আছে, ইহাই ইহার বিশেষত্ব। সুতরাং জ্ঞান পিপাসু, ভক্তি পিপাসু প্রত্যেকেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহা খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছে প্রথম খণ্ডের মূল্য ॥০ আট আনা। দ্বিতীয় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

৪। গুরুগীতা। (সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ সহ) ইহাতে গুরু-শিষ্য-লক্ষণ, মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজযোগের লক্ষণ, গুরুমাহাত্ম্য, শিষ্যের কর্ত্তব্য, গুরুশব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও পরমতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণীত হয়াছে। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

৫। তত্ত্ববোধ। (সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ :সহ)। ইহাতে সংক্ষেপে বেদান্তের সারতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

৬। সাধন-সোপন। ইহাতে কোমলমতি বালকদিগকে সাধন রাজ্যে উন্নীত করিবার জন্য সাধকের কর্ত্তব্য, প্রাতঃকৃত্য, সাধনবিধি, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, গুরুপূজা, ইষ্টপূজা, আচমন, প্রাণশুদ্ধি, বৈদিককৃত্য আদি বিবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক বালকগণের পক্ষে ধর্ম্মশিক্ষকের কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

৭। সদাচার-সোপান। ইহাতে বালকগণ কিরূপ ভাবে সদাচার পালন করিতে সমর্থ হইবে, তাহা বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য /০ এক আনা মাত্র।

৮। কন্যা-শিক্ষা-সোপান। ইহাতে বালিকাগণের শিখিবার বিষয় সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। সেবাধর্ম্ম, আচার, শৌচ, ব্রতকথা আদি সংক্ষেপে অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য /০ এক আনা।

৯। শক্তিগীতা। (সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ সহিত) ইহা একখানি অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব, উপাসনাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ, অধ্যাত্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ বার আনা।

১০। শ্রীশম্ভুগীতা। (সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ সহিত) ইহাও একখানি, অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, জন্মান্তরতত্ত্ব, পিতৃলোকতত্ত্ব,

দেবতত্ত্ব, জীব সৃষ্টির রহস্য, নারীধর্ম্ম, পুরুষধর্ম্ম, পীঠতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দপ্রণীত গ্রন্থাবলী।

১। পুরাণ তত্ত্ব। ইহাতে পুরাণসম্বন্ধীয় বিবিধ বিরুদ্ধ মতবাদের বৈজ্ঞানিক রহস্যপূর্ণ অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য, রাসলীলা, কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের গভীরতত্ত্ব অতি সংক্ষেপে সরল ভাবে বিশদীকৃত করা হইয়াছে। পুরাণসম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে সমস্ত সন্দেহ উপস্থিত হয় স্বামীজী মহারাজ তাঁহার অপূর্ব্ব বর্ণনা শক্তির সাহায্যে উদার ও নিরপেক্ষ ভাবে সেই সমস্ত সন্দেহের নিরাকরণ করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস এই পুস্তক পাঠ করিলে প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের হৃদয়মন্দির পুরাণের অপূর্ব্ব পুণ্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। মূল্য ৸৵০ চৌদ্দ আনা মাত্র।

২। ধর্ম্ম। ইহাতে ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক নিগূঢ় তত্ত্ব, দানধর্ম্ম ও তপোধর্ম্মের সময়োচিত ব্যবস্থা, শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণানুসারে সনাতন ধর্ম্মের নিত্যতা, সত্যতা, সার্ব্বভৌমিকত্ব, নির্ব্বিবাদকতা প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় সমালোচিত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

৩। সাধন তত্ত্ব। ইহাতে মূর্ত্তিপূজার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, প্রতিমার অর্থ, মন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে সাধনার সহজ ও সুগম উপায়, দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। মূল্য ৸০ বার আনা।

৪। জন্মান্তর তত্ত্ব। মানুষ মরিয়া কি হয়। এই রহস্য-পূর্ণ কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়, শাস্ত্র, যুক্তি ও বিজ্ঞানানুসারে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

৫। আর্য্যজাতি। ইহাতে আর্য্যজাতির লক্ষণ, আদি নিবাস-স্থান নির্ণয়, হিন্দুশব্দের শ্রেষ্ঠত্ব, আর্য্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা, অনার্য্য হইতে বিশেষতা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সমালোচিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

৬। নারী-ধর্ম্ম। ইহাতে নারী-ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, পুরুষ ধর্ম্ম হইতে নারী-ধর্ম্মের বিশেষত্ব, পাতিব্রত্যের চতুর্ব্বিধ স্বরূপ, স্ত্রীশিক্ষা, বিবাহকাল-নিরূপণ, লজ্জাশীলতা ও অবগুণ্ঠন প্রথার সহিত পাতিব্রত্যের সম্বন্ধ এবং বিধবা বিবাহের অপকারিতা প্রভৃতি নারী-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

৭। সদাচার শিক্ষা। ইহা বালক বালিকাগণের পক্ষে অতি উপাদেয় পুস্তক। ইহাতে আচার, শয্যাত্যাগ, স্থূল প্রাতঃকৃত্য ও শৌচাদি, পূজ্যের পূজা, ভগবানের পূজা, ভাই ভগিনী, আহার, খাদ্যাখাদ্য, শয়ন ও নিদ্রা, ব্যায়াম, মহাপ্রকৃতির সহিত মিলন, দীর্ঘায়ু ও অল্পায়ু প্রাপ্তির কারণ ইত্যাদি বিবিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অনেক স্কুল কলেজে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৮। নীতি শিক্ষা। ইহাতে কিরূপ নৈতিক জীবনের উন্নতি হইতে পারে বিশদ ভাবে তাহা দেখান হইয়াছে। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

এতদ্ভিন্ন ভক্তি বিষয়ক, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, অবতার তত্ত্ব, পরলোক তত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, প্রেত তত্ত্ব, দর্শন সমীক্ষা, মুক্তি তত্ত্ব, মায়া তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়তত্ত্ব, ঋষিদেবপিতৃতত্ত্ব, জীবন্মুক্তিসমীক্ষা, সম্প্রদায় সমীক্ষা, সন্ধ্যা রহস্য, তীর্থ রহস্য, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, সমাজ ও নেতা প্রভৃতি বিবিধ সময়োপযোগী এবং সনাতন ধর্ম্মের পূর্ণ পরিপালনের জন্য যে সকল গ্রন্থ-পাঠের প্রয়োজন এই গ্রন্থমালাতে একাধারে সেই সমস্ত গ্রন্থই সংগ্রথিত হইবে। ইহার সভ্যগণ ক্রমশঃ তাহা পাঠ করিয়া আনন্দানুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীমহামণ্ডল এবং উহার মুখপত্র।

সমগ্র হিন্দুজাতির অদ্বিতীয় বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক সকল উন্নতির জন্য স্থাপিত হইয়াছে। ইহার প্রধান কার্য্যালয় কাশীধামে এবং প্রান্তীয় কার্য্যালয় ভারতের সকল প্রান্তে স্থাপিত আছে। ভারতবর্ষের সকল প্রান্তে

শত শত শাখা-সভা এবং সংযুক্ত পোষক সভা আছে। ইহার বহুপ্রকার কার্য্য বিভাগের মধ্যে কয়েকটী কার্য্য-বিভাগের নাম লেখা হইতেছে যথা—ধর্ম্মপ্রচার বিভাগ, ধর্ম্মালয় সংস্কার বিভাগ; বিদ্যাপ্রচার এবং হিন্দুধর্ম্ম-বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ, মানদান বিভাগ, শাস্ত্র-প্রকাশ বিভাগ, হিন্দুর স্বত্ব-রক্ষা বিভাগ, অনুসন্ধান বিভাগ ইত্যাদি।

কাশীস্থ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় হইতে হিন্দী ভাষায় নিগমাগম চন্দ্রিকা এবং ইংরাজী ভাষায় মহামণ্ডল ম্যাগাজিন নামক দুইখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মহামণ্ডলের অন্যান্য প্রান্তীয় মণ্ডল হইতে অন্যান্য ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেমন কলিকাতায় বঙ্গধর্ম্মমণ্ডল হইতে ধর্ম্ম-প্রচারক গ্রন্থমালা; ফীরোজপুর (পাঞ্জাব) মণ্ডল হইতে উর্দ্দূ ভাষায় মাসিক পত্র, মীরাট কার্য্যালয় হইতে হিন্দীভাষায় মুখপত্র এবং দাক্ষিণাত্য মণ্ডল হইতে দ্রাবিড় ভাষায় মুখপত্র ইত্যাদি। শ্রীমহামণ্ডলের সভ্যগণ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—স্বাধীন নরপতি এবং প্রধান প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যগণ সংরক্ষক হইয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জমিদারগণ, ব্যবসায়ীগণ ও সমাজিক নেতাগণ নিজ নিজ প্রান্তীয় জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়া প্রতিনিধি সভ্য হইয়া থাকেন। প্রত্যেক প্রান্তের অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রান্তীয় মণ্ডলের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া অধ্যাপকগণ ধর্ম্মব্যবস্থাপক সভ্য হইয়া থাকেন। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্ত হইতে পাঁচ প্রকারের সহায়ক সভ্য লওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যা বিষয়ে কার্য্য করিবার জন্য সহায়ক সভ্য, ধর্ম্মকার্য্য করিবার জন্য সহায়ক সভ্য, মহামণ্ডল, প্রান্তীয়মণ্ডল এবং শাখাসভা সমূহকে ধনদান করিবার জন্য সহায়ক সভ্য, বিদ্যাদান করিবার জন্য বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ সহায়ক সভ্য এবং এবং ধর্ম্ম-প্রচার করিবার জন্য সাধু সন্ন্যাসী সহায়ক সভ্য। এই পাঁচ শ্রেণীর সভ্যই সাধারণ সভ্যরূপে গণ্য হইয়া থাকেন। হিন্দুমাত্রেই এইরূপ সভ্য হইতে পারেন। হিন্দু মহিলাগণ কেবল প্রথম তিনশ্রেণীর সহায়ক সভ্যা এবং সাধরণ সভ্যা হইতে পারেন। উপরোক্ত সমস্ত প্রকারের সভ্য এবং মহামণ্ডলের প্রান্তীয় মণ্ডল' শাখাসভা এবং সংযুক্ত সভাকে শ্রীমহামণ্ডলের হিন্দী অথবা ইংরাজী ভাষায় মাসিক পত্র বিনামূল্যে প্রদত্ত হয়। নিয়মিতরূপে নিয়ত বার্ষিক ২৲ দুই টাকা আট আনা মাত্র চাঁদা প্রদান করিলে হিন্দু নর নারী সকলেই সাধারণ সভ্য

হইতে পারেন। সাধারণ সভ্যগণকে বিনামূল্যে মাসিকপত্র দেওয়ার অতিরিক্ত তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণকেও সমাজ-হিতকারী কোষ হইতে অর্থ সাহায্য করা হইয়া থাকে। পত্র ব্যবহারের ঠিকানা—

প্রধানাধ্যক্ষ,
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়,
জগৎগঞ্জ, বেনারস।

হিন্দুধার্ম্মিক বিশ্ববিদ্যালয়।

হিন্দুজাতির পুনরভ্যুদয় এবং হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা নিখিল ভারতে প্রচার করিবার জন্ত হিন্দুজাতির বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইহার প্রধানতঃ নিম্নলিখিত চারিটী কার্য্যবিভাগ আছে।

(১) শ্রীউপদেশক মহাবিদ্যালয় (Hindu College of Divinity) এই বিদ্যালয়ে যোগ্য ধর্ম্মশিক্ষক এবং ধর্ম্মসেবক প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ইংরেজী ভাষাতে বি, এ, পাস অথবা বি এর যোগ্যতাবিশিষ্ট কিম্বা সংস্কৃত ভাষাতে তীর্থ, শাস্ত্রী, আচার্য্য আদি পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষার্থী পণ্ডিতগণই ছাত্ররূপে এই মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবেন। ছাত্রবৃত্তি মাসিক ২৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়া থাকে।

(২) ধর্ম্মশিক্ষা বিভাগ। এই বিভাগের দ্বারা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে উপরোক্ত মহাবিদ্যালয় হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ মহাধ্যাপক উপাধি প্রাপ্ত এক একজন পণ্ডিত স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করিয়া স্কুল কলেজে এবং পাঠশালাদিতে হিন্দুধর্ম্মের ধার্ম্মিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। উক্ত পণ্ডিতগণ ঐ সমস্ত নগরে সনাতনধর্ম্মের প্রচারও করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবস্থা করা যাইতেছে যে যাহাতে মহামণ্ডলের দ্বারা প্রধান প্রধান নগরে এইরূপ ধর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং মহামণ্ডল হইতে ঐ সমস্ত স্থানে সহায়তাও প্রদান করা হয়।

(ক) দ্বিতীয় যাহারা এই মহাবিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম-সেবক উপাধি লাভ করিয়া ধর্ম্মসেবার আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন তাঁহারা ধর্ম্ম-সেবক রূপে অভিহিত হইয়া ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন এই সমস্ত বিষয় বিশেষ

জানিতে হইলে প্রধানাধ্যক্ষ উপদেশক মহাবিদ্যালয়, জগৎগঞ্জ, বেনারস। এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

(৩) আর্য্য-মহিলা মহাবিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় শ্রীআর্য্য-মহিলা-হিত-কারিণী মহাপরিষদের দ্বারা স্থাপিত হইলেও ইহা হিন্দুধার্ম্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত। সৎকুলোদ্ভব উচ্চবর্ণের বিধবাগণের পালন পোষণের জন্য এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিধবাকে মাসিক ১৫৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃত্তি প্রদান করিয়া ভর্ত্তি করা হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগকে যোগ্য শিক্ষা প্রদান করিয়া হিন্দুধর্ম্মের উপদেশিকা ও শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা হয়। তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এই বিষয়ে যদি কেহ কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে—

প্রধানাধ্যাপক

আর্য্য-মহিলা-বিদ্যালয়, মহামণ্ডলভবন, জগৎগঞ্জ, কাশীধাম

এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

(৪) সর্ব্বধর্ম্মসদন (Hall of All Religions) এই নামে ইউরোপের মহাযুদ্ধের শান্তির স্মারকরূপে একটী সভা স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই সভার একদিকে সনাতন ধর্ম্মেতর অন্যান্য প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপাসনা মন্দির থাকিবে এবং প্রত্যেক মন্দিরে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞ একজন বিদ্বান ব্যক্তি নিযুক্ত থাকিবেন। অপরদিকে সনাতন ধর্ম্মের পঞ্চোপাসনার পঞ্চ দেবস্থান এবং লীলাবিগ্রহ উপাসনাদির দেব মন্দির থাকিবে। একটী সুবৃহৎ পুস্তকালয় থাকিবে। তাহাতে পৃথিবীস্থ সমস্ত ধর্ম্মের ধর্ম্ম-গ্রন্থসমূহ রক্ষিত হইবে। এই সংস্থাসংশ্লিষ্ট একটী বক্তৃতাগৃহ বা শিক্ষালয় থাকিবে যাহাতে উক্ত বিভিন্ন ধর্ম্মের বিদ্বান্ এবং সনাতন-ধর্ম্মের বিদ্বান্‌গণ যথাক্রমে বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান এবং ধর্ম্ম-শিক্ষাকার্য্যের সহায়তা করিবেন। যদি পৃথিবীস্থ অন্য দেশ হইতে কোন বিদ্বান্ কাশীধামে আগমন করিয়া এই সর্ব্বধর্ম্ম-সদনে দার্শনিক শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাহারও ব্যবস্থা করা হইবে। এই বিভাগগুলি ব্যতীত বারাণসী বিদ্যাপরিষদ্ আছে যাহার বিবরণ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য। এই সমস্ত বিভাগ সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিতে হইবে—প্রধানাধ্যাপক, উপদেশক মহাবিদ্যালয়, মহামণ্ডলভবন, জগৎগঞ্জ, বেনারস।

(৫) শাস্ত্র-প্রকাশ বিভাগ। এই বিভাগের দ্বারা ধার্ম্মিক-শিক্ষা দিবার উপযোগী নানাবিধ ভাষায় রচিত পুস্তক সমূহ এবং সনাতনধর্ম্মের অন্যান্য উপযোগী মৌলিক গ্রন্থ সমূহ প্রকাশিত করা হইয়াছে এবং হইতেছে।

এই বিভাগ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীনে ধর্ম্মশিক্ষার উপযোগী পাঠ্য-গ্রন্থ নিম্ন শ্রেণী হইতে এম, এ, ক্লাশ পর্য্যন্ত গ্রন্থমালা Series রূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে। যে সকল স্কুল, কলেজ এবং পাঠশালার অধ্যক্ষগণ ঐ সমস্ত গ্রন্থ নিজ নিজ স্কুলে পড়াইতে চাহেন. তাঁহারা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যাবহার করিবেন, এবং ঐ সমস্ত পুস্তক আনাইয়া দেখিবেন।

ম্যানেজার নিগমাগম বুকডিপো,
ভারতধর্ম্ম সিণ্ডিকেট্ লিমিটেড
জগৎগঞ্জ, ষ্টেশন রোড. বেনারস সিটী।

শাস্ত্রীয় গ্রন্থ-প্রকাশক বিভাগ।

(বিরাট আয়োজন।)

উপদেশকগণের ধর্ম্মপ্রচারের দ্বারা যে ফল লাভ হইয়া থাকে. শাস্ত্র-প্রকাশের দ্বারা এতদপেক্ষা অধিক সুফল পাওয়া যাইতে পারে। বক্তা এক দুইবার যাহা বর্ণন করিবেন সে বিষয় মনন করিতে হইলে পুস্তকের সাহায্য ব্যতিরেকে হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন একজন বক্তা সর্ব্বপ্রকার অধিকারির পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না। পুস্তকের দ্বারা একার্য্য সহজে হইতে পারে। যাঁহার যেরূপ অধিকার তিনি সেইরূপ পুস্তক পড়িতে পারেন। শ্রীমহামণ্ডলও এইরূপ সকল প্রকারের অধিকারির যোগ্য পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন। সম্প্রতি মহামণ্ডল পুস্তক-প্রকাশ-বিভাগকে সমধিক উন্নত করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ব্যবস্থাপক শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজের সহায়তায় কাশীর সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বানগণের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রামাণিক, সুবোধ এবং সুদৃশ্যরূপে এই গ্রন্থমালা প্রকাশিত হইতেছে। এই বিভাগের দ্বারা বহু প্রাচীন এবং লুপ্ত সংহিতা গ্রন্থ, গীতাদি গ্রন্থ, দর্শন শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ যাহা সংস্কৃত ভাষায় ছিল, অথচ অপ্রকাশিত ছিল, ঐ সকল সংস্কৃত ভাষ্য, হিন্দী ভাষ্য এবং ইংরেজী ভাষানুবাদ সহিত প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে। ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার উপযোগী বহু পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। একটী গ্রন্থমালাও প্রকাশিত

হইতেছে। গ্রন্থমালায় যে সমস্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সূচীপত্র নিম্নে দেওয়া হইল। এই সমস্ত পুস্তকই হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে।

নাম	বিবরণ	মূল্য
মন্ত্রযোগ সংহিতা	(হিন্দী অনুবাদ সহিত)	১৲
ভক্তি দর্শন	(হিন্দী ভাষ্য সহিত)	১৲
যোগ দর্শন	(হিন্দী ভাষ্য সহিত)	২৲
নবীন দৃষ্টিমেঁ প্রবীণ ভারত	(হিন্দী)	১৲
প্রবীণ দৃষ্টিমেঁ নবীন ভারত	(ঐ)	২৲
দৈবীমীমাংসা দর্শন প্রথমভাগ	(হিন্দী ভাষ্য সহিত)	১৷৹
কল্কীপুরাণ	(হিন্দী অনুবাদ সহিত)	১৷৹
উপদেশ পারিজাত	(সংস্কৃত)	৷৹
গীতাবলী	(হিন্দী)	৷৹
ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডল-রহস্য	(হিন্দী)	১৲
সন্ন্যাস গীতা	(হিন্দী অনুবাদ সহিত)	৸৹
গুরুগীতা	(হিন্দী অনুবাদ সহিত)	।৹
ধর্ম্মকল্পদ্রুম প্রথম খণ্ড	(হিন্দী)	২৲
,, দ্বিতীয় খণ্ড	,,	১৷৹
,, তৃতীয় খণ্ড	,,	২৲
,, চতুর্থ খণ্ড	,,	২৲
,, পঞ্চম খণ্ড	,,	২৲
,, ষষ্ঠ খণ্ড	,,	১৷৹
শ্রীমদ্ভগবদগীতা প্রথম খণ্ড	(হিন্দী ভাষ্য সহিত)	১৲
সূর্য্যগীতা	(হিন্দী অনুবাদ সহিত)	৷৹
শম্ভুগীতা	(ঐ)	৷৹
শক্তিগীতা	(ঐ)	৸৹
ধীশগীতা	(হিন্দী অনুবাদ সহিত)	৷৹
বিষ্ণুগীতা	(ঐ)	৸৹
সদাচার সোপান	(হিন্দী)	⁄৹
কন্যাশিক্ষা সোপান	,,	⁄৹

নাম	বিবরণ	মূল্য
ধর্ম্ম সোপান	”	।০
ব্রহ্মচর্য্য সোপান	”	৶
রাজশিক্ষা সোপান	”	৶
সাধন সোপান	”	৴
শাস্ত্র সোপান	”	।০
ধর্ম্মপ্রচার সোপান	”	৶
তত্ত্ববোধ	(হিন্দী অনুবাদ সহিত)	৵
রামগীতা	(ঐ)	২॥০
হঠযোগ সংহিতা	(ঐ)	॥০
আচার চন্দ্রিকা	(হিন্দী)	॥০
ধর্ম্ম চন্দ্রিকা	(ঐ)	১৲
নীতি চন্দ্রিকা	”	॥০
সাধন চন্দ্রিকা	”	২৸০
নিত্যকর্ম্ম চন্দ্রিকা	”	।০
সতীচরিত্র চন্দ্রিকা	”	২৲
স্তোত্র কুসুমাঞ্জলি	(সংস্কৃত)	৸০

এই সমস্ত পুস্তক ব্যতীত যোগ দর্শন, সাংখ্য দর্শন, দৈবীমীমাংসা দর্শন প্রভৃতি সভাষ্য দর্শন শাস্ত্র, মন্ত্রযোগ সংহিতা, লয়যোগ সংহিতা, রাজযোগ সংহিতা, হরিহর ব্রহ্মসামরস্য, যোগ প্রবেশিকা, ধর্ম্ম সুধাকর, শ্রীমধুসূদন সংহিতা প্রভৃতি মৌলিক গ্রন্থ সমূহ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

ইংরেজী ভাষাতে ধর্ম্মগ্রন্থ।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের শাস্ত্র-প্রকাশ-বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত সংহিতা সমূহ ও গীতা সমূহ ক্রমশঃ ইংরেজী ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইবে সম্প্রতি ইংরেজী ভাষাতে একখানি অভিনব সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে ইংরেজীভাষাবিদ্ ব্যক্তি মাত্রেই সনাতন ধর্ম্মের মহত্ত্ব, ঈশ্বর সর্ব্বজীব হিতকারী স্বরূপ, সনাতন ধর্ম্মের নিখিল অঙ্গের রহস্য উপাসনাতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, কাল এবং সৃষ্টিতত্ত্ব, কর্ম্মতত্ত্ব, বর্ণাশ্রম, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ও

অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। এই পুস্তকের নাম ওয়ার্ল্ডস্ ইটার্ণাল রিলিজিয়ান (The World's Eternal Religion) ইহার মূল্য রাজ সংস্করণ ৫৲, সাধারণ সংস্করণ ৩৲। পুস্তকাদি সম্বন্ধে পত্র ব্যবহারের ঠিকানা—

ম্যানেজার, নিগমাগম বুকডিপো, ভারতধর্ম্ম সিণ্ডিকেট্‌ভবন

ষ্টেশন রোড্, বেনারস।

শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দান ভাণ্ডার।

৺কাশীধামে দীন দুঃখীগণের ক্লেশ নিবারণের জন্য শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল এই সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। এই সভার দ্বারা সুবিস্তৃত পদ্ধতিতে শাস্ত্রপ্রকাশের কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এই সভা হইতে সময়োপযোগী ধর্ম্ম-পুস্তকাদি যথাসম্ভব বিনামূল্যে বিতরণ করিবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মহামণ্ডল হইতে হিন্দীভাষায় প্রকাশিত তত্ত্ববোধ, সাধুওঁকা কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম অউর ধর্ম্মাঙ্গ, দানধর্ম্ম, নারীধর্ম্ম, মহামণ্ডলকী আবশ্যকতা প্রভৃতি অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ইংরাজী কয়েকখানি ছোট ছোট পুস্তক বিনামূল্যে যোগ্য পাত্রে বিতরণ করা হয়। শাস্ত্র প্রকাশ বিভাগের আয় এই দানভাণ্ডারে দীন দুঃখীদের দুঃখ-মোচনার্থে ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই সভাতে যদি কেহ কিছু দান করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া তিনি সমস্ত সংবাদ অবগত হইতে পারিবেন।

ঠিকানা—

সেক্রেটারী শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দান ভাণ্ডার,

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয়

জগৎগঞ্জ, বেনারস।

শ্রীআর্য্যমহিলাহিতকারিণী মহাপরিষৎ।

কার্য্যসম্পাদিকা—হার হাইনেস্ ধর্ম্মসাবিত্রী মহারাণী শিবকুমারী দেবী, নরসিংগঢ়।

ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত রাণী মহারাণী এবং বিদুষী ভদ্রমহিলাগণের দ্বারা শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের অধ্যক্ষতায় আর্য্যমাতাগণের উন্নতির সদিচ্ছায় এই মহাপরিষৎ কাশীধামে স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য নিম্নে লিখিত হইল—

(ক) আর্য্য-মহিলাগণের উন্নতির জন্য নিয়মিত কার্য্য ব্যবস্থা স্থাপন,

(খ) শ্রুতিস্মৃতি-প্রতিপাদিত পবিত্র নারী-ধর্ম্মের প্রচার, (গ) স্বধর্ম্মানুকূল স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার, (ঘ) পারস্পরিক প্রেম স্থাপন পূর্ব্বক হিন্দুসতীগণের মধ্যে একতা বৃদ্ধির প্রযত্ন, (ঙ) সামাজিক কুরীতির সংশোধন, (চ) মাতৃ-ভাষার উন্নতি সাধন এবং এই সমস্ত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য করা।

পরিষদের বিশেষ নিয়ম- ১ম—ইহার সকল শ্রেণীর সভ্যাই ইহার মুখ-পত্রিকা হিন্দী ত্রৈমাসিক "আর্য্য মহিলা" বিনামূল্যে পাইবেন। ২য়—স্ত্রীলোক-গণই ইহার সভ্যা হইতে পারিবেন। ৩য়—যদি পুরুষগণও পরিষদের কোনরূপ সহায়তা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা পৃষ্ঠপোষকরূপে গণ্য হইবেন এবং পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

প্রত্যেক হিন্দুমহিলাই বার্ষিক ৫৲পাঁচ টাকা (অসমর্থ পক্ষে ৩৲ তিন টাকা) চাঁদা দিয়া এই সভার সভ্যা হইতে পারিবেন, এবং তাঁহারা সভার মুখপত্রিকা "আর্য্য-মহিলা" বিনামূল্যে পাইবেন। পত্রিকা সম্বন্ধে এবং মহাপরিষদ্ সম্বন্ধে পত্রাদি ব্যবহারের ঠিকানা—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আর্য্য-মহিলা মহাপরিষৎ কার্য্যালয়,
শ্রীমহামণ্ডলভবন, জগৎগঞ্জ, বেনারস,

শ্রীভারতধর্ম্ম সিণ্ডিকেট লিমিটেড্।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সাহায্যে দশলক্ষ টাকার মূলধনে এই যৌথ কারবার স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি ডেফার্ড শেয়ারের মূল্য ১০০৲ টাকা, অর্ডিনারী শেয়ারের মূল্য ২৫৲টাকা এবং প্রেফেরান্স শেয়ারের মূল্য ৫০৲ টাকা। প্রত্যেক সহৃদয় এবং ধর্ম্মানুরাগী হিন্দুরই ইহার অংশীদার হওয়া উচিত। শ্রীমহামণ্ডল নিজ কার্য্যালয়ের সম্মুখে যে বিশাল জমি খরিদ করিয়াছেন, তাহাতে সর্ব্বধর্ম্মসদন এবং উপদেশক মহাবিদ্যালয় আদি বিদ্যাবিস্তারের স্থানগুলি স্থাপিত হইবে। ঐ বিশাল জমির এক অংশে এই কোম্পানীর জন্য একটী বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং উহাতে ইহার কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই কোম্পানী দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুজাতির পক্ষ সমর্থনের জন্য ইংরেজীভাষায় এবং হিন্দীভাষায় সাপ্তাহিক পত্র এবং দৈনিক পত্র বাহির করা হইতেছে। ইংরেজী ভাষার পত্রিকার নাম "মহাশক্তি" ও হিন্দি ভাষায় পত্রিকার নাম "ভারতধর্ম্ম।"

উভয়েই জাতীয় মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হইতেছে। হিন্দুজাতির কোন জাতীয় পুস্তকভাণ্ডার নাই, পাবলিশিং হাউস্ এবং জাতীয় ছাপাখানা আদিও নাই, স্বজাতীয় এই সকল গুরুতর অভাব এই সিণ্ডিকেটের দ্বারা দূর হইবে। শ্রীমহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণ এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহাতে এই কারবারে লোকসান না হইতে পারে এইরূপ সুব্যবস্থার সহিত কার্য্য করা হইবে।

প্রত্যেক মহোদয় দেশহিতৈষীর নিকট সবিনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা ঐ মুখপত্রের আদর্শ সংখ্যা সিণ্ডিকেটের অনুষ্ঠান পত্র এবং শেয়ারের জন্য অথবা পুস্তকাদি ক্রয়, ছাপার কার্য্য এবং সংবাদ পত্রাদির জন্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিয়া সমস্ত সংবাদ অবগত হউন।

সেক্রেটারী—
ভারতধর্ম্ম সিণ্ডিকেট লিমিটেড্,
ষ্টেশন্ রোড, বেনারস।

বারাণসী বিদ্যাপরিষদ্।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণের উদ্‌যোগে এই পরিষদ্ স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া এই পরিষদের পক্ষ হইতে পরীক্ষা গৃহীত হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্বানগণকে যথাযোগ্য সুবর্ণপদক, রৌপ্যপদক, মানপত্র ও অন্যান্য পারিতোষিক প্রদান করা হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত দশটী পরীক্ষা প্রতিবৎসর গৃহীত হয়। (১) উপাধ্যায় পরীক্ষা, (২) মহোপাধ্যায় পরীক্ষা। পৌরহিত্য পরীক্ষা দুইভাগে বিভক্ত যথা—(৩) শ্রৌতকর্ম্ম বিশারদ পরীক্ষা (৪) স্মার্ত্তকর্ম্ম বিশারদ পরীক্ষা। গুরু এবং আচার্য্য সম্বন্ধীয় পরীক্ষা, (৫) ধর্ম্মাচার্য্য পরীক্ষা। (৬) উপদেশক পরীক্ষা, হিন্দীভাষা বর্ত্তমান রাষ্ট্রভাষায় পরিগণিত তাহার উন্নতির জন্য (৭) রাষ্ট্রভাষা বিশারদ পরীক্ষা। (৮) স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য পরীক্ষা। (৯) কলেজের ছাত্রদিগের জন্য পরীক্ষা এবং ধর্ম্ম প্রবেশিকা পরীক্ষা। বিশেষ বিবরণ মন্ত্রী বারাণসী বিদ্যাপরিষদ্, মহামণ্ডল ভবন, বেনারস। এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিলে অবগত হওয়া যায়।

বিশেষ গ্রন্থাবলী।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয়ের সহিত যে সকল বিদ্ব সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহারা শ্রীমহামণ্ডলের শাস্ত্র প্রকাশ বিভাগের এই বিরাট কা সাহায্য করিবার জন্য নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তাঁহাদের গ্রন্থ সমূহ ভারতধর্ম্ম সিণ্ডিকেটের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সা করিবে।

১। মহামহাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীলশ্রীযুক্ত পণ্ডি অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অমূল্য গ্রন্থাবলী নিয়মিত ভাবে প্রকাশি হইতেছে। তাহার মধ্যে ১। সাধারণ ন্যায়রহস্য। ২। ন্যায়দর্শন রহস্য ৩। বৈশেষিক দর্শনর-হস্য। ৪। যোগদর্শন-রহস্য ৫। মীমাংসা-রহস্য। ৬ বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্র রহস্য, [illegible] পৃথক্ পৃথ ভাবে মুদ্রিত হইতেছে। গুরু শিষ্য সংবাদ প্রশ্নোত্তররূপে অতি সরল ভা প্রকাশিত হইতেছে। দার্শনিক রাজ্যে বাস্তবিকই যুগান্তর উপস্থিত। প্রত্যে দর্শনের চিত্র (chart) এই পুস্তকের সঙ্গে থাকিবে। (যন্ত্রস্থ)

ঐ সমস্ত দর্শনের সংস্কৃত কৌমুদীনাম্নী সরল বৃত্তি ও তাহার সহিত হিন্দী বাঙ্গলা ও ইংরেজীতে অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে।

২। ভক্তি তত্ত্ব। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বেদান্ত-শাস্ত্রী প্রণীত। সরল বা ভাষায় লিখিত। ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তপূর্ণ এরূপ পুস্তক নাই বলিলেও অত্যু হয় না। ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িক ভাব নাই. ভক্তি যে সকল সম্প্রদায়ের প্রাণস্বরূপ, তাহা সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে। বৈধীভক্তি রাগাত্মিকাভ ও পরাভক্তির দৃঢ় জটিল সাধনগুলি দৃষ্টান্তের সহিত এরূপ সরল ভাবে দেখা হইয়াছে যে, পাঠ করিতে করিতে চিত্ত প্রেমে বিভোর হইয়া যায়, প্রেমময় পর পুরুষের রমণীয় মূর্ত্তি মনোময়ী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া পাঠককে ভক্তির আনন্দ সিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া দেয়। ভক্তিপিপাসু শান্তিপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেরই ই পাঠ করা কর্ত্তব্য। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসীগণ এবং বিদ্বন্মণ্ডলী সময়োপযো হওয়ায় এই পুস্তকের রচনা পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। মূ ১৲ এক টাকা মাত্র।

৮। মহাবীর চরিত। অধ্যাপক শ্রীতারামোহন বেদান্ত শাস্ত্রী প্রণীত। যাঁহার চিন্তা প্রসূত বেদান্তশাস্ত্র পৃথিবীর সমস্ত জাতির বিস্ময় উৎপন্ন করিতেছে, সেই বিশ্বপূজ্য মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ণ বেদব্যাসের জীবন চরিত; ইহা ভক্তিরসের অমৃত প্রস্রবন, কর্ম্মের অবিশ্রান্ত সাগর তরঙ্গ, জ্ঞানগর্ব্বের হৈমগিরি, মূল্য ১৲ টাকা।

১২। অগস্ত্য চরিত। বিমানস্পর্শী আর্য্য সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন, পৃথিবীর সাহিত্যে এমন অপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব লোক বিস্ময়কর ঘটনা ইতিহাসে আর নাই, পুস্তক খানি যন্ত্রস্থ।